ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কাহিনী

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

v. | INNINGS OF

ME	TIME FOR		BATSMAN'S NAME	RUNS AS S
OUT	50	150		
	100	200		

	1	2	3	4	5	6

BOWLING ANAL

R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OVER No/RUNS												
OVER No/RUNS												
OVER No/RUNS												
OVER No/RUNS												
OVER No/RUNS												
OVER No/RUNS												

	PLAYED AT	ON	19

CORED	HOW OUT	BOWLER'S NAME	Total runs

7	8	9	10	EXTRAS:	TOTAL for wkts:	

S														
	13	14	15	16	17	18	19	20	Overs	Maidens	Runs	Wickets	Wides	No Balls	TOTAL

ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনী

[১৯৬৬ থেকে ১৯৭১]

তৃতীয় খণ্ড

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার। কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রকাশ : মহালয়া ১৩৮৪

প্রচ্ছদচিত্রী : শ্রী ফণী সাহা

দাম : কুড়ি টাকা

সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও নিপুণ মুদ্রণ, ৩২ মদন মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে শ্রী সুজিতকুমার রুদ্র কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বরুণ বর্মণ ও সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

প্রাসঙ্গিক

'ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনী : তৃতীয় খণ্ড' শেষ হ'লো ১৯৭১ সাল অব্দি এসে। খরগোশ-কচ্ছপের দৌড়ের মতো চলেছে ব্যাপারটা—কবে একেবারে সমকালীন খবরাখবর থাকবে, বলা মুশকিল। মুশকিল এই জন্য যে মুদ্রণের কাজ চলতে-চলতেই আবার নতুন-কোনো পর্যায়ের খেলা শুরু হ'য়ে যায়। তবে কচ্ছপ যদি হাল না-ছাড়ে, এই আর কি।

এক অর্থে অবশ্য ১৯৩২—১৯৭১ কে একটা যুগ ব'লেই ধরা যায় : ১৯৭২ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা অন্য চেহারা নিতে থাকবে, কারণ এখনও অব্দি এক অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ছাড়া বিদেশে সবখানেই ভারত টেস্টে জিতেছে। মোটামুটি আত্মনির্ভর হ'তে শিখেছে, বলা যায়। এইজন্য এই বইয়ের শেষে 'বিচিত্রা' ব'লে একটি বিভাগ সন্নিবিষ্ট হ'লো। তাতে ১৯৩২—৭১ অব্দি বহু বিচিত্র পরিসংখ্যান আছে : আর এক নজরে যাতে তখন অব্দি সব টেস্ট-খেলোয়াড়ের টেস্ট খেলার খতিয়ান পাওয়া যায়, তারও ব্যবস্থা আছে। সত্যি যে এঁদের অনেকে পরে আরো খেলেছেন—এবং সেখানে তাঁদের খেলার খতিয়ান বদলে গেছে—কিন্তু,তবু, নানা দিক থেকে,এই সারণি কাজে লাগবে ব'লেই মনে হয়।

মুদ্রণবিভ্রাট ব্যাপারটা বোধহয় বাংলা বইয়ের একটা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য—তাকে এড়ানো কেমন ক'রে যে সম্ভব, আমার অন্তত তা জানা নেই। তবে খুব-মারাত্মক ভুল নেই, এই আশাটাই করা যায়।

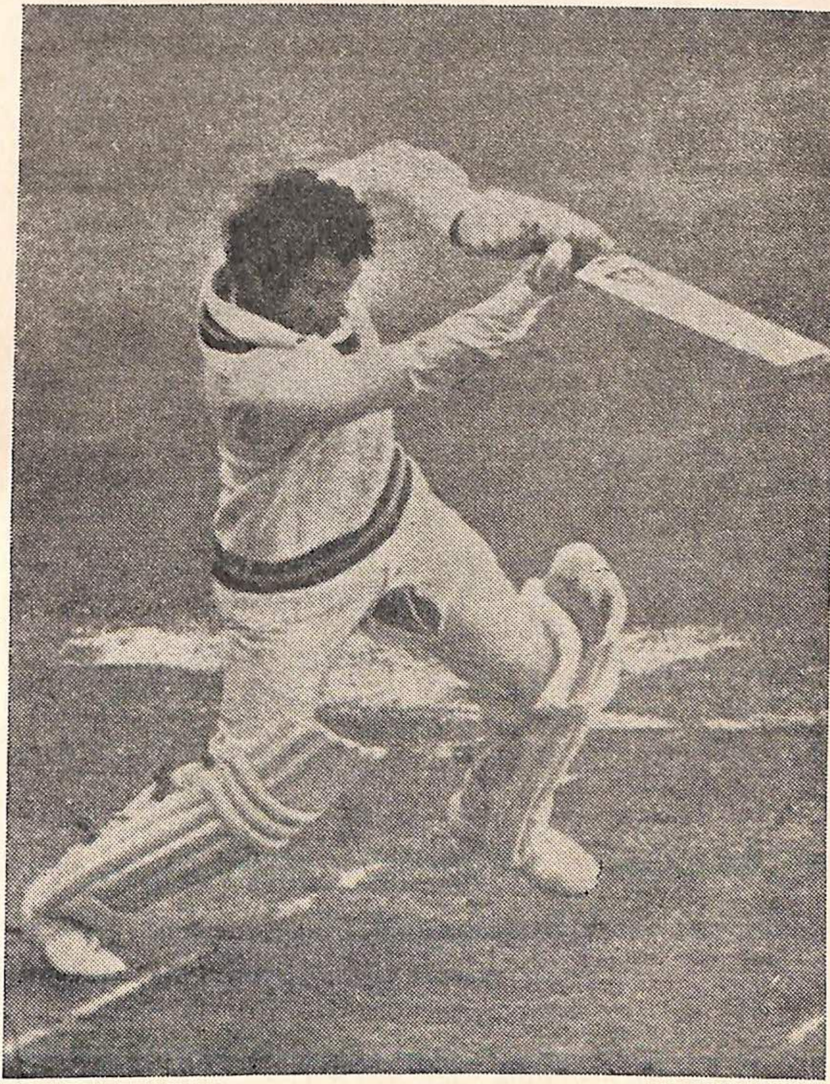
স্কোরকার্ডে বা অন্যত্র এ-বইয়ের মধ্যে কতগুলো সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে : একটি একেবারে নতুন সংকেত—নিক্ষেপক বোঝাবার জন্য 'নি.'—অর্থাৎ রান-আউটের সময় যাঁর তৎপরতা সবচেয়ে বেশি স্কোরকার্ডে তাঁরও উল্লেখ থাকা উচিত। বিল ফ্রিনডাল বা রে রবিনসন অন্তত আমার মতে সায় দেবেন। তা ছাড়া বাজে ফিল্ডিং-এর জন্য ভারত এত বার হেরেছে যে ভালো ফিল্ডিংকে বিশেষভাবে সম্মান করা উচিত। এছাড়া নামের বাঁ পাশে * চিহ্ন বোঝাবে দলনায়ক, আর † বোঝাবে উইকেটরক্ষক ; সংখ্যার ডানপাশে * বোঝাবে অপরাজিত।

বই লিখতে গিয়ে কতজনের কত সাহায্য যে পেয়েছি, তা এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আশা করি আগের দুটি খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও

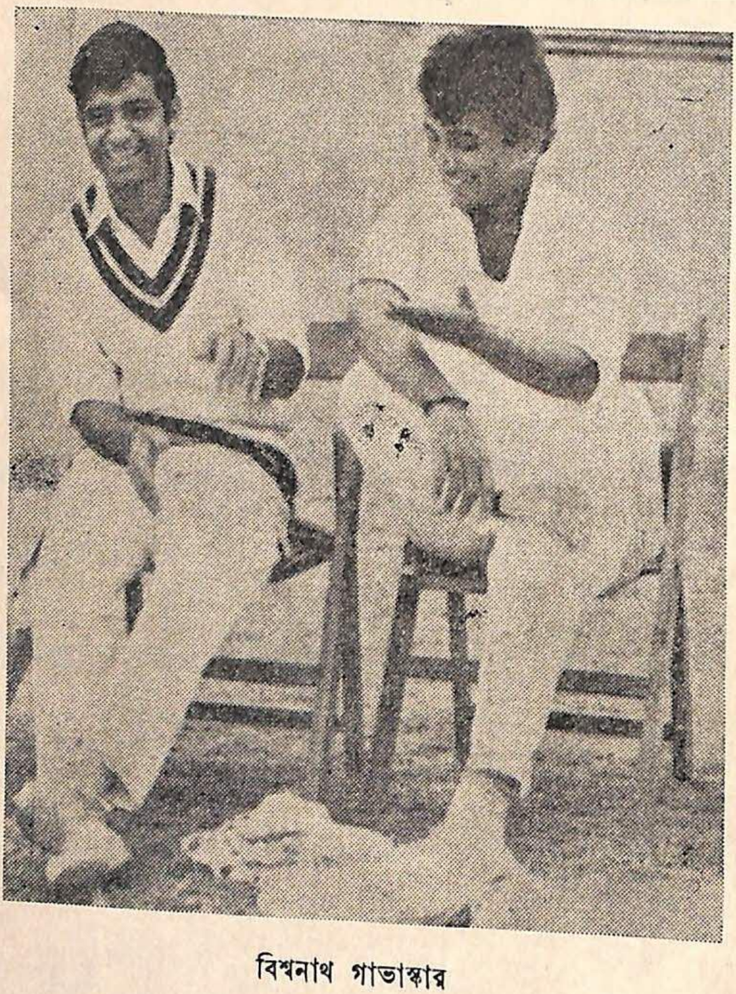
অনেকের মধ্যে তর্ক চেতিয়ে তুলবে, উত্তেজনা জাগাবে, হয়তো-বা ভালোও লেগে যাবে—একটু উত্তেজিতভাবে ক্রিকেট নিয়ে কথা না-বললে পুরোটাই তো না-হ'লে অর্থহীন হ'য়ে পড়বে। যতই অন্য প্রসঙ্গ থাকুক, এটা তো অবসর চর্চার ও বিনোদনেরই একটি উপায়। অতএব, ক্রিকেটরসিক, আপনার হাতে আবারও তর্ক করার নানান মালমশলা তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে।

কলকাতা
২২ শ্রাবণ ১৩৮৪

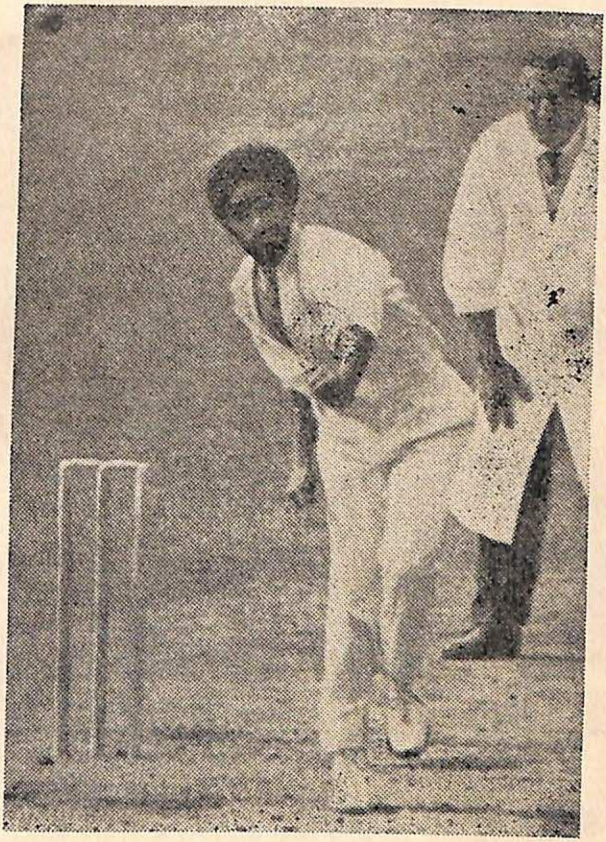
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



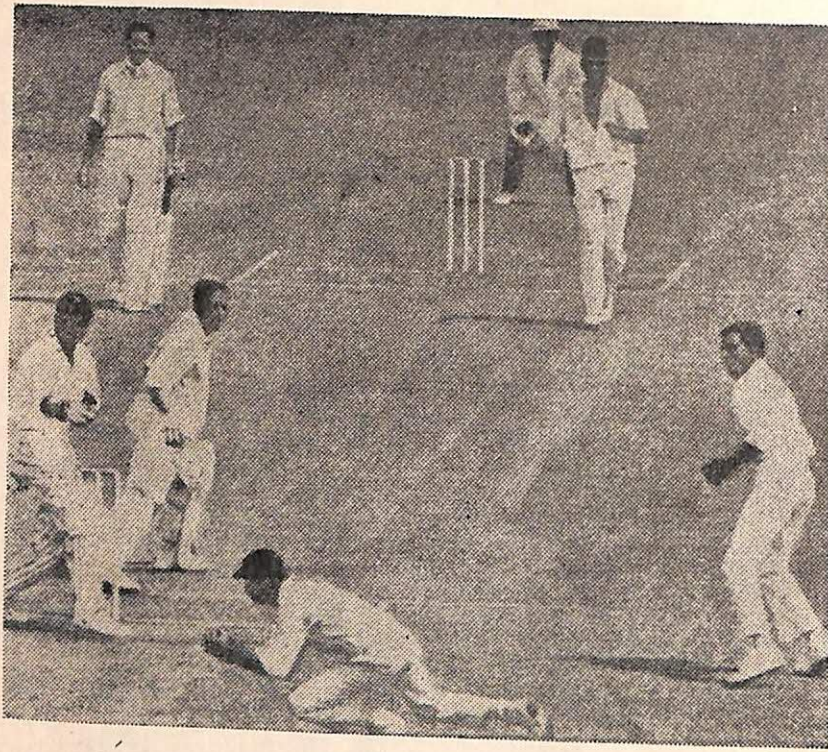
গাভাস্কার



বিশ্বনাথ গাভাস্কার



বেদি



নিউজিলাণ্ডে বেদির বলে



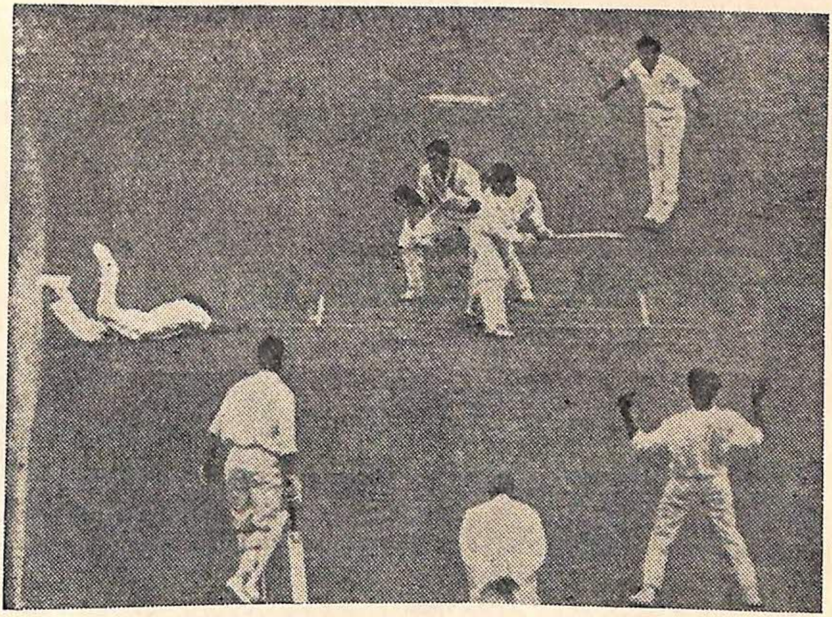
দুরানি



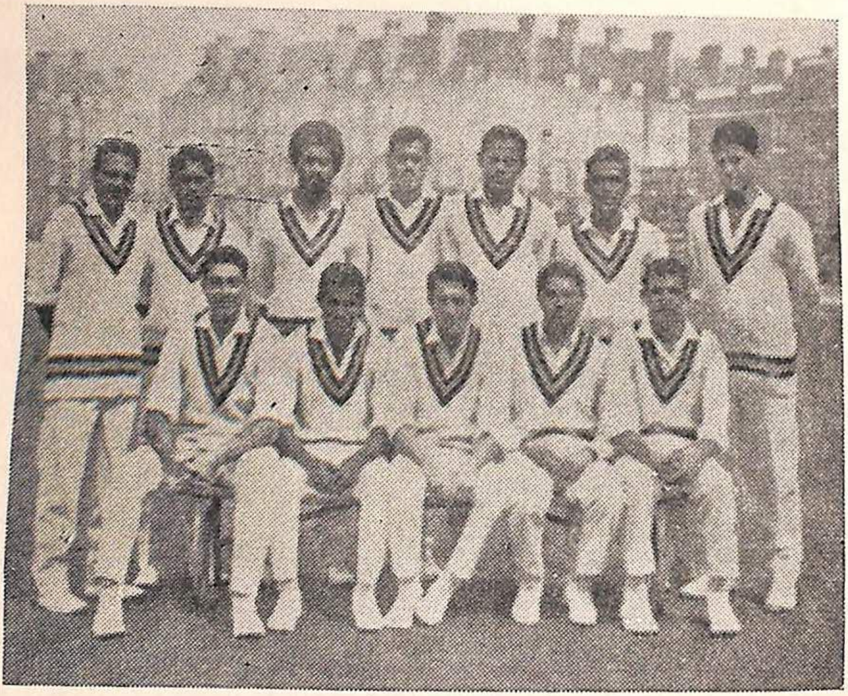
ওয়াড়েকর



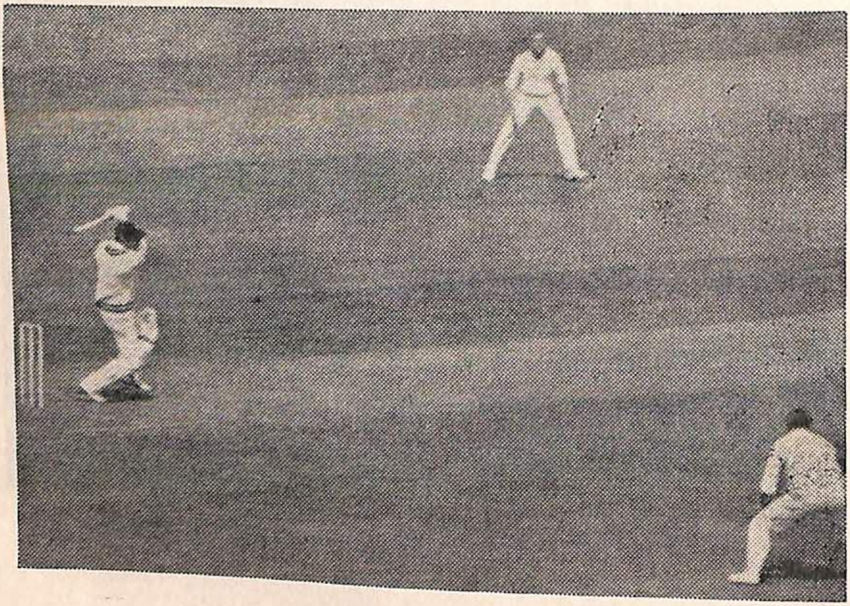
ওভাল ৭১   চন্দ্রশেখর ওয়াড়েকর



শেষের শুরু



ইংলণ্ডে ১৯৬৭



স্নোর বলে পাতৌদির ড্রাইভ

তারা ক্রিকেটের কী জানে, যারা শুধুই ক্রিকেট জানে? জিগেশ করেছিলেন জ্যামেকার সি. এল. আর. জেমস। অনেকেই আছেন কৈবল্যবাদী; তাঁরা বলবেন খেলা হচ্ছে খেলা—তার মধ্যে আবার সাত-পাঁচ ঘোরপ্যাঁচ কী। তাঁদের মতে, তাহ'লে, খেলা হচ্ছে সৃষ্টিছাড়া মানুষছাড়া অন্য-কিছু। ইংরেজদের বোঝা যায়: তারা এই খেলা মারফৎ ছড়িয়েছিলো তাদের সাম্রাজ্যবাদের 'আদর্শ', যদি তাদের ধরনধারণকে 'আদর্শ' বলতে কেউ রাজি থাকেন। কে না জানে ফ্ল্যাশম্যানকে—রাগবি স্কুলে যে পড়তো—টম ব্রাউনকে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করতো—যেহেতু টমের বয়স কম, গায়ে তেমন জোর নেই, ক্যাংলামতো, আর রোগাপটকা। কে না জানে 'দি হিল' উপন্যাসের সেই 'বুলি'কে, ফ্ল্যাশম্যানেরই যে রকমফের, কিন্তু যার সাতখুন মাপ কেবল ভালো ব্যাটধারী ব'লে নয়—সে যে সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য গিয়ে বুয়র যুদ্ধে না ঐ রকম কোথায় প্রাণ দিয়েছে! অমর সিং ভালো বোলার হতেন, ইংলণ্ডের পক্ষেই তাঁকে খেলানো যেতো, যদি চুনকাম ক'রে তাঁর কালো চামড়াটি ঢেকে নেয়া যেতো বা শাদা ক'রে ফেলা যেতো। জন আরলট ভালো লেখেন, 'গারডিয়ান' কাগজ মোটামুটি র‍্যাডিক্যাল, লেবার পারটির সমর্থক: জগতের সেরা অলরাউণ্ডারদের মধ্যে কিন্তু তাঁর বইতে বিনু মানকড় নেই, আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেভর গডার্ড: মানকড় আর গডার্ডের কৃতিত্ব মিলিয়ে দেখুন—কে কী রকম। আর দক্ষিণ আফ্রিকার কথা যদি ওঠে, সেখানে খেলা কি নিছকই খেলা, ক্রিকেট খেলা? ক্রিকেট কি শুধুই ক্রিকেট? তবে কেন অ্যাপার্থায়েড? অ্যাপার্ট অ্যাণ্ড হেইট—চামড়ার রঙের জন্য এই বৈষম্য? আর ওয়েস্ট-ইনডিজ, সেখানে কালো-শাদা-বাদামির মধ্যে এত দ্বন্দ্ব যে দলনায়ক করা হয় অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের খেলোয়াড়দের—আলেকজাণ্ডার, গডার্ড বা অ্যাটকিনসনকে? তা কি এমনি-এমনি? নিছক খেলা ব'লেই? খেলা যদি শুধুই খেলা—তবে মোহনবাগান কোনো গোরা দলকে হারালে দেশসুদ্ধ আনন্দের উল্লাস আর সাড়া প'ড়ে যেতো কেন?

আমরা ভালো করবো, যদি মনে রাখি ক্রিকেট শুধু ক্রিকেট নয়—তারও বেশি আরো-কিছু। ক্রিকেট যখন আমাদের দেশে প্রথম ছড়িয়েছিলো তখন তার পিছনে সক্রিয় ভূমিকা ছিলো আর্মির, রাজা-রাজড়াদের, ছোটো-

লাট স্ট্যানলি জ্যাকসনের (যাঁকে গুলি করতে গিয়ে কোনো তরুণী বিপ্লবীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিলো), আর পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর — যেটা মধ্যবিত্ত মানসিকতা তৈরি করার কারখানা। প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় তো তৈরি হয়েছিলো — মনে রাখবেন — ১৮৫৭তে, সিপাহী বিদ্রোহের বছরে।

কেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার সদস্য হওয়া না-সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড এবং নিউ-জিলাণ্ডের খেলোয়াড়দের 'সরকারি' খতিয়ানে ঐ সব দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলাকে মানা হয়? কেন তবে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের বা পাকিস্তানের খেলাকে সরকারি টেস্ট খেলা ব'লে মানা হবে না? কেন 'উইসডেন' পিঠ চাপড়ালে, বছরের পাঁচ ক্রিকেটারের একজন ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে, আমরাও আনন্দে নেচে উঠি? এ-সব প্রশ্ন মনে না-রাখলে, বা ইচ্ছে ক'রে ভুলে গেলে, অপ্রীতিকর এবং অরুচিকর ব'লে হয়তো, বা দিস ইজ নট ক্রিকেট, (এ তো ক্রিকেট নয় ব'লে হয়তো), আমরা মস্ত ভুল করবো, কারণ আমরা এই খণ্ড শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখতে পাবো ভারতে বা ওয়েস্ট-ইনডিজে খেলার মাঠে গণ্ডগোল বেঁধে যায়, হুলুস্থুল শুরু হয়, যার অনেকটাই হয়তো ক্রিকেট নয়।

কারণ ক্রিকেট শুধু তো ক্রিকেট নয় — তারও বেশি। এটা প্রায় হাতুড়ির বাড়ির মতো ঘা মেরে-মেরে বোঝাতে চাই। ক্রিকেট আসলে ছোটো একটা অনুবিশ্ব — যাতে রাজনীতির আর সমাজের নানা উত্তেজনা বা উৎকণ্ঠারও ছাপ পড়ে। ক্রিকেট খেলার ধরনটাও এমন, যে, তা না-হ'য়ে যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা প্রবিষ্ট হবো ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনীর তৃতীয় খণ্ডে — কেননা ততদিনে ভারতীয় জনসাধারণের একটা বড়ো অংশের কল্পনা ও উত্তেজনাকে এসে ছুঁয়েছে ক্রিকেট, খেলার চাহিদা টিকিটের চাহিদা বেড়েছে বহুগুণ, আর সমাজের নানা শ্রেণীর নানা ধরনের লোক এসে অংশ নিতে শুরু করেছেন ক্রিকেট খেলায়।

পর্যায় ২৩

ভারতে ওয়েস্ট-ইনডিজ ১৯৬৬-৬৭

আসবার কথা ছিলো ১৯৬৫-৬৬তে, কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজের ভারত সফর এক বছর স্থগিত রইলো ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের জন্য। আর বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট-ইনডিজ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কৌতূহল ও ঔৎসুক্য আরো বেড়ে গেলো। ১৯৬২তে ভারতকে পাঁচটি টেস্টেই হারিয়ে ৬৩তে ওয়েস্ট-ইনডিজ গিয়েছিলো ইংলণ্ডে, সেখানে ডেক্সটারের ইংলণ্ড দল ওরেলের দলের কাছে হারলো ৩-১ টেস্টে ; ওরেল অবসর নিলেন ; ওয়েস্ট-ইনডিজের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন গ্যারি সোবার্স। ববি সিমসনের অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৫ সালে ক্যারিবিয়নে গিয়ে এই প্রথমবার রাবার ও ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি হারালো সোবার্সের দলের কাছে ; তারপর সোবার্স ইংলণ্ডে গিয়ে ১৯৬৬ সালে আবার ৩-১ খেলায় ইংলণ্ডকে বিধ্বস্ত ক'রে 'উইসডেন' ট্রফি জিতে চ'লে এলেন। এবার, অতঃপর, ভারত।

ওয়েস্ট-ইনডিজ এদেশে পৌঁছুবার আগেই এসে পৌঁছেছিলো তাদের কিংবদন্তি : প্রায় রূপকথার গল্পের মতো উত্থান। কাজেই তাদের খেলতে দেখবার জন্য কী পরিমাণ ঔৎসুক্য ছিলো, তা হয়তো অনেকে আন্দাজ করতে পারবেন। কিন্তু, বলতে বাধ্য, কোনো আন্দাজই বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবে না। কনট্র্যাকটর যে-দলের বুনিয়াদ গ'ড়ে গিয়েছিলেন, তা আরো পাকাপোক্ত হয়েছে ততদিনে। নতুন যাঁরা এসেছেন দলে, যেমন চন্দ্রশেখর, বেঙ্কটরাঘবন ও হনুমন্ত সিং—তাঁরাও এক অর্থে কনট্র্যাকটরের যুগেরই বিলম্বিত ফসল। যদিও ভারতের ফাস্টবোলার নেই, তবু অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিলাণ্ডকে হারিয়েছে ব'লে ভারতীয় দল সম্বন্ধেও তখন অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আস্থা জেগেছে। অতএব ওয়েস্ট-ইনডিজের তৃতীয় ভারতসফর যে একতরফা বিজয় অভিযান হবে না এটা ধ'রেই নেয়া গিয়েছিলো—বিশেষত খেলা যখন ভারতের মাটিতেই হচ্ছে।

কিন্তু তিনটি টেস্টের ছোট্ট সফরে ওয়েস্ট-ইনডিজ আবার দুটি টেস্টে জিতে গেলো। সত্যি বলতে, অথচ, খেলার যথার্থ ফলাফল হওয়া উচিত ছিলো ভারতেরই পক্ষে ২-১। বম্বাই ও মাদ্রাজের প্রথম ও তৃতীয় টেস্টে একের পর এক ক্যাচ না-ফশকালে ভারতই জিততো। কোনো দলই বার-বার ক্যাচ ফশকে কোনো খেলা জিতবার আশা করতে পারে না। তার উপর খেলা যখন হচ্ছে উদ্দীপ্ত ও বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট-ইনডিজের সঙ্গে।

অর্থাৎ ২-০ খেলায় ভারতের হার—সিরিজের এই ফলাফল, সত্যি বলতে, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো আভাসই দেয় না। ওয়েস্ট-ইনডিজ হেরেছিলো সম্মিলিত পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের কাছে, আর হারতে-হারতে বেঁচেছিলো দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে খেলায়। অন্তত এ থেকে আভাস পাওয়া যেতে পারে এই ভারতসফরেই ওয়েস্ট-ইনডিজের ভাবী পতনের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছিলো। তার একটা কারণ অবশ্য হল ও গ্রিফিথের তুলনামূলক ব্যর্থতা। ভারতের নির্জীব পিচে তাঁদের বল বিশেষ সাফল্য লাভ করবে না, এটা সবাই জানতো। কিন্তু তবু এ-ধরনের পিচেই হল-গিলক্রিস্ট ১৯৫৮-৫৯ সালে হুলুস্থূল বাঁধিয়েছিলেন। এবার হল-গ্রিফিথের অভিঘাত তেমন তুলকালাম হয়নি। তাঁরা উইকেট নিয়েছেন, সত্যি ; প্রথম টেস্টের শুরুতেই তাঁরা ভারতীয় ব্যাটিং-এর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন : কিন্তু আগে ও-অবস্থা থেকে ভারত সহজে উঠে দাঁড়াতে পারেনি—এবার অবশ্য আস্তে-আস্তে অবস্থা আয়ত্তে এনেছে। বরং বেশি কার্যকর হয়েছে গিবস ও সোবার্সের স্পিন বল। আর ওয়েস্ট-ইনডিজ কখনোই ভারতের মতো একের পর এক ক্যাচ ফ্যালেনি ব'লেই গিবস ও সোবার্স আগাগোড়া ব্যাটসমানদের ঘিরে আক্রমণাত্মক ফিল্ড সাজাতে পেরেছিলেন। অন্তত এ-সিরিজে যে স্পষ্টই ক্যাচ খেলা জিতেছিলো তাতে সংশয় নেই। ঠাশাঠাশি দর্শকের ভিরে সাড়ে-চারদিন ধ'রে সংঘটিত হ'লো ক্রিকেটের নাটক : এই হ'লো বম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট। অনবরত পালটেছে খেলার মোড় ; কারু প্রাধান্যই কখনো অবিচ্ছিন্ন একটানা বজায় থাকেনি। এবার যদি ভারত কোনঠাশা এক ঘণ্টা পরে ওয়েস্ট-ইনডিজ হতাশ আর দু-ঘণ্টা পরে আবার ভারত কোনঠাশা—আর এইভাবে দর্শকদের রুদ্ধশ্বাস ক'রে রেখে শেষ হ'লো ভারত-ওয়েস্ট-ইনডিজের প্রথম টেস্ট।

প্রথম টেস্ট : বম্বাই ; ডিসেম্বর ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮/১৯৬৬

টসে জিতেছিলেন পাতৌদি : কিন্তু তিন ওভারে ভারতের রান তিন উইকেটে ১৪। এবং বোরদের খেলায় ফুটে উঠছে হতাশা, অনাস্থা, এমনকি দুঃখ—যে-কোনো মুহূর্তে তিনিও আউট হ'তে পারেন—এই অবস্থায় নামলেন পাতৌদি। অনেকক্ষণ আগলে রাখলেন তিনি বোরদেকে, খেলায় ফিরিয়ে আনলেন সুবিবেচনা, সংযম, এবং, এমনকি, পরিকল্পনা ; আশ্বস্ত করলেন বোরদেকে, তারপর যখন পাতৌদির কাছ থেকে একটা দুর্দান্ত ইনিংসের প্রত্যাশা

গ'ড়ে উঠেছে তখন হলফোর্ডের লেগব্রেকে মাত্র ৪৪ ক'রে দলের ১০৭ রানের মাথায় তিনি আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু তিন উইকেটে ১৪ থেকে যেভাবে পাতৌদি পুরো খেলায় নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা অসামান্য ক্রিকেটের নজির ব'লেই গণ্য হবে।

নামলেন বম্বাইয়ের প্রিয় খেলোয়াড় ছিপছিপে ও সুদর্শন ওয়াড়েকর। অনেকদিন থেকেই টেস্ট-ক্রিকেটে ওয়াড়েকরের আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছে দর্শক, কিন্তু তাঁকে আশ্চর্য, দলে আনা হয়েছে হনুমন্ত সিংএর জায়গায়: আগের পাঁচটি টেস্ট-ইনিংসে যাঁর স্কোর ছিলো ৩১, ০, ৭৫*, ৮২, ৭*: নিউ-জিলাণ্ডের সঙ্গে শেষ টেস্টে তাঁর স্কোয়ারকাটই ভারতকে বিজয়ের উল্লাস এনে দিয়েছিলো। ওয়াড়েকর ছটফট করলেন অনেকক্ষণ, তারপর ৮ রান ক'রে বিদায় নিলেন। আবার দুরানির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে খেলার মোড় ঘুরে গেলো। প্রথম বল থেকেই আক্রমণ করলেন দুরানি, ষষ্ঠ উইকেটে বোরদের সঙ্গে যোগ করলেন ১০২ রান, যাতে তাঁর নিজের অবদান ৫৫, তারপর খেলা ভাঙার কয়েক মিনিট আগে সোবার্সের বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে আউট হ'য়ে চ'লে গেলেন। তবু ছ-উইকেটে ২৪১ রান অবিশ্বাস্য প্রত্যাশা ছিলো যখন তিন উইকেটে ১৪ রানে ভারতীয় ইনিংস মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোরদে দিনের শেষে ১২০ ক'রে অপরাজিত রইলেন—তাঁর এই রানের মধ্যে ছিলো একটি পাঁচ ও পনেরোটি চার। প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠবার পর তিনি কোনো সুযোগ দেননি, বরং দৃঢ়ভাবে সোবার্সের সব চাল ব্যর্থ করেছেন।

যদি-বা তখনও কারু মনে বড়ো রানের প্রত্যাশা থেকে থাকে, পরদিন খেলা শুরু হবার আধঘণ্টার মধ্যেই তার অবসান হ'লো। বোরদে আউট হলেন তাঁর আগের দিনের স্কোরের সঙ্গে মাত্র ১ রান যোগ ক'রে। কুন্দেরান নাদকারনিও বেশিক্ষণ টিকলেন না। শেষে যে ভারতের রান ২৯৬তে গিয়ে পৌঁছোলো তার কৃতিত্ব বর্তাবে বেঙ্কটরাঘবন ও চন্দ্রশেখরের উপর। শেষ উইকেটে তাঁরা যোগ করেছিলেন ৩৬ রান, বেঙ্কটরাঘবন শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৩৬ ক'রে। ভাবলে ভুল হবে যে শেষ উইকেট জুটির এই রান জুটেছিলো সবই আনাড়ির মারে। বেঙ্কটরাঘবন খেলছিলেন কেতাবি; তাঁর কভারড্রাইভ ও ও স্কোয়ারকাট অনেক নামজাদা ব্যাটসম্যানের চেয়েও কোনো অংশে কম ছিলো না। গিবস-সোবার্স-হলফোর্ডের স্পিন খেলছিলেন তিনি আস্থার সঙ্গে পা বাড়িয়ে; ক্রিজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলগোছে ব্যাট পেতে তিনি ঘূর্ণ্যমান

বলকে যেভাবে স্তম্ভিত ক'রে দিচ্ছিলেন, তা তাঁকে নিছক টেলএনডার ব'লে ভাবতে দেয়নি। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এ-ইনিংসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ-ইনিংসের জোরেই দুরানির চেয়ে তিনি অনেক বেশি বাঞ্ছনীয় মনে হবেন নির্বাচকদের কাছে—আর প্রসন্ন তাঁর চেয়ে অনেক উঁচু জাতের অফস্পিনার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বদলে তিনিই পাবেন নির্বাচকদের কৃপাদৃষ্টি, যেহেতু তিনি ব্যাট করতে পারেন। সব সময় হয়তো নয়, তবে মাঝে-মাঝে। কিন্তু তাই বা—নির্বাচকরা ভাববেন—কম কী?

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই		ব. হল	৬
এম. এল. জয়সীমা	ক. হেনড্রিকস	ব. গ্রিফিথ	৪
আব্বাস আলি বেগ		ব. হল	০
চান্দু বোরদে	ক. হেনড্রিকস	ব. সোবার্স	১২১
* পাতৌদির নবাব		ব. হলফোর্ড	৪৪
অজিত ওয়াড়েকর	ক. গিবস	ব. সোবার্স	৮
সেলিম দুরানি		ব. সোবার্স	৫৫
বাপু নাদকারনি	ক. সোবার্স	ব. গ্রিফিথ	৯
† বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. গ্রিফিথ	৬
এস. বেঙ্কটরাঘবন	অপরাজিত		৩৬
বি. এস. চন্দ্রশেখর	ক. গিবস	ব. হলফোর্ড	২
অতিরিক্ত (বাই ৩, নো-বল ২)			৫
			২৯৬

পতন : ১০ (সরদেশাই); ১০ (বেগ); ১৪(জয়সীমা); ১০৭ (পাতৌদি); ১৩৮ (ওয়াড়েকর); ২৩০ (দুরানি); ২৪২ (বোরদে); ২৫৩ (কুন্দেরান) ২৬০ (নাদকারনি); ২৯৬ (চন্দ্রশেখর)।

হল	২০	৪	৫৪	২
গ্রিফিথ	২১	৬	৬৩	৩
গিবস	২৫	৮	৬০	০
সোবার্স	৩৫	৯	৪৬	৩
হলফোর্ড	১৯.৪	২	৬৮	২

দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজের রান উঠেছিলো চার উইকেটে ২০৮। অথচ এত রান তারা কিছুতেই তুলতে পারতো না, যদি ক্যাচগুলো লোফা যেতো। বাইনো, কানহাই, বুচার যখন মাত্র ৮২ রানের মধ্যে চন্দ্রশেখরের বলে নাজেহাল হ'য়ে ফিরে গিয়েছিলেন, তখন ভাবা যায়নি যে তারা এ-অবস্থা থেকে শামলে উঠতে পারবে। কেউই চন্দ্রশেখরের বল খেলতে পারছিলেন না, ব্যাট দিয়ে অন্ধের মতো হাৎড়াচ্ছিলেন কেবল ; হাণ্ট ইতিমধ্যেই চন্দ্রশেখরের বলে খোঁচা দিয়ে কুন্দেরানের বদান্যতায় 'দ্বিতীয় জীবন' যাপন করছেন। এমন সময় প্রথম টেস্ট খেলতে নামলেন চশমা পরা লম্বা বাঁ-হাতি ব্যাটসমান ক্লাইভ লয়েড। চন্দ্রশেখরের প্রথম বলটাতেই তিনি ক্যাচ তুললেন এবং ওয়াড়েকর সৌজন্যবশত স্নিগ্ধ হেসে ফেলে দিলেন। লয়েডের যখন রান ৫ তখন আবার চন্দ্রশেখরের বলে তিনি ক্যাচ তুললেন, এবং পুনর্বার ওয়াড়েকর সদাশয় ক্রোড়পতির মতো তাঁকে ফেলে দিলেন। ক্রিকেটে সার্থকতা ও ব্যর্থতার মধ্যে দূরত্ব অনেক সময়েই দৈবের দয়ায় ক'মে যায়। হয়তো প্রথম টেস্টেই শূন্যে বা পাঁচে আউট হ'লে লয়েডের পক্ষে তখনকার দুর্দান্ত ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে স্থান পাওয়া শক্ত হ'তো : এবারও যে খেলতে সুযোগ পেয়েছেন, তা কেবল সীমূর নার্স অসুস্থ ব'লেই। দু-দুটি ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পাবার পর তিনি যেন ব্যাটিংপ্রদর্শনী খুলে বসলেন : রগরগে, উজ্জ্বল, তাকলাগানো খেলা। এমনকি চন্দ্রশেখরেরও সাধ্য হ'লো না তারপর তাঁকে আটকে রাখেন। হাণ্টের সঙ্গে লয়েড চতুর্থ উইকেটে যোগ করলেন ১১০ রান, তাতে তাঁর নিজের দান ৮২। অবশেষে চন্দ্রশেখরই অবশ্য লয়েডকে পেলেন, কিন্তু ততক্ষণে বিশ্বক্রিকেটে ঝলমলে এক নতুন তারা ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য দুরানির বলে কুন্দেরান আরো-একবার হাণ্টকে ফশকেছেন।

দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট-ইনডিজ যে-চারটে উইকেট খুইয়েছিলো, সবগুলোই পেয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। তৃতীয় দিনে তিনি পেয়েছিলেন আরো তিনটে উইকেট। স্বয়ং সোবার্সও কখনও তাঁর বলে স্বস্তি পাননি, কিন্তু সোবার্স আউট হলেন বেঙ্কট-রাঘবনের বলে। হাণ্ট এর আগে কখনোই ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেননি : এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বোচ্চ রান ছিলো মাত্র ৫৯। কিন্তু এবার নাছোড়বান্দা হাণ্ট ষোলোটি চার সহযোগে সেঞ্চুরি ক'রে তবে আউট হলেন। কিন্তু হাণ্ট ও সোবার্স আউট হবার পর হলফোর্ড আর হেনড্রিকস একরোখা লেগে রইলেন। দুজনেই অবশ্য একাধিক ক্যাচ দিয়েছিলেন, যার ফলে, অবশেষে

চন্দ্রশেখরকে সেদিন সব ব্যাটসমানকেই অন্য-কারু উপর নির্ভর না-ক'রে বোল্ড ক'রে দিতে হ'লো। ওয়েস্ট-ইনডিজ শেষ পর্যন্ত ৪২১ রান ক'রে ভারতের থেকে ১২৫ রানে এগিয়ে রইলো। আর চন্দ্রশেখর ৬১.৫ ওভারে ১৫৭ রান দিয়ে ঐ ব্যাটিং উইকেটে সাত উইকেট পেয়ে এটা প্রমাণ করলেন যে তিনি সে-মুহূর্তে বিশ্বের সেরা লেগব্রেক বোলার। কিন্তু এভাবে যদি তাঁকে ফিল্ডসম্যানের সাহায্য ছাড়াই একা আক্রমণের সব দায়িত্ব নিতে হয়, আর একটানা ৬২ ওভার বল করতে হয়, তবে তাঁকে ফুরিয়ে ফেলতে, তাঁর ভিতরকার আগুন নিভিয়ে দিতে, ভারতীয় দলের বেশি সময় লাগবে না। এক অর্থে 'ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনী'র পাঠক নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছেন, এ-বইটা 'ভারতীয় বোলারদের অপমৃত্যু' বইয়েরই নামান্তর।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

কনরাড হান্ট		ব. দুরানি	১০১
রবিন বাইনো	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. চন্দ্রশেখর	২
রোহন কানহাই	ক. বেগ	ব. চন্দ্রশেখর	২৪
বেসিল বুচার		ব. চন্দ্রশেখর	১৬
ক্লাইভ লয়েড	ক. কুন্দেরান	ব. চন্দ্রশেখর	৮২
* গ্যারি সোবার্স		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৫০
ডেভিড হলফোর্ড		ব. চন্দ্রশেখর	৮০
† জ্যাকি হেনড্রিকস		ব. চন্দ্রশেখর	৪৮
চারলি গ্রিফিথ		ব. চন্দ্রশেখর	১২
ওয়েস হল	লেগবিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১
ল্যান্স গিবস	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ২, নো-বল ২)			৪
			৪২১

পতন : ১২ (বাইনো); ৫২ (কানহাই); ৮২ (বুচার); ১৯২ (লয়েড); ২৪২ (হান্ট); ২৯৫ (সোবার্স); ৩৭৮ (হেনড্রিকস); ৪০২ (গ্রিফিথ); ৪০৯ (হল); ৪২১ (হলফোর্ড)।

জয়সীমা	২	০	৫	০
ওয়াড়েকর	১	০	৫	০

চন্দ্রশেখর	৬১.৫	১৭	১৫৭	৭
দুরানি	৩০	৬	৮৩	১
বেঙ্কটরাঘবন	৫৭	১৭	১২০	২
নাদকারনি	১৫	৫	৪৭	০

দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় ব্যাটিংএ যেন কোনো পরিকল্পনাই ছিলো না। প্রায় সবাই আস্থা ও দৃঢ়তার সঙ্গে শুরু করেছিলেন, কিন্তু হাত জ'মে যাবার পর যখন কারু বলই খেলায় কোনো দাগ কাটতে পারছে না তখন হঠাৎ অতর্কিতে, নিছক মন না-বসাতে পেরেই, আউট হ'য়ে ফিরে আসছিলেন।

প্রথম উইকেটে জয়সীমা ও সরদেশাই যোগ করেছিলেন ৭৪ রান; জয়সীমার খেলায় যে কেবল আস্থা ছিলো তা-ই না, মারগুলো ছিলো প্রখর ও সতেজ। বিশেষত তাঁর অনড্রাইভ ও পুল গিবস-সোবার্সের বলের বিরুদ্ধে চমৎকারভাবে কার্যকর হচ্ছিলো। অথচ তাঁর রান যখন ৪৪, সোবার্সের দ্রুত চায়নাম্যানটি কাট করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে জয়সীমা চ'লে এলেন—দলের রান তখন ৭৪। ৯২-তে পৌঁছে সরদেশাই সোবার্সকে ড্রাইভ করতে গিয়ে বলের রেখা হারিয়ে ফেললেন, তাঁর রান ২৬। বেগ পুরোনো দিনের ভঙ্গিমায় ৪২ রান করলেন, অন্য প্রান্তে আছেন পাতৌদি। হঠাৎ হলফোর্ডের অপেক্ষাকৃত মন্থর বলটি বেগকে ঠকালো: ভারত তখন পাঁচ উইকেটে ১৪১—ওয়েস্ট-ইনডিজ থেকে মাত্র ১৬ রান এগিয়ে। বোরদে আর ওয়াড়েকর আউট হয়েছিলেন চটপট—বোরদের পতন হয়েছিলো গিবসের বলে, ব্যাট ও প্যাড মারফৎ শর্ট-লেগে, আর ওয়াড়েকরও মাত্র ৪ রান ক'রেই হলফোর্ডের বলে শর্টলেগের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে প্রস্থান করেছিলেন।

পাতৌদি-দুরানি জুটি, অতএব, ষষ্ঠ উইকেটে সাবধানে, দায়িত্বের সঙ্গে, ব্যাট করতে লাগলেন। জুটির রান যখন ৫১, দুরানির নিজের ১৭, তখন গিবসের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে হেনড্রিকসের হাতে ক্যাচ দিয়ে দুরানি ফিরে এলেন। নাদকারনিরও আউট হলেন পরক্ষণে। কুন্দেরান এসেই গিবস, ব্যাট-প্যাড ও শর্টলেগ মারফৎ আউট হবার উপক্রম করলেন: আম্পায়ার মামসা তাঁকে আউট ব'লেই আঙুল তুলেছিলেন, কিন্তু সোবার্স জানালেন বলটি তিনি মাটি থেকে কুড়িয়েছেন—এটা মোটেই ক্যাচ নয়।

এই অবস্থায় পাতৌদি সবেগে বোলিংকে আক্রমণ করলেন। পর-পর ক্রিজ

থেকে হালকা পায়ে বেরিয়ে দুটি চার, আর গিবসের বলে ছক্কা মেরে পৌঁছলেন নিজের ৫১তে, এবং পরের বলটিতেই আবার ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে আউট হ'য়ে ফিরে এলেন! ভারত আট উইকেটে ২১৭—ওয়েস্ট-ইনডিজ থেকে মাত্র ৯২ রান এগিয়ে। বেঙ্কটরাঘবন যখন একদিকের উইকেট আগলে রাখলেন, কুন্দেরান আক্রমণ করলেন বোলিং। গিবস, সোবার্স ও হলফোর্ড—কারু বলই তাঁর উপর কোনো দাগ কাটতে পারলো না! রগরগে, রুদ্ধশ্বাস একেকটা মার বেরিয়ে আসছে তাঁর ব্যাট থেকে, রান উঠছে ঝড়ের বেগে, আর তাই দেখে সোবার্স গ্রিফিথের হাতে বল তুলে দিলেন। গ্রিফিথের বল সম্বন্ধে নানা ধরনের সন্দেহ ছিলো: কে না জানে কনট্র্যাকটরের সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা। বেনো, ডেক্সটার—এবং জগতের আরো-বহু ব্যাটসম্যান—এ-বিষয়ে নিঃসংশয় যে গ্রিফিথের অতর্কিত ইয়র্কার ও কোনো-কোনো অপ্রত্যাশিত বাউন্সার মোটেই নির্দোষ নয়। সেজন্যে—মামসা ও সত্যাজি রাও—ভারতীয় আম্পায়াররা কী বলেন, জানতে সকলের কৌতূহল ছিলো। কিন্তু গ্রিফিথের বলে তেমন গতি ছিলো না, বাউন্সার-গুলি তেমন মারাত্মক হয়নি, ইয়র্কার তিনি প্রেরণ করেননি। কুন্দেরান যখন পনেরোটি চার মেরে ৭৯ রান করেছেন, তখনই গ্রিফিথের ইয়র্কারটি এলো—কুন্দেরান আউট। কেননা আম্পায়ারদের মতে বলটি নির্দোষ। চার রান পরেই বেঙ্কটরাঘবনও গিবসের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে এলেন: ভারত ওয়েস্ট-ইনডিজের থেকে মাত্র ১৯১ রান এগিয়ে রইলো: হাতে সময় আছে সেদিন অপরাহ্নে ৫০ মিনিট, ও পরদিন সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা।

ভারত: দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. বাইনো	ব. সোবার্স	৪৪
দিলীপ সরদেশাই		ব. সোবার্স	২৬
আব্বাস আলি বেগ	ক. ও	ব. হলফোর্ড	৪২
চান্দু বোরদে	ক. সোবার্স	ব. গিবস	১২
অজিত ওয়াড়েকর	ক. সোবার্স	ব. হলফোর্ড	৪
* পাতৌদির নবাব		ব. গিবস	৫১
সেলিম দুরানি	ক. হেনড্রিকস	ব. গিবস	১৭
বাপু নাদকারনি	লেগ-বিফোর	ব. হলফোর্ড	৩

† বুধি কুন্দেরান		ব. গ্রিফিথ	৭৯
এস. বেঙ্কটরাঘবন	লেগ-বিফোর	ব. গিবস	২৬
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৮, নো-বল ৫)			১৩
			৩১৬

পতন : ৭৪ (জয়সীমা) ; ৯২ (সরদেশাই) ; ১১৯ (বোরদে) ; ১২৪ (ওয়াড়েকর) ; ১৪১ (বেগ) ; ১৯২ (দুরানি) ; ১৯৩ (নাদকারনি) ; ২১৭ (পাতৌদি) ; ৩১২ (কুন্দেরান) ; ৩১৬ (বেঙ্কটরাঘবন)।

হল	১০	৩	১০	০
গ্রিফিথ	১১	৪	৫৩	১
গিবস	২৪.৫	৩	৬৭	৪
সোবার্স	২৭	৬	৭৯	২
হলফোর্ড	৩৯	৭	৯৪	৩

মনে আছে, মাইক স্মিথের সঙ্গে কানপুরের সেই খেলা, যখন নতুন বলে আক্রমণ রচনা করেছিলেন দুরানি ও পাতৌদি? যদি ভেবে থাকেন, তা থেকে ভারত কিছু শিখেছিলো, তবে তাহা ভুল করেছেন। প্রথম দফাতেই তো দেখেছেন ওয়াড়েকর এক ওভার বল করার পরেই পাতৌদি চন্দ্রশেখরকে ডেকে এনেছিলেন। সেই নামকাওয়াস্তে এক ওভারও বল করাননি এবার পাতৌদি—নতুন বলেই আক্রমণ রচনা করলেন চন্দ্রশেখর ও বেঙ্কটরাঘবনকে দিয়ে। ওয়েস্ট-ইনডিজ ১৯২ করলে জিতবে, হাতে অঢেল সময়, বলের পালিশ নষ্ট করার অবকাশ তখন কোথায়?

কিন্তু কে দায়ী ভারতীয় স্পিনারদের এভাবে ফুরিয়ে ফেলার জন্য? দলের অধিনায়ক, না ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড ও নির্বাচক সমিতি? কেন পালটানো হবে না এই সব মৃত নির্জীব উইকেট? কেন চেষ্টা করা হবে না দেশে ফাস্টবোলার তৈরি করবার? কেন নির্বাচকেরা এমনকি সুরতি, রঞ্জানে, দেশাই বা উদীয়মানদের মধ্যে সুব্রত গুহকে স্মরণ করবেন না? এ-সব হিংটিংছট প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।

চন্দ্রশেখর কিন্তু অচিরেই আঘাত হানলেন: বাইনো আর বুচার যখন চন্দ্রশেখরের বলে ভির্মি খেয়ে ফিরে গেলেন, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজ দু-উইকেটে ২৫। নামলেন গিবস—নৈশপ্রহরী।

কিন্তু আবারও পরদিন হাণ্ট অব্যাহতি পেলেন দু-দুবার ; সেই ফশকানো ক্যাচের পালা। তবু যখন ৯০ রানের মাথায় হাণ্ট আউট হলেন, ওয়েস্ট-ইনডিজ কোনোমতে চার উইকেটে ৯০ করেছে ; চন্দ্রশেখরের বলে কেউই মুহূর্তের স্বস্তি পাননি। এমনকি লাঞ্চের সময়ও চন্দ্রশেখরের বল ভারতকে জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো ; একা যে কোনো বোলার একটি দলকে জিতিয়ে দিতে পারেন এ-রকম একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে বম্বাইতে, এ-প্রত্যাশাও কেউ-কেউ করেছিলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় দফায় যে-চারটে উইকেট পড়েছে, সবগুলোই পেয়েছেন চন্দ্রশেখর।

কিন্তু লাঞ্চের পর এক ঘণ্টায় খেলা শেষ। লয়েড ও সোবার্স চন্দ্রশেখরকে পালটা আক্রমণ করলেন, ঝড়ের বেগে রান উঠতে লাগলো, কিন্তু পালটা আক্রমণ ছাড়া যে ওয়েস্ট-ইনডিজর জয়ের সম্ভাবনা কম সে-কথা সোবার্স বুঝতে পেরেছিলেন ব'লেই সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করেছিলেন চন্দ্রশেখর ও দুরানিকে : এই দুজনের কাছ থেকেই ভয়। সোবার্স ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি, আর তাই পঞ্চম দিনে লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর ওয়েস্ট-ইনডিজ ছ-উইকেটে জিতে গেলো। ফলাফল বইয়ের পাতায় প'ড়ে এখন বোঝবার জো সেই খেলা কীভাবে বার-বার মোড় ঘুরছিলো : ক্যাচগুলো না-ফশকালে ভারত ও-অবস্থাতেও হয়তো জিতে যেতো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

কনরাড হাণ্ট	ক. বদলি (সুরতি)	ব. চন্দ্রশেখর	৪০
রবিন বাইনো	ক. ওয়াড়েকর	ব. চন্দ্রশেখর	৫
বেসিল বুচার	লেগ-বিফোর	ব. চন্দ্রশেখর	১১
ল্যান্স গিবস	ক. ওয়াড়েকর	ব. চন্দ্রশেখর	৫
ক্লাইভ লয়েড	অপরাজিত		৭৮
* গ্যারি সোবার্স	অপরাজিত		৫৩
		চার উইকেটে	১৯২

পতন : ১১ (বাইনো) ; ২৫ (বুচার) ; ৫১ (গিবস) ; ৯০ (হাণ্ট)।

চন্দ্রশেখর	৩১	৭	৭৮	৪
বেঙ্কটরাঘবন	১৯	২	৬৫	০
দুরানি	১৩	৪	৪২	০

জয়সীমা	১	০	৩	০
ওয়াড়েকর	০·১	০	৪	০

দ্বিতীয় টেস্ট : কলকাতা ;
ডিসেম্বর ৩১/১৯৬৬ ও জানুয়ারি ৩, ৪ ও ৫/১৯৬৭

আমি অনেকবার ভেবেছি যে আমাদের দেশে কোনো সংস্থাকে খেতাব দেবার রেওয়াজ নেই কেন ? ধরুন, দানশীলতার জন্যে 'বা অন্য-কিছু করার জন্যে' ব্যক্তিবিশেষকে আগে আগে দেয়া হ'তো রায়সাহেব খানসাহেব, আজকাল পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ। কিন্তু কোনো সংস্থাকে প্রায় কিছুই দেয়া হয় না, যতই কেননা তার কৃতিত্ব থাক। আর ভারতের ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড ও ভারতীয় ক্রিকেটের নির্বাচকদের মতো বদান্য আর কে আছেন ? পিয়ারসন সুরিটা রাগ ক'রে একবার বলেছিলেন, ফুটবলের কর্মকর্তাদের হাতে ক্রিকেটের পরিচালনার ভার ছেড়ে দিলে 'এমনই' হয়। 'এমন'—এই বিশেষণটি অর্থের ভারে প্রার নুয়ে পড়ে আর কি ! কিন্তু আমার ধারণা ওটা ওঁর স্নবারি, আর অর্থহীন রাগের কথা। তাছাড়া, ব্যাবসাদাররা—যারা দেশটাকে চালায়—তারাই বা ক্রিকেট-ফুটবল চালাবে না কেন ? এটা তো গণতন্ত্রর যুগ—ঔপনিবেশিক প্রথা তো আর নেই—তখন তো চালাতো আমি আর রাজা-মহারাজারা—এখন না-হয় ব্যাবসাদাররাই খেলা চালালো। তফাৎটা আর কী ? বিজয়নগরের মহা-রাজকুমারের বদলে অমুক কম্পানির ডিরেক্টরই না-হয় হ'লো। তাছাড়া, আসলে, অনেকেই আছেন ব্যঞ্জনের মধ্যে হলুদের মতো সর্বত্র। আর তাঁরা, নাকি !, ভারতীয় খেলাধুলোর উন্নতির জন্যে 'রাত্তিরে ঘুমোন না'—দেশ-বিদেশে অন্ন বিলোন, বিদেশীয় ক্রিকেটদলের প্রতি উপুড় হস্ত।

বম্বাইয়ের টেস্টের পর ওয়াড়েকর অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন, অতএব হনুমন্ত সিং দলে ঢুকলেন। নাদকারনির জায়গায় রুসি সুরতি। সরদেশাই-এরও অসুখ, অতএব ভি. সুব্রহ্মণ্যম। এবং দুরানির জায়গায় বিষেন সিং বেদি—সাংবাদিকদের শিরোনাম 'বেদির কায়ায় বিন্দুর ছায়া' শোনাবামাত্র পো, জুল ভের্ন-এর গল্পের কথা আপনার মনে প'ড়ে যাবে। কেন বম্বাইতে হনুমন্তকে খেলানো হয়নি—এ-কথার জবাব নেই। কেন সুরতিকে নেয়া হয়নি আগে, এতদিন বসিয়ে রাখা হয়েছে, জবাব নেই। আর দুরানি ?

উনি যে দলের বিপদের মুখে ৫৫ ও ১৭ রান করেছিলেন। কিন্তু রান কে কবে চায়? আমরা চাই, লক্ষ্যভেদী কৌশলী বোলার। যিনি, ক্যাচ লুফবে ফিল্ডসম্যান, এই পুরোনো ধারণার উপর নির্ভর না-ক'রেও বল ক'রে যেতে পারেন—বিনা আপত্তিতে বিনা নালিশে। দুরানির খেলায় ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট-ইনডিজ খেলতে পারেনি। তো কী? উইকেট তো কুললে পেয়েছেন একটা। দুরানি অল-রাউণ্ডার—বল না-করুন, ব্যাট করবেন। কেন, তাঁর বদলে তো বেঙ্কটরাঘবনই আছেন, 'তমিলনাড়ুর তারুণ্যের দীপ্তি'! দুরানি তাঁর চেয়ে বেশি রান করেছেন, আরো ঝলমলে ভাবে। কিন্তু, না, দুরানি দায়িত্বহীন—তিনি রান বেশি করলে কী হবে, ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন; আর বেঙ্কটরাঘবন আউট হয়েছিলেন বল ঠেকাতে গিয়ে—লেগ-বিফোর। তিনি আদৌ মার-মার কাট-কাট খেলার কোনো চেষ্টা করেননি।

কথোপকথনটি কাল্পনিক: 'জীবিত বা মৃত কোনো চরিত্রের জবানির সঙ্গে যদি দৈবাৎ মিলে যায়, তবে তা নিতান্তই আপতিক' ও অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু সারবত্তা বোধহয় উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তাছাড়া, আপনি কে, যে জিগেশ করবেন, আক্রমণই যদি উদ্দেশ্য হ'তো প্রসন্নকে কেন অফ-স্পিনার হিশেবে দলে নেয়া হচ্ছে না? আপনি হয়তো বলবেন আপনার দেশের নাম নিয়ে দল গড়া হচ্ছে—তাই আপনারও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। কিন্তু দেশটা কি আপনার আমার? আর কারু নয়? ব্যাবসাদারদের নয়? রাজনৈতিক প্রভাবশালী লোকদের নয়? দূর, মশাই, আপনি কিস্সু বোঝেন না। তাছাড়া, আপনি কোথাকার কোন কেউকেটা যে জিগেশ করলেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে 'মহীশূরের সি. কে. নাইডু' সুব্রহ্মণ্যমকে এতদিন কেন দলে নেয়া হয়নি? আর তাঁকে দলে নিতে হ'লেই বা কেন দুরানিকে ভালো খেলেও বসতে হবে?

অতএব কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের রদ-বদল হ'লো দূরপ্রসারী—আবারও বোঝা গেলো ভারত নামেই শুধু এক দেশ: আসলে বহু-বিচ্ছিন্ন; সব ঠিক করা আছে—ক-জন আসবেন দক্ষিণাঞ্চল থেকে, ক-জন পশ্চিমাঞ্চলের দুলাল।

কিন্তু নির্বাচকদের চেয়েও সরেশ পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেটের হোমরাচোমরারা। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কথা মনে রেখে, রাজনৈতিক দলের 'স্বেচ্ছাসেবক' জোগাড় করবার জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত টিকিট বিলি করা হ'লো—আরো-

টিকিট পাওয়া গেলো চোরাবাজারে, কালোবাজারে—অতএব যেখানে পঞ্চাশ হাজার লোকের জায়গা হয়, সেখানে ৩১শে ডিসেম্বর খেলা দেখতে জড়ো হ'লো এক লক্ষের মতো লোক। খেলাধুলো, মশাই, রাজনীতির উর্ধ্বে—এ আপ্তবাক্য শুনে-শুনে কার না রানের পোকা বেরিয়ে গেছে। অথচ কলকাতায় যত লোক খেলা দেখতে গিয়েছিলো, তাদের অর্ধেকের উপর লোক টিকিট পেয়েছিলো কোথেকে—এ-প্রশ্ন পরে যখন তদন্ত কমিশন জিগেশ করেছিলো, তখন কোনো স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।[১]

কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক ছিলো। বম্বাইতে ভারত হেরেছে বটে, শোচনীয় ফিল্ডিং করেছে, সত্যি, কিন্তু আগাগোড়া সব ত্রুটি সমেতও সমানে পাল্লা দিয়ে লড়েছিলো। তাছাড়া বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট-ইনডিজকে চাক্ষুষ দেখবার লোভও সংবরণ করা কঠিন ছিলো। আরো: রিচি বেনোর দলকে কানপুরে হারাবার পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে কীভাবে ক্রমে লোকের ঔৎসুক্য বেড়ে গিয়েছিলো, সে-কথাও আগে উল্লেখ করেছি। ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের ইতিহাসের সঙ্গে দর্শকের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসও ওতঃপ্রোত জড়ানো। কলকাতার ক্রিকেটপাগল লোক কী ক'রে 'অন্ধকূপ হত্যার' কথা ভুলে গিয়ে কত কষ্ট সহ্য ক'রে ৩১শে ডিসেম্বর খেলা দেখেছিলো, সে-কথা ভাবলে আমার এখনও মনে হয় খেলার পরিচালনার ভার যাদের উপর ছিলো, শান্তিরক্ষার ভার যাদের উপর ছিলো, তাদের সবাই হৃদয়হীন বিবেকহীন অমানুষ। শোনাচ্ছে ছেলেমানুষি ও আবেগময়, কিন্তু এ-কথাই বা কে বলেছে যে আবেগ সব সময়েই তাচ্ছিল্যের যোগ্য? কেন, কমিশন তো বসেছিলো দোষীদের সাজা দেবার জন্য—কেউ-কেউ হয়তো বলবেন! কিন্তু কে না জানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ তদন্তকমিশনই দোষীদের কলঙ্কমুক্ত করবার উপায়—পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার উৎকৃষ্ট ও অতীব ফলপ্রসূ এক পদ্ধতি। বহুদিনের চর্চায় তার কাজ-কারবার অনেক ধারালো ও সারালো হয়েছে। ঐতিহ্যের প্রবাহ 'রোধিবে কে'?

অতএব কলকাতা টেস্ট ইতিহাসে অব্যবস্থার চরম নিদর্শন হ'য়ে রইলো।

১ ঠিক এই ধরণের কতগুলো ব্যাপার ঘটেছিলো ওয়েস্ট-ইনডিজে একাধিক মাঠে—আর তার ফলে সে-সব মাঠে দাঙ্গা হয়েছিলো। এ-সম্বন্ধে অরল্যাণ্ডো প্যাটারসন আর. সি. এল. আর. জেমস যে তথ্য ও বিশ্লেষণপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, তার জন্য দ্রষ্টব্য: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ওভারবাউণ্ডারি'।

শেষ পর্যন্ত খেলা যে হয়েছিলো, এই তো যথেষ্ট। পিচের উপর দিয়ে হাজার-হাজার লোক দৌড়ে চ'লে যাবার পর ধানখেতের মতো কোপানো মাটিতে ব্যাট করতে গিয়ে ভারত দুই দফাতে ভির্মি খেয়েছিলো—এ-সব তথ্য এখানে অবান্তর। 'সার' ফ্রাঙ্ক ওরেল তখন কলকাতায় না-থাকলে ওয়েস্ট-ইনডিজ কিছুতেই পয়লা জানুয়ারির বিস্ফোরণের পর খেলতে রাজি হ'তো না—এ-তথ্যও সবাই জানে। যেভাবে পুলিশ, বন্ধ স্টেডিয়ামে এক লক্ষের উপর লোককে লক্ষ্য ক'রে কাঁদুনে গ্যাস ছেড়েছিলো, প্রৌঢ় ব্যক্তিকে এত লোকের সামনে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিলো, তার কথা বিশ্বক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকাল নজির হ'য়ে থাকবে। কে না শুনেছে রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সময় সমবেত দর্শকের হর্ষ ও উল্লাসের কথা যখন বাঘ-সিংহের মুখে নিরীহ মানুষ রোমক এরিনায় শতচ্ছিন্ন হয়েছে। অন্তত কলকাতার দর্শকরা যে পয়লা জানুয়ারিতে সেই রোমক দর্শকে পরিণত হননি—এই তথ্যই পুরো কেলেঙ্কারির মধ্যে একমাত্র আশার কথা।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট-ইনডিজ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে প্রথম দিন রান তুলেছিলো ২১২। ওয়েস্ট-ইনডিজের উজ্জ্বল আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের ফানুশ বেদি-চন্দ্রশেখরের বলে সেদিন ফেটে গিয়েছিলো। বাইনো আর হাণ্ট দুজনেই ধাঁধায় পড়েছিলেন, বেদি-চন্দ্রশেখরকে প্রহেলিকার মতো ঠেকছিলো। দুজনে রান-আউট হ'য়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কানহাই নেমেই চন্দ্রশেখরের বলে ফাইন-লেগে ক্যাচ দিয়েছিলেন—সুরতি বদান্যভাবে ফেলে দেন। পরে বেদি পর-পর আউট করেছিলেন বুচার ও লয়েডকে, কানহাইকেও পেতেন, কিন্তু এবার সুরতি তাঁকে ফেললেন লংঅনে। অতএব দিনের শেষে কানহাই রইলেন অপরাজিত ৭৮। তাঁর এ-ইনিংস ৫৮-৫৯ সালের ২৫৬ রানের বিদ্রূপ ব'লে মনে হচ্ছিলো। বেদি-চন্দ্রশেখরের বলে তিনি আগাগোড়া খাবি খাচ্ছিলেন। টিকেছিলেন সুরতির দয়ায়, আর নিজের অসামান্য দৃঢ়তার জন্যই।

পয়লা জানুয়ারির হুলুস্থুল কাণ্ডের পর আবার বিপুল দর্শকের সামনে খেলা শুরু হ'লো তেসরা জানুয়ারি। আর সোবার্সের সাড়া-জাগানো খেলায় কলকাতার সহিষ্ণু দর্শকদের 'মনে হ'লো' এত কষ্ট ক'রে খেলা দেখা সার্থক হ'লো। ৭০ রান করেছিলেন সোবার্স—৯৫ মিনিটে। আউট হয়েছিলেন অবশেষে চন্দ্রশেখরের বলে। নার্সও তেমন দুর্দান্ত না-খেললেও তাঁর রগরগে

ড্রাইভগুলোয় তাক লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। বেঙ্কটরাঘবন কোনো উইকেট পাননি, কারু উপর কোনো প্রভাব ফ্যালেননি। আর ক্যাচ ফশকাবার পর বেদির বলেও তেমন আর ধার ছিলো না; তবে মনে রাখতে হবে এটা তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট; কিন্তু চন্দ্রশেখর আগাগোড়া অক্লান্তভাবে বল ক'রে গিয়েছেন। কী ক'রে পোলিয়ো-ধরা হাতে এই রোগা পাৎলা মানুষটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনা বাক্যব্যয়ে হাসিমুখে বল ক'রে গিয়েছেন, সে-কথা ভাবলেও অবাক লাগে।

ওয়েস্ট-ইনডিজ

কনরাড হাণ্ট	রান-আউট	নি. জয়সীমা	৪৩
রবিন বাইনো	রান-আউট	নি. সুরতি	১৯
রোহন কানহাই	ক. পাতৌদি	ব. সুরতি	৯০
বেসিল বুচার	ক. পাতৌদি	ব. বেদি	৩৪
ক্লাইভ লয়েড	ক. কুন্দেরান	ব. বেদি	৫
সীমুর নার্স	ক. সুরতি	ব. জয়সীমা	৫০
* গ্যারি সোবার্স	ক. জয়সীমা	ব. চন্দ্রশেখর	৭০
† জ্যাকি হেনড্রিকস		ব. সুরতি	৫
ওয়েস হল	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. চন্দ্রশেখর	৩৫
ল্যান্স গিবস	লেগ-বিফোর	ব. চন্দ্রশেখর	১
চারলি গ্রিফিথ	অপরাজিত		৯
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ১১, নো-বল ৪)			২২
			৩৯০

পতন: ৪৩ (বাইনো); ৭৬ (হাণ্ট); ১৩৩ (বুচার); ১৫৪ (লয়েড); ২৫৯ (কানহাই); ৩১২ (নার্স); ২৯০ (হেনড্রিকস); ৩৬২ (সোবার্স); ৩৭১ (গিবস); ৩৯০ (হল)।

সুরতি	২০	৩	১০৫	২
সুব্রহ্মণ্যম	৬	১	৯	০
চন্দ্রশেখর	৪৬	১১	১০৭	৩
বেঙ্কটরাঘবন	১৪	৩	৪৩	০

বেদি	৩৬	১১	৯২	২
জয়সীমা	৬	২	১১	১

তেসরা জানুয়ারির খেলা—কোন দিনের খেলা—দ্বিতীয়, না তৃতীয়? পয়লা জানুয়ারি আম্পায়ার ও খেলোয়াড়রা মাঠে নেমেছিলেন, কিন্তু একটি বলও খেলবার আগেই সেদিনকার খেলা পরিত্যক্ত হয়েছিলো। যাই হোক, তেসরা জানুয়ারির বিকেলবেলায় ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসে কুন্দেরান ঝড়ের বেগে রান করেছিলেন ৩৯—তাতে হলের বলে একটি বিপুল ছক্কাও ছিলো। দিনের শেষে ভারতের রান ছিলো এক উইকেটে ৮৯।

পিচ যে কী-রকম হ'য়ে আছে টের পাওয়া গেলো চতুর্থ দিন সকালেই। গিবস ও সোবার্সের স্পিন বলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অনবরত নাস্তানাবুদ হ'তে লাগলেন। বল প'ড়ে কোন দিকে যাবে, কতটা লাফাবে, কিছু বোঝবার জো নেই। ফলে যা হবার তা-ই হ'লো। ভারত প্রথম দফায় ১৬৭ রানে সবাই আউট হ'য়ে যাবার পর সেদিনই খেলা ভাঙার আগে পরাজয়ের সম্মুখীন হ'লো—পাঁচ উইকেটে ১৩৩। পরের দিন লাঞ্চের মধ্যেই ৪৫ রান যোগ ক'রে বাকি পাঁচটি উইকেট প'ড়ে গেলো : ইনিংস ও ৪৫ রানে ভারতের হার। বল যে কতটা ভাঙছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো, যখন লয়েডের লেগব্রেক বোরদের লেগ-স্টাম্পের এক হাত বাইরে প'ড়ে মোড় খেয়ে অফস্টাম্প উলটে দিয়ে চ'লে গেলো, বোরদে বলটা খেলবার চেষ্টাই করেননি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কেবল হনুমন্ত সিং খেলেছিলেন প্রেরণাজাগানো। রান করেছিলেন মাত্র ৩৭, কিন্তু তাঁর ঐ ৩৭ রান বোধ হয় তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় টেস্ট ইনিংস। তাঁর ক্ষিপ্রতা, নাচের ছন্দে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে স্পিন বলের বিষদাঁত ভেঙে দেয়া, তাঁর সোজা সরল ব্যাট—আবারও প্রমাণ করেছিলো সোবার্স তাঁকে যে ঐন্দ্রজালিকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, ত মোটেই মিথ্যে নয়।

ভারত : প্রথম দফা

† বুধি কুন্দেরান		ব. হল	৩৯
এম. এল. জয়সীমা		ব. গিবস	৩৭
রুসি সুরতি	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	১৬

চান্দু বোরদে	রান-আউট	নি. লয়েড	১১
* পাতৌদির নবাব	ক. গ্রিফিথ	ব. গিবস	১
হনুমন্ত সিং	ক. বাইনো	ব. গিবস	৪
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	ক. হেনড্রিকস	ব. গিবস	১২
এস. বেঙ্কটরাঘবন		ব. সোবার্স	১৮
আব্বাস আলি বেগ		ব. গিবস	৪
বিষেন সিং বেদি	স্টা. হেনড্রিকস	ব. সোবার্স	৫
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত (বাই ১৩, নো-বল ৪)			১৭
			১৬৭

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. হল	৪
এম. এল. জয়সীমা	ক. ও	ব. গিবস	৩১
রুসি সুরতি	ক. গ্রিফিথ	ব. সোবার্স	৩১
চান্দু বোরদে		ব. লয়েড	২৮
* পাতৌদির নবাব	ক. গ্রিফিথ	ব. লয়েড	২
হনুমন্ত সিং		ব. সোবার্স	৩৭
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	রান-আউট	নি. গিবস	১৭
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ব. হেনড্রিকস	ব. সোবার্স	২
আব্বাস আলি বেগ		ব. গিবস	৬
বিষেন সিং বেদি	ক. বাইনো	ব. সোবার্স	০
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ১৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			১৯
			১৭৮

পতন : প্রথম দফা—৬০ (কুন্দেরান); ৯৮ (জয়সীমা); ১০০ (সুরতি); ১১৭ (পাতৌদি); ১১৯ (বোরদে); ১২৮ (হনুমন্ত সিং); ১৩৯ (সুব্রহ্মণ্যম); ১৫৭ (বেঙ্কটরাঘবন); ১৬১ (বেগ); ১৬৭ (বেদি)। দ্বিতীয় দফা—৪ (কুন্দেরান); ৬২ (সুরতি); ৮৯ (জয়সীমা); ১০৫ (পাতৌদি);

১০৮ (বোরদে) ; ১৫৫ (সুব্রহ্মণ্যম) ; ১৭০ (হনুমন্ত সিং) ; ১৭৬ (বেঙ্কট-রাঘবন) ; ১৭৬ (বেদি) ; ১৭৮ (বেগ)।

প্রথম দফা

সোবার্স	২৮·৫	১৬	৪২	৩
গ্রিফিথ	৬	৩	১৪	০
গিবস	৩৭	১৬	৫১	৫
হল	৫	০	৩২	১
লয়েড	৪	২	৪	০
নার্স	৪	১	৭	০

দ্বিতীয় দফা

হল	৭	০	৩৫	১
গ্রিফিথ	৫	৪	৪	০
গিবস	৩০·৪	৮	৩৬	২
সোবার্স	২০	২	৫৬	৪
লয়েড	১৪	৫	২৩	২
হান্ট	১	০	৫	০

তৃতীয় টেস্ট : মাদ্রাজ : জানুয়ারি ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮/১৯৬৭

বহুদিন পর আবার মাদ্রাজের চীপক মাঠে টেস্ট খেলা শুরু হ'লো জানুয়ারির ১৩ তারিখে। খেলার ফলাফল শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত ; শেষ দিন বিকেলে প্রসন্নর বলে সোবার্স যখন পর-পর দুটি ক্যাচ তুলে সুরতি ও হনুমন্ত সিং-এর সৌজন্যে নিষ্কৃতি পেলেন, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের রান সাত উইকেটে ১৯৭—ব্যাট করতে বাকি কেবল হল ও গিবস। কিন্তু সোবার্সকে 'জীবন' দেবার পর জয়লাভের আশা করাই অন্যায়। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট-ইনডিজ ও পরাজয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন সোবার্স। আর সিরিজ শেষ হ'লো ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে ২-০ খেলায়।

টসে জিতেছিলেন পাতৌদি—আর টেস্টে পুনরাগত ইনজিনিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে

ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণ ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন। হল আর গ্রিফিথের বিরুদ্ধে ইনজিনিয়ার যখন হুক, ড্রাইভ, পুল আর কাটে—বিশেষত তাঁর কভার ও অফড্রাইভগুলো ছিলো সময়জ্ঞান, ক্ষিপ্রতা ও কব্জির জোরের পরাকাষ্ঠা—বলকে বার-বার মাঠের চারপাশে পাঠাতে লাগলেন, তখন বোঝা গেলো হল আর গ্রিফিথের অবসর নেবার সময় হ'য়ে এসেছে। ৩০ মিনিটে দলের রান উঠলো ৫৩, তাতে ইনজিনিয়ারের অবদান ৩৯ ; ১০২ মিনিটে দলের ১০০, ইনজিনিয়ারের রান ৭৬ ; লাঞ্চের সময় ভারতের রান ১২৫, ইনজিনিয়ারের রান ৯৪। লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি তাঁর আসন্ন, এই অবস্থায় সোবার্স তাঁর স্পিনবলে রাশ টানলেন। মনে রাখতে হবে, হল আর গ্রিফিথ এক ওভার বল করতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় লাগান—লাঞ্চের আগে ওয়েস্ট-ইনডিজ মাত্র ২৫ ওভার বল করেছিলো। ইনজিনিয়ারের সেঞ্চুরি এলো লাঞ্চের পর, আঠারোটা চার হাঁকিয়েছিলেন তিনি—আর বেশির ভাগই উইকেটের সামনের দিকে ড্রাইভ। ইনজিনিয়ার-সরদেশাইয়ের ১২৯ রান ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম উইকেটের নজির হ'লো।

কিন্তু এই চমৎকার গোড়াপত্তন প্রায় নিষ্ফল হ'তে বসেছিলো, যখন সরদেশাইয়ের পর কোনো রান না-ক'রেই আউট হলেন ওয়াড়েকর, আর ইনজিনিয়ারও বিদায় নিলেন তারপর : ভারত তিন উইকেটে ১৭৫। বোরদে আর পাতৌদি আবার চতুর্থ উইকেটে যোগ করলেন ৯৪ রান, তাতে পাতৌদির দান ৪০। দিনের শেষে ভারত পাঁচ উইকেটে ২৭৮, বোরদে অপরাজিত ৭২।

বোরদের সেঞ্চুরি এলো পরদিন, বস্তুত তিনি করেছিলেন ১২৫—ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি। সবশুদ্ধ তিনি উইকেটে ছিলেন ৩৩৫ মিনিট, হাঁকিয়েছিলেন চোদ্দটা চার। প্রধানত রক্ষণাত্মক ছিলো তাঁর খেলার ভঙ্গি, কিন্তু মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসছিলো বিদ্যুৎচমকের মতো চোখঝলশানো মার—তাঁর পরিণত ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষর। সুরতি দাঁতে-দাঁতে চেপে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে শেষ পর্যন্ত রইলেন অপরাজিত ৫০—ভারতের ইনিংস শেষ হ'লো ৪০৪ রানে। হল, গ্রিফিথ ও সোবার্স যতই ভালো বল ক'রে থাকুন না কেন ওয়েস্ট ইনডিজের সেরা বোলার ছিলেন ল্যান্স গিবস। ৪৬ ওভারে ৮৭ রানে তিন উইকেট, এই খতিয়ান থেকেই বোঝা যাবে কীভাবে তিনি ব্যাটসম্যানদের আটকে রেখেছিলেন। কলকাতায় তিনি উইকেট থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, কিন্তু এখানে মাদ্রাজে চমৎকার

ব্যাটিং উইকেটে আগাগোড়া তিনি সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন ব্যাটসম্যানদের। তাঁর কোনো দুটি বল এক রকম ছিলো না: গতি, ফ্লাইট, নিশানা অনবরত বদলাচ্ছিলো, তাঁর দ্রুততম বলটি প্রায় সোবার্সের দ্রুত বলের মতোই তীব্রগতির, আর অনামিকার মোচড়ে বলগুলোকে তিনি অনেকটা ঘোরাচ্ছিলেন, আর লেংথ ছিলো আগাগোড়া নিখুঁত। এমনকি ইনজিনিয়ার যখন উদ্দীপ্ত ও প্রেরণাময়, জীবনের খেলা খেলছেন, তখন সোবার্সের সঙ্গে গিবসই তাঁকে একটু আটকাতে পেরেছিলেন—তাঁকে কিছুতেই লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করতে দেননি।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই	ক. হেনড্রিকস	ব. গিবস	২৮
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. কানহাই	ব. সোবার্স	১০৯
অজিত ওয়াড়েকর	ক. হেনড্রিকস	ব. গিবস	০
চান্দু বোরদে	ক. কানহাই	ব. হান্ট	১২৫
* পাতৌদির নবাব		ব. হল	৪০
হনুমন্ত সিং	ক. কানহাই	ব. গ্রিফিথ	৭
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	ক. সোবার্স	ব. হল	১৭
রুসি সুরতি	অপরাজিত		৫০
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. বাইনো	১
বিষেন সিং বেদি	ক. গ্রিফিথ	ব. গিবস	১১
বি. এস. চন্দ্রশেখর	ক. হেনড্রিকস	ব. সোবার্স	১
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			১৫
			৪০৪

পতন: ১২৯ (সরদেশাই); ১৩১ (ওয়াড়েকর); ১৪৫ (ইনজিনিয়ার); ২৩৯ (পাতৌদি ; ২৫৭ (হনুমন্ত সিং); ২৯২ (সুব্রহ্মণ্যম); ৩৭৭ (বোরদে); ৩৮২ (প্রসন্ন); ৪০৩ (বেদি); ৪০৪ (চন্দ্রশেখর)।

হল	১৯	১	৬৮	২
গ্রিফিথ	২৩	৪	৯৬	১
সোবার্স	২৭·২	৭	৬৯	২
গিবস	৪৬	১০	৮৭	৩

লয়েড	১৩	২	৩৯	০
হাণ্ট	১০	২	২৫	১
বাইনো	৫	৪	৫	১

ওয়েস্ট-ইনডিজের গোড়াপত্তন ভারতের মতো তুলকালাম হয়নি বটে, কিন্তু তবু ছিলো ভারতীয় দলের পক্ষে অস্বস্তিকর—দিনের শেষে হাণ্ট আর বাইনো তুলেছিলেন ৯৫। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে মহীশূরের দুই স্পিনার চন্দ্রশেখর ও প্রসন্ন খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন—বিনা উইকেটে ৯৫ থেকে ওয়েস্ট-ইনডিজ গিয়ে দাঁড়ালো তিন উইকেটে ১১৫-তে। ৮ রান পরেই, কানহাই যখন ১২, প্রসন্নর বলে মিড-অফে সহজ লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিলেন—কিন্তু সরদেশাই হাত থেকে ফেলে দিলেন। কানহাই পরে ৭৭ করেছিলেন, চতুর্থ উইকেটে যোগ করেছিলেন ৭৯ রান। ১৯৪তে চতুর্থ আউট হলেন লয়েড, নার্স ২৪৬এ, ঐ রানেই কানহাই, হেনড্রিকস ২৫১তে। আবার যখন চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন ও বেদি খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করছেন এই সময় সোবার্স চমৎকার খেলে বিপর্যয় রোধ করলেন—আর তাঁকে সমর্থন দিয়ে গেলেন গ্রিফিথ ও হল। দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজ ন-উইকেটে ৪০৫, সোবার্স অপরাজিত ৯৫। দলের বিপর্যয়ের মুখে খেলতে নেমে সোবার্স যে কেবল বিপর্যয় রোধ করেছেন তা নয়, ভারতের প্রথম দফার রানও ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন, ব্যাটিংকে পরিণত করেছেন নন্দনতত্ত্বে। আয়াসহীন তাঁর খেলার ধরন—বম্বাই-কলকাতায় তিনি ঝড়ের বেগে রান করেছিলেন, সত্যি, কিন্তু সেদিন মাদ্রাজে তিনি যেভাবে খেলেছিলেন, তা ছিলো শিল্পীর রচনা। খোলামেলা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে খেলে ৯৫তে পৌঁছেই তিনি সেদিন সন্তুষ্ট—সেঞ্চুরির জন্য কোনো তাড়া তাঁর ছিলো না। চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেই অবশ্য কোনো রান না-ক'রে চন্দ্রশেখরের চমৎকারভাবে লুকোনো সোজা বলটিতে ক্যাচ তুলে সোবার্স প্রস্থান করলেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

কনরাড হাণ্ট	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. চন্দ্রশেখর	৪৯
রবিন বাইনো	লেগ-বিফোর	ব. চন্দ্রশেখর	৪৮
রোহন কানহাই	ক. বোরদে	ব. সুরতি	৭৭

বেসিল বুচার		ব. প্রসন্ন	০
ক্লাইভ লয়েড		ব. সুরতি	৪৮
সীমুর নার্স		ব. চন্দ্রশেখর	২৬
* গ্যারি সোবার্স	ক. ইনজিনিয়ার	ব. চন্দ্রশেখর	৯৫
† জ্যাকি হেনড্রিকস	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	০
চারলি গ্রিফিথ	ক. সুরতি	ব. বেদি	২৭
ওয়েস হল		ব. প্রসন্ন	৩১
ল্যান্স গিবস	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৬, নো-বল ৩)			১৪
			৪০৬

পতন : ৯৯ (হাণ্ট) ; ১১৪ (বাইনো) ; ১১৫ (বুচার) ; ১৯৪ (লয়েড); ২৪৬ (নার্স) ; ২৪৬ (কানহাই) ; ২৫১ (হেনড্রিকস) ; ৩২৪ (গ্রিফিথ) ; ৪০৪ (হল) ; ৪০৬ (সোবার্স)।

সুরতি	১৯	২	৬৮	৩
সুব্রহ্মণ্যম	৭	১	২১	০
চন্দ্রশেখর	৪৬	১৫	১৩০	৪
বেদি	১৯	৩	৫৫	১
প্রসন্ন	৪১	১১	১১৮	২

দিনের খেলার বাকি সময়টুকুর নায়ক ওয়াড়েকর, সুব্রহ্মণ্যম ও হনুমন্ত সিং। ওয়াড়েকর ও সুব্রহ্মণ্যম খেলেছিলেন চমকলাগানো। ওয়াড়েকর বাঁ-হাতে ব্যাট করেন, ইনিংসের সূচনায় একটু ভীরু ও 'স্পর্শকাতর', কিন্তু একবার হাত জ'মে যাবার পর তাঁকে ঠেকানো মুশকিল। তাঁর প্রধান মার স্কোয়ারকাট, কভারড্রাইভ আর ফাইন লেগে বল হাঁকানো—হুক, পুল, গ্লান্স সবকিছুর মিশোল একটি নিজস্ব মার। পক্ষান্তরে সুব্রহ্মণ্যম প্রথম বল থেকেই আক্রমণ করেন। তাঁর হুক প্রখরতীব্র সৌন্দর্যের নিদর্শন, তাঁর অনড্রাইভ তেজিয়ান ও সংরক্ত, তাঁর লেটকাট সূক্ষ্ম ও সচকিত। খেলার ধরনে সি. কে. নাইডুর ছাপ আছে, ভাবেভঙ্গিতেও তাই—এ-কথা বলতে মহীশূরের লোক ভালোবাসে। দুজনকেই টেস্টদলে ঢোকবার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে—কিন্তু মাদ্রাজে এই ১৭ই জানুয়ারি তাঁরা যেভাবে চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর

খেলেছিলেন. তাতে কারু যদি মনে হয় এতদিন তাঁদের কেন দলে নেয়া হয়নি, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

হনুমন্ত সিংএর খেলায় তেমন কোনো উগ্র প্রদর্শনস্পৃহা ছিলো না—ছিলো শিল্পীর স্বাচ্ছন্দ্যে, ছিলো প্রতিভাবানের আয়াসহীন উদ্ভাবনী শক্তি। ওয়াড়েকর সুব্রহ্মণ্যমের খেলা যদি হয় চনমনে, তবে তাঁর খেলা মন-মাতানো। প্রধানত-এঁদের জন্যই ভারতের রান দিনের শেষে দাঁড়িয়েছিলো ন-উইকেটে ৩০৩। পরদিন সকালে আরো ২০ রান যোগ ক'রে ভারতের দ্বিতীয় দফা শেষ হ'য়ে গেলো। জয়ের জন্য ওয়েস্ট-ইনডিজকে ৩০০ মিনিটে করতে হবে ৩২১।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

দিলীপ সরদেশাই	লেগ-বিফোর	ব. হল	০
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. বুচার	ব. হল	২৪
অজিত ওয়াড়েকর	ক. সোবার্স	ব. গিবস	৬৭
চান্দু বোরদে	ক. লয়েড	ব. গিবস	৪৯
* পাতৌদির নবাব	ক. সোবার্স	ব. গিবস	৫
হনুমন্ত সিং		ব. গ্রিফিথ	৫০
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	ক. লয়েড	ব. গ্রিফিথ	৬১
রুসি সুরতি	ক. হেনড্রিকস	ব. গ্রিফিথ	৮
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. সোবার্স	ব. গিবস	২৪
বিষেন সিং বেদি	ক. নার্স	ব. গ্রিফিথ	৮
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		১০
অতিরিক্ত (বাই ১৩, নো-বল ৩, ওয়াইড ১)			১৭
			৩২৩

পতন : ০ (সরদেশাই); ৪৫ (ইনজিনিয়ার); ১০৭ (ওয়াড়েকর); ১২৩ (পাতৌদি); ১৯২ (বোরদে); ২৪৫ (হনুমন্ত সিং); ২৬৬ (সুরতি); ২৮১ (সুব্রহ্মণ্যম); ২৯৭ (বেদি); ৩২৩ (প্রসন্ন)।

হল	১২	২	৬৭	২
গ্রিফিথ	১৪	২	৬১	৪
সোবার্স	২৭	১১	৫৮	০

গিবস	৪০'৪	১৩	৯৬	৪
লয়েড	১২	৩	২৪	০

সোবার্স আর গ্রিফিথ ঠাণ্ডাভাবে—মাথা নিচু ক'রে—ব্যাট সোজা কনুই ওঠানো পা বাড়ানো—খেলে শেষ দেড়ঘণ্টা ভারতকে ঠেকালেন। প্রসন্ন আর বেদির চমৎকার বলে চায়ের আগেই ওয়েস্ট-ইনডিজের রান দাঁড়িয়েছিলো সাত উইকেটে ১৯৩। চায়ের পরেই আরেকটা উইকেট পড়লে আর কথা ছিলো না, ভারত হু-হু ক'রে এগিয়ে যেতো। কিন্তু বেদির বলে সোবার্সকে ফেললেন স্থরতি, সোবার্স তখন ৮। দু-রান পরেই প্রসন্নর বলে আবার সোবার্সকে ফেললেন, এবার দায়ী হনুমন্ত সিং। শেষ পর্যন্ত সোবার্স রইলেন অপরাজিত ৭৪, আর গ্রিফিথ অপরাজিত ৪০। গ্রিফিথ ব্যাটের চেয়েও বেশি বল আটকেছিলেন তাঁর পর্বতপ্রতিম বিপুল বপু দিয়ে, বাঁ পা সামনে বাড়ানো।

বেদি আর প্রসন্ন বল করেছিলেন চমৎকার। কেউ তাঁদের বল খেলতে পারছিলেন না। চন্দ্রশেখর সারা সিরিজে এত ওভার বল ক'রে অবসন্ন: তবু তিনি যে-কয়েক ওভার বল করেছিলেন তাতে মাঝে-মাঝেই ব্যাটসম্যানেরা ভির্মি খাচ্ছিলেন। তাঁর বলে গোড়ার দিকে বাইনোকে ফেলেছিলেন ওয়াড়েকর। এত ক্যাচ ফেলে দিয়ে ভারত যদি জিততো, তবে সুবিচার হ'তো না। জগতের সেরা দলও কখনোই এভাবে পর-পর ক্যাচ ফেলে পার পেয়ে যেতে পারে না। অতএব তৃতীয় টেস্ট শেষ হ'লো অমীমাংসিত। কাগজে-কলমে যাই-ই হোক, ভারত ব্যাট আর বলে কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজের চেয়ে ভালো খেলেছিলো: কেবল ফিল্ডিংএর জন্যই সিরিজে তার হার হ'লো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

কনরাড হান্ট	ক. স্থরতি	ব. প্রসন্ন	২৬
রবিন বাইনো	ক. স্থরতি	ব. বেদি	৩৬
রোহন কানহাই	ক. পাতৌদি	ব. বেদি	৩৬
বেসিল বুচার	ক. স্থরতি	ব. প্রসন্ন	২৪
ক্লাইভ লয়েড		ব. বেদি	২৪
সীমূর নার্স	লেগ-বিফোর	ব. বেদি	০
* গ্যারি সোবার্স	অপরাজিত		৭৪

† জ্যাকি হেনড্রিকস	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৯
চারলি গ্রিফিথ	অপরাজিত		৪০
অতিরিক্ত (নো-বল ১)			১
		সাত উইকেটে	২৭০

পতন : ৬৩ (হাণ্ট) ; ৭১ (বাইনো) ; ১১৮ (কানহাই) ; ১৩০ (বুচার) ; ১৩১ (নার্স) ; ১৬৬ (লয়েড); ১৯৩ (হেনড্রিকস)।

সুরতি	৯	১	২৭	০
সুব্রহ্মণ্যম	৭	৩	১৪	০
চন্দ্রশেখর	১২	২	৪১	০
বেদি	২৮	৭	৮১	৪
প্রসন্ন	৩৭	৯	১০৬	৩

পর্যায় ২৪

বনাম ইংলণ্ড : ১৯৬৭

একে ছোট্ট সফরের আগাগোড়াই ছিলো বিলিতি বৃষ্টির খামখেয়ালেভরা, তার উপর ভারতীয় দলকে সারামসয় তাড়া করেছিলো অসুখ-বিশুখ চোট-জখম। য়ুরস্টারশিয়রের সঙ্গে খেলার দিন এমনকি তুষারবৃষ্টি ঝরেছিলো : আর পাতৌদি, বোরদে আর কুন্দেরান (তিনি কিছুকাল ল্যাঙ্কাশিয়ার লিগ খেলেছিলেন) ছাড়া আর কারুই যেহেতু বিলিতি আবহাওয়ায় খেলবার অভিজ্ঞতা ছিলো না, অতএব পুরো দলকে ধাতস্থ হবার জন্য কাউন্টি খেলাগুলো ছিলো নিতান্তই জরুরি। কিন্তু অধিকাংশ খেলাই ভেসে গেলো বৃষ্টিতে।

তার উপর আছেই পুরোনো কাশুন্দি : ফাস্টবোলারের অভাব। সুব্রত গুহ বড়ো-জোর মিডিয়াম-পেস, আর সদানন্দ মোহল তো বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের আনন্দের উৎস। গুহ তাঁর সীমাবদ্ধতার মধ্যেই যথেষ্ট ভালো খেলেছিলেন, কিন্তু তাঁকেও পায়ের পেশির জন্য ভুগতে হ'লো অনেক দিন, আর প্রথম টেস্টে খেলতে নেমে সুরতি আর বেদি যখন জখম হ'য়ে চ'লে গেলেন, তখন তাঁকে রান-আপ কমিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করতে হ'লো কেবল রান আটকে রাখার জন্য।

কিন্তু এগুলো কৈফিয়ৎ নয়, তথ্য, যা হয়তো কৈফিয়ৎ হিশেবেও ব্যবহার করা যায়। যার কোনো কৈফিয়ৎ নেই, তা হ'লো ফিল্ডিং : অবিশ্রাম ক্যাচ ফেলেছেন ভারতীয় ফিল্ডাররা ; এমনকি বল কুড়োনো, আটকানো, উইকেটরক্ষকের কাছে ছোঁড়া—তাও অনেক সময় লজ্জার উদ্রেক করেছে, এত বাজে। সত্যি-যে মেঘলা ভারি আবহাওয়ায় কম আলোয় অনেক সময় বলের ফ্লাইট বা গতি আন্দাজ করা যায়নি, কিন্তু সব সফরকারী দলকেই তো ইংলণ্ডে এসে এ-সব অসুবিধে সইতে হয়, এ-সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়।

ওয়েস্ট-ইনডিজের সঙ্গে যখন ভারত দুটি টেস্টে হেরেছিলো, তখন লোকে অন্তত এই সান্ত্বনা পেয়েছিলো যে ভারত খেলেছিলো উজ্জ্বলতর ক্রিকেট, আগাগোড়া লড়েছে, এমনকি সিরিজটাই ভারতের পকেটস্থ হবার সম্ভাবনা ছিলো। ইংলণ্ডে কিন্তু পুনর্বার সব মানসম্ভ্রম খুইয়ে এলো। তিনটি টেস্টেই হার, এই বিশ্রী অভিজ্ঞতাটা গত দু-বছরে যে-মনোবল গ'ড়ে উঠেছিলো, তার গালে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় কষালো।

দলের নির্বাচন সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারতো : জয়সীমা বা দুরানি জায়গা পাননি কেন, এ-প্রশ্ন মোটেই অসংগত হ'তো না। ফলে এই সিরিজেই দেখা গেলো পৃথিবীর তাজ্জবতম দৃশ্য : কুন্দেরান নতুন বলে টেস্ট খেলায় আক্রমণ রচনা করতে এসে এমনকি বাউন্সার দেবার চেষ্টা করছেন! ভারত, সত্যি, অদ্ভুত সব বিশ্বরেকর্ড করতে পারলে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ওঠে!

প্রথম টেস্ট : হেডিঙলে, লিডস ; জুন ৮, ৯, ১০, ১২ ও ১৩/১৯৬৭

হেডিঙলে টেস্ট কিন্তু নাটকীয়তায় ভ'রে গিয়েছিলো। আর মাত্র দুটি টেস্টের সঙ্গে এই টেস্টের তুলনা হ'তে পারে ; ১৯৪৭ সালে ইংলণ্ড যখন ৩২৫ রান পেছিয়ে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে করেছিলো ৫৫১, আর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান যখন ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে ৪৭৩ রান পেছিয়ে থেকে হানিফ মহম্মদের ৩৩৭ এর সাহায্যে করেছিলো আট উইকেটে ৬৫৭! এখানে ভারত ৩৮৬ রানের ব্যবধানে ফলো-অন করতে এসে করেছিলো ৫১০—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ রান।

ইংলণ্ডের নতুন অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ নিজের মাঠে টসে জিতে চমৎকার ব্যাটিং উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ছ-ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ইংলণ্ড প্রথম দিনে রান তুলেছিলো তিন উইকেটে ২৮১—তাও যখন ভারতের দুজন বোলার সুরতি আর বেদি—সূচনাতেই জখম হ'য়ে—মাঠ ছেড়ে চ'লে গেছেন।

ইংলণ্ডের বিরক্তিকর ব্যাটিংএর নায়ক ইয়র্কশিয়রের জিওফ বয়কট। নিজের মাঠে খেলতে নেমে তিনি প্রথম ঘণ্টায় করেছিলেন ১৫ রান, দ্বিতীয় ঘণ্টায় ৮ ; লাঞ্চের পর আরো দু-ঘণ্টায় ৪৩। দিনের শেষে তাঁর রান ছিলো অপরাজিত ১০৬। তাঁর ৫০ হয়েছিলো ২০০ মিনিটে। কিন্তু এতসব পরিসংখ্যানও বোধহয় ইংলণ্ডের এই দুর্দান্ত প্রতিভার বমি-পাওয়ানো বিরক্তিকর ব্যাটিং-এর কিঞ্চিৎমাত্র আভাস দিতে পারবে না। ইয়র্কশিয়রের অনুরক্তরা অবিশ্যি বলেছিলো, 'ফর্ম নেই, কিন্তু ছাখো কী বুকের পাটা'!

খেলার সূচনাতেই সুরতি পেয়েছিলেন এডরিচের উইকেট। বারে-বারে বয়কটের থতমত ব্যাটকে ভেলকি দেখিয়েছিলেন গুহ। ব্যারিংটনের ব্যাটে যেন মাঝখান ব'লে কিছু নেই—সবই কোনাখামচি। তারপর সুরতি চোট পেয়ে চ'লে গেলেন, এরপর বেদিও। গুহকে কমাতে হ'লো রান-আপ।

তবু প্রসন্ন আর চন্দ্রশেখর ব্যাটসম্যানদের স্বস্তি দিচ্ছিলেন না। প্রসন্নর বলে ব্যারিংটন তারপর সত্যি-সত্যি ক্যাচ তুললেন ৭২-এ, চন্দ্রশেখর লুফতে পারলেন না। ব্যারিংটন ৯৩ রান ক'রে রান-আউট হ'য়ে গেলেন—দ্বিতীয় উইকেটে যে-১৩৯ রান যোগ হয়েছিলো, তাতে তাঁরই ছিলো সিংহভাগ। গ্রেভনি ক্রমেই প্রসন্নর বলে চোখে অন্ধকার দেখলেন—কিন্তু লেগট্র্যাপে তাঁকে হাত থেকে ফেলে দিলেন বদলি খেলোয়াড় সুব্রহ্মণ্যম। গ্রেভনি করেছিলেন ৫৯ রান—তৃতীয় উইকেট যোগ হয়েছিলো ১০৭ রান। দিনের শেষে 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী', অর্থাৎ বয়কটের সঙ্গে অপরাজিত রইলেন ডলিভেরা—১৯।

চতুর্থ উইকেটে যোগ হ'লো ২৫২ রান: ডলিভেরা করলেন ১০৯। বয়কটের মতোই ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি। অবশেষে চার উইকেটে ৫৫০ রানে ক্লোজ যখন ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন বয়কট তখনও আছেন অপরাজিত ২৪৬। ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। তাঁর চেয়ে বেশি রান করেছেন কেবল একজন —কলকাতায় রোহন কানহাই। শুধু তা-ই নয়, বয়কট ইয়র্কশিয়রের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান, যিনি টেস্টে দুশো রান পেরিয়েছেন।

বয়কটের এই বিপুল রান সত্ত্বেও চোখে পড়েছিলেন কিন্তু ডলিভেরা ও গ্রেভনি। ডলিভেরার এটা প্রথম সেঞ্চুরি। কোনো সুযোগ দেননি। গ্রেভনি নেমেই যদিও প্রসন্নর বলে 'জীবন' পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর খেলা চমৎকার হয়েছিলো। এখনকার গ্রেভনি আগের চেয়েও অনেক সৌষ্ঠবেভরা—প্রসাদ-গুণের আকর। তাঁর প্রত্যেকটা মার যথাযথ, একফোঁটা শক্তির অপচয় নেই। পায়ের ছন্দ আরো ক্ষিপ্র ও নিপুণ; কোনো তাড়াহুড়ো হৈ-রৈ ব্যাপার নেই—কিন্তু রান ওঠে দ্রুতবেগে। পক্ষান্তরে, ডলিভেরার খেলা ঝাঁঝালো, কড়া, সুতীব্র। প্রত্যেকটা মার চাবুকের মতো, যেন সাজা দিচ্ছেন বাজে বলকে। যেন কড়া গলায় প্রচণ্ড ধমক।

ক্যাচ ভারত দ্বিতীয় দিনেও ফশকেছিলো। এক সময় তিনজন বদলি খেলোয়াড় ছিলেন মাঠে: সুব্রহ্মণ্যম, বেঙ্কটরাঘবন ও কুন্দেরান। বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য সুরতি আর বেদির বদলে সুব্রহ্মণ্যম আর বেঙ্কটরাঘবনই ফিল্ড করছিলেন। স্কোরকার্ডে দেখা যাবে প্রসন্ন কোনো উইকেটই পাননি, আর রান দিয়েছেন ১৮৭। কিন্তু একেই বলে পরিসংখ্যানের দমফাটানো পরিহাস।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

জিওফ বয়কট	অপরাজিত		২৪৬
জন এডরিচ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	১
কেন ব্যারিংটন	রান-আউট	নি. কুন্দেরান	৯৩
টম গ্রেভনি	ক. বদলি (বেঙ্কটরাঘবন)	ব. চন্দ্রশেখর	৫৯
বেসিল ডলিভেরা	ক. বদলি (সুব্রহ্মণ্যম)	ব. চন্দ্রশেখর	১০৯
* ব্রায়ান ক্লোজ	অপরাজিত		২২
† জন মারে	ব্যাট করেননি		—
রে ইলিঙওয়ার্থ	ব্যাট করেননি		—
রবিন হবস	ব্যাট করেননি		—
কেন হিগস	ব্যাট করেননি		—
জন স্নো	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ১২)			২০
		চার উইকেটে ঘোষিত	৫৫০

পতন : ৭ (এডরিচ); ১৪৬ (ব্যারিংটন); ২৫৩ (গ্রেভনি); ৫৫০ (ডলিভেরা)।

সুরতি	১১	৩	২৫	১
সুব্রত গুহ	৪৩	১০	১০৫	০
প্রসন্ন	৫৯	৮	১৮৭	০
চন্দ্রশেখর	৪৪	৯	১২১	২
বেদি	১৫	৮	৩২	০
পাতৌদি	৪	১	১৩	০
ওয়াড়েকর	১	০	৯	০
সাকসেনা	২	০	১১	০
হনুমন্ত সিং	৩	০	২৭	০

দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ভারত কোনঠাশা : ছ-উইকেটে ৮৬ রান, এবং সুরতি আর বেদি ব্যাট করতে পারেন কিনা সন্দেহ। ইনজিনিয়ারের সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন সাকসেনা—তাঁর প্রথম টেস্ট। খেলা দেখে কখনোই মনে হয়নি সাকসেনা টিকবেন। ডলিভেরার বলে তিনি

মাত্র ৯ রান ক'রে অবশেষে আউট হলেন: ভারত এক উইকেটে ৩৯। এক রান পরে, কোনো রান না-ক'রেই, ওয়াড়েকর রান-আউট। আর এটাই আসলে ভারতীয় ব্যাটিংএর শিরদাঁড়া ভেঙে দিলে। স্নোর তীব্র আউটস্যুইঙ্গারটি যখন বোরদের অফস্টাম্প উড়িয়ে দিলে ভারত তিন উইকেটে ৫১। ইনজিনিয়ার এতক্ষণ খেলছিলেন এমন ভঙ্গিতে যে তিনিই যেন সকলের হ'য়ে রান করবেন। স্নো আর হিগসকে তিনি প্রথম থেকেই উইকেটের সামনে বার-বার ড্রাইভ ক'রে যেন বলতে চাচ্ছিলেন, এঁদের বল খেলা মোটেই শক্ত নয়। এবার ইলিঙওয়ার্থের মন্থর বলটিতে তাঁর আরব্ধ ড্রাইভ বোলারের কাছেই ক্যাচ তুলে দিলে: ভারত চার উইকেটে ৫৯। ক্ষণিকের জন্য ম'নে হলো পাতৌদি আর হনুমন্ত সিং বুঝি সব অঘটন রোধ করলেন—কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে ইলিঙওয়ার্থের বলে হনুমন্ত সিং-এর অবসান হ'লো লেগট্র্যাপে ড্যলিভেরার হাতে। পাঁচ উইকেটে ৮১। পরক্ষণই প্রসন্নর ব্যাটের কানা ছুঁয়ে ইলিঙওয়ার্থের বল মারের দস্তানায় ঢুকে পড়লো। ভারত ছ-উইকেটে ৮১। বাকি সময়টুকু সুব্রত গুহ পাতৌদির সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন, যদিও তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন ন-জন ফিল্ডার।

ভারতীয় ইনিংস আরো ১৩৩ মিনিট সব শোচনীয়তা ঠেকাবার চেষ্টা ক'রে গেলো, যোগ করলো চার উইকেটে আরো ৭৮ রান। পাতৌদির এক চোখ নেই, আর সুরতি খোঁড়াচ্ছেন—কিন্তু তাঁরাই পাতাল থেকে উদ্ধার ক'রে আনলেন ভারতকে। কী ক'রে এ-অবস্থায় তীব্র ঝলশিত খেলতে হয়, পাতৌদি তা-ই সবাইকে দেখালেন—তিনি আউট হয়েছিলেন সকলের শেষে, ৬৪ রান ক'রে। তিন ঘণ্টা ধ'রে তিনি যেভাবে যুঝেছিলেন, তা সকল দর্শকের কল্পনাকে স্পর্শ করেছিলো—তাই তিনি যখন আউট হলেন, তখন তিনি যে-সংবর্ধনা পেলেন তা সম্ভবত বয়কটকে লজ্জা দিয়ে থাকবে। এবং এই অভিনন্দন তিনি আদায় ক'রে নিয়েছিলেন লিডসের দর্শকের কাছে, যাদের কাছ থেকে ইয়র্কশিয়রের লোক না-হ'লে প্রশংসা পাওয়া চিরকালই শক্ত ব্যাপার। সুরতিও ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ছিলেন ৮৬ মিনিট—পাতৌদির সঙ্গে অষ্টম উইকেটে যোগ করেছিলেন ৫৯ রান। দৃঢ়তা, চরিত্রবল, আর ব্যাট করার প্রাথমিক সূত্রগুলো সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান—এই দিয়েই তাঁরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়েছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ও	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৪২
রমেশ সাকসেনা		ব. হুলিভেরা	৯
অজিত ওয়াড়েকর	রান-আউট	নি. হবস	০
চান্দু বোরদে		ব. স্নো	৮
* পাতৌদির নবাব	ক. ব্যারিংটন	ব. হবস	৬৪
হনুমন্ত সিং	ক. হুলিভেরা	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৯
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. মারে	ব. ইলিঙওয়ার্থ	০
সুব্রত গুহ		ব. স্নো	৪
রুসি সুরতি	ক. ও	ব. হবস	২২
বিষেন সিং বেদি	লেগ-বিফোর	ব. হবস	০
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৬)			৬
			১৬৪

পতন : ৩৯ (সাকসেনা) ; ৪০ (ওয়াড়েকর) ; ৫৯ (ইনজিনিয়ার) ; ৮১ (হনুমন্ত সিং) ; ৮১ (প্রসন্ন) ; ৯২ (সুব্রত গুহ) ; ১৫১ (সুরতি), ১৫১ (বেদি) ; ১৬৪ (পাতৌদি)।

স্নো	১৭	৭	৩৪	২
হিগস	১৪	৮	১৯	০
হুলিভেরা	৯	৪	২৯	১
হবস	২২·২	৯	৪৫	৩
ইলিঙওয়ার্থ	২২	১১	৩১	৩
ক্লোজ	৩	৩	০	০

প্রথম দফায় লিডসের ঐ কেলেঙ্কারিরকম লঙ্কাকাণ্ডের পর কে ভেবেছিলো দ্বিতীয় দফায় ভারত খেলবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আর যা-ই আশা ক'রে থাক, ইংলণ্ড কখনো ভাবেনি যে ভারত ব্যাটিংএ নানা রকম নজির সৃষ্টি করবে। ইংলণ্ডের ঐ একঘেয়ে ও দুর্বিষহ ব্যাটিংএর ঠিক উলটো খেললো ভারত, এমনকি দ্বিতীয় দফার প্রথম উইকেট ৫-এ প'ড়ে যাওয়া সত্ত্বেও। ইনজিনিয়ার আর ওয়াড়েকর ১৫০ মিনিটে যোগ করলেন ১৬৮, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয়

উইকেটের নতুন নজির—শুধু তা-ই নয়, এই দুই ব্যাটসম্যান—একজন ডানহাতি আরেকজন ন্যাটা—ভারতের খেলার ধরনের নতুন দিক উদ্ঘাটিত ক'রে দিলেন। পুরো টেস্টের চেহারাটাই তাঁরা আড়াই ঘণ্টায় পালটে দিলেন। অন্তত ইয়র্কশিয়রের লোকদের কাছে সে-এক নতুন অভিজ্ঞতা: পেস কিংবা স্পিন—কিছুতেই উদ্দীপ্ত ভারতীয়দের ঠেকানো যাচ্ছিলো না। ইনজিনিয়ার যেভাবে ৮৭ রান করেছিলেন, তা বারে-বারে মাদ্রাজ টেস্টে হল-গ্রিফিথ সোবার্স-গিবসের বিরুদ্ধে তাঁর তুলকালাম সেঞ্চুরিটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। সেখানে সরদেশাই নিজের উইকেট আগলেই তুষ্ট ছিলেন, ইনজিনিয়ারকেই ব্যাট করার সুযোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু এখানে ওয়াড়েকরও খেলছিলেন ঝলমলে—দুজনে পাল্লা দিয়ে রান করছিলেন। ইনজিনিয়ার আউট হলেন প্রথম ইনিংসের মতোই—এবার ক্লোজের মন্থর বলে ঠ'কে গিয়ে। ওয়াড়েকর আউট হয়েছিলেন সেঞ্চুরির কাছে পৌঁছে, ৯১ রান ক'রে, ইলিঙওয়ার্থের বলে লেগট্র্যাপে ক্লোজের কাছে ক্যাচ দিয়ে।

চতুর্থ দিনের খেলার নায়ক আবার পাতৌদি। তাঁর এই ১৪৮ রান হয়তো তাঁর ক্রীড়া জীবনের সেরা সেঞ্চুরি। 'হয়তো' বলেছি এই জন্য যে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, কিংবা কলকাতায় নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি যে-সেঞ্চুরিগুলো করেছিলেন, সেগুলোও বিপর্যয়ের সময় দলের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে করা। কিন্তু হেডিঙলের এই সেঞ্চুরি আরো উল্লেখযোগ্য এ-কারণে যে হনুমন্তসিংএর সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ১৩৪ রান যোগ যোগ করার পর বাকি সব রান তিনি তুলেছিলেন টেল-এনডারদের নিয়ে—তাদের আগলে রেখে, কিন্তু সেই সঙ্গে কখনও রান-করা না-থামিয়ে। ৬৪ রান ক'রে প্রথম ইনিংসে তিনি দেখিয়েছেন ইংলণ্ডের এই আক্রমণকে কীভাবে নস্যাৎ ক'রে দেয়া যায়। হনুমন্ত-পাতৌদির জুটির খেলা কারু-কারু মতে এপিকের মতো গরীয়ান। হনুমন্তকে ঠেকানো অসম্ভব ছিলো—তিনি আউট হয়েছিলেন নিজের দোষে—অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল তাড়া ক'রে গিয়ে। তিনি যদি একটু শামলে রাখতেন নিজেকে তাহ'লে এ-টেস্টে ভারতের হার হ'তো না। কিন্তু তবু সেদিন হনুমন্তের ৭৩ রান আবারও প্রমাণ করেছিলো যে প্রাচ্যের ঐন্দ্রজালিক ব্যাটিং-বিদ্যার তিনিই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। টেস্টে হনুমন্তের শেষ বড়ো ইনিংস হিশেবেও এ-ইনিংসটি উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখবো কোনো রহস্যময় কারণে তিনি অস্ট্রেলিয়া-

নিউ-জিলাণ্ডগামী দল থেকে বাদ পড়বেন : এবং তারপর মাত্র একটি টেস্টে তাঁকে দলে নেয়া হবে। সেটা ১৯৬৯ সালে, নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে, বম্বাই টেস্টে।

পাতৌদির এই ১৪৮ রান পঞ্চম দিন অবধি ভারতীয় ব্যাটিংকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। যদি কোনো খেলায় অধিনায়কের দৃষ্টান্ত প্রেরণার কাজ ক'রে থাকে, তবে এই লিডস টেস্ট। কিন্তু পাতৌদি একবারই এই বীরত্ব দেখাননি : আগে ও পরে বারে-বারে তিনি এটলাসের মতো সব ভার কাঁধে নিয়ে তুলে দাঁড়িয়েছেন। প্রবচন বলে, 'অন্ধের দেশে একচক্ষুষ্মানই রাজা'—ভারতীয় ক্রিকেটেও পাতৌদির বেলায় এ-কথা বোধহয় ডবোল প্রযোজ্য। পাতৌদি আউট হয়েছিলেন ৫০৬তে, ছক্কা মারতে গিয়ে, কিন্তু এটা সবাই বুঝেছিলো যে তিনি যদি জানতেন পরে আরো নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান আসবেন, তবে তিনি ইনিংসটাকে আরো বহুদূর বহন ক'রে নিয়ে যেতেন। কিন্তু তখন পাতৌদির জুটি ছিলেন বেদি, আর বাট করতে বাকি ছিলেন চন্দ্রশেখর।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ও	ব. ক্লোজ	৮৭
রুসি সুরতি	ক. মারে	ব. স্নো	৫
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ক্লোজ	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৯১
চান্দু বোরদে		ব. ইলিঙওয়ার্থ	৩৩
হনুমন্ত সিং	ক. ডলিভেরা	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৭২
* পাতৌদির নবাব		ব. ইলিঙওয়ার্থ	১৪৮
রমেশ সাকসেনা		ব. স্নো	১৬
ই. এ. এস. প্রসন্ন	লেগ-বিফোর	ব. ক্লোজ	১৯
সুব্রত গুহ		ব. হিগস	১
বিষেন সিং বেদি	ক. স্নো	ব. হবস	১৪
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ১৩)			২৩
			৫১০

পতন : ৫ (সুরতি); ১৭৩ (ইনজিনিয়ার); ২১৭ (ওয়াড়েকর); ২২৮ (বোরদে); ৩৬২ (হনুমন্ত সিং); ৩৮৮ (সাকসেনা); ৪৪৮ (প্রসন্ন); ৪৬৯ (সুব্রত গুহ); ৫০৬ (পাতৌদি); ৫১০ (বেদি)।

স্নো	৪১	১০	১০৮	২
হিগস	২৪	৩	৭১	১
ড্যলিভেরা	১১	৫	২২	০
হবস	৪৫·২	১৩	১০০	১
ক্লোজ	২১	৫	৪৮	২
ইলিঙওয়ার্থ	৫৮	২৬	১০০	৪
ব্যারিংটন	৯	১	৩৮	০

জয়ের জন্য চাই ১২৫ রান, কিন্তু তাতেই ইংলণ্ডের প্রাণ বেরিয়ে যায় আর-কি! এবারও যদি পর-পর ক্যাচ না-ফশকাতো, তাহ'লে এমনকি ক্রিকেটের ইতিহাসে হয়তো নতুন পাতা যোগ হ'তো : কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পর-পর তিনটি সুযোগ দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন ব্যারিংটন। ড্যলিভেরা তুলেছিলেন একটি ক্যাচ। এডরিচ একবার নির্ঘাৎ রান-আউটের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। এতসব সুযোগ নষ্ট ক'রে কোনোদল হার বাঁচাতে পারে না। অবশেষে খেলা শেষ হবার পৌনে তিনঘণ্টা আগে ছ-উইকেটে জিতে গেলো ইংলণ্ড—যদিও মহীশূরের দুই স্পিনার জয় প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে আসছিলেন।

এ-টেস্টের আগেই ভারতীয় দলকে সবাই খারিজ ক'রে দিয়েছিলো। কাউন্টি খেলাগুলোয় ভারতের খেলা ঝলমলে ব্যাটিং-এর জন্য কখনো-কখনো প্রশংসা পেলেও এমন-কিছু আহা-মরি হয়নি যে তাতে লোকের কৌতূহল জাগবে। এ-টেস্টেও প্রথম দু-দিনে ভারত পাতাল স্পর্শ করেছিলো। কিন্তু পাতৌদি সেই পাতাল থেকেই দলকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন। পরে 'উইসডেন' তাঁকে বছরের সেরা পাঁচজন ক্রিকেটারদের একজন ব'লে গণ্য করবে। তাঁর আগে কেবল রণজিৎ সিংজি (১৮৯৭), দলীপ সিংজি (১৯৩০), পার্তৌদির নবাব (বড়ো) (১৯৩২), সি. কে. নাইডু (১৯৩৩), বিজয় মার্চেন্ট (১৯৩৭) ও বিনু মানকড় (১৯৪৭)—এই ক-জন ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেছিলেন।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জন এডরিচ	ক· ওয়াড়েকর	ব. চন্দ্রশেখর	২২
কেন ব্যারিংটন	ক· ইনজিনিয়ার	ব. চন্দ্রশেখর	৪৬

টম গ্রেভনি		ব. চন্দ্রশেখর	১৪
বেসিল ড্যলিভেরা	অপরাজিত		২৪
† জন মারে	ক. বদলি (সুব্রহ্মণ্যম)	ব. প্রসন্ন	৪
রে ইলিঙওয়ার্থ	অপরাজিত		১২
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ১)			৪
		চার উইকেটে	১২৬

পতন : ৫৮ (এডরিচ) ; ৭৮ (গ্রেভনি) ; ৮৭ (ব্যারিংটন) ; ৯২ (মারে)।

সুব্রত গুহ	৪	০	১০	০
ওয়াড়েকর	২	০	৮	০
প্রসন্ন	১৭.৩	৫	৫৪	১
চন্দ্রশেখর	১৯	৮	৫০	৩

দ্বিতীয় টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২২, ২৩, ২৪ ও ২৬/১৯৬৭

বৃষ্টির জন্য একাধিকবার খেলা বন্ধ ছিলো, কিন্তু তবু এ-টেস্ট শেষ হয়েছিলো চতুর্থ দিনে : ইনিংস ও ১২৪ রানে ভারতের শোচনীয় হার। লিডসে ভারতীয় দল হেরেছিলো সত্যি, কিন্তু যেভাবে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়েছিলো, তা ইংলণ্ডের দর্শকের কল্পনাকে স্পর্শ করেছিলো। সেজন্যই এ-টেস্ট যেন একটা অপ্রত্যাশিত মস্ত ঝাঁকুনির মতো এসেছিলো।

সত্যি-যে প্রথম দিনের বৃষ্টিভেজা সতেজ ও সজীব উইকেট ফাস্টবলকে অবিরল সাহায্য করেছিলো। লর্ডসে সাইটস্ক্রিনের অভাবও মেঘলা দিনে ব্যাটসম্যানদের অনবরত বিপদে ফ্যালে। তাছাড়া লর্ডসের বিখ্যাত ঢাল সেদিন বলের উৎপাত নানাভাবে বাড়িয়ে তুলেছিলো। কিন্তু মেঘলা দিন, ঢাল, সাইটস্ক্রিনের অভাব—এ তো সব অনভ্যস্ত বিদেশী দলকেই উত্ত্যক্ত করে—নিশ্চয়ই এত-সব কিছু কেবল ভারতকে বিপদে ফেলবার জন্যই সৃষ্টি হয়নি। হয়তো ভারত সামলেও উঠতো, কিন্তু দলের সংকটের মুহূর্তে লাফানো বলে সরদেশাইয়ের ডানহাতের আঙুল ভেঙে গেলো—তিনি অবসর নিতে বাধ্য হলেন। আর সেটাই হ'লো সমাপ্তির সূচনা : এম. সি. সি. র সঙ্গে খেলার সময় প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন সরদেশাই, তাই, লিডস টেস্টে খেলতে পারেননি ; এবার ভাঙলো হাত। অথচ সফরের গোড়ার দিকে তাঁর খেলা দেখে মনে

স্নো	৪১	১০	১০৮	২
হিগস	২৪	৩	৭১	১
ড্যলিভেরা	১১	৫	২২	০
হবস	৪৫.২	১৩	১০০	১
ক্লোজ	২১	৫	৪৮	২
ইলিঙওয়ার্থ	৫৮	২৬	১০০	৪
ব্যারিংটন	৯	১	৩৮	০

জয়ের জন্য চাই ১২৫ রান, কিন্তু তাতেই ইংলণ্ডের প্রাণ বেরিয়ে যায় আর-কি! এবারও যদি পর-পর ক্যাচ না-ফশকাতো, তাহ'লে এমনকি ক্রিকেটের ইতিহাসে হয়তো নতুন পাতা যোগ হ'তো : কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পর-পর তিনটি সুযোগ দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন ব্যারিংটন। ড্যলিভেরা তুলেছিলেন একটি ক্যাচ। এডরিচ একবার নির্ঘাৎ রান-আউটের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। এতসব সুযোগ নষ্ট ক'রে কোনোদল হার বাঁচাতে পারে না। অবশেষে খেলা শেষ হবার পৌনে তিনঘণ্টা আগে ছ-উইকেটে জিতে গেলো ইংলণ্ড—যদিও মহীশূরের দুই স্পিনার জয় প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে আসছিলেন।

এ-টেস্টের আগেই ভারতীয় দলকে সবাই খারিজ ক'রে দিয়েছিলো। কাউন্টি খেলাগুলোয় ভারতের খেলা ঝলমলে ব্যাটিং-এর জন্য কখনো-কখনো প্রশংসা পেলেও এমন-কিছু আহা-মরি হয়নি যে তাতে লোকের কৌতূহল জাগবে। এ-টেস্টেও প্রথম দু-দিনে ভারত পাতাল স্পর্শ করেছিলো। কিন্তু পাতৌদি সেই পাতাল থেকেই দলকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন। পরে 'উইসডেন' তাঁকে বছরের সেরা পাঁচজন ক্রিকেটারদের একজন ব'লে গণ্য করবে। তাঁর আগে কেবল রণজিৎ সিংজি (১৮৯৭), দলীপ সিংজি (১৯৩০), পাতৌদির নবাব (বড়ো) (১৯৩২), সি. কে. নাইডু (১৯৩৩), বিজয় মার্চেন্ট (১৯৩৭) ও বিনু মানকড় (১৯৪৭)—এই ক-জন ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেছিলেন।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জন এডরিচ	ক. ওয়াড়েকর	ব. চন্দ্রশেখর	২২
কেন ব্যারিংটন	ক. ইনজিনিয়ার	ব. চন্দ্রশেখর	৪৬

টম গ্রেভনি		ব. চন্দ্রশেখর	১৪
বেসিল ডলিভেরা	অপরাজিত		২৪
† জন মারে	ক. বদলি (সুব্রহ্মণ্যম)	ব. প্রসন্ন	৪
রে ইলিঙওয়ার্থ	অপরাজিত		১২
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ১)			৪
		চার উইকেটে	১২৬

পতন : ৫৮ (এডরিচ) ; ৭৮ (গ্রেভনি) ; ৮৭ (ব্যারিংটন) ; ৯২ (মারে)।

সুব্রত গুহ	৪	০	১০	০
ওয়াড়েকর	২	০	৮	০
প্রসন্ন	১৭.৩	৫	৫৪	১
চন্দ্রশেখর	১৯	৮	৫০	৩

দ্বিতীয় টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২২, ২৩, ২৪ ও ২৬/১৯৬৭

বৃষ্টির জন্য একাধিকবার খেলা বন্ধ ছিলো, কিন্তু তবু এ-টেস্ট শেষ হয়েছিলো চতুর্থ দিনে : ইনিংস ও ১২৪ রানে ভারতের শোচনীয় হার। লিডসে ভারতীয় দল হেরেছিলো সত্যি, কিন্তু যেভাবে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়েছিলো, তা ইংলণ্ডের দর্শকের কল্পনাকে স্পর্শ করেছিলো। সেজন্যই এ-টেস্ট যেন একটা অপ্রত্যাশিত মস্ত ঝাঁকুনির মতো এসেছিলো।

সত্যি-যে প্রথম দিনের বৃষ্টিভেজা সতেজ ও সজীব উইকেট ফাস্টবলকে অবিরল সাহায্য করেছিলো। লর্ডসে সাইটস্ক্রিনের অভাবও মেঘলা দিনে ব্যাটসম্যানদের অনবরত বিপদে ফ্যালে। তাছাড়া লর্ডসের বিখ্যাত ঢাল সেদিন বলের উৎপাত নানাভাবে বাড়িয়ে তুলেছিলো। কিন্তু মেঘলা দিন, ঢাল, সাইটস্ক্রিনের অভাব—এ তো সব অনভ্যস্ত বিদেশী দলকেই উত্যক্ত করে—নিশ্চয়ই এত-সব কিছু কেবল ভারতকে বিপদে ফেলবার জন্যই সৃষ্টি হয়নি। হয়তো ভারত শামলেও উঠতো, কিন্তু দলের সংকটের মুহূর্তে লাফানো বলে সরদেশাইয়ের ডানহাতের আঙুল ভেঙে গেলো—তিনি অবসর নিতে বাধ্য হলেন। আর সেটাই হ'লো সমাপ্তির সূচনা : এম. সি. সি. র সঙ্গে খেলার সময় প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন সরদেশাই, তাই,লিডস টেস্টে খেলতে পারেননি ; এবার ভাঙলো হাত। অথচ সফরের গোড়ার দিকে তাঁর খেলা দেখে মনে

হয়েছিলো ইংলণ্ডের আবহাওয়া, উইকেট ও দ্রুত বলের সামনে প্রতিরোধ নিয়ে দাঁড়াবার মতো রীতির দিক থেকে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ খেলোয়াড় সম্ভবত তিনিই।

শুধু তা-ই নয়, আহত ব'লে লর্ডস টেস্টে খেলতে পারেননি হনুমন্ত সিং। আর ভারতের বোলারদের মধ্যে যাঁর বল অপেক্ষাকৃত দ্রুত, সেই সুব্রত গুহও পায়ে চোট লেগেছিলো ব'লে এ-টেস্টে খেলেননি। এ-পরিস্থিতির মধ্যে ওয়াড়েকরের ৫৭ রান সে-জন্যই অনেক সেঞ্চুরির চেয়েও মূল্যবান। একা তিনি ভেঙে-পড়া মার-খাওয়া ইনিংসটিকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন: ভারত যে শেষ পর্যন্ত ১৫২ রান করতে পেরেছিলো তা শুধু তাঁরই জন্যে। লিডসের প্রথম ইনিংসে দলের ১৬৪-র মধ্যে পাতৌদির ৬৪ যে-রকম সংগ্রামী দৃঢ়তার জন্য অবিস্মরণীয়, ওয়াড়েকরের এ-ইনিংসটিও তা-ই।

বিপর্যয়ের সূচনা হ'লো ইনজিনিয়ার যখন ব্রাউনের খাটো লাফানো বল কাট করতে গিয়ে উইকেটরক্ষক মারের হাতে ক্যাচ দিলেন: মারে এ-ইনিংসে আরো পাঁচটি ক্যাচ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাউটের সঙ্গে যুগ্মভাবে ইনিংসে ছটি ক্যাচের নজির সৃষ্টি করবেন। আর তাতেই প্রমাণ হবে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা কীভাবে চুম্বকের মতো অফস্টাম্পের বাইরের বলের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে একে-একে উইকেট খোয়ান।

সরদেশাই আহত হয়েছিলেন দলের রান যখন ২৩; এক রান পরেই বোরদে স্নোর বলে সরাসরি পরাস্ত হলেন: ভারত দু-উইকেটে ২৪। পাতৌদি শুরু করেছিলেন চমৎকার একটি স্ট্রেট ড্রাইভ দিয়ে: কিন্তু দিনের সেরা ক্যাচে তাঁর অবসান হ'লো অচিরেই: ভারত তিন উইকেটে ২৯। সুরতি ও সুব্রহ্মণ্যম আউট হবার পর ভারত পাঁচ উইকেটে ৫৮ রানে ভির্মি খাচ্ছে: তার উপর সরদেশাই ভাঙা আঙুলের ব্যথায় ড্রেসিংরুমে কাৎরাচ্ছেন। কুন্দেরান ওয়াড়েকরের সঙ্গে জোট বেঁধে দলের রান ১০২ অবধি টেনে নিয়ে গেলেন: স্নোর বলে হুক ক'রে একটি বিপুল ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন কুন্দেরান। তারই পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে তিনি মারেকে পঞ্চম ক্যাচ দিলেন। সরদেশাই ফিরে এসে আগলাবার চেষ্টা করলেন, ব্যথায় তিনি যে কষ্ট পাচ্ছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি সন্নিকট। অবশেষে স্নোর বলে বেদি যখন শেষ আউট হলেন, ভারতের রান তখন মাত্র ১৫২।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই	ক.	ব. ইলিঙওয়ার্থ	২৮
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. মারে	ব. ব্রাউন	৮
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ইলিঙওয়ার্থ	ব. হুলিভেরা	৫৭
চান্দু বোরদে		ব. স্নো	০
* পাতৌদির নবাব	ক. মারে	ব. ব্রাউন	৫
রুসি সুরতি	ক. মারে	ব. হুলিভেরা	৬
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	ক. মারে	ব. ব্রাউন	০
বুধি কুন্দেরান	ক. মারে	ব. স্নো	২০
ই. এ. এস. প্রসন্ন	রান-আউট	নি. হুলিভেরা	১৭
বিষেন সিং বেদি	ক. এমিস	ব. স্নো	৫
বি. এস চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত			৪
			১৫২

পতন : ১২ (ইনজিনিয়ার) ; ২৪ (বোরদে) ; ২৯ (পাতৌদি) ; ৪৫ (সুরতি) ; ৫৮ (সুব্রহ্মণ্যম) ; ১০২ (কুন্দেরান) ; ১২২ (ওয়াড়েকর) ; ১৩৭ (সরদেশাই) ; ১৪৫ (প্রসন্ন) ; ১৫২ (বেদি)।

ব্রাউন	১৮	৩	৬১	৩
স্নো	২০'৪	৫	৪৯	৩
হুলিভেরা	১৫	৬	৩৮	২
ইলিঙওয়ার্থ	২	২	০	১

ইংলণ্ড দিনের শেষে দু-উইকেটে ১০৭। সুরতির বল এডরিচ বা ব্যারিংটন কেউই খেলতে পারছিলেন না গোড়ায়, আর সুরতির দ্রুত বল যে কি-রকম নম্র ও লাজুক, তা কে না জানে। স্নো-ব্রাউন নয়, যদি এমনকি গুহও খেলতেন এ-টেস্টে, তাহ'লেও ইংলণ্ডের পক্ষে রান-তোলা বিষম কষ্টকর হ'তো। কিন্তু চন্দ্রশেখরের বলে বার-বার নাজেহাল হ'য়েও এমিস টিকে রইলেন অনেকক্ষণ, আউট হলেন দিনের একেবারে শেষ ওভারে।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য একাধিকবার খেলা বন্ধ হ'লো। আর তারই মধ্যে, দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো তিন উইকেটে ২৫২। সেঞ্চুরির যথন মাত্র

তিন বাকি, চন্দ্রশেখরের চমৎকার গুগলিটিতে পরাস্ত হলেন ব্যারিংটন। মনে আছে নিশ্চয়ই যে ব্যারিংটন লিডসে বহুবার 'জীবন' পেয়ে ৯৩ করেছিলেন।

ইংলণ্ডের ইনিংস যখন ভেঙে পড়ছে, এমন সময় গ্রেভনি আর ডলিভেরা সাবধানে খেলে চন্দ্রশেখর-বেদির বলে অতি আস্তে-আস্তে রান তুলছিলেন। চন্দ্রশেখরের বলে দুজনেই বার-বার হার মানছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ড হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো—যখন বৃষ্টি নামলো চায়ের বেশ কিছুক্ষণ আগে।

তৃতীয় দিনে অবশ্য গ্রেভনি অনিবার্যত তাঁর সেঞ্চুরিতে পৌছুলেন—২১৪ মিনিটে ষোলোটা চৌকো আর একটি ছক্কা সহযোগে। ডলিভেরার সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে গ্রেভনি যোগ করেছিলেন ১২২ রান। গ্রেভনির এটা নবম টেস্ট সেঞ্চুরি : সেই-যে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই ১৭৫ রান করেছিলেন ১৯৫১-৫২ সালে, তারপর ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর এটা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। গ্রেভনি না-থাকলে ইংলণ্ডের ইনিংস কোনকালে ধ্বংসে পড়তো। ডলিভেরার পর সেদিন আর কেউই চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন, বেদির বলে দাঁড়াতে পারেননি। ভারতের সেরা বোলার ছিলেন অবশ্যই চন্দ্রশেখর ; তাঁর পাঁচটি উইকেট কেবল তাঁর শ্রেষ্ঠতার ছোট্ট একটি নমুনা।

ইংলণ্ড

জন এডরিচ	ক. ও	ব. সুরতি	১২
কেন ব্যারিংটন		ব. চন্দ্রশেখর	৯৭
ডেনিস এমিস		ব. চন্দ্রশেখর	২৯
টম গ্রেভনি	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	১৫১
বেসিল ডলিভেরা	ক. ও	ব. চন্দ্রশেখর	৩৩
* ব্রায়ান ক্লোজ	ক. বোরদে	ব. প্রসন্ন	৭
† জন মারে		ব. চন্দ্রশেখর	৭
রে ইলিঙওয়ার্থ	লেগ-বিফোর	ব. চন্দ্রশেখর	৪
রবিন হবস		ব. বেদি	৭
ডেভিড ব্রাউন	ক. পাতৌদি		৮
জন স্নো	অপরাজিত		৮
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১৮, ওয়াইড ১, নো-বল ২)			২৬
			৩৮৬

পতন : ৪৬ (এডরিচ) ; ১০৭ (এমিস) ; ১৮৫ (ব্যারিংটন) ; ৩০৭ (গুলিভেরা) ; ৩৩৪ (ক্লোজ) ; ৩৫৯ (গ্রেভনি) ; ৩৬৫ (মারে) ; ৩৭২ (হবস) ; ৩৭২ (ইলিঙওয়ার্থ) ; ৩৮৬ (ব্রাউন)।

সুরতি	৩১	১০	৬৭	১
সুব্রহ্মণ্যম	৭	১	২০	০
চন্দ্রশেখর	৫৩	৯	১২৭	৫
বেদি	৩১˙২	১৩	৬৮	৩
প্রসন্ন	৩২	৫	৭৮	১

ইনিংস পরাজয় এড়াতে হ'লে ভারতকে রান করতে হবে ২৩৪। ভারত ১১০ রানেই নেমে গেলো। সত্যি-যে রোদ-বৃষ্টি রোদ-বৃষ্টি এই পরম্পরায় উইকেট তখন স্পিনে সাড়া দিচ্ছিলো। কিন্তু তবু এই বিপর্যয়ের কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সরদেশাইয়ের বদলে গোড়াপত্তন করতে নেমে কুন্দেরান আউট হয়েছিলেন নবম, তাঁর ৪৭ রান—বলাই বাহুল্য—রান হিশেবে কিছুই না, কিন্তু একা তিনিই ঐ অবস্থায় দৃঢ়তার সঙ্গে যুঝেছিলেন। হয়তো তিনি ব্যাট বহন ক'রে নিয়ে যেতেন শেষ পর্যন্ত : ইলিঙওয়ার্থের বল তিনি পা বাড়িয়ে খেলেছিলেন, কিন্তু আম্পায়ার জেপসন তাঁকে লেগ-বিফোর ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলেন। ভারতের এবারকার বিপর্যয়ের জন্য কিন্তু স্নো বা ব্রাউন দায়ী নন—দায়ী অফস্পিনার ইলিঙওয়ার্থ। কোনোদিন যে টেস্টে মাত্র ২৯ রানে যে ছ-উইকেট পাবেন, এ বোধহয় স্বয়ং ইলিঙওয়ার্থও স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. এমিস	ব. স্নো	৮
বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৪৭
অজিত ওয়াড়েকর		ব. ইলিঙওয়ার্থ	১৯
চান্দু বোরদে	ক. স্নো	ব. ক্লোজ	১
* পাতৌদির নবাব	ক. গ্রেভনি	ব. ক্লোজ	৫
রুসি সুরতি	ক. গুলিভেরা	ব. ইলিঙওয়ার্থ	০
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	ক. এডরিচ	ব. ইলিঙওয়ার্থ	১
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. গুলিভেরা	ব. ইলিঙওয়ার্থ	০

বিষেন সিং বেদি	ব. ইলিঙওয়ার্থ	১১
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত	৩
দিলীপ সরদেশাই	আহত ; অনুপস্থিত	—
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ৪)		১৫
		১১০

পতন : ৮ (ইনজিনিয়ার); ৬০ (ওয়াড়েকর) ; ৬৭ (বোরদে) ; ৭৯ (পাতৌদি) ; ৮০ (সুরতি) ; ৮৬ (সুব্রহ্মণ্যম); ৯০ (প্রসন্ন) ; ১০১ (কুন্দেরান); ১১০ (বেদি)।

স্নো	৭	৩	১২	১
ব্রাউন	৫	২	১০	০
ইলিঙওয়ার্থ	২২.৩	১১	২৯	৬
হবস	৭	১	১৬	০
ক্লোজ	২৫	৫	২৮	২

তৃতীয় টেস্ট : এজবাস্টন, বারমিংহাম ; জুলাই ১৩, ১৪ ও ১৫/১৯৬৭

ভারতকে যে সফরের গোড়া থেকেই দুর্ভাগ্য তাড়া ক'রে ফিরছিলো, তার আরো-একটা দৃষ্টান্ত জুটলো যখন তৃতীয় টেস্টের আগের দিন সন্ধেবেলায় নেট-প্র্যাকটিস করতে গিয়ে সুরতি জখম হলেন : তাঁর জায়গায় দলে ঢুকলেন বেঙ্কটরাঘবন।

দ্বিতীয় টেস্টের ঐ দুর্দশার পর তৃতীয় টেস্টে ভারতকে কেউ ধর্তব্যেই আনেনি—কেবল ইংলণ্ডের নির্বাচকেরা ছাড়া। লিডসে আস্তে খেলার জন্য বয়কট লর্ডসে বাদ পড়েছিলেন—এবার তিনি আবার দলে ঢুকলেন। পর-পর দুটি টেস্টে ব্যর্থতার জন্য, এবং বয়কটের মন্থরতাকে কাটাবার জন্য, তাঁর জুটি হলেন কলিন মিলবার্ন—গত বছর ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে যাঁর রগরগে ও ও ডাকাবুকো ইনিংসগুলো বব বারবারের রোমাঞ্চকর ইনিংসগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

ভারত অবিশ্যি তিন দিনে ১৩২ রানে হার মেনে সমালোচকদের প্রত্যাশা দ্বিরুক্তি না-করেই পূরণ করেছিলো। ১৯৫৯ সালে ইংলণ্ডে, ১৯৬২ সালে ক্যারিবিয়নে, তারপর এবার ইংলণ্ডে সফরের সবগুলো টেস্টে হার মেনে ভারত একটা নতুন নজির তৈরি করেছিলো সন্দেহ নেই (কয়েক মাস পরেই

অস্ট্রেলিয়ায় আবার সবগুলো টেস্টে হার মেনে ভারত এ-নজিরকে একেবারে অনতিক্রম্য তুলবে), কিন্তু এ-ধরনের রেকর্ড না-করলেই কি ভালো হ'তো না?

সত্যি-যে এজবাস্টনে টসে হেরেই পাতৌদি খেলার ফলাফল নির্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন। ক্লোজ ও পাতৌদি খেলার পরে উইকেটের এত নিন্দে করেছিলেন যে পরে এম. সি. সি.কে তদন্তের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো।

নির্বাচকদের মতো ক্লোজও ভারতীয় দলের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিকে খাটো ক'রে ছাখেননি। ইংলণ্ডের ২৯৮ রানের উত্তরে ভারতের প্রথম দফা যখন ৯২ রানে খতম হ'য়ে গেলো, তখন ২০৬ রানে এগিয়ে থেকেও তিনি ভারতকে ফলো-অন করাননি। লিডসের ডিগবাজি আর যেই ভুলুক, তাঁর পক্ষে ভোলা অসম্ভব ছিলো। ভারত যদি আবারও তার পুনরাবৃত্তি করে, তাহ'লে এই উইকেটে চতুর্থ ইনিংসে দেড়শো রান তুলতে গিয়েও ইংলণ্ডকে ভির্মি খেতে হ'তো। সেজন্যেই পণ্ডিতদের সমালোচনায় কোনো কান না-দিয়ে ক্লোজ আবার ব্যাট করেছিলেন। তিনি অন্তত ১৯৫৯ সালে কাউড্রে যেমন বলেছিলেন তেমনিভাবে বলেননি যে শনিবারের ছুটির দিনের দর্শকদের মুখ চেয়েই ইংলণ্ডের 'আনন্দদায়ক' ব্যাটিংএর অবতারণা করেছিলেন। ইংলণ্ডের ব্যাটিং, আর যা-ই হোক, আনন্দদায়ক মোটেই ছিলো না। তখনও না, এবারও না।

ব্যারিংটন কোনো রান করার আগেই বেদির বলে যে-সুযোগ দিয়েছিলেন, স্লিপে ওয়াড়েকর যদি তা লুফতে পারতেন, তাহ'লে ইংলণ্ডের বিপর্যয় সম্পূর্ণাঙ্গ হ'তো। এমনিতেই শেষ দু-উইকেটে ১০৭ রান যোগ ক'রে মারে ইংলণ্ডের স্কোরকার্ডকে একটা ভদ্র চেহারা দিয়েছিলেন। মারে যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন ইংলণ্ডের রান ছিলো পাঁচ উইকেটে ১৮২। তিনি আউট হয়েছিলেন সবার শেষে, এলোপাথারি রূঢ় কর্কশ ব্যাট হাঁকিয়ে তিনি করেছিলেন ৭৭।

মারে ঐ শাস্ত্রশাসানো ব্যাটিংএর অবতারণা করেছিলেন ব'লে ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞতার অবধি ছিলো না; কিন্তু তবু প্রথম দিনের খেলার সবটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য প্রসন্ন ও চন্দ্রশেখরের। ওয়াড়েকর ব্যারিংটনকে ফেলেছিলেন সত্যি, স্লিপে ও শর্টলেগে দাঁড়িয়ে তিনি সবশুদ্ধ ক্যাচ লুফেছিলেন চারটে। কেউই প্রসন্ন-চন্দ্রশেখরের বল খেলতে পারছিলেন না,—বয়কট না, মিলবার্ন না, গ্রেভনি না। ব্যারিংটন শেষ অবধি রান করেছিলেন ৭৫, সত্যি, কিন্তু বারে-বারে তিনি তাঁদের বলে হার মানছিলেন।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

জিওফ বয়কট	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	২৫
কলিন মিলবার্ন	ক. ওয়াড়েকর	ব. চন্দ্রশেখর	৪০
কেন ব্যারিংটন	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	৭৫
টম গ্রেভনি	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. চন্দ্রশেখর	১০
ডেনিস এমিস	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৫
* ব্রায়ান ক্লোজ		ব. প্রসন্ন	২৬
† জন মারে	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. চন্দ্রশেখর	৭৭
রে ইলিঙওয়ার্থ	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	২
ডেভিড ব্রাউন	রান-আউট	নি. সুব্রহ্মণ্যম	৩
জন স্নো	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	১০
রবিন হবস	অপরাজিত		১৫
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৫)			১০
			২৯৮

পতন : ৬৩ (বয়কট) ; ৬৭ (মিলবার্ন) ; ৮৯ (গ্রেভনি) ; ১১২ (এমিস) ; ১৭২ (ব্যারিংটন) ; ১৮৩ (ক্লোজ) ; ১৮৬ (ইলিঙওয়ার্থ) ; ১৯১ (ব্রাউন) ; ২৪১ (স্নো) ; ২৯৮ (মারে)।

সুব্রহ্মণ্যম	১০	২	২৮	০
কুন্দেরান	৪	০	১৩	০
বেদি	২৭	৬	৭৬	২
চন্দ্রশেখর	৪২	৮	৯৪	৩
বেঙ্কটরাঘবন	১৩	৩	১৬	১
প্রসন্ন	২০	৫	৫১	৩

লর্ডসে যা ঘটেছিলো, তার চেয়েও অধম : এই হ'লো ভারতের প্রথম দফার ব্যাটিংএর প্রতিবেদন। লর্ডসে তবু আবহাওয়া, সাইটস্ক্রিন ইত্যাদি ছিলো অযোগ্যের কৈফিয়ৎ—কিন্তু এজবাস্টনের এই হাস্যকরতার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। না-দ্রুত বল, না স্পিন বল—কিছুতেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা দাঁড়াতে পারেননি। স্নো আর ব্রাউন ভারতীয় ব্যাটিংএর মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার পর বাকি কাজটুকু অনায়াসেই সম্পন্ন করেছিলেন হবস ও ইলিঙওয়ার্থ।

নিশ্চয়ই টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনী পড়তে-পড়তে ভারতীয় বোলারদের জন্য আপনার কষ্ট হচ্ছে। ফাস্ট বোলার নেই (হায়রে, কবে নিসার-অমর সিংএর কাল কেটে গিয়েছে !), ফিল্ডারদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেই, অফস্পিনার হ'লে বলে মোচড় দিতে-দিতে অনামিকায় ঘা হ'য়ে গিয়েছে, লেগ-স্পিনার হ'লে কব্জিতে হাড়গোড় বোধহয় আস্ত নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করেছেন তাঁরা, ছিলো আক্রমণকারী কুশলী বোলার, হ'য়ে গেলো যান্ত্রিক কলের পুতুল—আখছার ঘটেছে এ-রকম, কিন্তু তবু বলতেই হয়, খুব কম টেস্টেই তাঁরা নিরাশ করেছেন, খুব কম টেস্টেই তাঁরা বিপক্ষকে স্বস্তির সঙ্গে রান করতে দিয়েছেন ! আর ব্যাটসম্যানরা, এমনকি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হ'য়েও,লড়েননি। কী ক'রে ভালো বোলারদের খুন করতে হয়, ভারতীয় টেস্টের কাহিনী তারই ইতিহাস। আর খুনী কে, তা জানবার জন্য কোনো গোয়েন্দা লাগাবার দরকার হয় না। এজবাস্টনেও তাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিলো না।

ভারত : প্রথম দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. গ্রেভনি	ব. ব্রাউন	২৩
বুধি কুন্দেরান		ব. ব্রাউন	২
অজিত ওয়াড়েকর	ক. এমিস	ব. স্নো	৫
চান্দু বোরদে		ব. স্নো	৮
* পাতৌদির নবাব		ব. ব্রাউন	০
হনুমন্ত সিং	ক. এমিস	ব. ইলিঙওয়ার্থ	১৫
ভি. সুব্রহ্মণ্যম		ব. হবস	১০
এস. বেঙ্কটরাঘবন	অপরাজিত		১৯
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. ইলিঙওয়ার্থ	১
বিষেন সিং বেদি	ক. ও	ব. হবস	১
বি. এস. চন্দ্রশেখর	স্টা. মারে	ব. হবস	০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২. নো-বল ২)			৮
			৯২

পতন : ৯ (কুন্দেরান) ; ১৮ (ওয়াড়েকর) ; ৩৫ (ইনজিনিয়ার) ; ৩৫ (পাতৌদি) ; ৪১ (বোরদে) ; ৬৬ (হনুমন্ত সিং) ; ৭২ (সুব্রহ্মণ্যম) ; ৭৩ (প্রসন্ন) ; ৮২ (বেদি) ; ৯২ (চন্দ্রশেখর)।

স্নো	১২	৩	২৮	২
ব্রাউন	১১	৬	১৭	৩
ইলিঙওয়ার্থ	৭	৪	১৪	২
হবস	৬.৩	১	২৫	৩

ক্লোজ বিতর্কের কেন্দ্র হলেন, যখন দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের পর ইংলণ্ড আবার ব্যাট করতে নামলো। এবং দিনের শেষেই ২০৩ রানে ইংলণ্ড সবাই আউট হ'য়ে গেলো : চন্দ্রশেখর-প্রসন্ন আবার ব্যাটসম্যানদের অনবরত নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়লেন।

আগের ইনিংসে সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে নতুন বলে আক্রমণ রচনা করেছিলেন কুন্দেরান, এবার করলেন পাতৌদি। সুব্রহ্মণ্যম অবশ্য বয়কটকে যখন সরাসরি পরাস্ত করলেন, তখন ইংলণ্ডের রান ৬। মিলবার্ন, ব্যারিংটন ও গ্রেভনি যখন আউট হলেন তখন ইংলণ্ড চার উইকেটে ৬৬ রানে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই অবস্থায় এমিস আর ক্লোজ পঞ্চম উইকেট যোগ করেছিলেন ৭৮ রান, কেবল দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের জোরেই। চন্দ্রশেখর ও প্রসন্নর বলে তাঁদের কথনো স্বস্তি মেলেনি, বারে-বারে অন্ধের মতো ব্যাট পেতে হাৎড়েছেন সামনে পা বাড়িয়ে, কিন্তু তবু কথনো হাল ছাড়েননি। ভারত যখন ইলিঙওয়ার্থ-হবসের বলে নাজেহাল হচ্ছিলো, তখন কিন্তু কোনো ভারতীয় খেলোয়াড়ের মধ্যেই তার সিকিভাগ দৃঢ়তা ও মনোবল দেখা যায়নি। এই প্রতিতুলনাই আসলে লজ্জার কারণ। খেলায় হারজিত আছেই : কিন্তু সেই সঙ্গে আছে রকমফের। কীভাবে জিতেছিলো, কীভাবে হেরেছিলো, কীভাবে লড়েছিলো—এটাই কেবল দ্রষ্টব্য। ভারত যখন লিডসে হেরেছিলো, তখন জয়ী ইংলণ্ডের চেয়েও পরাস্ত ভারত অনেক বেশি প্রশংসা পেয়েছিলো। খেলার ধরনের জন্য, দৃঢ়তার জন্য, যেভাবে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়েছিলো, তার সংরক্ত উদ্দীপনার জন্য। কিন্তু তার পরেই পর-পর তিন ইনিংসে ধারাবাহিকভাবে খারাপ খেলেছে ভারত, ক্রমশ হারিয়েছে মনের জোর। তবু এ-টেস্টে প্রসন্ন-চন্দ্রশেখরের জন্য ভারত জয়ের সুযোগ পেলো : তিন দিনে তুলতে হবে ৪১০ রান।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জিওফ বয়কট	ব. সুব্রহ্মণ্যম	৬
কলিন মিলবার্ন	ব. বেদি	১৫

কেন ব্যারিংটন	ক. কুন্দেরান	ব. চন্দ্রশেখর	১৩
টম গ্রেভনি	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. প্রসন্ন	১৭
ডেনিস এমিস	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	৪৫
* ব্রায়ান ক্লোজ	ক. চন্দ্রশেখর	ব. প্রসন্ন	৪৭
† জন মারে		ব. বেদি	৪
রে ইলিঙওয়ার্থ	ক. পাতৌদি	ব. প্রসন্ন	১০
ডেভিড ব্রাউন	অপরাজিত		২৯
জন স্নো	ক. বোরদে	ব. চন্দ্রশেখর	৯
রবিন হবস	ক. প্রসন্ন	ব. চন্দ্রশেখর	১
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৪, নো-বল ২)			১০
			২০৩

পতন : ৬ (বয়কট) ; ৩২ (মিলবার্ন) ; ৩৪ (ব্যারিংটন) ; ৬৬ (গ্রেভনি)। ১৪৪ (এমিস) ; ১৪৯ (ক্লোজ) ; ১৪৯ (মারে) ; ১৭৯ (ইলিঙওয়ার্থ) ; ১৯৩ (স্নো) ; ২০৩ (হবস)।

সুব্রহ্মণ্যম	৪	০	২২	১
পাতৌদি	২	০	৮	০
বেদি	২৪	৯	৬০	২
চন্দ্রশেখর	২০.৪	৬	৪৩	৩
প্রসন্ন	২৪	৯	৬০	৪
বেঙ্কটরাঘবন	২	১	৪	০

থাক না হাতে সময় তিন দিন, খেলার চতুর্থ ইনিংসে এজবাস্টনের ঐ বিষম পিচে ৪১০ রান তোলা যে একেবারেই অসম্ভব, সে-বিষয়ে কারুই কোনো সংশয় ছিলো না ; তবু ভারত যেভাবে জয়ের উদ্দেশে খেলেছিলো, কোনো প্রশংসাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। উইকেট যেখানে স্পিনে দারুণভাবে সাড়া দিচ্ছে, সেখানে তারা অবতারণা করেছিলো মহীয়ান ব্যাটিংএর। এটা ঠিক যে বোরদে এ-ইনিংসেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন—এ-সফরে বেরুবার আগে ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সার্থকতম ব্যাটসম্যান, দলের নির্ভর ও খুঁটি, কিন্তু ইংলণ্ডে টেস্টের ছ-ইনিংসে রান দাঁড়ালো সাকুল্যে ৬০, তাঁর ব্যাটিংএর গড় চন্দ্রশেখরেরও অধম। সম্ভবত চার নম্বরে খেলতে নেমে বার-বার বোরদের

ব্যর্থতা দলের পরবর্তী ব্যাটসম্যাদের উপর হতাশা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে থাকবে। কিন্তু তবু ওয়াড়েকর ও পাতৌদি যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন, ততক্ষণ জয়ের আশা লুপ্ত হয়নি। ওয়াড়েকর করেছিলেন ৭০, মোট ১৮০ মিনিটে। তিনি ১৮৫তে চতুর্থ আউট হবার পরেই ঝুপঝুপ ক'রে উইকেট পড়তে লাগলো —২৭৭এ ভারত সবাই আউট—এবং তারও ৩৭ রান এসেছিলো বেদি-চন্দ্রশেখরর লম্বা হাতল থেকে। বলতেই হয়, বোরদের ব্যাটিংব্যর্থতার পাশে সফরের আবিষ্কার ওয়াড়েকর, যদিও তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত বড়ো ইনিংস-গুলো কখনও পাওয়া যায়নি ; রনজি-ট্রফিতে তিনি হরদম দুশো-তিনশো রান ক'রে থাকেন, কিন্তু পাঁচটি টেস্টে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৯১—এছাড়া আরও তিনটে পঞ্চাশের উপর রান।

দলের বোলিংএর সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। তাঁর দক্ষতা, সাহস ও মনোবল যে-কারু অনুকরণযোগ্য। ইংলণ্ডের অন্যতম সেরা লেগ-স্পিন ও গুগলি বোলার ইয়ান পিবলসের মতে (পিবলস এমনকি ব্যাডম্যানকেও শূন্য রানে আউট করেছেন টেস্টে) চন্দ্রশেখর বোধহয় ক্রিকেট-ইতিহাসের সর্বকালের সেরা লেগ-স্পিনার। চন্দ্রশেখরের বল করার ভঙ্গি মন্ত্র-মুগ্ধের মতো লক্ষ ক'রেই অবশেষে এমন মন্তব্য করেছিলেন পিবলস। বেদি আর প্রসন্নও কম প্রশংসা পাবেন না। জঘন্য ফিল্ডিং তাড়া ক'রে না-বেড়ালে এই তিনজন হয়তো টেস্টের ফলাফল সম্পূর্ণ অন্যভাবে রচনা ক'রে দিতেন। পাতৌদির হাতে যে-উপাদান ছিলো, তাকে তিনি চমৎকার কাজে খাটিয়েছেন : জগতের আর-কোনো অধিনায়কই এর চেয়ে বেশি-কিছু করতে পারতেন না।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বুধি কুন্দেরান	ক. মারে	ব. ক্লোজ	৩৩
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ব্যারিংটন	ব. হবস	২৮
অজিত ওয়াড়েকর	ক. বয়কট	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৭০
চান্দু বোরদে		ব. ইলিঙওয়ার্থ	১০
* পাতৌদির নবাব	ক. হবস	ব. ক্লোজ	৪৭
হনুমন্ত সিং	ক. মিলবার্ন	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৬
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	ক. মিলবার্ন	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৪
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. হবস	ব. ক্লোজ	১৭

ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. হবস	১৫
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		১৫
বি. এস. চন্দ্রশেখর	ক. বয়কট	ব. ক্লোজ	২২
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৫)			১০
			২৭৭

পতন : ৪৮ (ইনজিনিয়ার) ; ৯১ (কুন্দেরান) ; ১০২ (বোরদে) ; ১৮৫ (ওয়াড়েকর) ; ২০১ (হনুমন্ত সিং) ; ২০৩ (পাতৌদি) ; ২০৭ (সুব্রহ্মণ্যম) ২২৬ (প্রসন্ন); ২৪০ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ২৭৭ (চন্দ্রশেখর)।

স্নো	১৪	০	৩৩	০
ব্রাউন	২	১	১	০
ক্লোজ	২২'৪	৭	৬৮	৪
ইলিঙওয়ার্থ	৪৩	২৩	৯২	৪
হবস	৩২	১০	৭৩	২

পর্যায় ২৫

বনাম অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭-৬৮

আবারও সিরিজের সবগুলো টেস্টে হার —এ থেকে কারু যদি মনে হয় তবে বাপু বিদেশে খেলতে যাওয়া কেন, তাহ'লে দোষ দেয়া যায় না। দল বাছাই করবার সময় যথারীতি প্রহসন হ'লো : হনুমন্ত সিং ও কুন্দেরান বাদ গেলেন, দলে নতুন ঢুকলেন আবিদ আলি ; জয়সীমা দুরানিকে আবারও ভুলে-থাকা হ'লো, পরে জয়সীমা অবিশ্যি বদলি খেলোয়াড় হিশেবে তৃতীয় টেস্টের ঠিক আগে গিয়ে ব্রিসবেন পৌছবেন—কোনো বিশ্রাম না-নিয়েই টেস্টে খেলতে নেমে রান করবেন ৭৪ ও ১০১। দলে আবার ঢুকলেন নাদকারনি, দেশাই এবং কুন্দেরানের জায়গায়—তাজ্জব কাণ্ড!—ইন্দ্রজিৎ সিংজি। সদানন্দ মোহলের জায়গায় ঢুকলেন বম্বাইয়ের ন্যাটা মিডিয়ামপেস বোলার উমেশ কুলকারনি। ইংলণ্ডের ঐ শোচনীয় ব্যর্থতার পরও বোরদে কিন্তু দলে র'য়ে গেলেন—সহ-অধিনায়ক হিশেবে।

নির্বাচক সমিতির নানারকম খামখেয়ালের পরেও ইংলণ্ডের মতোই আগাগোড়া ভারতীয় দলকে তাড়া ক'রে বেড়ালো চোটজখম। সফরের প্রথম খেলাতেই ফিল্ড করতে গিয়ে পাতৌদির উরুর পেশি ছিঁড়ে গেলো। প্রথম টেস্টে তো তিনি খেলতেই পারলেন না, বাকি টেস্টগুলোর আগাগোড়া খেললেন 'রানার' নিয়ে। আর চন্দ্রশেখর মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টের সূচনাতেই ভেঙে পড়লেন—রোগা পাৎলা ছিপছিপে চন্দ্রশেখর পোলিয়ো-ধরা হাতে কী ক'রে যে এতদিন ভারতীয় আক্রমণের প্রধান শাণিত অস্ত্র হ'য়ে ছিলেন, সেটাই অবাক কাণ্ড—বিশেষ ক'রে ফিল্ডাররা যখন চিরকালই তাঁকে খতম করবার জন্য বদ্ধপরিকর। অস্ট্রেলিয়ায় অবশ্য আম্পায়ার কলিন ইগার ও লু রোয়ানও তাঁর বিরুদ্ধে লেগেছিলেন। অথচ চন্দ্রশেখর ভেঙে পড়ার আগে বেনো, ফিঙ্গলটন, মিলার—সবাইকেই তাঁর অনুরক্ত ক'রে তুলেছিলেন। আর পাতৌদি ছিলেন ভারতীয় দলের প্রধান স্তম্ভ ; 'অস্ট্রেলিয়ায় এ-যাবৎ যত টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব'লে পাতৌদির ইনিংসগুলো গণ্য হবে'—বলেছিলেন ফিঙ্গলটন। আর তাও যখন তিনি ল্যাংচাচ্ছেন ও চোখে দেখতে পাচ্ছেন না! অস্ট্রেলিয়ার জনমত বলেছিলো : 'কী আশ্চর্য

দৃশ্যই আমরা দেখতে পেতুম যদি তাঁর থাকতো অন্য-সব মানবশিশুর মতোই দুটি চোখ ও দুটি পা।'

পুরো অস্ট্রেলিয়া-নিউজিলাণ্ড সফরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ছিলেন রুসি সুরতি, আর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বোলার এরাপল্লি অনন্ত রাও শ্রীনিবাস প্রসন্ন। কিন্তু প্রসন্নকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রের মতো বল ক'রে যেতে হয়েছে, যেটা এতকাল চন্দ্রশেখরকে পীড়িত করেছে—যথারীতি সহ্য করেছেন ফিল্ডারদের নবনীকোমল স্পর্শাতুর হাত—অথচ তবু চারটে টেস্টের সাত ইনিংসে বল ক'রে তাঁর সংগ্রহ ২৫টি উইকেট। ওয়াড়েকর মাঝে-মাঝে ঝলমলে ব্যাট করেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর উপর কখনোই নির্ভর করা যায়নি। ইনজিনিয়ারের উইকেটরক্ষণে অসাধারণ উন্নতি হয়েছিলো, ব্যাটেও তিনি মাঝে-মাঝেই ঝলশে উঠেছেন, কিন্তু তাঁর উপর ব্যাটিংএর জন্য নির্ভর করা মুশকিল ছিলো; তবে ইনজিনিয়ার তো এ-রকমই খেলেন—এস্পার-ওস্পার।

সফরের আবিষ্কার সয়ীদ আবিদ আলি। অ্যাডেলাইডের ঐ মরা শান-বাঁধানো পিচে ৫৫ রানে ছ-উইকেট পেয়ে তিনি টেস্টক্রিকেটে প্রবেশ করেছিলেন যেন কোনো ছেলেভোলানো গল্পের বইয়ের নায়ক। আর তাঁর ব্যাটিং তাঁকে অচিরেই ইনজিনিয়ারের সঙ্গে দলের গোড়াপত্তন করতে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো পাতৌদিকে। ফিঙ্গলটনের মতে 'আবিদ আলির মধ্যে জগতের মহৎ ব্যাটসম্যানের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে; আবিদ আলি যেদিন টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকাবেন, সেদিন আমি তাঁকে সব আগে তারবার্তায় ধন্যবাদ দেবো ও অভিনন্দন জানাবো'—খেলার প্রতিবেদন দিতে গিয়ে এ-কথা লিখেছিলেন ফিঙ্গলটন।

সব দুর্ঘটনা ও অস্ট্রেলীয় পিচে অনভ্যাস সত্ত্বেও শেষ দুটো টেস্ট ভারত জিতে যেতো: বিশেষত ব্রিসবেন টেস্ট প্রায় জিততে-জিততে হেরেছিলো ভারত। কারণ অবশ্য আবারও ফশকানো ক্যাচ। ক্যাচ ফেলে কোনো টেস্ট দল খেলা জেতবার আশা করতে পারে না। বরং টেস্টে ক্যাচ বানিয়ে নিতে হয়—বল হাতে এসে পড়বার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। মেলবোর্নে ইয়ান চ্যাপেল ১৫১ রান করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে চারবার ভারতীয় ফিল্ডাররা হাত থেকে ফেলে দিয়েছেন—বোরদে ফেলেছেন দু-বার—সহজ দুটি ক্যাচ। কাউপার সিডনিতে বেদির প্রথম বলে লোপ্পা ক্যাচ তুলেছিলেন; জয়সীমার ক্যাচটি সুরতি অতি ব্যস্ততায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কেবল যে ফেলেই দিলেন তা নয়

—ঠোকাঠুকি লেগে জয়সীমাকে আহত হ'য়ে মাঠ ছেড়ে চ'লে যেতে হ'লো : কাউপার ১৬৫ করেছিলেন পরে, আর তাতেই অস্ট্রেলিয়া জিতে গিয়েছিলো।

মেলবোর্নে টসে জিতে পাতৌদি ব্যাট বেছে নিয়েছিলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো পাঁচ উইকেটে ২৫ ও পরে সাত উইকেটে ৭২। সেই-যে মুখ থুবড়ে পড়লো ইনিংসটি আর উঠতে পারলো না। তার ফলেই পরের দুটি টেস্টে টসে জিতেও পাতৌদি প্রতিপক্ষকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন। সে-দুটি টেস্ট ক্যাচ না-ফশকালে পাতৌদি জিতেও যেতেন।

অতএব, প্রথমে এক লাইনে সফরের ফলাফল ব'লে দিতেই যাঁরা হতাশ হ'য়ে ভেবেছিলেন, 'তবে কেন বিদেশে খেলতে যাওয়া'—তাঁরা বুঝতেই পারবেন না যে কেবল মেলবোর্ন টেস্ট ছাড়া বাকি তিনটি টেস্টই কী-রকম নাটকীয় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছিলো এবং ভারতের জিতবার কী পরিমাণ সম্ভাবনা ছিলো।

ক্যাঙারুর দেশ থেকে যখন কিউয়ি পাখির দেশে গেলো ভারত, সেই 'দীর্ঘ শাদা মেঘের দেশে', তখন চারটি টেস্টের অভিজ্ঞতায় দল অনেক পোক্ত হয়েছে, সমর্থ হয়েছে, সংহত হয়েছে—সহজেই নিউ-জিলাণ্ডকে তিনটি টেস্টে হারিয়ে দিতে পেরেছে। দ্বিতীয় টেস্টে যে ভারত সেখানে হেরেছিলো, তার কারণ কিন্তু আবারও ক্যাচ ফেলে দেয়া। মনে রাখতে হবে যে নিউ-জিলাণ্ডের মাঠে নিউ-জিলাণ্ডকে হারানো খুব সহজ কর্ম কিন্তু ছিলো না। গত কয়েক বছর ধ'রে নিউ-জিলাণ্ডের ক্রিকেট নতুনভাবে গ'ড়ে উঠছিলো। পরের বছরই তারা ওয়েস্ট-ইনডিজকে হারিয়ে 'রাবার' ভাগাভাগি ক'রে নেবে। ভারতকে হারিয়ে তার পরেই প্রায় 'রাবার' নিতে বসবে, পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে 'রাবার' জিতবে, ওয়েস্ট-ইনডিজ গিয়ে প্রায় জিততে-জিততে 'রাবার' ভাগ ক'রে ফিরে আসবে। এই নিউ-জিলাণ্ড দল মোটেই হেলাফেলা বা তাচ্ছিল্যের যোগ্য ছিলো না।

অতএব অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়নি, বলতেই হয়। ভারত অনেক কিছু শিখেছিলো। হয়তো সফর নিউ-জিলাণ্ডে শুরু হ'য়ে অস্ট্রেলিয়ায় শেষ হ'লে সফরের ফলাফল অন্যরকম দাঁড়াতো। কিন্তু জল্পনা ক'রে কী লাভ?

অন্তত যতদিন ভারত ক্যাচগুলো ধরতে না-শিখবে, ততদিন ভারত হারবেই। না-হ'লে এ-দলও, মেলবোর্নের মারাত্মক ও মোক্ষম মার সত্ত্বেও,

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আসতো। এমন নিয়ম করা যায় না, যত বড়ো বোলার ব্যাটসম্যানই হোন না কেন, ক্যাচ ফেললে তাঁকে দলে নেয়া হবে না? কিন্তু ঐ তো! বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

প্রথম টেস্ট : অ্যাডেলাইড ওভাল ;
ডিসেম্বর ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮, ১৯৬৭

১৪৬ রানে জিতেছিলো অস্ট্রেলিয়া, আর সময় লেগেছিলো চারদিন, ও পঞ্চম দিনের কয়েক মিনিট। কিন্তু সফরে বেরিয়ে এই প্রথম ভারত খেলেছিলো একটি পুরো দল হিশেবে—অস্ট্রেলিয়া কখনোই তাদের উপর পুরোপুরি প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। বরং এমন অনেক সময় গেছে, যখন মনে হচ্ছিলো হয়তো ভারতই জিতে যাবে : শেষ পর্যন্ত অবশ্য মনের ধাত, আর কীভাবে খেললে জেতা যায় সে-সম্বন্ধে সংশয়ই তাদের হার মানতে বাধ্য করেছিলো। পাতৌদির নবাব তখনো সারেননি, আস্ত সফরে তিনি কখনোই পুরোপুরি সারবেন না—এবং চিকিৎসকের নির্দেশ এ-টেস্টে তিনি খেলেননি। জল্পনা হবে নিছক, যদি ভাবা যায় এ-টেস্টে তিনি খেললে কী হ'তো। ভারতীয় ব্যাটিংএর জন্যই ভারত শেষ অবধি হেরেছিলো। পাতৌদি খেললে এটা ঠিক যে অস্ট্রেলিয়ার জয় আরো শক্ত হ'তো।

অ্যাডেলাইডের পিচ ছিলো বোলারদের হতাশার মূর্ত প্রতীক। শক্ত খটখটে, যেন শানবাঁধানো। বোরদে যখন টসে হারলেন, তখনই হয়তো খেলার ফলাফল মোটামুটি নির্ধারণ হ'য়ে গিয়েছিলো। তবু সেই চমৎকার উইকেটে ছ-ঘণ্টার খেলায় ভারত যে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম দিনে ৩১১ রানে আটকে রেখেছিলো তা নয়—ছটা উইকেটও পেয়েছিলো। এক সময় প্রসন্ন ২২ বলে পেয়েছিলেন তিনটি সেরা উইকেট। তিনি যখন প্রথম আঘাত হেনেছিলেন, অস্ট্রেলিয়া তখন দু-উইকেটে ২২৭, আর পল শিহান করেছেন ৮১ রান, তাঁকে ঠেকানো মনে হয়েছিলো সাধ্যের অতীত, আর ন্যাটা কাউপার উইকেট আগলে রেখেই সন্তুষ্ট। মাথা খাটিয়ে, ঝুলিয়ে বল ক'রে প্রসন্ন এক দ্রুত টপ-স্পিনারে শিহানকে তাঁর নতজানু সুইপের মধ্যে ফাঁদে ফেলেছিলেন। তার পরেই ফিল্ড ঘিরে ধরলো নবাগত রেডপাথকে, অনামিকার দ্রুত মোচড়ে প্রসন্ন পেলেন ব্যাটের কানা, শর্ট ফরোয়ার্ড লেগে বোরদে লুফে নিলেন সহজ ক্যাচটি। তারপরে এই জুটিই পেলেন চ্যাপেলের উইকেট, বোরদে ডানদিকে

ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চ্যাপেলের কড়া মারটি লুফে নিলেন। অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে ২৩৫। এর আগে অবশ্য প্রসন্নর বলে দু-বার ক্যাচ ফেলেছিলো ভারত, কিন্তু সাধারণভাবে বল কুড়োনো, মার আটকানো—এ-সব দিকে ভারতের ফিল্ডিং ভালো হচ্ছিলো।

টসে জিতে সিমসন আর লরি লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় রান তুলেছিলেন ৯৯। কিন্তু লাঞ্চের পরেই আবিদ আলি তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে পর-পর দুটি তীব্র আঘাত হানলেন। লরির ব্যাটের কানা পেলেন তিনি, ইনজিনিয়ার লুফতে ভুল করেননি; তারপরে আবিদ আলি কয়েক হাত দূরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজের বলেই লুফে নিয়েছিলেন সিমসনকে। সিমসন-লরি ভালোই ব্যাট করেছিলেন, আর কাউপারও ঠাণ্ডাভাবে খেলে রান করেছিলেন অপরাজিত ৮৫, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিএর শিরোভূষণ নবাগত পল শিহান। লম্বা ছিপছিপে এই তরুণ ক্রিকেটার ব্যাট নিয়ে দাঁড়ান সতেজ পাইনের মতো সরলসোজা। তাঁর প্রথম ড্রাইভটিতেই তাঁর অপরিসীম আস্থা ও খেলার সৌষ্ঠব স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছিলো। অচিরেই তিনি এগিয়ে-পেছিয়ে উইকেটের দু-ধারে ড্রাইভগুলো হাঁকাতে শুরু করেছিলেন। যখন তাঁর রান ৩৮, প্রসন্ন তাঁকে পেতেন সন্দেহ নেই—কিন্তু ইনজিনিয়ার ফেলে দিয়েছিলেন। তার পরেই নাদকারনি ফেলেছিলেন কাউপারকে।

দ্বিতীয় দিনে আর মাত্র ২৪ রানেই অস্ট্রেলিয়াকে নামিয়ে দিয়েছিলো ভারত। আর দিনের শেষে ভারতের হাতে ছিলো দু-উইকেট, আর অস্ট্রেলিয়ার থেকে পেছিয়ে ছিলো মাত্র ৪৬। বোলিংএ শিরোপা পেলেন আবিদ আলি—টেস্টে বল করতে নেমেই পেলেন ৫৫ রানে ছ-উইকেট—তাঁর নিশানা ছিলো নিখুঁত, লেংথ ছিলো একটু খাটো—যাতে ড্রাইভ হাঁকানো সহজ না-হয়, আর বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি অনবরত বলের গতি পালটাচ্ছিলেন। চন্দ্রশেখরও চমৎকার বল করেছিলেন—এমনকি শিহানও তাঁকে স্বস্তির সঙ্গে খেলতে পারেননি। কিন্তু একাধিকবার তাঁর টপ-স্পিনার ও গুগলিতে ব্যাটসম্যানকে হার মানালেও আম্পায়াররা কখনোই তাঁর আবেদনে সাড়া দেননি। চন্দ্রশেখর যে পরে ভেঙে পড়েছিলেন, তার একটা কারণ সম্ভবত আম্পায়ারদের এই নিঃসাড়তা।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

* ববি সিমসন	ক. ও	ব. আবিদ আলি	৫৫
বিল লরি	ক. ইনজিনিয়ার	ব. আবিদ আলি	৪২
পল শিহান	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৮১
বব কাউপার	ক. ইনজিনিয়ার	ব. আবিদ আলি	৯২
ইয়ান রেডপাথ	ক. বোরদে	ব. প্রসন্ন	০
ইয়ান চ্যাপেল	ক. বোরদে	ব. প্রসন্ন	২
† ব্যারি জারমান		ব. আবিদ আলি	৩৪
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	ক. বোরদে	ব. আবিদ আলি	৫
জন গ্লিসন	লেগ-বিফোর	ব. আবিদ আলি	১
অ্যালান কনোলি	অপরাজিত		৭
ডেভ রেনেবর্গ		ব. চন্দ্রশেখর	১
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ১০, নো-বল ৩)			১৫
			৩৩৫

পতন : ৯৯ (লরি) ; ১০৯ (সিমসন) ; ২২৭ (শিহান) ; ২২৭ (রেডপাথ) ; ২৩৫ (চ্যাপেল) ; ৩১১ (জারমান) ; ৩১৯ (ম্যাকেনজি) ; ৩২৫ (গ্লিসন) ; ৩৩০ (কাউপার) ; ৩৩৫ (রেনেবর্গ) ।

কুলকারনি	৫	০	২৫	০
সুরতি	৭	০	৩০	০
আবিদ আলি	১৭	২	৫৫	৬
নাদকারনি	১৭	২	৬৮	০
চন্দ্রশেখর	২৭.১	৩	৭২	১
প্রসন্ন	১৭	২	৬০	৩
সুব্রহ্মণ্যম	২	০	১০	০

ইনজিনিয়ারের চমকপ্রদ ঝলমলে ব্যাটিংই খেলার সুর ভিন্ন তারে বেঁধে দিয়েছিলো। যেন যথেচ্ছাচার—এমনি তাঁর খেলার ভঙ্গি। তাঁর কাট, হুক, স্কোয়ারড্রাইভ—অতি অনায়াসে বলকে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলো বার-বার। অথচ ইনিংসের সূচনাতে, ম্যাকেনজির দ্বিতীয় বলেই, শিহান স্লিপে দাঁড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন সরদেশাইকে। সরদেশাই অবশ্য রেহাই

পেয়ে বেশিক্ষণ টেকেননি। একটু পরেই রেনেবর্গের বলে খোঁচা দিয়ে প্রস্থান করেছিলেন। ওয়াড়েকর যদিও ইনজিনিয়ারের মতো তাক লাগিয়ে দেননি, তবু ক্রমশই হ'য়ে উঠছিলেন আস্থাশীল। কিন্তু দলের রান যখন ৮০, কনোলির মিডিয়ামপেস বলে চমৎকারভাবে ওয়াড়েকরকে স্টাম্প ক'রে দিলেন জারমান, আর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একটু পরেই প্রায় প্রথম স্লিপ থেকে ম্যাকেনজির বলে লুফে নিলেন ইনজিনিয়ারকে। ভারত তিন উইকেটে ১২৯।

এই অবস্থায় সুরতি যোগ দিলেন অধিনায়ক বোরদের সঙ্গে, আর দু-ঘণ্টায় যোগ করলেন ১২১ রান। সূক্ষ্ম, কমনীয় ও সৌষ্ঠবে ভরা লেটকাট আর লেগগ্লান্সের সঙ্গেই অতর্কিত অগ্নিগর্ভ পুল আর প্রচণ্ড ড্রাইভ সুরতির খেলাকে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা ক'রে চিনিয়ে দিচ্ছিলো। তাঁর ৭০ রানের মধ্যে ছিলো চমৎকার নটি চার, কিন্তু যখন সুরতি প্রভুর মতো খেলছেন, সিমসনের ঝোলানো বল আড়াআড়ি মারতে গিয়ে উইকেট খোয়ালেন, আর বিপর্যয় শুরু হ'লো : এক ঘণ্টারও কম সময়ে ৩৮ রানে পড়লো পাঁচ উইকেট।

এটা আশ্চর্য যে, ভারতীয় খেলোয়াড়েরা যখন বোলারদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, হাত জ'মে গেছে, রান উঠেছে ষাট-সত্তর, সেঞ্চুরির কথা ভাবছে সবাই, এই সময় হঠাৎ অভিনিবেশ হারিয়ে উইকেট খুইয়ে এসেছেন। ভারত যে টেস্টগুলোয় জিততে পারেনি, তার একটা কারণ এটাও। শেষ দিকের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র আবিদ আলির জন্যই ভারতের রান তৃতীয় দিন সকালে পৌঁছোলো ৩০৭-এ।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই	ক. রেডপাথ	ব. রেনেবর্গ	১
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. জারমান	ব. ম্যাকেনজি	৮৯
অজিত ওয়াড়েকর	স্টা. জারমান	ব. কনোলি	২৮
* চান্দু বোরদে	লেগ-বিফোর	ব. গ্লিসন	৬৯
রুসি সুরতি		ব. সিমসন	৭০
বাপু নাদকারনি	লেগ-বিফোর	ব. গ্লিসন	৩
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. ও	ব. কনোলি	৩৩
ভি. সুব্রহ্মণ্যম		ব. কনোলি	৭
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. লরি	ব. ম্যাকেনজি	১

উমেশ কুলকারনি	লেগ-বিফোর	ব. কনোলি	০
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (নো-বল ৫)			৫
			৩০৭

পতন : ১৯ (সরদেশাই) ; ৮০ (ওয়াড়েকর) ; ১২৯ (ইনজিনিয়ার) ; ২৫০ (সুরতি) ; ২৫৯ (নাদকারনি) ; ২৭২ (বোরদে) ; ২৮১ (সুব্রহ্মণ্যম) ; ২৮৮ (প্রসন্ন) ; ২৯১ (কুলকারনি) ; ৩০৭ (আবিদ আলি)।

ম্যাকেনজি	১৫	১	৭০	২
রেনেবর্গ	৬	০	৪৫	১
কনোলি	১২·৪	১	৫৪	৪
গ্লিসন	১৩	৪	৩৬	২
চ্যাপেল	১০	১	৪১	০
কাউপার	৩	০	১৪	০
সিমসন	১২	২	৫২	১

কুলকারনির প্রথম বলেই লরিকে যখন লুফলেন ইনজিনিয়ার, তখন আন্দাজ করা যায়নি যে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় বল থেকেই পালটা আক্রমণ শুরু করবে। শিহান-সিমসন ঝড়ের বেগে যোগ করলেন ৬১ রান, তারপর পুনর্বার প্রসন্ন শিহানকে ফাঁদে পেলেন। তার পরেই তৃতীয় উইকেটে সিমসন-কাউপার ১৬১ মিনিটে যোগ করলেন ১৭২ রান : কারু বলই তাঁদের উপর কোনো প্রভাব ফেলছিলো না।

বোরদে যখন শেষ চেষ্টা হিশেবে সুরতিকে স্পিন-বল করতে ডাকলেন, তখন অস্ট্রেলিয়া যেমন খুশি রান লুঠে নিচ্ছে। ন্যাটা সুরতি উইকেটের পাশ ঘিরে বল করতে শুরু করলেন, পাঁচজন ফিল্ডার রইলেন লেগে, আর অবিলম্বেই সিমসন তাঁর বল টেনে নিলেন উইকেটে, আর চ্যাপেলের থতমত ব্যাট পেরিয়ে সামান্য বেঁকে সুরতির চমৎকার বলটি উইকেট ভেঙে দিলে। ওপাশে আবিদ আলি সরাসরি হার মানালেন কাউপারকে—অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে ২৬৩, তার মধ্যে আছে দুটি সেঞ্চুরি—সিমসনের আর কাউপারের। জারমান আর রেডপাথ ষষ্ঠ উইকেটে যোগ করলেন ৩২ রান, তারপর জারমান সুরতির লুকোনো মন্থরতর বলটিতে সোজা ক্যাচ তুলে দিলেন। অস্ট্রেলিয়া ছ-উইকেটে ২৯৫।

রেডপাথ আর ম্যাকেনজি উইকেট আগলে রাখলেন বটে, কিন্তু সেদিন বিকেলে প্রসন্ন আর আবিদ আলির বলে বার-বার হার মানছিলেন। এতক্ষণ ভারতীয় ফিল্ডিং ছিলো একাগ্র, সপ্রতিভ আর উদ্দীপ্ত। কিন্তু এবার আবার প্রসন্নর বলে পর-পর দুটি ক্যাচ ফশকালো।

পরদিন যদিও খেলার শুরুতেই রেডপাথ আউট হ'য়ে গেলেন, ম্যাকেনজি আর গ্লিসন লম্বা হাতল ব্যবহার ক'রে স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ৩৬৪ অবধি। সুব্রহ্মণ্যমের ক্ষিপ্রতায় ম্যাকেনজি রান-আউট হবার পরেই ৩৬৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। সুরতি চমৎকারভাবে গোঁড়া ন্যাটা স্পিনের সাহায্যে পেলেন ৭৪ রানে পাঁচ উইকেট। উইকেট থেকে কোনো সাহায্যই তিনি পাননি। নির্ভর করেছিলেন পুরোপুরি বলের ফ্লাইট, গতি আর অনামিকা স্পিনের উপর।

প্রসন্নর বলে ক্যাচগুলো না-ফশকালে অবশ্যই তাঁর খতিয়ান অন্যরকম হ'তো। মানতেই হবে তাঁর বলে রান উঠলেও কখনো কেউ তাঁকে স্বস্তির সঙ্গে খেলতে পারেননি—না সিমসন, না কাউপার। চন্দ্রশেখর আবারও নিষ্ফল: আবেদন করছিলেন লেগ-বিফোরের: অন্তত দুটি ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনো আম্পায়ার হ'লে আউট দিতেন, কিন্তু লু রোয়ান ছিলেন নির্বিকার। চিত্তাকর্ষক তথ্য এই-যে, গ্লিসনের লেগ-স্পিনে কিন্তু ভারতের দুজন খেলোয়াড় পা বাড়িয়ে খেলেও রোয়ানের মতে লেগ-বিফোর হয়েছিলেন।

কিন্তু এ-সব নিয়েই ক্রিকেট। আর এই অভিজ্ঞতা নিয়েই বাকি টেস্ট-গুলোয় কলিন ইগার ও লু রোয়ানের পরিচালনায় বিব্রতভাবে ও অস্বস্তির সঙ্গে খেলতে হয়েছিলো ভারতকে।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

বিল লরি	ক. ইনজিনিয়ার	ব. কুলকারনি	০
* ববি সিমসন		ব. সুরতি	১০৩
পল শিহান	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৩৫
বব কাউপার		ব. আবিদ আলি	১০৮
ইয়ান চ্যাপেল		ব. সুরতি	১৩
† ব্যারি জারমান	ক. ও	ব. সুরতি	১৭
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	রান-আউট	নি. সুব্রহ্মণ্যম	২৮

জন গ্লিসন	অপরাজিত		১৮
অ্যালান কনোলি	ক. বদলি (দেশাই)	ব. সুরতি	০
ডেভ রেনেবর্গ	রান-আউট	নি. আবিদ আলি	০
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			১৩
			৩৬৯

পতন : ০ (লরি); ৬১ (শিহান); ২৩৩ (সিম্পসন); ২৬৩ (চ্যাপেল); ২৬৩ (কাউপার); ২৯৫ (জারমান); ৩২২ (রেডপাথ); ৩৬৪ (ম্যাকেনজি); ৩৬৫ (কনোলি); ৩৬৯ (রেনেবর্গ)।

কুলকারনি	৪	১	১২	১
সুরতি	২০·১	৬	৭৪	৫
আবিদ আলি	১৬	২	৬১	১
প্রসন্ন	২৫	২	১০৯	১
চন্দ্রশেখর	১৩	১	৬৭	০
নাদকারনি	১০	৩	২৪	০
সুব্রহ্মণ্যম	১	০	৯	০

জয়ের জন্য চাই ৩৯৮ রান, কিন্তু ভারতের সূচনা হ'লো শোচনীয়—চার উইকেটে ৪৯। সরদেশাই আর ওয়াড়েকর চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হলেন রেনেবর্গের সুদূর বলগুলোয়, আর ইনজিনিয়ার তৃতীয় রানের সন্ধানে দৌড়ুতে গিয়ে শিহানের ক্ষিপ্রতায় রান-আউট হ'য়ে গেলেন, আর বোরদে রেনেবর্গকে কাট করতে গিয়ে বলটা নিজের উইকেটে টেনে নিয়ে এলেন। সুরতির সঙ্গে আবিদ আলি জোট বাঁধলেন : নড়বোড়ে কম্পমান ইনিংসটি স্থির হ'য়ে এলো, পঞ্চম উইকেটে যোগ হ'লো ৫৫ রান : তাতে আবিদ আলির অবদান ৩৩। সেই অবস্থাতেও আবিদ আলি সংহারমূর্তি ধারণ করেছিলেন, ইনজিনিয়ারের মতোই তাঁরও ড্রাইভগুলো ছিলো রগরগে, পুল আর হুকগুলো ছিলো রুদ্ধশ্বাস। কিন্তু আবিদ আলিও রেনেবর্গের বলেই উইকেট খোয়ালেন।

সুরতি আর সুব্রহ্মণ্যম কিন্তু তখনও হাল ছাড়েননি। দৃঢ়তা ও সুবিবেচনার সঙ্গে তাঁরা রোধ করলেন আসন্ন বিপর্যয়—কিন্তু ঢিলে বাজে বলগুলো হাঁকাতে ছাড়লেন না। অবশেষে সুরতি ৫৩ রান ক'রে গ্লিসনের বলে স্লিপে ক্যাচ দিলেন, আর সুব্রহ্মণ্যম একা রইলেন খেলা বাঁচাবার হতাশ

চেষ্টায়। চমকপ্রদ সব মার বেরিয়ে এলো তাঁর ব্যাট থেকে, আর সময়জ্ঞান ও ক্ষিপ্রতায় তাঁর মারগুলোতে এমন একধরনের বন্য সৌষ্ঠব ছিলো যা অন্য-কারু খেলায় দেখা যায়নি। কিন্তু টেল-এনডারদের আগলে রাখতে গিয়ে সুব্রহ্মণ্যম অবশেষে উইকেট খোয়ালেন রান-আউট হ'য়ে, কিন্তু ঐ অবস্থায় তাঁর ৭৫ রান ছিলো অপরিসীম বীরত্বের নামান্তর।

চন্দ্রশেখরকে হারাবার পর প্রসন্ন আর কুলকারনি ছিলেন অপরাজিত। একমাত্র ভরসা ছিলো বৃষ্টি, চতুর্থ দিনে বৃষ্টির জন্য কয়েক মিনিট খেলা বন্ধও ছিলো। কিন্তু অ্যাডেলাইডে ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টি কেবল যে অপ্রত্যাশিত তা নয়, অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও। বৃষ্টি এলো না। সকালে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভারতের শেষ উইকেটে দখল ক'রে নিলেন রেনেবর্গ।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	রান-আউট	নি. শিহান	১৯
দিলীপ সরদেশাই	ক. জারমান	ব. রেনেবর্গ	১১
অজিত ওয়াড়েকর	ক. জারমান	ব. রেনেবর্গ	০
* চান্দু বোরদে		ব. রেনেবর্গ	১২
রুসি সুরতি	ক. রেডপাথ	ব. গ্লিসন	৫৩
সয়ীদ আবিদ আলি	লেগ-বিফোর	ব. রেনেবর্গ	৩৩
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	রান-আউট	নি. চ্যাপেল	৫
বাপু নাদকারনি		ব. ম্যাকেনজি	১৫
ই. এ. এস. প্রসন্ন	অপরাজিত		১৮
বি. এস. চন্দ্রশেখর	ক. সিমসন	ব. গ্লিসন	০
উমেশ কুলকারনি	ক. চ্যাপেল	ব. রেনেবর্গ	২
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৮, নো-বল ২)			১৩
			২৫১

পতন : ২৪ (সরদেশাই); ২৪ (ওয়াড়েকর); ৪৬ (ইনজিনিয়ার); ৪৯ (বোরদে); ১০৪ (আবিদ আলি); ১৫৯ (সুরতি); ২০৯ (নাদকারনি); ২৩২ (সুব্রহ্মণ্যম), ২৩২ (চন্দ্রশেখর); ২৫১ (কুলকারনি)।

ম্যাকেনজি	১৭	২	৯১	১
রেনেবর্গ	১৪·২	২	৩৯	৫

কনোলি	৩	০	২১	০
গ্লিসন	১৬	৪	৩৮	২
সিমসন	৫	০	২৫	০
চ্যাপেল	৫	০	২৪	০

দ্বিতীয় টেস্ট : মেলবোর্ন ; ডিসেম্বর ৩০/১৯৬৭ ও জানুয়ারি ১, ২ ও ৩/১৯৬৮

চার রানের জন্য ভারত ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারেনি—এভাবে প্রতিবেদন দিলে যথাযথ হবে। পাতৌদি দলে ফিরলেন মহীয়ান দুটি ইনিংস নিয়ে—৭৫ ও ৮৫, আর অস্ট্রেলিয়ার দর্শক যেন তাঁর কাছে কেনা হ'য়ে গেলো। তাঁর জেদি, একরোখা, তেজিয়ান ইনিংস দুটি মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো দর্শকদের, বিশেষত, দ্বিতীয় দফায় তিনি যখন অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণ ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন তখন এমনকি মনে হয়েছিলো যে-খেলায় ভারত প্রথম আধ ঘণ্টাতেই হেরে ব'সে আছে, সেটাও বুঝি শেষ অব্দি বাঁচিয়ে দেয়। আর তাও, মনে রাখতে হবে, যখন তাঁর বাঁ পায়ের পেশি ছেঁড়া, একটা চোখ নেই, খেলছেন যন্ত্রণায় কাতর, 'রানার' নিয়ে। এ-খেলায় অনেকেরই কৃতিত্ব ভোলবার মতো নয় : সুরতি, প্রসন্ন, ওয়াড়েকর (দ্বিতীয় দফায়), আর সিমসন, লরি চ্যাপেল ও ম্যাকেনজি—এঁরা সবাই স্মরণীয় খেলেছিলেন। কিন্তু পাতৌদির এই দুটি মহীয়ান ইনিংস সকলের সব চেষ্টাকেই ম্লান ক'রে দিয়েছিলো। তিনি নেমেছিলেম যখন ভারতমুখ থুবড়ে পড়েছে। ম্যাকেনজির প্রথম ওভারেই সরদেশাই পুরো লেংথের বলের উপর দিয়ে ব্যাট চালালেন : ভারত এক উইকেটে ২। আবিদ আলি নেমেই দেখলেন ইনজিনিয়ার পর-পর দু-বার জীবন পেলেন—স্লিপে সিমসন ও কভারে লরি তপ্ত ইটের মতো তাঁকে ফেলে দিয়েছিলেন—কিন্তু কোথায় তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন, না, বলের লাইনে না-গিয়ে সবেগে ব্যাট চালালেন, জারমান লুফে নিলেন। একটু পরেই ওয়াড়েকর দূর থেকে ব্যাট বাড়িয়ে দিলেন, ভারত তিন উইকেটে ১৮। সুরতি এসেই ম্যাকেনজির লাফানো বলে পাঁজরা-ফাটানো ঘা খেয়ে অবসৃত হলেন। কিন্তু ইনজিনিয়ার ম্যাকেনজির ফুলটস পুল ক'রে ডিপ-ফাইন-লেগে ক্যাচ দিলেন কনোলিকে—ভারত চার উইকেটে ২৫, ও আহতের সংখ্যা, পাতৌদিকে ধ'রে দুই। সেই একই স্কোরে বোরদেও প্রস্থান করলেন প্যাভিলিয়নে।

এই অবস্থাতেই পাতৌদি প্রবেশ করেছিলেন 'রণস্থলে'—খোঁড়াতে-খোঁড়াতে যখন দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তিনি উইকেটে পৌঁছলেন, তাঁকে মনে হচ্ছিলো রেনেশাঁসের যুগের বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক। কিন্তু তক্ষুনি ভারতীয় ইনিংসের মধ্যে চরিত্রবল, সুবিবেচনা আর আত্মসম্মান ফিরে এলো। তিনি যে রগচটা লোক নন, আর বিনা যুদ্ধে তিনি যে উইকেট ছুঁড়ে দেবেন না—এ-তথ্যটা মুহূর্তে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। পাতৌদি আর সুব্রহ্মণ্যম স্কোর নিয়ে গেলেন ৪৭ পর্যন্ত, আর তারপর প্রসন্নর ১৪ রান স্কোরবোর্ডে ৭২ রান তুললো। আর আবার অকুস্থলে প্রবেশ করলেন সুরতি। কী ক'রে টেস্টে ব্যাট করতে হয়, সেটা পাতৌদির সঙ্গেই সুরতি শেখালেন দলের নামজাদাদের। লিডসের সেই স্মরণীয় ইনিংসের মতোই আবার সেই জুটি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একরোখা লড়াই চালিয়ে গেলেন।

অষ্টম উইকেটে ৭৪ রান যোগ হবার পর সুরতি সিমসনের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন। পাতৌদির ৫০ হবার পর দর্শকেরা একযোগে সমস্বরে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলো। দিনের শেষে তিনি যখন অপরাজিত ৭০ রান ক'রে ফিরলেন, তখন সবাই একযোগে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলো।

পরদিন পাতৌদি ৭৫ রান ক'রে রেনেবর্গের বলে আউট হ'য়ে যাবার পরেই ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। ম্যাকেনজি ৬৬ রানে সাত উইকেট পেয়ে টেস্টে তাঁর বোলিংএর সেরা নজির রাখলেন—যদিও গোড়ার দিকের উইকেটগুলো তিনি পেয়েছিলেন ভালো বল ক'রে নয়, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বহীনতায়। উইকেট সজীব ছিলো না, কিন্তু দ্রুত ছিলো : তাতে বরং ব্যাট করবারই চমৎকার সুযোগ জুটেছিলো—কিন্তু ভারতীয় ব্যা'টসম্যানেরা তার কোনো সুযোগই নিতে পারেননি।

এ-ইনিংসটি পরবর্তী টেস্টগুলোর উপর মস্ত প্রভাব ফেলেছিলো, সন্দেহ নেই। টসে জিতেও পরবর্তী দুটি টেস্টে পাতৌদি আর গোড়ায় ব্যাট করতে চাননি। কয়েকমাস আগেকার লর্ডস টেস্টের অভিজ্ঞতার পর মেলবোর্নের এই শোচনীয় সূচনা যে-কোনো অধিনায়ককেই কাবু ক'রে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট। এই অবস্থায় তিনি শুধু দলের সামনে উপস্থিত করতে পারতেন নিজের দৃষ্টান্ত—আর সেটা পাতৌদি করেছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই		ব. ম্যাকেনজি	১
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. কনোলি	ব. ম্যাকেনজি	৯
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. জারমান	ব. ম্যাকেনজি	৪
অজিত ওয়াড়েকর	ক. কনোলি	ব. ম্যাকেনজি	৬
রুসি সুরতি	লেগ বিফোর	ব. সিমসন	৩০
চান্দু বোরদে	ক. রেডপাথ	ব. ম্যাকেনজি	০
* পাতৌদির নবাব	ক জারমান	ব. রেনেবর্গ	৭৫
ভি. সুব্রহ্মণ্যম		ব. ম্যাকেনজি	৫
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. চ্যাপেল	ব. রেনেবর্গ	১৪
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		১৩
বি. এস. চন্দ্রশেখর	ক. জারমান	ব. ম্যাকেনজি	০
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ২, নো-বল ৬)			১৬
			১৭৩

পতন : ২ (সরদেশাই) ; ১০ (আবিদ আলি) ; ১৮ (ওয়াড়েকর) ; ২৫ (ইনজিনিয়ার) ; ২৫ (বোরদে) ; ৪৭ (সুব্রহ্মণ্যম) ; ৭২ (প্রসন্ন) ; ১৪৬ (সুরতি) ; ১৬২ (পাতৌদি) ; ১৭৩ (চন্দ্রশেখর)।

ম্যাকেনজি	২১˙৪	২	৬৬	৭
রেনেবর্গ	১৫	৪	৩৭	২
কনোলি	১৩	৩	৩৩	০
সিমসন	৫	০	৯	০
চ্যাপেল	১	০	৫	১

ভারতের ১৭৩ রানের উত্তরে সিমসন আর লরিই প্রথম উইকেটে ১৯১ রান তুলে দিলেন। ভারত যে কী চমৎকার ব্যাটিংউইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ হেলায় হারিয়েছে, যেন তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁরা উপস্থাপিত করতে চাচ্ছিলেন। যেভাবে উইকেটের মধ্যে তাঁরা দৌড়ে খুচরো রান নিচ্ছিলেন, তাও আদর্শ হিশেবে গণ্য হ'তে পারতো। আশ্চর্য ভালো বল করছিলেন চন্দ্রশেখর ; সিমসন আর লরি—দুজনকেই বার-বার বিপদে ফেলছিলেন। কিন্তু হাঁটুতে চোট পেয়ে অনতিবিলম্বেই তাঁকে মাঠ পরিত্যাগ

করতে হ'লো—এবং অতঃপর তাঁকে সেই সফরে বল করতে দেখা যায়নি। যথেষ্ট হাওয়াখেলানো ঝোলানো বল দিয়ে প্রসন্ন গোড়ায় তাঁর আক্রমণ শুরু করেছিলেন, পরে তাঁকে বল করতে হলো নিচু রেখায়। তবু তাঁর আর সুরতির স্পিন ছিলো অতীব উঁচু জাতের। উইকেট থেকে তাঁরা কেউই কোনো সাহায্য পাননি: বল করতে হচ্ছিলো মাথা খাটিয়ে, লেংথ বজায় রাখতে হচ্ছিলো আগাগোড়া, নিশানাও। তবু রানে ভরা ছিলো পিচ, ১১০ মিনিটে এলো দলের ১০০—আর ১৭৮ মিনিটে আটটি চার সহযোগে এলো লরির সন্দেহাতীত সেঞ্চুরি, কিন্তু চন্দ্রশেখরের বলে সুযোগ দিয়ে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন, প্রসন্নর বলেও। সেঞ্চুরির পরেই প্রসন্নর বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে লরি স্টাম্পড হ'য়ে চ'লে গেলেন।

সিমসনও তাঁর সেঞ্চুরির পরে বেশিক্ষণ টেকেননি: সুরতির বলে কাট করতে গিয়ে তিনি উইকেট খোয়ালেন। তারপরে দিনের খেলা শেষ হবার আগেই আরো তিনজনকে আউট ক'রে দিলেন ভারতীয়রা। সুরতি আর প্রসন্ন ভাগ ক'রে নিলেন চারটে উইকেট, আর রেডপাথ হলেন রান-আউট। চ্যাপেলও ১৬তে লোপ্পা ক্যাচ দিয়েছিলেন, কিন্তু বোরদে লুফতে পারেননি। পরের দিন চ্যাপেল আবার ৫২তে, ৮২তে, ৯৬তে তিন-তিন বার 'জীবন' পেয়ে অবশেষে ১৫১ রান করেছিলেন—তাঁকে দুবার ফেলেছিলেন বোরদে, একবার দেশাই। দুর্ভাগা বোলার, সর্ব ক্ষেত্রেই, প্রসন্ন। ২৫২ মিনিটে ২১টি চার মেরে এ-রান করেছিলেন চ্যাপেল, ষষ্ঠ উইকেটে দু-ঘণ্টায় জারমানের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১৩৪ রান। এত সুযোগ দিয়েছেন সত্যি, তবু বলতেই হবে, তার ফাঁকে-ফাঁকে চ্যাপেল ব্যাট করেছিলেন চোখঝলশানো—যেভাবে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি স্পিনারদের খেলছিলেন, সেটাও অন্য সকলের কাছে আদর্শ ব'লে গণ্য হবে। প্রসন্ন পেয়েছিলেন ছটি উইকেট, সুরতি তিনটি; চমৎকার বল করেছিলেন দুজনে, তাঁদের বলের খতিয়ান আরো ভালো হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু ফিল্ডিং—জঘন্য ফিল্ডিং—তাঁদের বার-বার চপেটাঘাত করছিলো। ইনজিনিয়ার ছাড়া আর ভালো ফিল্ডিং করেছিলেন বেদি—চন্দ্রশেখরের পরিবর্ত খেলোয়াড়। সুরতি, সুব্রহ্মণ্যম, প্রসন্নও মন্দ নন। কিন্তু বাকি সবাই যেন মাখনের হাত নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া

* ববি সিমসন		ব. সুরতি	১০৯
বিল লরি	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	১০০
পল শিহান	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	২৪
বব কাউপার		ব. প্রসন্ন	১২
ইয়ান চ্যাপেল	ক. ওয়াড়েকর	ব. সুরতি	১৫১
ইয়ান রেডপাথ	রান-আউট	নি. বেদি	২৬
† ব্যারি জারমান		ব. প্রসন্ন	৬৫
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	ক. বদলি (বেদি)	ব. প্রসন্ন	০
জন গ্লিসন	ক. বোরদে	ব. প্রসন্ন	১৩
অ্যালান কনোলি	ক. বদলি (বেদি)	ব. প্রসন্ন	৫
ডেভ রেনেবর্গ	অপরাজিত		৮
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ১০, নো-বল ৩)			১৬
			৫২৯

পতন : ১৯১ (লরি) ; ২৩৩ (সিমসন) ; ২৪৬ (কাউপার) ২৭৪ (শিহান) : ৩২৯ (রেডপাথ) ; ৪৬৩ (জারমান) ; ৪৬৩ (ম্যাকেনজি) ; ৫০০ (গ্লিসন) ; ৫০৮ (কনোলি) ; ৫২৯ (চ্যাপেল) ।

দেশাই	১২	০	৬৩	০
সুরতি	৩০.৩	৪	১৫০	৩
আবিদ আলি	২০	০	১০৬	০
প্রসন্ন	৩৪	৬	১৪১	৬
চন্দ্রশেখর	৭	০	৩৫	০
সুব্রহ্মণ্যম	৩	০	১৮	০

ইনজিনিয়ার দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে শুরু করলেন এমনভাবে যেন ভারত অনেক রানে এগিয়ে আছে, যেন ৩৫৬ রানের ঐ বিরাট গর্ত বাস্তবিক সামনে নেই, ওটা যেন আসলে দুঃস্বপ্ন। ম্যাকেনজি-রেনেবর্গকে বিদ্যুৎক্ষিপ্র মার-গুলিতে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলেন। সরদেশাই আবারও গোড়াতেই আউট হলেন ব্যাট আর প্যাডের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু ইনজিনিয়ারের তাতে দৃকপাত নেই। দলের ৫০ এলো ৩৯ মিনিটে, আর তাতে তাঁর নিজের দান ৩৭ ; ইনিংস শুরু

করার এই রীতি ইনজিনিয়ারের দ্বারাই সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত : মাদ্রাজে, লিডসে, অ্যাডেলাইডে এভাবেই তিনি ব্যাট করেছিলেন। কিন্তু এবার তাঁকে ৪২ রান ক'রেই বিদায় নিতে হ'লো : ভারত দু-উইকেটে ৬৬।

সুরতি নামতেই ওয়াড়েকরের খেলা খুলে গেলো। দুজনেই ন্যাটা ব্যাটসম্যান, কিন্তু রীতি আলাদা। সুরতির মার অনেক রমণীয়, সূক্ষ্ম ও স্পর্শাতুর—যদিও তাঁর হুক, পুল বা ড্রাইভগুলোতে কব্জির তীব্র জোর বোঝা যায়। ওয়াড়েকর, পক্ষান্তরে, বল হাঁকান—সেদিন দিনের খেলা শেষ হবার আগে ওয়াড়েকর তাঁর সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ৩ দূরে। আর তিন উইকেটে ১৯০ কখনোই খারাপ রান ব'লে গণ্য না-হ'লেও দলের ঐ অবস্থায় তখনও খেলা বাঁচাতে অনেক রান চাই। কিন্তু টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকাবার ভাবনায় তাঁর রাত্রি নিশ্চয়ই কেটেছিলো অস্থির। দুটি খুচরো রান নিয়ে তিনি পৌঁছুলেন ৯৯তে, আর তার পরেই সিমসনের বলে বন্য ও অজ্ঞভাবে ব্যাট হাঁকাতে গিয়ে পয়েণ্টে ক্যাচ তুলে দিলেন। ভারত চার উইকেটে ১৯৪। ভারতের ৩৫২ রানের মধ্যে বাকিটুকু কেবল পাতৌদিরই অনুশাসন। নেমে ছিলেন যখন পাঁচ উইকেটে ২১৭, আর আউট হয়েছিলেন ৮৫ রান ক'রে নবম, দলের রান যখন ৩৪৬। ছিলো অত্যুৎকৃষ্ট বারোটি চার, দু-বার এমনকি ম্যাকেনজিকে তিনি মিড-অফ দিয়ে প্রায় ছক্কার আকারে মাঠ পার ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। ব্যাট করছিলেন রানার নিয়ে; আবিদ আলি, সুব্রহ্মণ্যম ও দেশাই তাঁকে শেষ দিকে অনেকটা সাহায্য করেছিলেন টিকে থেকে; কিন্তু শুধু টেল-এনডারদের নিয়ে খেলতে না-হ'লে পাতৌদি হয়তো আরো-কিছু করতে পারতেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. চ্যাপেল	ব. রেনেবর্গ	৪২
দিলীপ সরদেশাই		ব. ম্যাকেনজি	৫
অজিত ওয়াড়েকর	ক. শিহান	ব. সিমসন	৯৯
রুসি সুরতি	ক. জারমান	ব. ম্যাকেনজি	৪৩
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. চ্যাপেল	ব. সিমসন	২১
চান্দু বোরদে	ক. রেডপাথ	ব. রেনেবর্গ	৬
* পাতৌদির নবাব	ক. রেডপাথ	ব. সিমসন	৮৫

সয়ীদ আবিদ আলি	লেগ-বিফোর	ব. কাউপার	২১
ভি. সুব্রহ্মণ্যম	লেগ-বিফোর	ব. ম্যাকেনজি	১০
রমাকান্ত দেশাই	ক. সিমসন	ব. কনোলি	১৪
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪, নো-বল ১)			৬
			৩৫২

পতন : ১১ (সরদেশাই) ; ৬৬ (ইনজিনিয়ার) ; ১৮২ (সুরতি) ; ১৯৪ (ওয়াড়েকর) ; ২১৭ (প্রসন্ন) ; ২২৭ (বোরদে) ; ২৭৬ (আবিদ আলি) ; ২৯২ (সুব্রহ্মণ্যম) ; ৩৪৬ (পাতৌদি) ; ৩৫২ (দেশাই)।

ম্যাকেনজি	১৯	২	৮৫	৩
রেনেবর্গ	১৪	১	৯৮	২
কনোলি	১১'৭	২	৪৮	১
গ্লিসন	১৪	৫	৩৭	০
চ্যাপেল	৪	০	১৪	০
কাউপার	৮	২	২০	১
সিমসন	১৪	৩	৪৪	৩

তৃতীয় টেস্ট : ব্রিসবেন ; জানুয়ারি ১৯, ২০, ২২, ২৩ ও ২৪/১৯৬৮

৩৯ রানে ভারতকে হারিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' জিতে গেলো। এ-খেলা স্মরণীয় এই জন্যে যে জয়সীমা ভারত থেকে বিমানে উড়ে গিয়ে ব্রিসবেনে পৌঁছেই দু-ইনিংসে রান করেছিলেন ৭৪ ও ১০১। আর তাঁর খেলা দেখে বিল ও'রাইলি বলেছিলেন, 'কেবল ভারতই পারে এ-রকম খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে সফরে দল পাঠাতে।'

পাতৌদি টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠাবার পর অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিনে সাত উইকেট খুইয়ে ছ-ঘণ্টায় ৩১২ রান তুলেছিলো সত্যি, কিন্তু কখনোই তারা ভারতীয় স্পিন বলে স্বস্তি বোধ করেনি। লরির নতুন ওপেনিং জুটি রেডপাথ গোড়ায় শুরু করেছিলেন চমৎকার, কিন্তু প্রসন্ন আর বেদি বল করতে এসে যেন সুতোয় বেঁধে দুজনকে নাচাতে লাগলেন। লরি-রেডপাথ দুজনেই একবার ক'রে জীবন পেয়েছেন, অর্থাৎ ফিল্ডারের হাত থেকে ক্যাচ প'ড়ে গেছে—আর কতবার যে বল এসে পড়েছে ঠিক নাগালের

বাইরে তার ইয়ত্তা নেই। থাবি-খাওয়া থতমত-খাওয়া ব্যাটের পাশ কাটিয়ে বল গেছে অনবরত, উইকেটেও লাগেনি। ইনজিনিয়ার উইকেটরক্ষক হিশেবে অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। স্পিনাররা এতটাই প্রাধান্য ছড়িয়েছিলেন যে ৮৯ ওভারের মধ্যে তাঁরাই বল করেছিলেন ৭৭ ওভার। ৬৫ ওভার পরেই নতুন বল প্রাপ্য হয়েছিলো ভারতের, কিন্তু পাতৌদি 'স্বাভাবিকভাবেই' নতুন বল নেননি।

লরি আর রেডপাথের মধ্যে শেষোক্ত জনই চেষ্টা করছিলেন তাড়াতাড়ি রান তুলতে। প্রসন্ন যখন রেডপাথকে শর্ট-লেগে ক্যাচ তুলতে বাধ্য করলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান ৭৬। কাউপার যোগ দিলেন তাঁর অধিনায়কের সঙ্গে—১২৬, মিনিটে এলো দলের ১০০ রান; লরির ৫০ এলো ১৩৭ মিনিটে। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে নাদকারনিতে হাঁকাতে যেতেই বেদি অনায়াসে লরিকে লুফে নিলেন: অস্ট্রেলিয়া দু-উইকেটে ১৪৮। কাউপারও পৌঁছলেন তাঁর ৫১তে, তারপরেই নাদকারনির টপ-স্পিনারে বোল্ড হ'য়ে গেলেন। কোনো রান করার আগেই শিহান প্রসন্নর বলে প্রসন্নরই হাতে ক্যাচ দিয়েছিলেন, ঝাঁপিয়ে প'ড়েও প্রসন্ন লুফতে পারেননি। তিনি ৫৮ ক'রে অবশেষে স্থরতির প্রথম শিকার হলেন। ওয়ালটার্স সিরিজে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে একাগ্র ও কৌশলী স্পিন বলের বিরুদ্ধে প্রাণপণে বুঝছিলেন—দিনের শেষে তিনি রইলেন অপরাজিত ৫১।

পরদিন কেবল প্রবল অভিনিবেশের জোরেই ওয়ালটার্স অনেকক্ষণ টিকে রইলেন। প্রসন্ন-বেদি-নাদকারনি-স্থরতির বলে তিনি কোনো থই পাচ্ছিলেন না। বলতেই হবে যে, তাঁর মনের জোর অসাধারণ। যখন কোনো হদিশ নেই বল মাটিতে প'ড়ে কী করবে, তখনও তিনি হাল ছাড়েননি। অবশেষে পাতৌদিকে নিতেই হ'লো নতুন বল: আর ৯৩ রান ক'রে ওয়ালটার্স কুলকারনির বলে স্লিপে ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হ'লো ৩৭৯ রানে। ওয়ালটার্সের খেলা যতই আড়ষ্ট ও মন্থর হোক না কেন, পরে কিন্তু দেখা গেলো তাঁর এই ইনিংসই ফলাফল নিধারিত করেছিলো।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

* বিল লরি	ক. বেদি	ব. নাদকারনি	৬৪
ইয়ান রেডপাথ	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	৪১
বব কাউপার		ব. নাদকারনি	৫১
পল শিহান	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	৫৮
ইয়ান চ্যাপেল		ব. সুরতি	১৭
ডগ ওয়ালটার্স	ক. ওয়াড়েকর	ব. কুলকারনি	৯৩
† ব্যারি জারমান	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	২
এরিক ফ্রিম্যান		ব. সুরতি	১৮
জন গ্লিসন	রান-আউট	নি. সুরতি	১৫
অ্যালান কনোলি	ক. পাতৌদি	ব. কুলকারনি	১৪
ডেভ রেনেবর্গ	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১, নো-বল ৪)			৬
			৩৭৯

পতন : ৭৬ (রেডপাথ); ১৪৮ (লরি); ১৬০ (কাউপার); ২১৫ (চ্যাপেল); ২৩৯ (শিহান); ২৫০ (জারমান); ২৭৭ (ফ্রিম্যান); ৩২৩ (গ্লিসন); ৩৭৮ (কনোলি); ৩৭৯ (ওয়ালটার্স)।

কুলকারনি	৮.২	১	৩৭	২
সুরতি	২৬	২	১০২	৩
প্রসন্ন	৩৬	৬	১১৪	২
বেদি	২৩	৪	৭১	০
আবিদ আলি	২	০	৯	০
নাদকারনি	১৪	৫	৩৪	২
জয়সীমা	১	০	৬	০

আবারও ভারতের সূচনা হ'লো চরম বিপর্যয়ে : ৯ রানে তিন উইকেট। আর তারপরেই ১৫৬ মিনিটে সুরতির সঙ্গে মিলে পাতৌদি যোগ করলেন ১২৮ রান। মেলবোর্নের মহিমারই সম্প্রসারণ ব্রিসবেনের এই বীরত্ব। আবিদ আলি, ওয়াড়েকর ও ইনজিনিয়ার যখন ন-রানের মধ্যে নিজেদের উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে চ'লে গেছেন, তখন আবার পাতৌদির আবির্ভাব হ'লো

বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতো : দর্শকরা তাকিয়ে দেখলো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে তিনি ব্যাট করতে আসছেন। আর তখুনি, যেন মন্ত্রবলে, ঘটলো আশ্চর্য এক রূপান্তর। তাঁর ধ্রুপদী রীতির ব্যাটিং তক্ষুনি পুরো খেলায় ছাপ ফেললো—শান্ত ও নিখুঁত প্রতিরোধ আর তারই সঙ্গে মেশানো শোভনসুঠাম সমস্ত মার—দুর্জয় সাহস, একাগ্রতা আর কল্পনায় মেশানো তাকলাগানো একেকটা মার। মঞ্জরেকার একবার বলেছিলেন, 'পাতৌদি কেবল যে জগতের একজন সেরা ব্যাটসম্যান তা-ই নয়, চট করে তাঁর মতো খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে আর কাউকে আমি দেখিনি। খেলা জেতানোর মতো ব্যাটসম্যান পাতৌদি—জগতের সেরা—আর যুদ্ধের পরেকার সব সেরা ব্যাটসম্যানকেই আমি ব্যাট করতে দেখেছি।' সুরতি অন্যান্য বারের মতোই নিজেকে বেমালুম মুছে ফেলে তাঁকে প্রশংসনীয়ভাবে সমর্থন দিয়ে গেলেন। জুটির ১০০ এলো ১২২ মিনিটে—পাতৌদির দান ৫৮, আর সুরতির ৩৫। সুরতির পঞ্চাশ হবার পর ফ্রিম্যানের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে পাতৌদি চ'লে গেলেন। ১৫৬ মিনিটে ৭৪ করেছিলেন পাতৌদি, তাতে ছিলো দশটি চৌকো ও একটি গরীয়ান ছক্কা। সুরতিও অবিলম্বেই অধিনায়কের অনুসরণ করলেন : চ্যাপেলের গুগলিটি তিনি বুঝতে পারেননি। বোরদে আবারও ব্যর্থ হলেন। দিনের শেষে ভারত ছ-উইকেটে ১৬৯ ; ব্যাট করছেন জয়সীমা —অপরাজিত ১৬ ; নাদকারনি, অপরাজিত ২। পরদিন জয়সীমা, নাদকারনি আউট হ'য়ে যাবার পরেও, প্রসন্নর সঙ্গে যোগ করেছিলেন ৫৯ রান। শেষ পর্যন্ত জয়সীমা, পাতৌদির মতোই, ৭৪ রান ক'রে আউট হলেন। জয়সীমা-প্রসন্ন জুটি এমনভাবে খেলছিলেন যে এক সময় মনে হয়েছিলো ভারতের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার রান পেরিয়ে যাওয়াও বুঝি অসম্ভব হবে না। কিন্তু জয়সীমা আউট হ'য়ে যাবার পরেই ২৭৯ রানে ভারতীয় ইনিংস গুটিয়ে গেলো—প্রথম দফায় ভারত পেছিয়ে রইলো ঠিক একশো রান।

ভারত : প্রথম দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. গ্রিসন	ব. ফ্রিম্যান	২
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. রেডপাথ	ব. ফ্রিম্যান	২
অজিত ওয়াড়েকর	ক. জারমান	ব. রেনেবর্গ	১
রূসি সুরতি	ক. কাউপার	ব. চ্যাপেল	৫২

* পাতৌদির নবাব	লেগ-বিফোর	ব. ফ্রিম্যান	৭৪
এম. এল. জয়সীমা	ক. লরি	ব. কাউপার	৭৪
চান্দু বোরদে	ক. ও	ব. কনোলি	১২
বাপু নাদকারনি		ব. কাউপার	১৭
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. ওয়ালটার্স	ব. কাউপার	২৪
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		২
উমেশ কুলকারনি	ক. কাউপার	ব. কনোলি	৭
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৪, নো-বল ২)			১২
			২৭৯

পতন : ২ (আবিদ আলি) ; ৫ (ওয়াড়েকর) ; ৯ (ইনজিনিয়ার) ; ১৩৭ (পাতৌদি) ; ১৩৯ (সুরতি) ; ১৬৫ (বোরদে) ; ২০৯ (নাদকারনি) ; ২৬৮ (জয়সীমা) ; ২৭০ (প্রসন্ন) ; ২৭৯ (কুলকারনি)।

রেনেবর্গ	১০	১	৪০	১
ফ্রিম্যান	২১	১	৫৬	৩
ওয়ালটার্স	৬	০	২২	০
কনোলি	১৩.৭	৩	৪৩	২
গ্লিসন	১৫	৭	২০	০
কাউপার	১৬	৫	৩১	৩
চ্যাপেল	১৫	৪	৫৫	১

দিনের শেষে তিন উইকেটে ১৬২ রান তুলে অস্ট্রেলিয়া ব্যবধান গ'ড়ে তুলেছিলো দুরতিক্রম্য। লরি ও রেডপাথ প্রথম উইকেটে করেছিলেন ১১৬ রান, আবারও রেডপাথের ব্যাটিংএই ছিলো জৌলুশ আর তাড়া। অবশেষে প্রসন্নই হানলেন তীব্র আঘাত, ৭৯ ক'রে রেডপাথ বিদায় নিলেন। তারপর সুরতি সরিয়ে দিলেন কাউপারকে।

পরদিন প্রধানত প্রসন্নর বলেই অস্ট্রেলিয়া ২৯৪ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। তিনি যে জগতের সেরা অফস্পিনারদের একজন, তার স্পষ্ট প্রমাণ হ'লো যখন তিনি সেদিন ৪৫ রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন। ৪.৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন শেষ চারটি উইকেট : কেবল ওয়ালটার্সই প্রথম ইনিংসের মতো আড়ষ্ট ও মন্থরভাবে খেলে প্রসন্নকে ঠেকিয়েছিলেন ; শেষ

পর্যন্ত তিনি আটটি চার সমেত ৬২ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন। প্রসন্ন কিন্তু উইকেট থেকে বিশেষ সাড়া পাননি : কেবল বুদ্ধির জোরে একের পর এক উইকেট পেয়েছেন তিনি ; তাঁর কোনো ছুটি বল একরকম হয়নি : গতি, ফ্লাইট, নিশানা, লেংথ অনবরত তিনি বদলেছেন ঐন্দ্রজালিকের মতো ; কেউ তাঁর বলে স্বস্তি পাননি—এমনকি ওয়ালটার্সও না।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

ইয়ান রেডপাথ	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৭৯
* বিল লরি	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	৪৫
বব কাউপার		ব. সুরতি	২৫
পল শিহান	ক. সুরতি	ব. বেদি	২৬
ইয়ান চ্যাপেল		ব. প্রসন্ন	২৭
ডগ ওয়ালটার্স	অপরাজিত		৬২
† ব্যারি জারমান	ক. ও	ব. প্রসন্ন	৯
এরিক ফ্রিম্যান	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	৮
জন গ্লিসন	ক. আবিদ আলি	ব. সুরতি	১
অ্যালান কনোলি		ব. প্রসন্ন	০
ডেভ রেনেবর্গ	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১০, নো-বল ১)			১২
			২৯৪

পতন : ১১৬ (লরি) ; ১৩৬ (রেডপাথ) ; ১৯৬ (শিহান) ; ২৪০ (চ্যাপেল) ; ২৬৬ (জারমান) ; ২৮৪ (ফ্রিম্যান) : ২৯৩ (গ্লিসন) ; ৯৪ (কনোলি) ; ২৯৪ (রেনেবর্গ)।

কুলকারনি	৪	০	২২	০
সুরতি	১৬	৪	৫৯	৩
আবিদ আলি	১	০	৬	০
প্রসন্ন	৩৩.৪	৯	১০৪	৬
বেদি	১৪	৪	৪৪	১
নাদকারনি	১৫	৫	৪৭	০

ইনজিনিয়ার আউট হয়েছিলেন কোনো রান না-ক'রেই ১৭তে, কিন্তু আবিদ আলির তাতে কোনো দৃকপাত ছিলো না। আস্ত ব্রিসবেন রৈ-রৈ ক'রে উঠেছিলো যখন নতুন বলকে তিনি যেমন খুশি মাঠের চারপাশে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। ভারতের পঞ্চাশ এলো চল্লিশ মিনিটে, আবিদ আলির দান তাতে ৩৯। তাঁর প্রথম দশটি মার ছিলো : ৪, ৩, ২, ৪, ৪, ৩, ৩, ৪, ৪, ৪। ওয়াড়েকর আগেই অফস্টাম্পের বাইরের বল তাড়া ক'রে উইকেট খুইয়েছিলেন, অবশেষে আবিদ আলিও যখন কনোলির মন্থরতর ব'লে ঠ'কে গেলেন, তখন ভারতের রান তিন উইকেটে ৬১—আবিদ আলি ৪৭ রান ক'রে অস্তমিত।

আবারও পাতৌদি ও সুরতিকে ঠাণ্ডা মাথায় লড়তে হ'লো; পাতৌদির সাহসী ও দুর্জয় ইনিংসটির অবসান হ'লো যখন ওয়ালটার্সের বল হঠাৎ লাফিয়ে ঢুকে গেলো : পাতৌদি ৪৮ করেছিলেন—সুরতির সঙ্গে যোগ করেছিলেন ৯৩ রান। সুরতি আর জয়সীমা বাকি সময়টুকু অপরিসীম বিবেচনার সঙ্গে খেলে দিনের শেষে স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন চার উইকেটে ১৭৭ অবধি। তখন উইকেট স্পিনে সাড়া দিতে শুরু করেছে।

শেষ দিনের সমস্ত গৌরব জয়সীমার প্রাপ্য। তাঁর জীবনের খেলা খেললেন জয়সীমা, কলকাতায় সেই-যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি একরোখা লড়েছিলেন, তারই প্রবলতর পুনরাবৃত্তি। যখন বোরদের সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে তিনি ১১৯ রান যোগ করেছিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়া হাল ছেড়ে দিয়েছিলো। জয়ের জন্য ভারতের বাকি ছিলো তখন ৮৫ রান, হাতে ছিলো চার উইকেট। কিন্তু বোরদে আউট হ'তেই আকস্মিকভাবে ইনিংস গুটিয়ে গেলো : বিশেষত ৩ রান পরেই নাদকারনি যখন লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, অস্ট্রেলিয়া বাকি ব্যাটসম্যানদের চারধার থেকে ঘিরে ধরলো। জয়সীমা তবু শেষ বলে রান নিয়ে-নিয়ে লড়াই জিইয়ে রাখলেন, সেঞ্চুরিতে পৌঁছুলেন যখন শেষ ব্যাটসম্যান কুলকারনি তাঁর সঙ্গী। সেঞ্চুরির পরেই তিনি আউট হ'য়ে গেলেন: ভারত হারলো মাত্র ৩৯ রানে। জয়সীমা উইকেটে ছিলেন সবশুদ্ধু ২৮৯ মিনিট, হাঁকিয়েছিলেন ন-টি চার, আর তাঁর অনড্রাইভগুলো অস্ট্রেলিয়ানদের মনে করিয়ে দিয়েছিলো লেন হাটনের পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত সৌষ্ঠবের ড্রাইভগুলো। ব্রিসবেনের সমবেত দর্শক একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সেদিন যে-সম্মান দেখিয়েছিলো, অস্ট্রেলিয়ায় তা কম লোকেরই ভাগ্যে জোটে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. জারমান	ব. কনোলি	৪৭
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. জারমান	ব. রেনেবর্গ	০
অজিত ওয়াড়েকর	ক. কনোলি	ব. কাউপার	১১
রুসি সুরতি		ব. কাউপার	৬৪
* পাতৌদির নবাব		ব. ওয়ালটার্স	৪৮
এম. এল. জয়সীমা	ক. গ্লিসন	ব. কাউপার	১০১
চান্দু বোরদে	ক. রেডপাথ	ব. কাউপার	৬৪
বাপু নাদকারনি	লেগ-বিফোর	ব. গ্লিসন	২
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. গ্লিসন	৪
বিষেন সিং বেদি	ক. লরি	ব. গ্লিসন	০
উমেশ কুলকারনি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৬, নো-বল ৪)			১৪
			৩৫৫

পতন : ১৭ (ইনজিনিয়ার) ; ৪৮ (ওয়াড়েকর) ; ৬১ (আবিদ আলি) ; ১৫৪ (পাতৌদি) ; ১৯১ (সুরতি) ; ৩১০ (বোরদে) ; ৩১৩ (নাদকারনি) ; ৩২৩ (প্রসন্ন) ; ৩৩৩ (বেদি) ; ৩৫৫ (জয়সীমা) ।

রেনেবর্গ	৭	০	৪৩	১
ফ্রিম্যান	৮	২	২৯	০
কাউপার	৩৯·৬	৮	১০৪	৪
কনোলি	১৮	৬	৫১	১
গ্লিসন	২১	৬	৫০	৩
ওয়ালটার্স	১১	২	৩৩	১
চ্যাপেল	৫	১	৩১	০

চতুর্থ টেস্ট : সিডনি ; জানুয়ারি ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ ও ৩১/১৯৬৮

খেলার শেষ ইনিংসে জয়ের জন্য ৩৪২ রান করতে নেমে ভারত করেছিলো ১৯৭—অতএব আবারও একটি বৈদেশিক সফরে ভারত সবগুলো টেস্টেই হার মেনে নিলো।

টসে জিতে ব্রিসবেনের মতোই সিডনিতেও পাতৌদি অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে আহ্বান করলেন। আর ভারতের মোলায়েম নতুন বলের বিরুদ্ধে লরি-কাউপার তাঁদের টেস্টজীবনের সবচেয়ে সহজ রানগুলো কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু প্রসন্ন আর বেদি বল করতে আসবামাত্র তিন উইকেটে ২১৯ রানের নিরাপত্তা থেকে চট ক'রেই স্কোর এসে দাঁড়ালো ছ-উইকেটে ২৪২এ।

শিহানের ৭২ রান অবশ্যই পুরো সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার সেরা ব্যাটিংকীর্তি—তিনি সেঞ্চুরি করেননি সত্যি, কিন্তু তাঁর খেলার ধরন চিনিয়ে দিতে দেরি করে না যে এখানে যাঁর উপস্থিতি, তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র হ'লে কী হবে, আসলে শিল্পী। ইনজিনিয়ার হয়তো একদিক থেকে ভারতের হারের জন্য দায়ী: ওয়ালটার্স ও জারমানকে তিনি দস্তানা থেকে ফেলে দিয়েছেন, ভুক্তভোগী কেবল প্রসন্ন নয়, সারা ভারত। ওয়ালটার্সের রান তখন ছিলো ২—এবং তিনি শেষ পর্যন্ত করেছিলেন অপরাজিত ৯৪।

ওয়ালটার্সের খেলা আগের টেস্টেরই পুনরাবৃত্তি। আবারও তিনি প্রসন্ন-বেদির বলে বার-বার হোঁচট খাচ্ছিলেন। কোনো ব্যাটসম্যান যে বলের আগাগোড়া না-বুঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিকে থাকতে পারেন এবং রানও তোলেন, তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন ওয়ালটার্স। অন্য অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানের সঙ্গে তাঁর এখানেই তফাৎ যে তিনি কখনো হাত খুলে মেরে বোলারদের প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা করেননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে প্রহেলিকা ভেদ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

চ্যাপেলকে একটিপে বল ছুঁড়ে রান-আউট ক'রে দিয়ে কুলকারনি সিডনির বিখ্যাত পাহাড়ের দর্শকদের প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন। চ্যাপেল উইকেটে ছিলেন ১৭ মিনিট—কিন্তু সেই ১৭ মিনিট বোধহয় তাঁর জীবনের দীর্ঘতম দুর্বিষহতম ১৭ মিনিট। প্রসন্ন তাঁকে আগাগোড়া কোনঠাশা ক'রে রেখেছিলেন, সুতোয় বেঁধে নাচাচ্ছিলেন। চ্যাপেল যে ঝুঁকি নিয়ে রান করতে বেরিয়েছিলেন, তা প্রসন্নরই টিটকিরির-দেয়া বলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। রান আউটের জন্য কোনো বোলার যদি কখনো কোনো কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন তো সে এটাই।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিলো দ্বিতীয় দিনে—৩১৭ রানে। বেদি আর প্রসন্ন দুজনে মিলে মাত্র পেয়েছিলেন পাঁচটি উইকেট: কিন্তু স্কোরবোর্ড যে হৃদয়হীন, তার কাছে যে সুবিচারের প্রত্যাশা অনর্থক, এটা তারই নিদর্শন।

না-হ'লে দু-দলেরই প্রথম দফার রান আরো অনেক বাড়তো। এমনিতেই ওয়েস্ট-ইনডিজ দ্বিতীয় দফা শুরু করেছিলো চতুর্থ দিন লাঞ্চের বেশ খানিকটা পরে। তাছাড়া প্রসন্নর জখম আঙুল তখনও সারেনি; সেদিক থেকে ভারতীয় প্রহেলিকার সামনে প'ড়ে তাদের বিশেষ নাস্তানাবুদ হ'তে হয়নি। প্রসন্নর বদলে ভারতীয় দলে ঢুকেছিলেন বিশ্বনাথ—এতদিন পরে সফরে প্রথম তিনি সুস্থ বোধ করছিলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে অনেক অদলবদল হ'লো : বাদ গেলেন ক্যামাশ, ফিণ্ডলে, হোলডার, ব্যারেট ; স্থান পেলেন ক্যারু, গিবস—আর নবাগত কীথ বয়েস ও উইকেটরক্ষক ডেসমণ্ড লুইস।

হেরে বসেছিলো ব'লে তাগিদ বেশি ছিলো ওয়েস্ট-ইনডিজেরই, টসে জেতা তাই ছিলো অতীব জরুরী—তাতে সোবার্স খেলার গতি নিয়ন্ত্রিত করবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু সোবার্স টসে জিতলেন বটে, ঐ চমৎকার উইকেটে প্রথম ব্যাট করার সুযোগও পেলেন, অথচ রান উঠলো ৩৬৩, আর তাও বেশ আস্তে। আর ভারত যখন ঐ রান পেরিয়ে প্রথম দফায় এগিয়ে গেলো, মাত্র ১৩ এগুলো কিন্তু পেরিয়ে তো গেলো—তখনই খেলার পরিণাম জানা হ'য়ে গেলো।

সত্যি-বলতে টসে জেতার কোনো সুযোগই ওয়েস্ট-ইনডিজ নিতে পারেনি। প্রসন্ন নেই, তবু সারা দিন খেলে তারা রান তুলেছিলো ছ-উইকেটে ২৩১। দ্বিতীয় দিন সকালে ভারত চটপট আরো দুটি উইকেট দখল ক'রে ফেলতেই মনে হয়েছিলো, ভারতেরই বোধহয় সুবিধে বেশি, কিন্তু নবম উইকেটে নবাগত লুইস আর পুনরাগত গিবস যোগ করেছিলেন ৮৪ রান, আর তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে ৩৬৩ করা সম্ভব হয়েছিলো।

ভারতীয় স্পিনাররা প্রথম থেকেই সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন ওয়েস্ট-ইনডিজের খেলোয়াড়দের। যাঁরা ভেবেছিলেন প্রসন্নর অনুপস্থিতে স্পিনারদের সম্মোহন ভাঙতে সুবিধে হবে, তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন। ফ্রেডেরিকস ও ক্যারু—ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসে ১৩০ মিনিটে করেছিলেন ৭৮, অথচ তাঁরা দুজনেই চিরকাল টগবগে রান তুলতে অভ্যস্ত। কেবল দু-বার মনে হয়েছিলো, বুঝি সম্মোহন ভাঙলো, যখন কানহাই এসে ৪৫ মিনিটে করেছিলেন ২৫, কিন্তু অবশেষে বেদিই তাঁকে উইকেটরক্ষকের কাছে ক্যাচ তুলতে বাধ্য করলেন। আরেকবার, যখন লয়েড শুরু করেছিলেন তুলকালাম। এর আগে লয়েড দু-বার রান-আউট হয়েছেন, একবার আবিদ আলির বলে বোল্ড হয়েছেন—সে-

বলটা মাটিতে প'ড়ে একটুও ওঠেনি। কেবল গত টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দুরানি তাকে আগাগোড়া নাজেহাল করেছেন, তাঁর টিটিকিরিদেয়া হাওয়া-খেলানো বলে লয়েড কোনোই সুবিধে করতে পারেননি। এবার লয়েড ক্রমেই ফিরে পেয়েছেন তাঁর স্বাধীনতা আর স্বাচ্ছন্দ্য, কিছুতেই তাঁকে ঠেকানো যাচ্ছে না, দিনের খেলা শেষ হ'তে বাকি আধ ঘণ্টা, দলের রান চার উইকেটে ২২৬, আর তাঁর জুটি অন্য প্রান্তে সোবার্স—তিনি সবে নেমেছেন।

রান নিতে গিয়ে মাঝ উইকেটে দুজনে প্রচণ্ড ধাক্কা : দারুণ ফিল্ডিং করছিলেন ভারতীয়রা, বিশেষত বেদি ঝলশে উঠছিলেন কভার-মিড অফে। দুজনেরই চোখ উৎকণ্ঠায় তাই ছিলো বেদির প্রতিই নিবদ্ধ। এমন ধাক্কা লাগলো যে কারু পক্ষেই মাটি থেকে ওঠা সম্ভব হচ্ছিলো না। বেদির ছুঁড়ে-পাঠানো বলে লয়েড ততক্ষণে রান-আউট : তাঁকে মাঠ থেকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যেতে হ'লো। সোবার্সও বিষম নাড়া খেয়েছিলেন, আরো আধঘণ্টা তিনি বুঝলেন, রান করলেন সবশুদ্ধ চার, তারপর দিনের শেষ বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ ছ-উইকেটে ২৩১।

তারপর, আগেই তো বলেছি, কীভাবে লুইসই গিবসের সহায়তায় লড়াই জিইয়ে রেখেছিলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লো দ্বিতীয় দিন চায়ের আধঘণ্টা আগে।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

রয় ফ্রেডেরিকস	ক. আবিদ আলি	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৪৭
জোয়ে ক্যারু	ক. মানকড়	ব. দুরানি	৪১
রোহন কানহাই	ক. কৃষ্ণমূর্তি	ব. বেদি	২৫
ক্লাইভ লয়েড	রান-আউট	নি. বেদি	৬০
চারলি ডেভিস	লেগ-বিফোর	ব. সোলকার	৩৪
* গ্যারি সোবার্স	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. বেদি	৪
† ডেসমণ্ড লুইস	অপরাজিত		৮১
কীথ বয়েস	ক. গাভাসকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৯
গ্রেসন শিলিঙফোর্ড	ক. বেদি	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৫
ল্যান্স গিবস	রান-আউট	নি. বেদি	২৫

কুলকারনি আবারও দ্বিতীয় নতুন বলে দুটি উইকেট নিয়েছিলেন : যার ফলে অনেকেই বলেছিলো তাঁকে কেন দ্বিতীয় নতুন বলেই গোড়ায় বল করতে দেয়া হয় না!

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

* বিল লরি	ক. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	৬৬
বব কাউপার		ব. আবিদ আলি	৩২
পল শিহান	ক. ও	ব. বেদি	৭২
ডগ ওয়ালটার্স	অপরাজিত		৯৪
লেস জসলিন	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	৭
ববি সিমসন		ব. বেদি	৭
ইয়ান চ্যাপেল	রান-আউট	নি. কুলকারনি	০
† ব্যারি জারমান	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	৪
এরিক ফ্রিম্যান	লেগ বিফোর	ব. কুলকারনি	১১
নীল হক	ক. ইনজিনিয়ার	ব. কুলকারনি	১
জন গ্লিসন	লেগ বিফোর	ব. প্রসন্ন	১৪
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৩)			৯
			৩১৭

পতন : ৬১ (কাউপার) ; ১৩৬ (লরি) ; ২১৯ (শিহান) ; ২২৮ (জসলিন) ; ২৩৯ (সিমসন) ; ২৪২ (চ্যাপেল) ; ২৫৬ (জারমান) ; ২৭৫ (ফ্রিম্যান); ২৭৭ (হক) ; ৩১৭ (গ্লিসন)।

কুলকারনি	১৭	০	৭৩	২
সুরতি	১৭	১	৬৪	১
আবিদ আলি	১৫	১	৫৮	১
জয়সীমা	২	০	৯	০
বেদি	২১	৪	৪২	২
প্রসন্ন	১৯.৬	৫	৬২	৩

দ্বিতীয় দিনের খেলা অবিস্মরণীয় ক'রে দিলেন আবিদ আলি। তাঁর রক্ষণাত্মক খেলা ছিলো নিরেট, আর হাতে মার ছিলো দুরন্ত ও দুর্জয়, আর ছিলো সাহস,

যার ফলে তিনি সেদিনকার খেলা ঝলশে দিয়েছিলেন। সিডনির বিখ্যাত টিলা থেকে তাঁর নামে সেদিন যে-জয়ধ্বনি উঠেছিলো, তা আবিদ আলি বোধহয় কখনো ভুলবেন না। ঝড়ের বেগে তিনি হাঁকিয়েছিলেন ৭৮, গ্রিসনের বল পেছিয়ে এসে কাট করেছিলেন ক্ষিপ্র ও সতেজ, কিন্তু বল যখন বাউণ্ডারির বাইরে, ব্যাটের পরাবর্তন শেষ হ'লো অফস্টাম্পের গায়ে। ভারতের রান তখন দু-উইকেটে ১১১।

আবিদ আলির অসম্পূর্ণ ইনিংসটিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যই যেন ওয়াড়েকর-সুরতির ব্যাট থেকে প্রবলবেগে রান নির্গত হ'তে লাগলো। ১৫৭ মিনিটে এলো দলের ১৫০, এবং দলের রান যখন ১৮৮ মিনিটে ১৭৮, তখন ওয়াড়েকর ৪৯ রান ক'রে বিদায় নিলেন। আর ঐ রানেই উলটো দিকে সিমসন পেলেন সুরতিকে। জয়সীমা নেমেছিলেন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে, কিন্তু কিছুতেই তিনি বলের গতির হদিশ পাচ্ছিলেন না—কোনো রান না-ক'রেই তিনি সিমসনের বলে জারমানের হাতে ব্যাট দিয়ে বিদায় নিলেন। দলের রান অকস্মাৎ পাঁচ উইকেটে ১৮৪। এবং সিমসনের প্রথম বলেই যখন নাদকারনি বিদায় নিলেন, তখন ছ-রানে ভারত হারিয়েছে চার উইকেট। প্রসন্নকে নিয়ে পাতৌদি দিনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিলেন : দিনের শেষে ভারতের রান ছ-উইকেটে ১৯৬।

বিল ও'রাইলি যে প্রসন্নকে 'জগতের সেরা নৈশপ্রহরী' ব'লে বর্ণনা করেছিলেন, তার যাথার্থ্য বোঝা গেলো পরদিন। প্রসন্ন যতক্ষণ রইলেন, ততক্ষণ পাতৌদির ভরশা ছিলো। পাতৌদির সঙ্গে ৫২ রান যোগ ক'রে প্রসন্ন বিদায় নিতেই বোরদে আউট হলেন কোনো রান না-ক'রে। পাতৌদি শেষে বেদির সঙ্গে যোগ করলেন ৩১ রান। তাঁর ৫১ রান উঠেছিলো প্রসন্ন-বেদির সাহচর্যেই। ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'লো ২৬৮ রানে—অস্ট্রেলিয়ার ৪৯ রান পিছনে।

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	হিট-উইকেট	ব. গ্রিসন	৭৮
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. চ্যাপেল	ব. ওয়ালটার্স	১৭
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ও	ব. কাউপার	৪৯
রুসি সুরতি		ব. সিমসন	২৯
* পাতৌদির নবাব	ক. সিমসন	ব. ফ্রিম্যান	৫১
এম. এল. জয়সীমা	ক. জারমান	ব. সিমসন	০

বাপু নাদকারনি	ক. শিহান	ব. সিমসন	০
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. কাউপার	ব. ফ্রিম্যান	২৬
চান্দু বোরদে	লেগ-বিফোর	ব. ফ্রিম্যান	০
বিষেন সিং বেদি	ক. সিমসন	ব. ফ্রিম্যান	৮
উমেশ কুলকারনি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			৯
			২৬৮

পতন : ৫৬ (ইনজিনিয়ার) ; ১১১ (আবিদ আলি) ; ১৭৮ (ওয়াড়েকর) ; ১৭৮ (সুরতি) ; ১৮৪ (জয়সীমা) ; ১৮৪ (নাদকারনি) ; ২৩৬ (প্রসন্ন) ; ২৩৬ (বোরদে) ; ২৬৭ (পাতৌদি); ২৬৮ (বেদি)।

হক	১৮	২	৫১	০
ফ্রিম্যান	১৮·১	২	৮৬	৪
ওয়ালটার্স	৪	০	২০	১
গ্লিসন	১২	৩	৪০	১
কাউপার	১২	৫	২১	১
সিমসন	২০	১০	৩৮	৩
চ্যাপেল	১	০	৩	০

লরি-কাউপার আবার গোড়াপত্তন করলেন শক্ত বুনিয়াদের উপর। কিন্তু খেলার মোড় ঘুরে গেলো, যখন বেদি বল করতে এলেন। কাউপারের রান তখন ৪০, দলের রান ৭৩ ; বেদির প্রথম বলটাই পুল করতে গিয়ে আকাশছোঁয়া ক্যাচ তুললেন কাউপার, ক্যাচটা দিলো জয়সীমার। বেদিও সেটা নিতে পারতেন, সুরতিও। কিন্তু বেদি অহেতুক নাক গলাননি। সুরতি কিন্তু ছুটে এসে ক্যাচটা মাটি ক'রে দিলেন। কাউপার পরে ১৬৫ করেছিলেন।

সেদিন বিকেলে আবার সুরতি ফিল্ড করতে গিয়ে সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগিয়েছেন : নাকের হাড় ভেঙে সুব্রহ্মণ্যমকে অবসর নিতে হয়েছিলো।

কাউপার পরদিন তুলো ধুনে দেবার মতো ব্যাট করলেন—বিশেষত অন্য সকলের ব্যর্থতার পাশে তাঁর এ-খেলা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছিলো। এক সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিলো এক উইকেটে ১৬৬ ; সেখান থেকে ২৯২ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস গুটিয়ে গেলো। আবারও চার উইকেট পেয়ে প্রসন্ন প্রমাণ করলেন তাঁকে এখনও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানেরা বুঝে উঠতে পারেননি।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

বব কাউপার	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	১৬৫
* বিল লরি	ক. বদলি (সুব্রহ্মণ্যম)	ব. নাদকারনি	৫২
ববি সিমসন	রান-আউট	নি. সুব্রহ্মণ্যম	২০
পল শিহান	ক. ওয়াড়েকর	ব. জয়সীমা	২২
ডগ ওয়ালটার্স	রান-আউট	নি. জয়সীমা	৫
লেস জসলিন	ক. আবিদ আলি	ব. বেদি	২
ইয়ান চ্যাপেল	লিগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	২
† ব্যারি জারমান	রান-আউট	নি. আবিদ আলি	৫
এরিক ফ্রিম্যান	ক. বদলি (সাকসেনা)	ব. প্রসন্ন	৮
নীল হক	ক. আবিদ আলি	ব. প্রসন্ন	৪
জন গ্লিসন	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			৩
			২৯২

পতন : ১১১ (লরি) ; ১৬৬ (সিমসন) ; ২২২ (শিহান) ; ২৪০ (ওয়ালটার্স) ; ২৪৩ (জসলিন) ; ২৬০ (চ্যাপেল) ; ২৭১ (কাউপার) ; ২৭৮ (জারমান) ; ২৮৬ (ফ্রিম্যান) ; ২৯২ (হক)।

কুলকারনি	৮	০	৩১	০
সুরতি	৮	১	৪৯	০
আবিদ আলি	২	০	৭	০
প্রসন্ন	২৯.৩	৪	৯৬	৪
বেদি	২১	৫	৬৬	১
নাদকারনি	১৬	৩	৩৮	১
জয়সীমা	১	০	২	১

জয়ের জন্য চাই ৩৪২ রান। আবিদ আলি-ইনজিনিয়ার যেভাবে শুরু করলেন তাতে মনে হ'লো তাঁরাই বুঝি ঐ রান তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। ইনজিনিয়ারের চেয়েও দ্রুত রান তুললেন আবিদ আলি : সিরিজের সেরা প্রথম উইকেটের সূচনা হ'লো—রান উঠলো ৮৩। আবিদ আলি প্রথম ইনিংসেরই রগরগে পুনরাবৃত্তি ক'রে এবার রান তুলেছিলেন ৮১।

কিন্তু সিরিজের একমাত্র ইনিংসে পাতৌদি চট ক'রে আউট হ'য়ে যাওয়ায় ইনিংসের মাজা ভেঙে গেলো। ভারতের ইনিংস শেষ হ'লো ১৯৭ রানে। সিমসন তাঁর জীবনের শেষ টেস্টে—ব্যাটসম্যান হিশেবে নয়—বোলার হিশেবে খেলার হার-জিত নির্ধারণ ক'রে দিলেন। মাত্র ৫৯ রানে পাঁচ উইকেট পেয়ে তিনি আস্ত খেলায় সংগ্রহ করলেন আট উইকেট।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. সিমসন	ব. গ্লিসন	৩৭
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. সিমসন	ব. কাউপার	৮১
অজিত ওয়াড়েকর	লেগ-বিফোর	ব. কাউপার	১৮
রুসি সুরতি	ক. চ্যাপেল	ব. সিমসন	২৬
* পাতৌদির নবাব	ক. চ্যাপেল	ব. সিমসন	৬
এম. এল. জয়সীমা	ক. গ্লিসন	ব. কাউপার	১৩
চান্দু বোরদে	ক. সিমসন	ব. কাউপার	৪
বাপু নাদকারনি	ক. শিহান	ব. সিমসন	৬
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. সিমসন	০
বিষেন সিং বেদি		ব. সিমসন	০
উমেশ কুলকারনি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (লেগবাই ৩)			৩
			১৯৭

পতন : ৮৩ (ইনজিনিয়ার) ; ১২০ ওয়াড়েকর) ; ১৪৫ (আবিদ আলি) ; ১৬৪ (পাতৌদি) ; ১৭৫ (সুরতি) ; ১৮০ (বোরদে) ; ১৯৩ (নাদকারনি) ; ১৯৩ (প্রসন্ন); ১৯৭ (জয়সীমা)।

ফ্রিম্যান	৪	০	২৬	০
হক	৬	২	২২	০
কাউপার	২৬	১২	৪৯	৪
গ্লিসন	১২	৪	৪৭	১
সিমসন	২৩	৫	৫৯	৫
ওয়ালটার্স	৩	১	১১	০

পর্যায় ২৬

বনাম নিউ-জিলাণ্ড ১৯৬৮

বিদেশে প্রথম টেস্টজয়, প্রথম 'রাবার' লাভ—কেবল এই কারণেই নিউ-জিলাণ্ড সফর স্মরণীয় নয়। নিউ-জিলাণ্ডে এতকাল যত দল খেলে গিয়েছে, তারা কেউই দর্শকদের এভাবে মনোরঞ্জন করেনি। ভারতের রানের হার আগাগোড়া দ্রুত ছিলো, আর আগাগোড়া ভারতীয় বোলাররা প্রতি ঘণ্টায় বেশি ওভার বল করেছেন। নিউ-জিলাণ্ড কখনোই প্রসন্ন বেদি নাদকারনির মতো স্পিনার চোখে ছাখেনি, কিংবা ছাখেনি আবিদ আলির মতো গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান। নিউ-জিলাণ্ডের দ্রুত বোলাররা—ডিক মৎজ, ব্রুস টেলর, রিচার্ড কলিন্জ ও গ্যারি বার্টলেট—দেশ-বিদেশে ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের সম্ভ্রম পেতেই অভ্যস্ত, আর তাঁদের আক্রমণও অবহেলাযোগ্য নয়। কিন্তু সবাইকে তাজ্জব ক'রে দিয়ে আবিদ আলি ও ইনজিনিয়ার প্রায় প্রতি বলেই রান করেছেন, রান উঠেছে ঝোড়ো হাওয়ার মতো।

ইনজিনিয়ার আগাগোড়াই ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্র—তা তিনি ব্যাটই করুন বা উইকেটই রাখুন। আর সুরতি তাঁর বলে, ব্যাটে, ফিল্ডিং-এ প্রায় গ্যারি সোবার্সের মতোই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ব'লে গণ্য হয়েছিলেন। তুলনাটি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তাঁর মারের সূক্ষ্মতা, রমণীয়তা ও বিশুদ্ধতা, তাঁর সাবধানি সজাগ সপ্রতিভ ফিল্ড করার ধরন, তাঁর আত্মসচেতন আভিজাত্য তাঁকে অন্য সকলের কাছ থেকে আলাদা ক'রে চিনিয়ে দিচ্ছিলো। পাতৌদি যতক্ষণই উইকেটে ছিলেন, ততক্ষণই তাঁর প্রতিভা উদ্ভাসিত হচ্ছিলো। আর ওয়াড়েকর অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি নন ইনজিনিয়ার বা আবিদ আলি, পাতৌদি বা সুরতি—আর এই উপলব্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গিতে এসেছিলো অনেক নির্ভরতা, নিজের সীমার মধ্যে তিনি অবশেষে ভালো খেলেছিলেন : ডানেডিন আর ওয়েলিংটনে তিনিই ইনিংসগুলোকে দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আর প্রসন্ন বা বেদি আগাগোড়াই ছিলেন প্রভু : এমনকি ক্রাইস্টচার্চে নিউ-জিলাণ্ড যখন ৫০২ রান হাঁকিয়েছিলো, তখনও কোনো ব্যাটসম্যান এঁদের দুজনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি।

নিউ-জিলাণ্ডের পক্ষে প্রধান আবিষ্কার মার্ক বারজেস আর অধিনায়ক

হিশেবে ডাউলিং-এর অভ্যুদয়। মৎজ-টেলর প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁরা নগণ্য নন—এখনও তাঁরা জগতের যে-কোনো সেরা দলের মহড়া নিতে পারেন। কেবল সফরের ক্ষুব্ধ অভিজ্ঞতা বার্টলেটের বল করার রীতি—যেটা কখনো সন্দেহের উর্ধ্বে ছিলো না। আর, দ্বিতীয়ত, নিউ-জিলাণ্ডের আম্পায়াররা পারতপক্ষে লেগ-বিফোর দিতে চাননি ব্যাটসম্যানকে—যেন পা বাড়িয়ে খেললেই সাত খুন মাফ।

মোটের উপর, তবু, 'দীর্ঘ শাদা মেঘের দেশে' ভারতের প্রথম সফর ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ব'লেই গণ্য হবে।

প্রথম টেস্ট : ডানেডিন ;
ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৬, ১৭, ১৯ ও ২০/১৯৬৮

বিদেশে অবশেষে ৪৩-তম টেস্টে ভারতের জয় হ'লো। প্রথম দফায় দু-দলই ছিলো প্রায় সমান-সমান, কিন্তু দ্বিতীয় দফায় প্রসন্নর অফ-স্পিনই ভারতকে জিতিয়ে দিলে।

টসে জিতে সিনক্লেয়ার ব্যাট বেছে নিয়েছিলেন, আর প্রথম দিনের খেলা শেষ হবার একঘণ্টা আগে নিউ-জিলাণ্ডের স্কোর ছিলো এক উইকেটে ২০০। কিন্তু দিনের শেষ ঘণ্টায় ভারত হুড়মুড় ক'রে খেলার মধ্যে ঢুকে পড়লো : নিউ-জিলাণ্ড শেষ ঘণ্টায় ৪৬ রানে হারালো চার উইকেট।

মন্থর খেলেছিলো নিউ-জিলাণ্ড, সন্দেহ নেই। ৩৬০ মিনিটে ২৪৮ রান—একে কোনো মতেই ঝলমলে ক্রিকেটের নিদর্শন বলা যায় না, বিশেষত ডানেডিনের ঐ চমৎকার পিচে। তবু এ-দিনের খেলা স্মরণীয় ডাউলিং-এর ১৪৩ রানের জন্য। চার ঘণ্টায় কঙডনের সঙ্গে মিলে ডাউলিং দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করেছিলেন ১৫৫ রান। ডাউলিং-এর এটা দ্বিতীয় টেস্ট-সেঞ্চুরি—মনে আছে নিশ্চয়ই তিনি প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন বম্বাইতে, ১৯৬৫ সালের সেই নাটকীয় টেস্টে।

দ্বিতীয় নতুন বল নিয়ে আক্রমণ সাজিয়েই আবিদ আলি খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। পাঁচ ঘণ্টার উপরে ব্যাট ক'রে ডাউলিং এতক্ষণ কোনো সুযোগ দেননি, খেলছিলেন কেতাবি, শাস্ত্রসম্মত : আবিদ আলি কেবল যে তাঁকেই আউট ক'রে দিলেন, তা নয়, তিন রান পর পলার্ডকেও পেলেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে নিউ-জিলাণ্ডের নায়ক নবাগত মার্ক বারজেস। বারজেস

যে কেবল দ্রুত বল ও স্পিন বল সমান ভালো খেলেছিলেন তা নয়—ব্যাকফুটে তিনি উইকেটের সামনে ও দু-ধারে চমৎকার সব ড্রাইভ হাঁকিয়েছিলেন। প্রথম টেস্টইনিংসেই তিনি করেছিলেন অপরাজিত ৫০। ৩৫০ রানে তাঁর শেষ সঙ্গী হারফর্ড আউট হ'য়ে না-গেলে তিনি যে আরো রান করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। ২৬ রানে চার উইকেট পেয়ে আবিদ আলি আবার চমৎকারভাবে নিউ-জিলাণ্ড সফর শুরু করেছিলেন।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

	ব্রুস মারে	লেগ-বিফোর	ব. দেশাই	১৭
	গ্র্যাহাম ডাউলিং	লেগ-বিফোর	ব. আবিদ আলি	১৪৩
	বিভান কঙডন		ব. নাদকারনি	৫৮
*	ব্যারি সিনক্লেয়ার	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	০
	ভিক পলার্ড		ব. আবিদ আলি	২০
	ব্রায়ান ইয়ুল	রান-আউট	নি. প্রসন্ন	৪
	মার্ক বারজেস	অপরাজিত		৫০
	ব্রুস টেলর	ক. ইনজিনিয়ার	ব. আবিদ আলি	৪
	জ্যাক অ্যালাবাস্টার	ক. প্রসন্ন	ব. আবিদ আলি	৩৪
	ডিক মৎজ	ক. সুরতি	ব. দেশাই	১০
†	রয় হারফর্ড		ব. নাদকারনি	০
	অতিরিক্ত			৭
				৩৫০

পতন : ৪৫ (মারে) ; ২০০ (কঙডন) ; ২০১ (সিনক্লেয়ার) ; ২৪৩ (ডাউলিং) ; ২৪৬ (পলার্ড) ; ২৫২ (ইয়ুল) ; ২৪৬ (টেলর) ; ৩২৩ (অ্যালাবাস্টার) ; ৩৫০ (মৎজ) ; ৩৫০ (হারফর্ড)।

দেশাই	২১	৩	৬১	২
সুরতি	১১	২	৫১	০
আবিদ আলি	১৫	৬	২৬	৪
বেদি	৩৬	১০	৯০	১
নাদকারনি	৩৬·৬	২০	৩১	২
প্রসন্ন	৩৭	১৪	৮৪	০

আবিদ আলি আর ইনজিনিয়ার চার ওভারেই রান করেছিলেন ৩৯। যখন আবিদ আলি আউট হ'য়ে যাবার পর ওয়াড়েকর নামলেন, খেলা আরো চিত্তা-কর্ষক হ'য়ে উঠলো। দ্বিতীয় উইকেটে যোগ হ'লো ৭৯ রান, তারপর ১২৮ মিনিটে ইনজিনিয়ার যখন ৬৩ করেছেন, তখন ড্রাইভ করতে গিয়ে মৎজের বলের লাইন হারিয়ে ফেললেন—তাঁর অফস্টাম্প ছিটকে গেলো। কিন্তু সুরতি ইনিংসটাকে ধ্ব'সে পড়তে দিলেন না—তৃতীয় উইকেটে যোগ হ'লো চমৎকার ৭৪টি রান। যখন ওয়াড়েকরের সেঞ্চুরির কথা মনে জাগছে, ঠিক তখনই আলাবাস্টারের বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন: ভারত তিন উইকেটে ১৯২। নৈশপ্রহরী প্রসন্নর সঙ্গে সেদিন বাকি সময়টুকুতে সুরতি ২০২ অবধি স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন।

পরদিন কিন্তু প্রধানত মৎজের জন্যই নিউ-জিলাণ্ড আবার খেলায় ঢুকে পড়লো। মাত্র ১০৭ রানে ভারতের বাকি সাত উইকেট প'ড়ে গেলো—তার মধ্যে চারটেই পেলেন মৎজ। শেষ উইকেটে দেশাই আর বেদি ৫৭ রান যোগ করেছিলেন ব'লেই ভারতের পক্ষে নিউ-জিলাণ্ডের প্রথম দফার রান ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হ'লো। ভারত অবশ্য এগিয়েছিলো মাত্র ৯ রান।

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. সিনক্লেয়ার	ব. টেলর	২১
† ফারুক ইনজিনিয়ার		ব. মৎজ	৬৩
অজিত ওয়াড়েকর	ক. হারফর্ড	ব. অ্যালাবাস্টার	৮০
রুসি সুরতি	ক. হারফর্ড	ব. মৎজ	২৮
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. মৎজ	২৩
* পাতৌদির নবাব		ব. অ্যালাবাস্টার	২৪
এম. এল. জয়সীমা	ক. ইয়ুল	ব. অ্যালাবাস্টার	১৭
চান্দু বোরদে	ক. পলার্ড	ব. মৎজ	২১
বাপু নাদকারনি	লেগ-বিফোর	ব. টেলর	১২
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		৩২
বিষেন সিং বেদি	ক. ইয়ুল	ব. মৎজ	২২
অতিরিক্ত (নো-বল ৮, লেগ-বাই ৬, বাই ২)			১৬
			৩৫৯

পতন : ৩৯ (আবিদ আলি) ; ১১৮ (ইনজিনিয়ার) ; ১৯২ (ওয়াড়েকর) ; ২১৬ (সুরতি) ; ২২৪ (প্রসন্ন) ; ২৫৮ (পাতৌদি) ; ২৭৯ (জয়সীমা) ; ৩০০ (বোরদে); ৩০২ (নাদকারনি) ; ৩৫৯ (বেদি)।

মৎজ	৩৪	৭	৮৬	৫
টেলর	১৯	১	৬৬	২
অ্যালাবাস্টার	২৮	৯	৬৬	৩
পলার্ড	১৯	৪	৫৫	০
ইয়ুল	২৮	৯	৭০	০

তৃতীয় দিনেই খেলা ভাঙার আগে নিউ-জিলাণ্ড ৮৪ রানে তিন উইকেট হারিয়েছিলো। পরদিন সকালে সেটা হ'য়ে উঠেছিলো পাঁচ উইকেটে ৯২। কেবল বারজেসের জন্যই শেষ পাঁচ উইকেটে নিউ-জিলাণ্ডের পক্ষে ১১৬ রান তোলা সম্ভব হয়েছিলো। প্রসন্ন আর বেদির বলে কারু পক্ষেই দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। ৯৪ রানে ছ-উইকেট নিয়ে প্রসন্নই খেলাটা জিতিয়ে দিলেন, বলা যায়।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. বোরদে	ব. নাদকারনি	১০
ব্রুস মারে		ব. প্রসন্ন	৫৪
বিভান কঙডন	ক. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	৮
* ব্যারি সিনক্লেয়ার	রান-আউট	নি. আবিদ আলি	৮
ব্রায়ান ইয়ুল		ব. প্রসন্ন	২৬
মার্ক বারজেস	রান-আউট	নি. সুব্রহ্মণ্যম	৩৯
ভিক পলার্ড	ক. আবিদ আলি	ব. বেদি	১৫
ডিক মৎজ	ক. বদলি (সুব্রহ্মণ্যম)	ব. প্রসন্ন	২২
ব্রুস টেলর	ক. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	১৪
জ্যাক অ্যালাবাস্টার	অপরাজিত		১৩
† রয় হারফর্ড	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৬
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৬, নো-বল ৫)			১৭
			২০৮

পতন : ৩৩ (ডাউলিং) ; ৫৭ (কঙডন) ; ৮৪ (সিনক্লেয়ার) ; ৯১ (মারে) ; ৯২ (ইয়ুল) ; ১২০ (পলার্ড) ; ১৪২ (মৎজ) ; ১৮৭ (টেলর) ; ১৯০ (বারজেস) ; ২০৮ (হারফর্ড)।

দেশাই	৭	১	১৫	০
আবিদ আলি	১৯	৯	২২	০
নাদকারনি	১২	৭	১৩	১
বেদি	২২	১	৪৪	১
প্রসন্ন	৪০	১১	৯৪	৬
সুরতি	৪	১	৩	০

চতুর্থ দিনের খেলা ভাঙার আগেই ভারত জয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ইনজিনিয়ার-আবিদ আলির ঝড় প্রশমিত হবার পর ওয়াড়েকর-সুরতি তৃতীয় উইকেটে চমৎকার খেলে যোগ করেছিলেন ১০৩ রান। দুজনেই ন্যাটা ব্যাটসম্যান, কিন্তু খেলার প্রকরণ ও চরিত্র দুজনের ভিন্ন। সুরতি যেখানে শৈলী ও সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা, ওয়াড়েকর সেখানে তাঁর কব্জির জোরে বলকে নানা দিকে চালিত করেন—তাঁরও এক ধরনের উগ্র, বন্য সৌন্দর্য আছে। দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ১৫২—জয়ের জন্য চাই আরো ৪৮ রান। ওয়াড়েকর ব্যাট করছেন অপরাজিত ৭১।

ওয়াড়েকরের সেঞ্চুরির সাধ এবারও মিটলো না। আর এক রানও যোগ না-ক'রে তিনি পরদিন অ্যালাবাস্টারের বলে উইকেট খোয়ালেন। তার পরেই টেলর যখন চমকপ্রদ ভাবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজের বলেই পাতৌদিকে লুফে নিলেন তখন জয়ের জন্য চাই মাত্র ৩১ রান। জয়সীমা ও বোরদে অনায়াসেই সে-রান তুলে দিলেন : ভারত পাঁচ উইকেটে জিতে গেলো।

স্বদেশের বাইরে এই প্রথম টেস্ট জিত ; সেই জন্য ১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ভারতীয় ক্রিকেটের একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৩২ সালে লর্ডসে সেই যে প্রথম টেস্ট খেলেছিলো ভারত, তারপর এই জয়ের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩৬ বছর। অবশেষে পাতৌদির নেতৃত্বে সেই জয় তার করায়ত্ত হ'লো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ও	ব. অ্যালাবাস্টার	২৯
সয়ীদ আবিদ আলি	রান-আউট	নি. বারজেস	১০
অজিত ওয়াড়েকর	ক. মারে	ব. অ্যালাবাস্টার	৭১
রুসি স্থরতি		ব. অ্যালাবাস্টার	৪৪
* পাতৌদির নবাব	ক. ও	ব. টেলর	১১
এম. এল. জয়সীমা	অপরাজিত		১১
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		১৫
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৭, বাই ১, নো-বল ১)			৯
		পাঁচ উইকেটে	২০২

পতন : ৩০ (আবিদ আলি) ; ৪৯ (ইনজিনিয়ার) ; ১৫২ (স্থরতি) ; ১৬৩ (ওয়াড়েকর) ; ১৬৯ (পাতৌদি)।

মৎজ	১১	২	৩৯	০
টেলর	২৪	৫	৫১	১
অ্যালাবাস্টার	২২	৯	৪৮	৩
পলার্ড	১০	১	৩০	০
ইয়ুল	৫	২	১৭	০
কণ্ডন	১	০	৬	০
বারজেস	১	১	০	০

দ্বিতীয় টেস্ট : ক্রাইস্টচার্চ; ফেব্রুয়ারি ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ২৭/১৯৬৮

এক সপ্তাহের মধ্যেই বিদেশে টেস্টে জেতার গর্ব ও আনন্দ ভারত খুইয়ে বসলো যখন ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে নিউ-জিলাণ্ড তাদের ছ-উইকেটে হারিয়ে দিলো। ভারতের বিরুদ্ধে নিউ-জিলাণ্ডের এটা প্রথম জয় : অতএব সাতাশে ফেব্রুয়ারি তাদের ক্রিকেটের ইতিহাসে গর্বের দিন। চতুর্থ ইনিংসে মাত্র ৮৮ রান করতে হয়েছিলো তাদের, আর ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে সে-রান তুলতেই তাদের দম আটকে আসছিলো। কেবল কণ্ডনের জন্যই তাদের পক্ষে শেষপর্যন্ত ছ-উইকেটে জেতা সম্ভব হয়েছিলো।

প্রথম দিনে তিন উইকেটে ২৭৩ রান তুলেই নিউ-জিলাণ্ড খেলায় প্রাধান্য

বিস্তার করেছিলো। বেশির ভাগ রানই নির্গত হয়েছিলো ডাউলিং-এর ব্যাট থেকে : অসুস্থ সিনক্লেয়ারের অনুপস্থিতিতে তাঁরই উপর পড়েছিলো দলের নেতৃত্বের ভার, প্রথম দিনে খেলা ভাঙার সময় তিনি ছিলেন অপরাজিত ১৩৫—পরের দিন তিনি ও-রানের সঙ্গে আরো ১০৪ যোগ করেছিলেন। আর সেটা নিউ-জিলাণ্ডের নতুন নজির হয়েছিলো। এর আগে নিউ-জিলাণ্ডের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের গৌরব ছিলো বার্ট সাটক্লিফের ২৩০—নতুন দিল্লিতে ৫৫-৫৬ সালে ভারতের বিরুদ্ধেই সে-রান করেছিলেন সাটক্লিফ। সেদিক থেকে এ-টেস্ট ডাউলিং-এর সাফল্যের চরম নিদর্শন। প্রথম টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েই তিনি জিতেছিলেন, আর ব্যক্তিগতভাবে দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের গৌরব অর্জন করেছিলেন—এমন সৌভাগ্যবান সূচনা খুব কম অধিনায়কেরই ঘটেছে। তাঁরই নেতৃত্বে বিশ্বক্রিকেটে নিউ-জিলাণ্ডের নতুন উত্থান ঘটবে, পরে আমরা দেখবো। গ্যারি সোবার্সের ওয়েস্ট-ইনডিজ দলকে হারিয়ে তিনি 'রাবারের' শরিক হবেন : ভারত সফরে গিয়ে ভারতকে আরো-একটি টেস্টে হারাবেন—এবং বৃষ্টির জন্য 'রাবার' ছিনিয়ে নিতে পারবেন না; তারপরে পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানের মাঠে চারদিনেই পাকিস্তানকে হারিয়ে 'রাবার' জিতে আসবেন। জন রীড নিউ-জিলাণ্ড দলকে গড়তে গিয়ে যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকেই সম্পূর্ণতা দেবেন ডাউলিং।

টসে জিতে নিউ-জিলাণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে পাতৌদি বিষম সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু মেলবোর্নের তিক্ত স্মৃতি তখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি—আর ক্রাইস্টচার্চের ঘনসবুজ সতেজ ঘাস দেখে দলের দুর্বলতার কথা ভেবেই তিনি নিউ-জিলাণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন।

প্রথম দিনের খেলায় ডাউলিং কিন্তু ডানেডিন টেস্টের মতো ভালো খেলেননি। তিনি অব্যাহতি পেয়েছিলেন ৬১তে, ও ১২২এ; বেদি-প্রসন্নর বলে অনবরত বিপদে পড়েছিলেন ; তবু অসীম দৃঢ়তা ও অখণ্ড অভিনিবেশের ফলেই তিনি দলকে আগলে রাখতে পেরেছিলেন। প্রথম উইকেটে মারের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১২৬ রান—নিউ-জিলাণ্ডের প্রথম উইকেটের রানের নতুন নজির। প্রথম টেস্টের মতোই এখানেও এক সময় স্কোর ছিলো এক উইকেটে ২০৮—তার পরেই ৬ রানের মধ্যে পর-পর কঙডন আর পলার্ড আউট হ'য়ে যান। দিনের শেষে ডাউলিং আর বারজেস স্কোর নিয়ে গিয়েছিলেন ২৭৩ পর্যন্ত।

পরের দিন ৫০২ রান ক'রে নিউ-জিলাণ্ড সবাই আউট হ'য়ে গেলো। বারজেস আউট হয়েছিলেন সকালেই, কিন্তু অধিনায়কের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ১০৩ রান যোগ করার পর। পঞ্চম উইকেটে তারপর টমসন অধিনায়কের সঙ্গে মিলে ১১৯ রান যোগ করেছিলেন। টমসন ব্যাট করেছিলেন অসীম আস্থার সঙ্গে, নিরেট বাঁধুনির খেলা, প্রতিরোধে নিপুণ। টমসন আউট হয়েছিলেন অষ্টম—৪৯৬ তে। ডাউলিং দ্বিতীয় দিন চমৎকার খেলেছিলেন—তাঁর ব্যাকফুটে ড্রাইভ, মারের বিশুদ্ধতা ও সময়জ্ঞানের জন্য, চোখ ঝলসে দিচ্ছিলো। সবশুদ্ধ তিনি হাঁকিয়েছিলেন আঠাশটি চার ও পাঁচটি ছক্কা।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

ব্রুস মারে		ব. আবিদ আলি	৭৪
* গ্র্যাহাম ডাউলিং	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	২৩৯
বিভান কঙডন	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	২৮
ভিক পলার্ড	ক. জয়সীমা	ব. বেদি	১
মার্ক বারজেস	ক. পাতৌদি	ব. নাদকারনি	২৬
কীথ টমসন	ক. বোরদে	ব. বেদি	৬৯
গ্যারি বার্টলেট	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	২২
ডিক মৎজ	ক. বদলি (সাকসেনা)	ব. বেদি	১
রিচার্ড কলিন্জ	ক. পাতৌদি	ব. নাদকারনি	১১
জ্যাক অ্যালাবাস্টার	ক. বোরদে	ব. বেদি	১
† রয় হারফর্ড	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (নো-বল ১৫, লেগ-বাই ১৩, বাই ২)			৩০
			৫০২

পতন : ১২৬ (মারে) ; ২০৮ (কঙডন) ; ২১৪ (পলার্ড) ; ৩১৭ (বারজেস) ; ৪৩৬ (ডাউলিং) ; ৪৭১ (বার্টলেট) ; ৪৭৩ (মৎজ) ; ৪৯৬ (টমসন) ; ৫০২ (কলিন্জ) ; ৫০২ (অ্যালাবাস্টার)।

কুলকারনি	১৩	৩	৩৮	০
সুরতি	২১	৪	৬৫	০
আবিদ আলি	১৮	৪	৪০	১
নাদকারনি	৬৬	৩৪	১১৪	২

বেদি	৪৭·৩	১০	১২৭	৬
প্রসন্ন	১৯	২	৮৩	১
জয়সীমা	২	০	৫	০

দিনের শেষে দশ মিনিটের জন্য ব্যাট করতে নেমে ভারত এক উইকেটে ৮। পরদিন ২৮৮ রানেই ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো—ভারত প্রথম দফায় পেছিয়ে রইলো ২১৪ রানে। আর তা ঘটলো কেবল ডিক মৎজের দুরন্ত বোলিংএর জন্য। প্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে সেদিন বল করেছিলেন মৎজ —৬৩ রানে ছ-উইকেট নিয়ে নিউ-জিলাণ্ডকে জয়ের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ব্যাটিং ছিলো অংশত চমকপ্রদ ও ঝলমলে—অংশত অবিশ্বাস্যরকম দায়িত্বহীন। অপ্রত্যাশিত ধৈর্যহীন দায়িত্বহীন মারে ব্যাটস-ম্যানেরা আউট হয়েছেন একের পর এক, এমনকি হাত জ'মে যাবার পরও; যেখানে দল তাঁদের সতর্কতার উপর নির্ভর ক'রে আছে, সেখানে তাঁরা আকস্মিকভাবে বাইরের বল তাড়া ক'রে গিয়ে আউট হয়েছেন।

সুরতি আর পাতৌদিই আবার দলের নড়বোড়ে অবস্থায় শামাল দেবার চেষ্টা করেছিলেন। দল চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, ঐ অবস্থায় পাতৌদির খেলা অধিকাংশ সময়েই নির্ভরযোগ্য। ক্রাইস্টচার্চের দর্শক পাতৌদির কিংবদন্তি শুনেছিলো আগে—এবার চাক্ষুষ দেখলো। চতুর্থ উইকেটে দুজনে যোগ করে-ছিলেন ১০৩ রান।

পাতৌদি আউট হ'য়ে যাবার পর জয়সীমা এক রানের বেশি টেকেননি। ব্রিসবেনের সেই বীরত্বের পর থেকেই জয়সীমার সৌভাগ্য অস্তমিত। শুধু অনেকদিন পর বোরদের কাছে, অবশেষে, ঝকঝকে ৫৭টি রান পাওয়া গেলো—আর তাতেই সারা দল কেনা হ'য়ে গেলো।

নিউ-জিলাণ্ডের ফিল্ডিং ছিলো প্রেরণাময় ও উদ্দীপ্ত—আর সেই জন্যেই বোলাররা অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে বল করেছেন। যদিও বার্টলেটের বল করার রীতির সাধুতা সম্বন্ধে ভারতীয় দলের সকলেই ছিলেন সন্দিহান। এমনকি দলের ম্যানেজার গুলাম আমেদ পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে মন্তব্য না-ক'রে পারেননি। এমনকি নিউ-জিলাণ্ডের খেলোয়াড়রা পর্যন্ত বার্টলেটের বলের বলের সাধুতা ও বৈধতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন—এইজন্য ডাউলিং গোড়ায় কলিন্জ-মৎজকে দিয়েই নতুন বলে আক্রমণ রচনা করেছিলেন।

পাতৌদি-সুরতি জুটির ১০৩ রান ভারতীয় ব্যাটিংএর চমকপ্রদ শিল্পিতাকেই উদ্ঘাটিত করেছিলো। সুরতির ৬৭ রানের মধ্যে ছিলো দশটি চার আর পাতৌদির ৫২তে আটটি। যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা বাউণ্ডারি হাঁকাবার তাল করেছিলেন। এই জুটি ভেঙে যাবার পর এক বোরদে ছাড়া কেউই বেশিক্ষণ কলিন্‌জ-মৎজের দুরন্ত বোলিংয়ের মুখে দাঁড়াতে পারেননি।

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. ও	ব. মৎজ	৭
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. কণ্ডন	ব. মৎজ	১২
অজিত ওয়াড়েকর		ব. মৎজ	১৫
রুসি সুরতি	ক. পলার্ড	ব. মৎজ	৬৭
* পাতৌদির নবাব	ক. মারে	ব. পলার্ড	৫২
এম. এল. জয়সীমা	ক. মারে	ব. কলিন্‌জ	১
চান্দু বোরদে	লেগ-বিফোর	ব. মৎজ	৫৭
বাপু নাদকারনি	ক. হারফর্ড	ব. কলিন্‌জ	৩২
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. ডাউলিং	ব. মৎজ	৭
বিষেন সিং বেদি	ক. কণ্ডন	ব. কলিন্‌জ	৩
উমেশ কুলকারনি	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (নো-বল ২২, লেগ-বাই ৮, বাই ৫)			৩৫
			২৮৮

পতন : ৭ (আবিদ আলি) ; ৩০ (ইনজিনিয়ার) ; ৫০ (ওয়াড়েকর) ; ১৫৩ (পাতৌদি) ; ১৫৪ (জয়সীমা) ; ১৭৯ (সুরতি) ; ২৭০ (বোরদে) ; ২৮১ (নাদকারনি) ; ২৮৭ (প্রসন্ন) ; ২৮৮ (বেদি)।

কলিন্‌জ	১৮.২	৬	৪৩	৩
মৎজ	২১	৬	৬৩	৬
বার্টলেট	১৪	১	৫২	০
পলার্ড	১৫	৩	৬৯	১
অ্যালাবাস্টার	১৫	৭	৩৬	০

ফলোঅন করতে নেমে চতুর্থ দিনের শেষে যখন ভারতের রান

দাঁড়িয়েছিলো আট উইকেটে ২৮৩, তখনই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গিয়েছিলো। লাঞ্চের আগের ঘণ্টায় ভারত হারিয়েছিলো পর-পর তিনটি উইকেট ; যথারীতি, অতঃপর, সুরতি ও পাতৌদির সৌজন্যে আবার লুপ্ত ভূমি পুনরুদ্ধার করেছিলো ভারত।

ইনজিনিয়ার চোখ-ঝলশানো ভঙ্গিতে খেলে স্বভাবসিদ্ধ ঝড়ের বেগে ৬৩ করেছিলেন। যেভাবে তিনি উইকেটের সামনে, ফাস্ট বোলারদের তুলকালাম ড্রাইভ হাঁকাচ্ছিলেন তাতে ডাউলিংএর পক্ষে ফিল্ড সাজানো কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু লাঞ্চের আগেই যখন পর-পর আউট হলেন আবিদ আলি, ওয়াড়েকর ও ইনজিনিয়ার, দলের রান তখন দাঁড়িয়েছিলো তিন উইকেটে ১০৭। তখনও ভারত নিউ-জিলাণ্ডের প্রথম দফার রান থেকে আরো ১০৭ রান পেছিয়ে।

অন্য অনেকবারের মতোই ব্যাটিংএর মধ্যে শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব এনেছিলেন সুরতি ও পাতৌদি। জুটিতে ৭৯ রান যোগ হবার পর যখন পলার্ডের বলে সুরতি লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, পাতৌদি আর বোরদে চমৎকার খেলে যোগ করেছিলেন ৪৫ রান। কিন্তু তার পরেই বার্টলেটের এক ঝড়ের মতো ওভারে কুটোর মতো পর-পর উড়ে গেলো পাতৌদি ও বোরদের উইকেট। জয়সীমা ১৯ রান ক'রে রান-আউট হ'য়ে গেলেন—আর স্লিপে পলার্ড এক হাতে লুফলেন প্রসন্নকে। দিন শেষ হ'লো আট উইকেটে ২৮৩ রানে। বার্টলেট অবশ্য পর দিন ক্ষণিকের মধ্যেই বাকি দুটি উইকেট দখল ক'রে সবশুদ্ধু পেলেন ৩৮ রানে ছ-উইকেট।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. বারজেস	ব. বার্টলেট	৬৩
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. হারফর্ড	ব. অ্যালাবাস্টার	১৬
অজিত ওয়াড়েকর	ক. মারে	ব. অ্যালাবাস্টার	৮
রুসি সুরতি	লেগ-বিফোর	ব. পলার্ড	৪৫
* পাতৌদির নবাব		ব. বার্টলেট	৪৭
চান্দু বোরদে		ব. বার্টলেট	৩৩
এম. এল. জয়সীমা	রান-আউট	নি. পলার্ড	১৯
বাপু নাদকারনি		ব. বার্টলেট	২৯

ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. পলার্ড	ব. বার্টলেট	৭
বিষেন সিং বেদি	ক. মারে	ব. বার্টলেট	৫
উমেশ কুলকারনি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত			৩২
			৩০১

পতন : ৫৬ (আবিদ আলি) ; ৮২ (ওয়াড়েকর) ; ১০৭ (ইনজিনিয়ার) ; ১৮৬ (সুরতি) ; ২৩১ (পাতৌদি) ; ২৩২ (বোরদে) ; ২৬৪ (জয়সীমা) ; ২৭৮ (প্রসন্ন) ; ৩০০ (বেদি) ; ৩০১ (নাদকারনি)।

মৎজ	১৪	৫	৩৭	০
কলিন্‌জ	২২	৪	৭৯	০
অ্যালাবাস্টার	৩১	১৩	৬৩	২
পলার্ড	১৫	২	৫২	২
বার্টলেট	১৬·৫	৫	৩৮	৬

জয়ের জন্য চাই মাত্র ৮৮ রান, কিন্তু তাতেই নিউ-জিলাণ্ড বিপন্ন বোধ করছিলো। কণ্ডন ছাড়া সবাই থতমত খেলেন, খাবি খেলেন, ভির্মি খেলেন, আর কণ্ডনও পরাস্ত হলেন দু-তিন বার; তবু একমাত্র কণ্ডনই আস্থার সঙ্গে বোলারদের মারছিলেন। তাঁর অপরাজিত ৬১ রানের মধ্যে যেখানে ছিলো ন-টি চার, সেখানে অন্য পাঁচজন ব্যাটসম্যান কোনোক্রমে করেছিলেন ১৫ রান।

খেলার শেষ মিনিটগুলোয় অবশ্য এছাড়াও উত্তেজনার অবকাশ জুটেছিলো। আম্পায়ার হুভাল সবিস্ময়ে দেখলেন আবিদ আলি এক-পা ছুটে এসে বেসবলের ভঙ্গিতে ছুঁড়ে বল করলেন—হুভাল তক্ষুনি ছুঁড়ে বল করার জন্য নো-বল ডাকলেন, আর এটা বুঝতে কারু বাকি রইলো না যে এটা নিউ-জিলাণ্ডের বার্টলেটেরই কৌতুকচিত্র। আম্পায়াররা অবিশ্যি ছুঁড়ে বল করার জন্য বার্টলেটকে কিছু বলেননি—বরং আগের দিন দ্বিতীয় নতুন বলে এক ওভার বল করার পরেই মৎজকে সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর তাঁকে বল করতে দেননি। কারণ? মৎজ বল ক'রে পরাবর্তন সম্পূর্ণ করার সময় পিচ মাড়িয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর জুতোর ডগার দাগে পিচ ভেঙে যাচ্ছিলো।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

ব্রুস মারে		ব. আবিদ আলি	০
* গ্র্যাহাম ডাউলিং	লেগবিফোর	ব. বেদি	৫
বিভান কঙডন	অপরাজিত		৬১
ভিক পলার্ড	ক. জয়সীমা	ব. প্রসন্ন	৯
মার্ক বারজেস	লেগ-বিফোর	ব. বেদি	১
কীথ টমসন	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ১, নো-বল ৩)			১২
		চার উইকেটে	৮৮

পতন : ০ (মারে) ; ৩০ (ডাউলিং) ; ৭০ (পলার্ড) ; ৭৯ (বারজেস)।

আবিদ আলি	৩	০	১৩	১
জয়সীমা	২	০	১০	০
নাদকারনি	৮	৩	১১	০
বেদি	১৭	৯	২১	২
প্রসন্ন	৮	০	১৮	১
সুরতি	২.৩	১	৩	০

তৃতীয় টেস্ট : ওয়েলিংটন ; ফেব্রুয়ারি ২৯, মার্চ ১, ২ ও ৪/১৯৬৮

তৃতীয় টেস্টে ভারত যে কেবল আট উইকেটেই জিতেছিলো, তা নয়, জিতেছিলো একদিনেরও বেশি সময় বাকি থাকতে। প্রসন্ন, নাদকারনি ও সুরতির বলে কেবল মার্ক বারজেস ছাড়া নিউ-জিলাণ্ডের আর কোনো ব্যাটসম্যানই দাঁড়াতে পারেননি। অথচ ভারতীর স্পিনাররা উইকেট থেকে কোনো সাহায্যই পাননি। উইকেট বরং ছিলো সবুজ ও সজীব : সতেজ ঘাসে বল প'ড়ে দ্রুত কেবল যে লাফিয়ে উঠছিলো তা নয়, শেলাই দিয়ে ঘাস কেটে ঢুকে পড়ছিলো বা বেরিয়ে যাচ্ছিলো। এবং ভারতীয় দলে আর যা-ই থাক, এই অবস্থাকে কাজে খাটাবার মতো কোনো বোলার ছিলেন না—নিউ-জিলাণ্ডের যেটা ছিলো। মৎজ, টেলর, কলিন্‌জ—অন্তত তিনজন ফাস্ট বোলার ছিলেন নিউ-জিলাণ্ড দলে, যাঁরা এ-অবস্থাকে কাজে খাটাচ্ছিলেন, কিন্তু তবু ভারতীয় স্পিনাররা নিউ-জিলাণ্ডকে এক মুহূর্তও স্বস্তি দেননি—আর ফিল্ডিংও অন্তত

অবশেষে, হ'য়েছিলো দুর্দান্ত ও দুর্ধর্ষ: নিউ-জিলাণ্ডের দ্বিতীয় দফায় ভারতীয়রা সবগুলো উইকেটই পেয়েছিলেন ক্যাচ লুফে—যেটা, বোধহয়, তখন বিশ্ব-ক্রিকেটে নজির সৃষ্টি করেছিলো।

টসে জিতেছিলেন ডাউলিং। আলোর অভাবে প্রথম দিনে ১০২ মিনিট খেলা হয়নি। কিন্তু তার মধ্যেই ১৪৭ রানে নিউ-জিলাণ্ডের চারজন প্রধান ব্যাটসম্যান আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন। দ্রুত বলে পিচ সাড়া দিচ্ছে দেখে পাতৌদি অন্তত সাড়ে-তিন ঘণ্টা স্পিনারদের দিয়ে বল করাননি। দিনের শেষে চমৎকার খেলে বারজেস ছিলেন অপরাজিত ৬৩। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো, যখন পরদিন মাত্র ৩৯ রানে বাকি ছটা উইকেট প'ড়ে গেলো। প্রসন্নের বলে নিউ-জিলাণ্ডের কোনো ব্যাটসম্যানই দাঁড়াতে পারেননি—মাত্র ৩২ রান দিয়ে ১৮·২ ওভারে তিনি পেয়েছিলেন পাঁচটি উইকেট: তাঁর বলের ফ্লাইট, গতি, নিশানা ও লেংথের অবিরল পরিবর্তন ব্যাটসম্যানদের যেন ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলো।

নিউ-জিলাণ্ড: প্রথম দফা

*	গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. ওয়াড়েকর	ব. সুরতি	১৫
	ব্রুস মারে	রান-আউট	নি. পাতৌদি	১০
	বিভান কঙডন	ক. ওয়াড়েকর	ব. সুরতি	৪
	মার্ক বারজেস	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	৬৬
	কীথ টমসন		ব. সুরতি	২৫
	ভিক পলার্ড	ক. ইনজিনিয়ার	ব. নাদকারনি	২৪
	ব্রুস টেলর	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	১৭
	ডিক মৎজ	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	৫
	রিচার্ড কলিন্‌জ	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	৫
	জ্যাক অ্যালাবাস্টার	অপরাজিত		৩
†	রয় হারফর্ড	ক. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	১
	অতিরিক্ত (বাই ২, নো-বল ৯)			১১
				১৮৬

পতন: ২৪ (ডাউলিং); ৩০ (কঙডন); ৩৩ (মারে); ৮৮ (টমসন); ১৫৪

(বারজেস) ; ১৫৫ (পলার্ড) ; ১৬০ (মৎজ) ; ১৬৯ (কলিন্জ) ; ১৮২ (টেলর) ; ১৮৬ (হারফর্ড)।

সুরতি	২২	৬	৪৪	৩
আবিদ আলি	৮	০	৩১	০
জয়সীমা	২২	১১	৩৪	০
বেদি	২	০	১২	০
নাদকারনি	১৭	৮	২২	১
প্রসন্ন	১৮.২	৬	৩২	৫

দ্বিতীয় দিনে খেলা ভাঙার আগেই ভারত ১৪ রানে এগিয়ে গিয়েছিলো এবং হাতে তখনও ছিলো পাঁচ উইকেট। আবিদ আলি গোড়াতেই আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ইনজিনিয়ার ব্যাট করেছিলেন তাঁর বেপরোয়া রগরগে ভঙ্গিতে—যখন মনে হচ্ছিলো নিউ-জিলাণ্ডের আক্রমণের আর কিছুই বাকি নেই, এমন সময় অতর্কিতে পলার্ডের ক্ষিপ্রতায় ইনজিনিয়ারকে রান-আউট হ'য়ে যেতে হ'লো—ভারত দু-উইকেটে ৭৮, ইনজিনিয়ার ৪৪। নিউ-জিলাণ্ডের বোলাররা অনবরত বাম্পার দিচ্ছিলেন, লাফিয়ে উঠছিলো খাটো লেংথের ঠোকা বল, কিন্তু চতুর্থ উইকেটে ওয়াড়েকর ও পাতৌদি চমৎকার খেলে ৬৬ রান যোগ করেছিলেন। যখন মনে হচ্ছে পাতৌদি একটি অননুকরণীয় বড়ো ইনিংসের সূচনা করছেন, সেই সময় পাতৌদি টেলরের বলে মিড-অফে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লাগালেন—আকাশছোঁয়া ক্যাচ উঠলো, ঠিক যেমন উঠেছিলো ১৯৬৫ সালে কলকাতায়। এবার অবিশ্যি টেলর উইকেট-রক্ষকের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করেননি। ভারত চার উইকেটে ১৬৩—পাতৌদি ৩০।

ভারতের রান যখন ১৮৬, তখন বোরদের অস্বস্তির অবসান হ'লো : তিনিও হারফর্ডের হাতে ধরা প'ড়ে প্রস্থান করলেন। ওয়াড়েকর ও জয়সীমা বাকি সময়টুকু ঠাণ্ডাভাবে খেলে কাটিয়ে দিলেন : দিনের শেষে ভারত পাঁচ উইকেটে ২০০, ওয়াড়েকর অপরাজিত ৭৮।

অবশেষে এলো ওয়াড়েকরের সেঞ্চুরি—এতদিন তিনি যে-সেঞ্চুরি করবেন ব'লে সবাইকে শাসাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় টেস্টে ডাউলিং যেভাবে নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংস আসলে রেখেছিলেন, ওয়েলিংটন টেস্টে ওয়াড়েকরের ভূমিকা ছিলো

সেই রকম। তিনি নিজের সীমার মধ্যেই চমৎকার খেলেছিলেন: তাড়াহুড়ো করেননি, কিংবা ডাকাবুকো মার হাঁকাতে গিয়ে আগেকার মতো উইকেট ছুঁড়ে দেননি। সবশুদ্ধু উইকেটে ছিলেন ৩৭২ মিনিট, ১৪৩ রানের মধ্যে ছিলো বারোটা চৌকো আর তাঁর প্রিয় লেগ-গ্লান্স ছাড়া তিনি কভার ও মিড-অফ দিয়ে কতগুলো চমৎকার জোরালো ড্রাইভ হাঁকিয়েছিলেন। জয়সীমার সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে তিনি যোগ করেছিলেন ৭০ রান, তাতে স্পষ্টতই জয়সীমার ভূমিকা ছিলো নগণ্য। শেষ দিকে সুব্রহ্মণ্যম ঝড়ের বেগে অপরাজিত ৩২ রান ক'রে ভারতকে প্রথম দফায় ১৪১ রান এগিয়ে দিয়েছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

	সয়ীদ আবিদ আলি	ক. হারফর্ড	ব. কলিন্‌জ	১১
†	ফারুক ইনজিনিয়ার	রান-আউট	নি. পলার্ড	৪৪
	অজিত ওয়াড়েকর	ক. হারফর্ড	ব. কলিন্‌জ	১৪৩
	রুসি সুরতি	ক. কওডন	ব. টেলর	০
*	পাতৌদির নবাব	ক, হারফর্ড	ব. টেলর	৩০
	চান্দু বোরদে	ক. হারফর্ড	ব. কলিন্‌জ	১০
	এম. এল. জয়সীমা	ক. হারফর্ড	ব. অ্যালাবাস্টার	২০
	বাপু নাদকারনি	ক. মারে	ব. অ্যালাবাস্টার	৩
	ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. টেলর	১
	ভি. সুব্রহ্মণ্যম	অপরাজিত		৩২
	বিষেন সিং বেদি	রান-আউট	নি. টেলর	৮
	অতিরিক্ত (লেগ বাই ৯, নো-বল ৬)			১৫
				৩২৭

পতন: ১৮ (আবিদ আলি); ৭৮ (ইনজিনিয়ার); ৯৭ (সুরতি); ১৬৩ (পাতৌদি); ১৮৬ (বোরদে); ২৫৬ (জয়সীমা); ২৬৮ (নাদকারনি); ২৯৫ (প্রসন্ন); ২৯৬ (ওয়াড়েকর); ৩২৭ (বেদি)।

কলিন্‌জ	১৮	৩	৬৫	৩
মৎজ	২০	৫	৬২	০
টেলর	২৭·১	৯	৫৯	৩

অ্যালাবাস্টার	১৮	২	৬৪	২
পলার্ড	২৫	৬	৬২	০

তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙার আগেই নিউ-জিলাণ্ড চার উইকেটে ১৪৩ রান তুলে-ছিলো—অর্থাৎ আসলে ছিলো মাত্র দু-রান এগিয়ে। সুরতি-জয়সীমার প্রাথমিক ওভারগুলোর পরই পাতৌদি চট ক'রে নাদকারনি-বেদিকে দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। এবং তক্ষুনি মন্ত্রের মতো কাজ হ'লো—নাদকারনি পর-পর পেলেন মারে, ডাউলিং ও পলার্ডকে—নিউ-জিলাণ্ড তখন তিন উইকেটে ৪৯ রান ক'রে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি। কিন্তু জোট বেঁধে একরোখা ভাবে দাঁড়ালেন কঙডন ও বারজেস: এক সময় মনে হয়েছিলো এই জুটি বোধহয় খেলার মোড়ই ঘুরিয়ে দেবে।

কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার ১২ মিনিট আগে বেদি পেলেন কঙডনকে—চমৎকার খেলে কঙডন তখন ৫১ করেছেন: নিউ-জিলাণ্ড চার উইকেটে ১৩৬। কঙডন যেন ক্রাইস্টচার্চের অসমাপ্ত জয়ী ইনিংসটিরই জের টেনেছিলেন এখানে। তিনজন স্পিনারকেই তিনি হাঁকাতে ভয় পাননি—অথচ তাঁর খেলার মূল ভিৎ ছিলো পাকা, ধ্রুপদী ধরনের। দিনের শেষে বারজেস রইলেন অপরাজিত ৫০—অর্থাৎ লড়াইয়ের সম্ভাবনা একেবারেই লুপ্ত হ'য়ে যায়নি। কিন্তু পরদিন সকালেই ঝুপঝুপ ক'রে আবার বাকি উইকেটগুলো প'ড়ে গেলো। নাদকারনি সকালে প্রথমেই টমসনকে কোনো রান করতে না-দিয়েই আউট ক'রে দিলেন, তারপর অবশেষে পেলেন বারজেসকেও; বারজেস তখন ৬০ করেছিলেন। শেষ দিনের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কেবল টেলরই ঠেকাবার যা-কিছু চেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁর ২৮ রানের মধ্যে ছিলো, চারটে চৌকো ও প্রসন্নর বলে হাঁকানো একটি মস্ত ছক্কা। অবশেষে প্রসন্নই অবশ্যি তাঁকে পেলেন লেগট্র্যাপে। নাদকারনির সেরা বোলিং নজির প্রতিষ্ঠিত হ'লো: ৪৩ রানে ছ-উইকেট। প্রসন্ন পেলেন ৫৬ রানে তিন উইকেট।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

ক্রস মারে	ক. পাতৌদি	ব. নাদকারনি	২২
* গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. আবিদ আলি	ব. নাদকারনি	১৪
বিভান কঙডন	ক. জয়সীমা	ব. বেদি	৫১

ভিক পলার্ড	ক. আবিদ আলি	ব. নাদকারনি	১
মার্ক বারজেস	ক. পাতৌদি	ব. নাদকারনি	৬০
কীথ টমসন	ক. ওয়াড়েকর	ব. নাদকারনি	০
ব্রুস টেলর	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. প্রসন্ন	২৮
ডিক মৎজ	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. প্রসন্ন	৯
রিচার্ড কলিন্‌জ	ক. বদলি (সাকসেনা)	ব. নাদকারনি	৫
জ্যাক অ্যালাবাস্টার	অপরাজিত		২
† রয় হারফর্ড	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. প্রসন্ন	০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ২)			৭
			১৯৯

পতন : ৩৬ (মারে); ৪২ (ডাউলিং); ৪৯ (পলার্ড); ১৩৫ (কণ্ডন); ১৪৮ (টমসন); ১৭৯ (বারজেস); ১৯২ (মৎজ); ১৯৩ (টেলর); ১৯৯ (কলিন্‌জ); ১৯৯ (হারফর্ড)।

সুরতি	৮	১	৩১	০
জয়সীমা	৫	১	১০	০
নাদকারনি	৩০	১২	৪৩	৬
বেদি	১৬	৫	৪২	১
প্রসন্ন	২০·২	৩	৫৬	৩
সুব্রহ্মণ্যম	২	১	১০	০

জয়ের জন্য ৫৯ রান তুলতে ভারতের লেগেছিলো ৫৪ মিনিট; ইনজিনিয়ার ও আবিদ আলি দুজনেই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন—টমসন ও মারের বলে, যাঁরা টেস্টে এর আগে কখনো বলই করেননি। ওয়াড়েকরের চমৎকার কভারড্রাইভ থেকে এলো জয়—এক হিশেবে এই হয়তো ভালো হ'লো। কারণ প্রথম ইনিংসে তাঁর ১৪৩ রান জয়ের পথকে অনেকটা সুগম ক'রে দিয়েছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. হারফর্ড	ব. মারে	৩৬
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. হারফর্ড	ব. টমসন	১৮

অজিত ওয়াড়েকর	অপরাজিত	৭
রুসি সুরতি	অপরাজিত	০
	দু-উইকেটে	৬১

পতন : ৪৩ (ইনজিনিয়ার) ; ৫৭ (আবিদ আলি)।

মৎজ	৩	০	২১	০
কলিন্‌জ	২	০	৭	০
অ্যালাবাস্টার	১	০	৮	০
পলার্ড	১	০	৭	০
টমসন	৩·৩	১	১১	১
বারজেস	২	০	৭	০
মারে	১	১	০	১

চতুর্থ টেস্ট : অকল্যাণ্ড ; মার্চ ৭, ৮, ৯ ১১ ও ১২/১৯৬৮

২৭২ রানে এ-টেস্ট জিতে ভারত যে ৩-১ খেলায় 'রাবার' জিতেছিলো তা-ই নয়, এ-টেস্টে আরো ভালো ক'রে প্রমাণ করেছিলো যে তারাই সেরা দল। ভারতীয় স্পিনারদের বলে নিউ-জিলাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা আগাগোড়া হাবুডুবু খেয়েছিলেন: দুই ইনিংস মিলিয়ে প্রসন্ন পেয়েছিলেন ৮৪ রানে আট উইকেট—তিনিই যে জগতের সেরা অফ-স্পিনার, তার সপক্ষে আরো-একটি অকাট্য ও প্রজ্বলন্ত প্রমাণ।

প্রথম দিনে বৃষ্টির জন্য খেলা হয়েছিলো মাত্র ৭২ মিনিট। ডাউলিং টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন, আর দু-ওভারের মধ্যেই তেরো রানে দু-উইকেট খুইয়ে ভারত থরথর ক'রে কাঁপছিলো। কিন্তু এমন সময় ইনজিনিয়ার তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ইনিংস খেলেছিলেন। সংখ্যার দিক দিক থেকে তাঁর ৪৪ রান মোটেই আহা-মরি কিছু নয়, কিন্তু ব্যাকফুটে যেভাবে তিনি ফাস্ট বোলারদের ড্রাইভ করছিলেন, তা নিউ-জিলাণ্ডের ক্রিকেটের ইতিহাসে পরমাশ্চর্য ঘটনা। বিশেষত তিনি হাঁকাচ্ছিলেন নিউ-জিলাণ্ডের দ্রুততম বোলার বার্টলেটকে—যাঁর বল করার রীতি নিয়ে অনেক নালিশ, এ-ইনিংসে যিনি আটটি নো-বল করেছেন। ইনজিনিয়ারের সময়জ্ঞান ও কব্জির জোর যেন কোনো প্রাকৃতিক উৎসারণের মতোই মহিমাময়।

দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টির জন্য আর আলোর অভাবে খেলা হয়েছিলো মাত্র ১৪৫ মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে ভারতের রান দু-উইকেটে ৬১ থেকে চার উইকেটে ১৫০ পর্যন্ত উঠেছিলো। উইকেট পড়েছিলো ইনজিনিয়ার ও সুরতির : তাঁরা তৃতীয় উইকেটে যোগ করেছিলেন ৫৬ রান। ইনজিনিয়ার আউট হবার পর সুরতি আর পাতৌদি দুর্জয় সাহসের সঙ্গে একরোখাভাবে লড়েছিলেন। বার্টলেটের বল তখন যে কেবল প্রচণ্ড বেগে আসছিলো তা নয়—তিনি অনবরত গুড লেংথ থেকে বল তুলেছিলেন। সুরতি আউট হবার আগে আলোর অভাবের জন্য আবেদন জানালে আম্পায়ার তা নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন, আর হয়তো সেজন্যেই শেষ দিকে পাতৌদির খেলা আরো ঝকঝকে রগরগে আরো দীপ্ত ও দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছিলো।

তৃতীয় দিনে ভারতের শেষ পাঁচটি উইকেট পড়েছিলো মাত্র ৪৫ মিনিটে, সবাই আউট হ'য়ে ভারত রানও করেছিলো মাত্র ২৫২। কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ভারতের জয় সম্বন্ধে কোনো সংশয় ছিলো না—কারণ নিউ-জিলাণ্ড তখন ছ-উইকেটে ১০১ রান তুলে থরথর ক'রে কাঁপছে।

ভারত : প্রথম দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. বার্টলে	ব. মৎজ	৪৪
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. ডাউলিং	ব. মৎজ	১
অজিত ওয়াড়েকর	ক, ওয়ার্ড	ব. বার্টলেট	৫
রুসি সুরতি	ক. পলার্ড	ব. বার্টলেট	২৮
* পাতৌদির নবাব		ব. মৎজ	৫১
চান্দু বোরদে	ক. অ্যালাবাস্টার	ব. পলার্ড	৪১
এম এল. জয়সীমা	ক. পলার্ড	ব. অ্যালাবাস্টার	১৯
ভি. সুব্রহ্মণ্যম্	রান আউট	নি. বারজেস	৩
বাপু নাদকারনি	ক. বারজেস	ব. বার্টলেট	২১
ই. এ. এস. প্রসন্ন	অপরাজিত		৩
বিষেন সিং বেদি	ক. মারে	ব. মৎজ	০
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ বাই ৩, ওয়াইড ৩, নো-বল ২১)			৩৬
			২৫২

পতন : ৬ (আবিদ আলি) ; ১৩ (ওয়াড়েকর) ; ৬৯ (ইনজিনিয়ার) ; ১৩২

(সুরতি); ১৭৫ (পাতৌদি); ২১৫ (জয়সীমা); ২২৬ (সুব্রহ্মণ্যম); ২৪৪ (বোরদে); ২৫১ (নাদকারনি); ২৫২ (বেদি)।

মৎজ	২৬.৪	১২	৫১	৪
বার্টলেট	২৬	১১	৬৬	৩
টেলর	১৭	৪	৪৯	০
পলার্ড	৮	৪	৯	১
অ্যালাবাস্টার	১৩	০	৪১	১

প্রসন্ন, বেদি, নাদকারনি ও সুরতির বলে নিউ-জিলাণ্ডের পক্ষে দাঁড়ানোই সম্ভব হয়নি। মৎজ, বার্টলেট, টেলরের ঝড়ের মতো বল ও বাউন্সারের পর বেদি-প্রসন্নর হাওয়া-খেলানো লোপ্পা ঝোলানো বলগুলো যেন টিকটিকিরির মতো মনে হচ্ছিলো: এ-বলগুলো শামলাতে দরকার হয় না দুর্জয় সাহস, দরকার হয় না বীরত্ব, ভয় নেই চোট-জখমের, কিন্তু দরকার হয় দক্ষতার, কৌশলের, সুবিবেচনার। এবং নিউ-জিলাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তারই অভাব ছিলো।

সত্যি, তাঁরা এ-ধরনের স্পিন খেলে অভ্যস্ত নন। ভাবেননি যে উইকেট যেখানে সজীব ও সতেজ, ফাস্টবোলারদের অনুকূল, সেখানে এঁদের বল এমন-ভাবে কার্যকর হবে। সবাই প্রায় মেরে, হাঁকিয়ে লেংথ তছনছ ক'রে দিতে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ খেলেন—চতুর্থ দিন সকালেই ১৪০ রানে নিউ-জিলাণ্ডের প্রথম দফা শেষ হ'য়ে গেলো।

প্রসন্ন পেলেন ৪৪ রানে চার উইকেট, বেদি ২১ রানে দুই, আর নাদকারনি ১৬ রানে এক। ইনিংসের সূচনাতেই সুরতি তাঁর কমনীয় মিডিয়াম পেস বলে মারে ও ডাউলিংএর উইকেট দখল করেছিলেন।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

* গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	৮
ব্রুস মারে	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	১৭
বিভান কঙডন	ক. আবিদ আলি	ব. নাদকারনি	২৭
মার্ক বারজেস	ক. সুব্রহ্মণ্যম	ব. প্রসন্ন	১১
ব্যারি সিনক্লেয়ার		ব. বেদি	২০

গ্যারি বার্টলেট	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	০
ভিক. পলার্ড	রান-আউট	নি. সুব্রহ্মণ্যম	৩
ব্রুস টেলর	ক. আবিদ আলি	ব. বেদি	৭
ডিক মৎজ	ক. ও	ব. প্রসন্ন	১৮
† জন ওয়ার্ড	অপরাজিত		১০
জ্যাক অ্যালাবাস্টার	ক. বেদি	ব. প্রসন্ন	৬
অতিরিক্ত (নো-বল ৯, বাই ৪)			১৩
			১৪০

পতন : ৩০ (ডাউলিং) ; ৩৩ (মারে) ; ৬৭ (বারজেস) ; ৭৪ (কঙডন) ; ৭৭ (বার্টলেট) ; ৮৮ (পলার্ড) ; ১০৩ (টেলর) ; ১০৬ (সিনক্লেয়ার) ; ১২৪ (মৎজ) ; ১৪০ (অ্যালাবাস্টার)।

সুরতি	১০	২	৩২	২
জয়সীমা	৭	৩	১৪	০
নাদকারনি	১৪	৬	১৬	১
প্রসন্ন	২৮	১	৪৪	৪
বেদি	১৭.	৮	২১	২
সুব্রহ্মণ্যম	১	১	০	০

খেলা ভাঙার আগেই চতুর্থ দিনে ভারত চার উইকেটে ২১৬ রান তুলে মোট-মাট ৩২৮ রানে এগিয়ে গিয়েছিলো। ভারতীয় ইনিংসের নায়ক সুরতি। ২১৬ মিনিট ব্যাট ক'রে তিনি ছিলেন ৮১ রানে অপরাজিত। তিনি যখন নেমে-ছিলেন ভারতের রান তখন দু-উইটে ৪৮—নিউ-জিলাণ্ডের বোলাররা সাফল্যের প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত। কিন্তু কেবল যে সংযতভাবে খেলে তিনি বার্টলেট, মৎজ, ও টেলরের সব চেষ্টা ব্যর্থ করেছিলেন তা নয়, তাঁর খেলার ভঙ্গি ছিলো শোভন, সুঠাম। নিউ-জিলাণ্ডের ফাস্টবোলাররা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি যে কোনো ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাঁদের খেলতে পারবেন। কিন্তু সুরতি বারে-বারেই ক্রিজ ছেড়ে মুস্তাক আলির মতো এগিয়ে আসছিলেন। স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর পায়ের ক্ষিপ্রতা ও ছন্দোময়তা মুগ্ধ ক'রে দিচ্ছিলো।

সুরতি ছাড়া গোড়ার দিকে কেবল ইনজিনিয়ারই তাঁর ধাত ও মেজাজ অনুযায়ী খোলামেলা ঝোড়ো ভঙ্গিতে যেন বার্টলেটকে সাজা দেবার জন্যই

তাঁর চমকপ্রদ ড্রাইভগুলো হাঁকিয়েছিলেন। তাঁর ৪৮ রান ছাড়া, দিনের শেষে শান্ত সংযতভাবে খেলে কেবল বোরদেই সুরতিকে ব্যাট করার সুযোগ ক'রে দিচ্ছিলেন। দিনের শেষে বোরদে ছিলেন অপরাজিত ৪৩।

পঞ্চম দিনে পাতৌদি আরো এক ঘণ্টা ব্যাট করিয়ে তবে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো দুটি : ভারি রোলার চালিয়ে উইকেট ভেঙে দেয়া যায় কিনা তার চেষ্টা, আর সুরতিকে তাঁর প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরির সুযোগ দেয়া। সুরতি কিন্তু এক রানের জন্য তাঁর সেঞ্চুরি হারালেন। যেটা সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড, নড়বোড়ে নব্বুইতে পৌঁছে সুরতির স্নায়ুকাতর অস্থিরতা। অন্তত তাঁর কাছ থেকে এটা ছিলো অপ্রত্যাশিত, ৯৮ তে তাঁকে বার্টলেটের বলে স্লিপে ফেলে দিয়েছিলেন বারজেস, ৯৯ তে তাঁকে টেলরের বলে স্কোয়ার-লেগে ফেলে দিয়েছিলেন ডাউলিং। তারপরেই বার্টলেটের বলে স্লিপে বারজেস ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁকে লুফে নিয়েছিলেন। ৯৯ রানের জন্য সুরতি সবশুদ্ধ, ব্যাট করেছিলেন ২৬৮ মিনিট, বোরদের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে যোগ করেছিলেন ১২৬ রান। পাতৌদি যখন পাঁচ উইকেটে ২৬৬ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন বোরদে তখন অপরাজিত ৬৫।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. মারে	ব. টেলর	২২
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ও	ব. অ্যালাবাস্টার	৪৮
অজিত ওয়াড়েকর		ব. টেলর	১
রুসি সুরতি	ক. বারজেস	ব. বার্টলেট	৯৯
* পাতৌদির নবাব	লেগ-বিফোর	ব. পলার্ড	৬
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		৬৫
এম. এল. জয়সীমা			১
অতিরিক্ত (নো-বল ৯, বাই ৬, লেগ-বাই ৪)			১৯
		পাঁচ উইকেটে ঘোষিত	২৬৬

পতন : ৪৩ (আবিদ আলি) ; ৪৮ (ওয়াড়েকর) ; ১১২ (ইনজিনিয়ার) ; ১২৭ (পাতৌদি) ; ২৫৩ (সুরতি)।

মৎজ	১৬	৪	৪৪	০
বার্টলেট	১৫	১	৪০	১

টেলর	২২	৪	৬০	২
পলার্ড	২১	৮	৪২	১
অ্যালাবাস্টার	২২	৪	৫৬	১

নিউ-জিলাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় ভারতীয় দলের পুরোভাগে ছিলেন নাদকারনি—এটাই তাঁর শেষ টেস্ট। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন তিনি নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে, তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট খেলতে নামলেন নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধেই—আর মোট ৪১টি টেস্টে তাঁর রান দাঁড়ালো ১৪১৪, উইকেট ৮৮, আর ক্যাচ ২২। এই আবেগময় মুহূর্তে, যখন ভারতীয় দলের পুরোভাগে থেকে তিনি মাঠে নামছেন, কী ভেবেছিলেন নাদকারনি ?

লাঞ্চের আগে ৫০ মিনিটেই নিউ-জিলাণ্ড পরাজয়ের দিকে ধাবিত হয়েছিলো। ১৫ রানের মধ্যেই আউট হ'য়ে ফিরেছিলেন মারে আর কণ্ডন। কণ্ডন ছিলেন নাদকারনির ৮৮তম টেস্টউইকেট। ডাউলিং ইতিমধ্যেই ভাগ্যের বদান্যতায় আশ্চর্যভাবে 'জীবন' পেয়েছেন—তাঁর থতমত ব্যাটের পাশ কাটিয়ে প্রসন্নর বল উইকেটে গিয়ে লেগেছে, কিন্তু বেল পড়েনি। তিনি আর বারজেস একরোখাভাবে ঘাড় গুঁজে খেলে স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ৫৫ অব্দি। কিন্তু এই জুটি ভেঙে যেতেই হুড়মুড় ক'রে নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো, মাত্র ১০১ রানে—ভারতের বিরুদ্ধে নিউ-জিলাণ্ডের সবচেয়ে নিচু স্কোরের নতুন নজির।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

* গ্র্যাহাম ডাউলিং		ব. বেদি	৩৭
ব্রুস মারে	ক. জয়সীমা	ব. সুরতি	৩
বিভান কণ্ডন	ক. সুরতি	ব. নাদকারনি	৩
মার্ক বারজেস	ক. বেদি	ব. সুরতি	১৮
ব্যারি সিনক্লেয়ার		ব. প্রসন্ন	১২
ভিক পলার্ড		ব. বেদি	০
† জন ওয়ার্ড		ব. প্রসন্ন	৫
গ্যারি বার্টলেট		ব. প্রসন্ন	১১
ব্রুস টেলর		ব. প্রসন্ন	০

ডিক মৎজ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৬
জ্যাক অ্যালাবাস্টার		অপরাজিত	০
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			৬
			১০১

পতন : ১০ (মারে) ; ১৫ (কণ্ডন) ; ৫৫ (বারজেস) ; ৭৪ (ডাউলিং) ; ৭৮ (পলার্ড) ; ৭৮ (সিনক্লেয়ার); ৯৪ (ওয়ার্ড) ; ৯৫ (টেলর); ১০১ (বার্টলেট) ; ১০১ (মৎজ)।

সুরতি	১১	২	৩০	২
জয়সীমা	৩	১	৫	০
প্রসন্ন	২৭	১৫	৪০	৪
নাদকারনি	২	১	১	১
বেদি	১৭'৪	১১	১৪	৩
সুব্রহ্মণ্যম	১	০	৫	০

পর্যায় ২৭

২৭ ভারতে নিউ-জিলাণ্ড ১৯৬৯

১৯৬৯ সাল নিউ-জিলাণ্ডের ক্রিকেটের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর, সন্দেহ নেই। ওয়েস্ট-ইনডিজকে একটি টেস্টে হারিয়ে 'রাবার' ভাগাভাগি ক'রে ইংলণ্ড গিয়েছিলো নিউ-জিলাণ্ড, সেখানে তিনটি টেস্টের সিরিজে দুটিতে হার হ'লো বটে, কিন্তু নিউ-জিলাণ্ডের বোলাররা প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁরা নেহাৎ তাচ্ছিল্যের যোগ্য নন। এতদিন নিউ-জিলাণ্ডের সম্বল ছিলো কেবল দ্রুত বল, এবার তাঁদের দলে আবির্ভাব হ'লো হেডলি হাওয়ার্থের, যিনি বিশ্বের সেরা ন্যাটা স্পিনারদের অন্যতম ব'লে গণ্য হবেন। হাওয়ার্থের কোনো জুটি ছিলো না—একাই তাঁকে স্পিনবলের ভার বহন করতে হয়েছিলো। অনুমান করা শক্ত নয় যে হাওয়ার্থের সঙ্গে আর কেউ যদি প্রথম শ্রেণীর স্পিনবল করতে পারতেন, তাহ'লে নিউ-জিলাণ্ডের খেলার ধরন আরো পালটে যেতো!

ইংলণ্ড থেকে ফেরবার পথে ভারত ও পাকিস্তান। ভারতে 'রাবার' জিততে-জিততে তাদের জেতা হ'লো না—বৃষ্টিতে হায়দরাবাদ টেস্টের শেষ কয়েক ঘণ্টা ভেসে গেলো—আর তখন ভারতের রান ছিলো সাত উইকেটে ৭৬—ব্যাট করছিলেন নবাগত সোলকার ও বেঙ্কটরাঘবন, ব্যাট করতে বাকি প্রসন্ন ও বেদি। ভারতে পাওয়া গেলো না, বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরেই পাকিস্তানকে হারিয়ে ডাউলিং-এর নিউ-জিলাণ্ড দল প্রথম 'রাবার' জিতে দেশে ফিরলো।

ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে নতুন বলে নিউ-জিলাণ্ডের আক্রমণ যে অনেক সতেজ, নিপুণ ও লক্ষ্যভেদী ছিলো, তাতে সন্দেহ নেই; তাদের ফিল্ডিংও ছিলো প্রখর ও উদ্দীপ্ত; তাদের দুর্বলতা কেবল ব্যাটিং, তারও অনেকটাই মনগড়া জুজুর ভয়, শেষ দিকে তাঁরা সেটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন—বিশেষত দলের সংকটে তাঁদের অনেকেই যে-দৃঢ়তা, সংকল্প ও অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা তৎকালীন ক্রিকেটে বিরল ছিলো।

সেপ্টেম্বর মাসে খেলা হচ্ছিলো ব'লে ভারতে পাকিস্তানে পিচ ঠিকমতো তৈরি করা যায়নি; ভারতের মাটিতে প্রথম দিনেই বল মোচড় খাচ্ছিলো, ভাঙছিলো—তাছাড়া এমনিতে ছিলো মন্থর—তার ফলে কোনো দলের পক্ষেই দ্রুত রান তোলা সম্ভব হয়নি। ভারতের রানের হার ওভার প্রতি ছিলো ২·১৫,

আর নিউ-জিলাণ্ডের ২·০৬। ভারতকে স্পিন-বলের উপর নির্ভর ক'রে আক্রমণ রচনা করতে হয়েছিলো ব'লে স্বভাবতই নিউ-জিলাণ্ডের চেয়ে ভারত ঘণ্টায় বেশি ওভার বল করেছিলো।

ভারত যে হারতে বসেছিলো, তার একটা কারণ নির্বাচকদের অর্থহীন পরিকল্পনাহীন দল গঠন। সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় দলে নতুন রক্তের সঞ্চার জরুরি হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়াই দল গড়তে হবে। তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিময় ব্যাটসম্যান গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো টেস্টে দলেই ঢুকবেন না, সোলকার ঢুকবেন শেষ টেস্টে ; অজিত পই ও চেতন চৌহানকে যে কেন খেলানো হবে, তার মানেই বোঝা যাবে না। পরে অস্ট্রেলিয়া যখন খেলতে আসবে তখন নির্বাচকরা যে কী কাণ্ড করবেন, তা ভাবাই যাবে না। বম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে খেলবার জন্য নির্বাচিত হবেন সুব্রত গুহ—কিন্তু খেলার দিন সকালে নির্বাচকমণ্ডলী সভাপতি বিজয় মার্চেণ্ট তাঁকে স'রে গিয়ে বেঙ্কট-রাঘবনকে দলে ঢোকবার সুযোগ ক'রে দিতে অনুরোধ করবেন! সেই মুহূর্তেই প্রসন্নর বোঝা উচিত ছিলো যে, তিনি বিশ্বের সেরা অফ-স্পিনার হ'লে কী হবে, তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে! হনুমন্ত সিং বম্বাই টেস্টে ভালো খেলেননি ব'লে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হবে, আর কখনো তাঁকে ডাকাই হবে না। চন্দ্রশেখর সে-বছর তুলকালাম কাণ্ড করছিলেন ব'লে, তাঁকে অতিরিক্ত সংরক্ষিত খেলোয়াড় হিসেবে সর্বত্র নিয়ে যাওয়া হ'বে, কিন্তু দলে নেয়া হবে না। দুরানি তখনও হয় ব্যাটে, নয় বলে সব খেলাতেই কিছু-না-কিছু করছেন—কোনো-কোনো খেলায় দুয়েতেই—কিন্তু নির্বাচকদের ভঙ্গি হবে এই রকম : 'কে দুরানি ? কই, কখনো নামও শুনিনিতো ?' অথচ তাঁরা ইন্দ্রজিৎ সিংজির নাম স্পষ্টই শুনতে পাবেন, যথাসময়ে।

প্রথম টেস্ট : বম্বাই ; সেপ্টেম্বর ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ৩০/১৯৬৯

শেষ পর্যন্ত এ-টেস্টে যে ৬০ রানে ভারত জিতেছিলো, তা পাতৌদি, বেদি আর প্রসন্নর জন্য। প্রথম টেস্ট হবার কথা ছিলো আমেদাবাদে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শেষ মুহূর্তে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে খেলা সরিয়ে আনা হয়। মালিরা উইকেট তৈরি করবার সুযোগই পাননি। স্পিন-ধরা উইকেটে প্রসন্ন আর বেদিই শেষ কথাগুলো বলেছিলেন।

টসে জিতেই পাতৌদি দলের কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু খেলা শুরু হ'তে-না-হ'তেই ডেইল হেডলি তাঁর ঝড়ের মতো বলে ভারতকে জবর কোনঠাশা ক'রে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছুতেই আর ভারত উঠে দাঁড়াতে পারেনি। ওয়াড়েকর ব্যাট করেছিলেন সব শুদ্ধ ১৫০ মিনিট, কিন্তু ৪৯ রান ওঠাতেই তাঁকে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়েছিলো। একটা মারও ছিলো না, যাতে ছিলো আস্থার ছাপ। পাতৌদি ১০৫ মিনিটে রান করেছিলেন মাত্র ১৮, আর অশোক মানকড় ১১০ মিনিটে অপরাজিত ১৯।

একমাত্র যাঁর উপর হেডলি-কিউনিস-টেলর কোনো ছাপ ফেলতে পারেননি তিনি ইনিজনিয়ার। কিন্তু ছটফট ক'রেই ইনজিনিয়ার নিজের ও দলের পতন ঘটালেন; তিনি রান-আউট হ'য়ে যাবার পর অচিরেই ১৫৬ রানে ভারতের প্রথম দফা শেষ হ'য়ে গেলো। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা আবারও নজির রাখলেন যে সত্যিকার দ্রুত বলের বিরুদ্ধে তাঁরা কেমন অসহায় ও আস্থাহীন, যদিও উইকেট তখন স্পিন বলে সাড়া দিচ্ছিলো। নিউ-জিলাণ্ডের ফিল্ডিং আগাগোড়া ছিলো উদ্দীপ্ত ও প্রেরণাময়—তার ফলেই বোলাররা আগাগোড়া অমন উৎসাহিত বল ক'রে গিয়েছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. কণ্ডন	ব. হেডলি	৩
চেতন চৌহান	ক. মারে	ব. কিউনিস	১৮
অজিত ওয়াড়েকর	ক. কণ্ডন	ব. কিউনিস	৪৯
রুসি সুরতি	ক. হেস্টিংস	ব. কণ্ডন	৬
* পাতৌদির নবাব	ক. কণ্ডন	ব. হেডলি	১৮
হনুমন্ত সিং	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. হেডলি	১
অশোক মানকড়	অপরাজিত		১৯
† ফারুক ইনজিনিয়ার	রান-আউট	নি. বারজেস	২০
অজিত পই		ব. কণ্ডন	১
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. টারনার	ব. কণ্ডন	১২
বিষেন সিং বেদি	লেগ-বিফোর	ব. টেলর	৪
অতিরিক্ত (নো-বল ৫)			৫
			১৫৬

পতন : ৪ (আবিদ আলি); ৩৪ (চৌহান); ৪৫ (সুরতি); ৯৯ (ওয়াড়েকর); ৯৯ (পাতৌদি); ১০২ (হনুমন্ত সিং); ১৩১ (ইনজিনিয়ার); ১৩২ (পই); ১৫১ (প্রসন্ন); ১৫৬ (বেদি)।

টেলর	১২'২	২	৩৭	১
হেডলি	১২	৭	১৭	৩
কিউনিস	১৪	৫	৩১	২
কঙডন	১৫	৩	৩৩	৩
হাওয়ার্থ	১৪	৫	৩৩	০

তিন ঘণ্টায় চমৎকার খেলে ৭৮ রান করেছিলেন কঙডন, আর তাঁর এই ইনিংসই নিউ-জিলাণ্ডের ব্যাটিংএর বুনিয়াদ। কিন্তু কঙডন আউট হ'য়ে যেতেই পাঁচ উইকেটে ২০৩ থেকে ২২৯ রানে নিউ-জিলাণ্ডের সবাই আউট হ'য়ে গিয়েছিলো। প্রসন্ন আর বেদির প্রচুর কারিকুরিওলা বলের জন্যই নিউ-জিলাণ্ড প্রথম দফায় ৭৪ রানের বেশি এগিয়ে যেতে পারেনি। বল তখন আস্তে-আস্তে ভাঙছিলো, কিন্তু ঐ সামান্য সাড়াটুকু পেতেই প্রসন্নর বল দুর্দান্ত হ'য়ে উঠেছিলো। পক্ষান্তরে বেদি আগাগোড়া বজায় রেখেছিলেন লেংথ ও নিশানা, শুধু সুকৌশলে তাঁর বলের গতি একটু-একটু পালটে দিচ্ছিলেন। স্পিনারদের খেলবার একটাই রীতি নিউ-জিলাণ্ডের জানা ছিলো—হাঁটু মুড়ে ব'সে সুইপ করা। তাদের এই দুর্বলতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিলেন প্রসন্ন ও বেদি।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

গ্রেন টারনার	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	২৪
ব্রুস মারে	ক. চৌহান	ব. পই	১৭
* গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	৩২
বিভান কঙডন	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	৭৮
ব্রায়ান হেস্টিংস		ব. আবিদ আলি	১১
মার্ক বারজেস	ক. আবিদ আলি	ব. পই	১০
† কেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	১
হেডলি হাওয়ার্থ	ক. বেদি	ব. প্রসন্ন	১
ব্রুস টেলর	ক. মানকড়	ব. প্রসন্ন	২১

ডেইল হেডলি	অপরাজিত		০
বব কিউনিস	রান-আউট	নি. হনুমন্ত সিং	২
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৬)			১৯
			২২৯

পতন : ২৭ (মারে) ; ৭৮ (ডাউলিং) ; ৯৭ (টারনার) ; ১২৫ (হেস্টিংস) ; ১৬৫ (বারজেস) ; ২০৩ (কণ্ডন) ; ২০৪ (ওয়াডসওয়ার্থ) ; ২২৭ (টেলর) ; ২২৭ (হাওয়ার্থ) ; ২২৯ (কিউনিস)।

পই	১৭	৪	২৯	২
আবিদ আলি	১১	১	২৩	১
সুরতি	৬	২	১০	০
বেদি	৩৭	১৯	৫১	২
প্রসন্ন	৪৬.৩	১৬	৯৭	৪

প্রায় ন-ঘণ্টা খেলে ভারত দ্বিতীয় দফায় রান করেছিলো ২৬০। পাতৌদি নেমেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতিমূর্তি : ২৮৫ মিনিট ব্যাট ক'রে তিনি রান করেছিলেন মাত্র ৬৭। সপ্তম উইকেটে মানকড়ের সঙ্গে মিলে তিনি যোগ করেছিলেন ৬৪। হাওয়ার্থ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যেভাবে নিজের বলেই এক হাতে মানকড়কে লুফে নিয়েছিলেন সে-রকম দুর্দান্ত ও উদ্দীপ্ত দৃশ্য ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে বোধহয় আর দেখা যায়নি। পাতৌদি দেখিয়েছিলেন কীভাবে ও-রকম মন্থর স্পিন-ধরা উইকেটে খেলতে হয়। পাতৌদির জীবনের স্মরণীয় ইনিসংগুলোর অন্যতম এই ইনিংসটির জন্যই অবশেষে ভারত খেলায় ঢুকে পড়েছিলো। বেদি-প্রসন্ন অন্তত কিছু রান হাতে পেয়েছিলেন। জয়ের জন্য চাই মাত্র ১৮৮ রান, হাতে আছে একদিনেরও কিছু বেশি সময়, এই অবস্থায় খেলতে নেমেই নিউ-জিলাণ্ড বেদি-প্রসন্নর বলে বিপদে প'ড়ে গিয়েছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	রান-আউট	নি. টেলর	২৭
চেতন চৌহান	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. বারজেস	৩৪
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. টেলর	৪০
রুসি সুরতি		ব. হেডলি	১

* পাতৌদির নবাব	ক. হাওয়ার্থ	ব. টেলর	৬৭
হনুমন্ত সিং	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. হেডলি	১৩
† ফারুক ইনজিনিয়ার		ব. টেলর	৯
অশোক মানকড়	ক. ও	ব. হাওয়ার্থ	২৯
অজিত পই		ব. হাওয়ার্থ	৯
ই. এ. এস. প্রসন্ন	অপরাজিত		১৭
বিষেন সিং বেদি	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. হেডলি	৪
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, নো-বল ৬)			১০
			২৬০

পতন : ৪৪ (আবিদ আলি) ; ১০৫ (চৌহান) ; ১০৫ (ওয়াড়েকর) ; ১১১ (সুরতি) ; ১৫১ (হনুমন্ত সিং) ; ১৬৫ (ইনজিনিয়ার) ; ২২৯ (মানকড়) ; ২৩৩ (পাতৌদি) ; ২৪৩ (পাই) ; ২৬০ (বেদি)।

টেলর	১৮	৮	৩০	৩
হেডলি	২৫.২	৭	৫৭	৩
কিউনিস	২২	৬	৫০	০
হাওয়ার্থ	৪৫	২১	৬৯	২
বারজেস	২০	৯	৩০	১
কওডন	৬	১	১৪	০

জয়ের জন্য চাই ১৮৮ রান—এই অবস্থায় চতুর্থ দিন অপরাহ্নে খেলা ভাঙার ২০ মিনিট আগে ব্যাট করতে নামলেন মারে ও টারনার। পই আর আবিদ আলি দু-ওভার ক'রে বল করলেন, তারপরেই প্রসন্ন-বেদির হাতে বল তুলে দিলেন পাতৌদি। আর প্রসন্নর প্রথম বলেই ফাঁপরে পড়লেন মারে। উইকেট পড়লো অবিশ্যি টারনারের : শর্ট-ফরোয়ার্ড-লেগে সুরতি তাঁকে ব্যাট-প্যাড মারফৎ যখন লুফে নিলেন নিউ-জিলাণ্ড এক উইকেটে ১০। কিউনিস নামলেন নৈশপ্রহরী। সেদিন আর কোনো অঘটন ঘটলো না।

যা ঘটবার তা ঘটলো পরদিন সকালে, প্রসন্ন যখন আবার ব্যাট-প্যাড ও সুরতি মারফৎ আঘাত হানলেন : মারে আউট। নিউ-জিলাণ্ড দু-উইকেটে ৩১। ঐ রানেই উলটো দিকে বেদির বলে পড়লেন কিউনিস, তারপর সেই ওভারেই কওডন : নিউ-জিলাণ্ড চার উইকেটে ৩৫। ডাউলিং আর হেস্টিংস অনেকক্ষণ

আটকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দলের রান যখন ৪৯, তখন প্রথমে স্লিপে বেদির বলে হেস্টিংসকে লুফে নিলেন ওয়াড়েকর, আর সেই ওভারেই বারজেস কোনো রান-না-ক'রেই বেদির বলে বেদিরই হাতে ধরা প'ড়ে চ'লে গেলেন : ৪৯ রানে ছ-উইকেটই কেবল নয়, নিউ-জিলাণ্ডের ব্যাটিং-এর ভিত তখন ধ্ব'সে পড়েছে। হেডলি অবশ্য দুটি ছক্কা হাঁকালেন, শেষ মরীয়া জেদি একরোখা চেষ্টা, আর আড়াই ঘণ্টা ধ'রে ডাউলিং সবাইকে ঠেকালেন, কিন্তু লাঞ্চের এক ঘণ্টা পরেই যখন শেষ ব্যাটসম্যান হাওয়ার্থকে বেদির বলে ইনজিনিয়ার লুফে নিলেন, তখন নিউ-জিলাণ্ডের দ্বিতীয় দফায় রান উঠেছে মাত্র ১২৭—অন্য প্রান্তে তখন অধিনায়ক ডাউলিং অপরাজিত ৩৬।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

	ব্রুস মারে	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	১১
	গ্লেন টারনার	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	৫
	বব কিউনিস	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	১২
*	গ্র্যাহাম ডাউলিং	অপরাজিত		৩৬
	বিভান কঙডন	ক. সুরতি	ব. বেদি	৪
	ব্রায়ান হেস্টিংস	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	৭
	মার্ক বারজেস	ক. ও	ব. বেদি	০
†	কেন ওয়াডসওয়ার্থ	ক. পাতৌদি	ব. প্রসন্ন	১৩
	ব্রুস টেলর	ক. আবিদ আলি	ব. বেদি	৯
	ডেইল হেডলি	ক. পাতৌদি	ব. প্রসন্ন	২১
	হেডলি হাওয়ার্থ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৩
	অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১, নো-বল ৫)			৬
				১২৭

পতন : ১০ (টারনার) ; ৩১ (মারে) ; ৩১ (কিউনিস) ; ৩৫ (কঙডন) ; ৪৯ (হেস্টিংস) ; ৪৯ (বারজেস) ; ৭৬ (ওয়াডসওয়ার্থ) ; ৮৮ (টেলর) ; ১১৫ (হেডলি) ; ১২৭ (হাওয়ার্থ)।

পই	২	১	২	০
আবিদ আলি	২	১	১	০
প্রসন্ন	৩৩	১৩	৭৪	৪

বেদি	৩০.৫	১৬	৪২	৬
সুরতি	২	১	২	০

দ্বিতীয় টেস্ট : নাগপুর ; অক্টোবর ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮/১৯৬৯

নাগপুরে ভারত কেন হেরেছিলো, তার সাত রকম ব্যাখ্যানা সাত জায়গায় পাওয়া যাবে—কিন্তু মোদ্দা কথাটি হ'লো দুর্বল ব্যাটিং আর জঘন্য ফিল্ডিং। হ'তে পারে, বম্বাইতে নিউ-জিলাণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে ভারতীয় দলের আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাস আকাশ ছুঁয়েছিলো, কিন্তু বাজে ফিল্ডিং মানে বাজে ফিল্ডিং—একের পর এক ক্যাচ ফেলে কোনো দলই জয়ের কথা ভাবতে পারে না। জয়ের জন্য চেষ্টা করতে হয়, খাটতে হয়, যেমন বম্বাইতে ২৮৫ মিনিট পাতৌদি খেটেছিলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেদি-প্রসন্ন খেটেছিলেন। এ-টেস্টে পাতৌদি ব্যাটে সুবিধে করতে পারেননি, অমনি সারা দল কুপোকাৎ। কল্পনা করা যায় যে, পাতৌদির ২৮ রানই ছিলো দ্বিতীয় দফায় কোনো ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানের পক্ষে সর্বোচ্চ রান!

পক্ষান্তরে, নিউ-জিলাণ্ড প্রথম থেকেই খেলেছিলো দৃঢ়সংকল্প ও উদ্দেশ্যময়। গায়ে যখন নিউ-জিলাণ্ডের প্রতীক আঁকা জামা, তখন তারা ইয়ার্কি বা রসিকতা করতে মাঠে নামেনি। বম্বাইতে দ্বিতীয় দফায় ডাউলিং-এর অপরা-জিত ৩৬ দলের কাছে প্রেরণার মতো কাজ করেছিলো : কেমন ক'রে স্পিন খেলতে হয়, তা-ই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। দল হিশেবেও নিউ-জিলাণ্ড ছিলো সংহত ও কৃতসংকল্প। আর ক্রিকেটে ব্যক্তিগত প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটাবার যতই সুযোগ থাক, ক্রিকেট কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসলে দলেরই খেলা।

সত্যি-যে টসে জিতেই ডাউলিং ফলাফলের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে-ছিলেন। পিচের ঢাকা খুলে যখন দেখা গেলো বাদামি জমি, কোথাও একটু ঘাসের দেখা নেই, তখনই বোঝা গিয়েছিলো, এই উইকেটে যাদের চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে হবে, তাদের দশা কী হবে। দু-পক্ষই যেন উইকেটের দশা এমন হবে জেনেই দল তৈরি করেছিলো। নিউ-জিলাণ্ড দলে হেস্টিংস ও টেলর বাদ গিয়ে ঢুকে ছিলেন পলার্ড ও ইয়ুল, আর ভারতীয় দলে পইয়ের জায়গায় বেঙ্কটরাঘবন, আর হনুমন্ত সিং-এর জায়গায় কলকাতার অম্বর রায়। কিন্তু তখনও কেউ ভাবেনি যে নাগপুরের এই টেস্টে প্রথম দিন সকালেই

উইকেট স্পিনে সাড়া দেবে। হ'তে পারে, তখনও বিপজ্জনক নয়, দেখে-শুনে সাবধানে খেললে রানও হয়তো করা সম্ভব এ-উইকেটে, কিন্তু খেলা যত এগুবে ততই যে উইকেটের খামখেয়ালি বেড়ে চলবে তাতে কোনো সন্দেহই ছিলো না। ডাউলিং আর মারে গোড়াপত্তন করেছিলেন চমৎকার; লাঞ্চের সময় নিউ-জিলাণ্ডের স্কোর ছিলো বিনা উইকেটে ৬৭। লাঞ্চের পরেই প্রথম আঘাত হেনেছিলেন প্রসন্ন—তাঁর সহায়ক ছিলো ব্যাট-প্যাড আর আবিদ আলি। নিউ-জিলাণ্ড এক উইকেটে ৭৪, মারে ৩০। তিন ঘণ্টায় ডাউলিং করেছিলেন ৬৯, তাঁর নীতি ছিলো স্পিনারদের সাবধানে খেলা, আর একটু আলগা বল দেখলেই সজোরে হাঁকানো। সবশুদ্ধ দশটা চৌকো হাঁকিয়েছিলেন তিনি। কঙডন আবারও চমৎকার খেলেছিলেন: ৬৪ রান ক'রে বেদির বলে ইনজিনিয়ারকে ক্যাচ দেবার আগে এমনকি দুটি ছক্কা হাঁকাতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু নিউ-জিলাণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন বারজেস: ১৯৫ মিনিটে ৮৯ করেছিলেন বারজেস, হাঁকিয়েছিলেন ১৩টা চার। এক সময় নিউ-জিলাণ্ডের রান ছিলো দু-উইকেটে ২০৭, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকালে হেডলির লম্বা হাতল ছাড়া আর কারু ব্যাট থেকেই রান বেরোয়নি। আবারও ভারতের পক্ষে সেরা বোলার বেদি: তাঁর সংগ্রহ ৯৮ রানে চার উইকেট।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

* গ্র্যাহাম ডাউলিং	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৬৯
ক্রুস মারে	ক. আবিদ আলি	ব. প্রসন্ন	৩০
বিভান কঙডন	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৬৪
মার্ক বারজেস	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৮৯
গ্লেন টারনার	ক. সুরতি	ব. বেদি	২
ভিক পলার্ড	ক. ওয়াড়েকর	ব. আবিদ আলি	১০
ব্রায়ান ইয়ুল		ব. বেদি	৯
† কেন ওয়াডসওয়ার্থ	ক. ও	ব. বেদি	১
ডেইল হেডলি	ক. চৌহান	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২৬
বব কিউনিস	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটঘারবন	৭
হেডলি হাওয়ার্থ	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৬, নো-বল ২)			১২
			৩১৯

পতন : ৭৪ (মারে) ; ১২৩ (ডাউলিং); ২০৭ (কঙডন) ; ২০৯ (টারনার) ; ২৪৪ (পলার্ড) ; ২৮৪ (ইয়ুল) ; ২৮৬ (বারজেস) ; ২৮৮ (ওয়াডসওয়ার্থ) ; ৩১৬ (হেডলি) ; ৩১৯ (কিউনিস)।

আবিদ আলি	১২	২	৩১	১
সুরতি	৯	৩	২৭	০
বেদি	৪৫	১৮	৯৮	৪
বেঙ্কটরাঘবন	৩১	৯	৫৯	৩
প্রসন্ন	৩৩	১০	৯২	২

আবিদ আলি আরম্ভ করেছিলেন ঝড়ের বেগে, কিন্তু চৌহান কেবল যে নিউ-জিলাণ্ড ব্যাট করার সময় দুটি ক্যাচই ফশকেছিলেন, তা নয়, এবার ব্যাটেও কোনো সুবিধে করতে পারলেন না। বম্বাইয়ের মতো এখানেও ওয়াড়েকর কিছুতেই সময়মতো ব্যাট চালাতে পারছিলেন না। তবু তিনি সবশুদ্ধ ১৪০ মিনিট ঘাড় গুঁজে লড়েছিলেনতাঁর ৩২ রানের জন্য। আবিদ আলিই কেবল তাঁর জোরালো ড্রাইভে আর রগরগে পুলে যা-কিছু রান করেছিলেন। দিনের শেষ ওভার যখন শুরু হ'লো, তখন ব্যাট করছেন ওয়াড়েকর ও সুরতি—ভারতের রান দু-উইকেটে ১৩৯। এমন সময় ডাউলিং জুটি ভাঙবার জন্য বারজেসের হাতে বল তুলে দিলেন। এবং বারজেস যে ওয়াড়েকরকেই আউট ক'রে দিলেন, তা নয়—'পত্রপাঠ' নৈশপ্রহরী বেঙ্কটরাঘবনকেও ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। শেষ দুটি বল খেলবার জন্য নামতেই হ'লো পাতৌদিকে : ভারত চার উইকেটে ১৪৩।

পরদিন সকালে সেটা দেখতে-না-দেখতে সাত উইকেটে ২৬১ দাঁড়ালো। বারজেসের তৃতীয় পুরস্কার পরদিন সকালে পাতৌদির উইকেট। অষ্টম উইকেটে এমন সময় নবাগত অম্বর রায়ের জুটি হলেন ফারুক ইনজিনিয়ার। এবং হঠাৎ আবার ঝড়ের বেগে রান উঠতে লাগলো : জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে স্যাটা অম্বর রায় কেবল যে নিউ-জিলাণ্ডের আক্রমণকে প্রতিহতই করেছিলেন, তা নয়—ইনজিনিয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চৌকো হাঁকাতে শুরু করেছিলেন। শোভন সুঠাম খেলার ভঙ্গি অম্বর রায়ের, পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে, তাঁর কভারড্রাইভ মারের সৌষ্ঠব ও পরিমিতির জন্য যে-কারু অনুকরণযোগ্য। আর তাঁর খেলার বুনিয়াদ ধ্রুপদী। তিনি যে ইনজিনিয়ারের সঙ্গে অষ্টম উইকেটে

৭৩ রানই যোগ করেছিলেন, তা নয়—আউট হয়েছিলেন সকলের শেষে। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম দফায় ভারত পেছিয়ে রইলো ৬২ রান।

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. ডাউলিং	ব. পলার্ড	৬৩
চেতন চৌহান	ক. টারনার	ব. ইয়ুল	১৪
অজিত ওয়াড়েকর		ব. বারজেস	৩২
রুসি সুরতি		ব. হাওয়ার্থ	২৬
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. টারনার	ব. বারজেস	০
* পাতৌদির নবাব	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. বারজেস	৭
অশোক মানকড়	ক. ও	ব. হাওয়ার্থ	১০
অম্বর রায়		ব. পলার্ড	৪৮
* ফারুক ইনজিনিয়ার		ব. হাওয়ার্থ	৪০
ই. এ. এস. প্রসন্ন	লেগ-বিফোর	ব. হাওয়ার্থ	৩
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৭, নো-বল ৩)			১৪
			২৫৭

পতন : ৫৫ (চৌহান) ; ৯৫ (আবিদ আলি) ; ১৩৯ (ওয়াড়েকর) ; ১৪৩ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ১৪৫ (সুরতি) ; ১৫১ (পাতৌদি) ; ১৬১ (মানকড়) ; ২৩৪ (ইনজিনিয়ার) ; ২৪৩ (প্রসন্ন) ; ২৫৭ (অম্বর রায়)।

হেডলি	১২	২	৩২	০
কিউনিস	১৫	৬	৪৫	০
পলার্ড	১৯.২	৬	৩৬	২
হাওয়ার্থ	৩০	৫	৬৬	৪
ইয়ুল	১৫	৬	৪১	১
বারজেস	৮	৪	৩৩	৩

ভারতীয় স্পিনের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই কোনঠাশা হ'য়ে খেলতে হচ্ছিলো নিউ-জিলাণ্ডকে। বম্বাইয়ের দ্বিতীয় দফায় শোচনীয় বিপর্যয়ের স্মৃতি তখনও

কারু পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিলো না। অতএব দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমেই মারে যখন আবিদ আলির বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, তখন নিউ-জিলাণ্ড অত্যন্ত সাবধানে খেলতে শুরু করেছিলো। যত সময় যাবে, রান যতই আস্তে উঠুক, কিছু-না-কিছু রান উঠবেই—আর তার চেয়েও বড়ো কথা উইকেটের দশা আরো খারাপ হ'বে। এতেও হয়তো কিছু হ'তো না, কারণ এক সময়ে নিউ-জিলাণ্ডের স্কোর দাঁড়িয়েছিলো চার উইকেটে ৭৯—ডাউলিং, কঙডন, বারজেস সবাই আউট। এই সময়ে টারনার আর পলার্ড পঞ্চম উইকেটে নব্বুই মিনিটে যোগ করেছিলেন ৬৫ রান।

টারনার খেলেন কেতাবি, পুথিপড়া; ইংলণ্ডে আণ্ডারউডের বলে যখন সারা দল হিমশিম খাচ্ছিলো, তখন গোড়াপত্তন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত ছিলেন অপরাজিত। নাগপুরের এই টেস্টে তিনি লর্ডসের সেই খেলার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর খেলার বাঁধুনি আরো আঁটো হয়েছে, বিস্ময়কর তাঁর অভিনিবেশ, স্পিন বল খেলেন শাস্ত্রসম্মত। নিউ-জিলাণ্ড তাঁর এই ৫৭ রানের জন্য চিরঋণী হ'য়ে থাকবে। সংখ্যা হিশেবে ৫৭ হয়তো তেমন অতিকায় কিছু নয়, টারনার নিজেই আগে ও পরে এর চেয়ে বড়ো ইনিংস খেলেছেন ও খেলবেন—এমনকি দর্শকরা তাঁর খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছে কিনা, সে প্রশ্নও তিনি করেননি। যাঁদের কাছে ঝলমলে ক্রিকেট দায়িত্বহীন ব্যাট-চালনার নামান্তর, টারনার তাঁদের জন্য খেলেন না: তাঁর খেলায় আছে দুর্জয় সাহস আর আত্মপ্রত্যয়—আছে সংগ্রামী মনোভাবের দাঁতে-দাঁত-চাপা প্রকাশ।

কিন্তু ভারতীয় স্পিনাররা আবারও হুড়মুড় ক'রে খেলার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। ন-উইকেটে ১৭১, নিউ-জিলাণ্ডের এ-অবস্থাতেও ভারতের সুযোগ ছিলো। কিন্তু মানকড় ফেলে দিলেন হেডলিকে—শেষ উইকেটে হেডলি আর হাওয়ার্থ লম্বা হাতল ব্যবহার ক'রে ৪৩ মিনিটে যোগ করলেন ৪৩ রান—খেলা সবেগে নিউ-জিলাণ্ডের পক্ষে ঘুরে গেলো। চতুর্থ দফায় এই অনবরত ভাঙতে-থাকা পিচে জয়ের জন্য ভারতের চাই ২৭৭ রান।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

ব্রুস মারে	লেগ-বিফোর	ব. আবিদ আলি	২
* গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৮
গ্লেন টারনার	ক. চৌহান	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৫৭

বিভান কণ্ডন	ক. আবিদ আলি	ব. বেদি	৭
মার্ক বারজেস	ক. চৌহান	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১২
ভিক পলার্ড	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	২৯
ব্রায়ান ইয়ুল		ব. প্রসন্ন	১০
† কেন ওয়াডসওয়ার্থ	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৫
ডেইল হেডলি	ক. ও	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩২
বব কিউনিস	ক. চৌহান	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২
হেডলি হাওয়ার্থ	অপরাজিত		১৭
অতিরিক্ত (বাই ১২, লেগ-বাই ৮, নো-বল ৩)			২৩
			২১৪

পতন : ৫ (মারে) ; ৪১ (ডাউলিং) ; ৫৯ (কণ্ডন) ; ৭৯ (বারজেস) ; ১৪৪ (পলার্ড) ; ১৪৬ (টারনার) ; ১৫২ (ওয়াডসওয়ার্থ) ; ১৬৮ (ইয়ুল) ; ১৭১ (কিউনিস) ; ২১৪ (হেডলি)।

আবিদ আলি	৯	৪	৭	১
সুরতি	৩	০	৩	০
বেদি	৩২	১৩	৪৬	১
বেঙ্কটরাঘবন	৩০·১	৮	৭৪	৬
প্রসন্ন	৩১	১০	৬১	২

চায়ের সময় ভারতের রান এক উইকেটে ৪৪। আর দিনের খেলা ভাঙার আগে ভারত পড়েছে ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে : ওঠবার আশা নেই : সাত উইকেটে ৮৬। হাওয়ার্থ আর পলার্ড দারুণ বল করেছিলেন। নিজের বলেই হাওয়ার্থ আবার একটা অবিশ্বাস্য ক্যাচ লুফেছিলেন—অম্বর রায়কে। হাতে-পাওয়া ক্যাচ নয়, বানিয়ে-নেয়া ক্যাচ। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংএ—বিশেষত ফিল্ডিংএ—নিউ-জিলাণ্ড ভারতের চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিলো।

আর এই কল্পনাতীত বিপর্যয়ের মধ্যে তখনও দাঁড়িয়েছিলেন পাতৌদি। কিন্তু ঐ পিচে শেষ তিন উইকেটে কিছু তিনি করবেন, এ-ভরশা যাঁদের ছিলো, তাও হারিয়ে গেলো, যখন পঞ্চম দিন সকালে হাওয়ার্থ তাঁকে পেলেন লেগ-বিফোর। শেষ তিনটে উইকেট পেতে নিউ-জিলাণ্ডের সেদিন চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

চেতন চৌহান	ক. কণ্ডন	ব. হাওয়ার্থ	১৯
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. কণ্ডন	ব. কিউনিস	০
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ও	ব. হাওয়ার্থ	২৩
রুসি সুরতি	ক. মারে	ব. হাওয়ার্থ	০
* পাতৌদির নবাব	লেগ-বিফোর	ব. হাওয়ার্থ	২৪
অশোক মানকড়	ক. কণ্ডন	ব. পলার্ড	৭
অম্বর রায়	ক. ও	ব. হাওয়ার্থ	২
এস. বেঙ্কটরাঘবন	লেগ-বিফোর	ব. বারজেস	৪
† ফারুক ইনজিনিয়ার	স্টা. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. পলার্ড	১৯
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. পলার্ড	০
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		৫
অতিরিক্ত (বাই ২)			২
			১০৯

পতন : ১ (আবিদ আলি) ; ৪৪ (ওয়াড়েকর) ; ৪৪ (সুরতি) ; ৪৯ (চৌহান) ; ৬০ (মানকড়) ; ৭৯ (অম্বর রায়) ; ৮৪ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ১০৪ (ইনজিনিয়ার) ; ১০২ (পাতৌদি) ; ১০৯ (প্রসন্ন)।

হেডলি	৫	২	১৪	০
কিউনিস	৪	২	৮	১
কণ্ডন	৩	১	৪	০
হাওয়ার্থ	২৩	১১	৩৪	৫
পলার্ড	১১.৫	৪	২১	৩
ইয়ুল	৩	১	৮	০
বারজেস	৬	০	১৮	১

তৃতীয় টেস্ট : হায়দরাবাদ ; অক্টোবর ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০/১৯৬৯

'রাবার' জিততে-জিততেও বৃষ্টি, দর্শকদের হাঙামা, আম্পায়ারের সঙ্গে মত-ভেদের জন্য ডাউলিং-এর নিউ-জিলাণ্ড দলকে নিরাশ হ'তে হ'লো। অথচ তারা যে জিতবেই, এ-সম্বন্ধে তখন কোনো বেল্লিকেরও কোনো সন্দেহ ছিলো না।

নাটকীয় শেষ দু-ঘণ্টা, সন্দেহ নেই—কিন্তু তার সঙ্গে তিক্ততাই জড়ানো ছিলো বেশি। প্রথম দফায় ভারত ৮৯ রানে হেডলি-কিউনিস-টেলরের বলে সমূলে উৎখাত হবার পর দ্বিতীয় দফায় জয়ের জন্য ২৬৮ রান সংগ্রহ করতে নেমে ভারত তখন সাত উইকেটে ৭৬ রানে ভির্মি খাচ্ছিলো। জয় ছাড়া সব সম্মানই পেয়েছিলো নিউ-জিলাণ্ড, কারু মনেই কোনো সন্দেহ ছিলো না যে ভারত নীতিগতভাবে 'রাবার' হারিয়েছে। কিন্তুশেষ পর্যন্ত তো সরকারি রায়টাই ফতোয়া হ'য়ে দাঁড়ায় : অস্বীকার করার জো কী যে তৃতীয় টেস্ট শেষ হয়েছিলো অমীমাংসিত। ১০৯, ৮৯ ও তারপর সাত উইকেটে ৭৬—পর-পর এই ইনিংসগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারতীয় দলের গড়নে কোথাও একটা মস্ত গলদ আছে—আছে কল্পনা ও বাস্তববোধের অভাব—এবং একই সঙ্গে এই দুই 'আপাতবিরোধী' বিষয়ের অভাব থাকে কী ক'রে, এই নিয়ে যাঁরা ধাঁধায় পড়বেন, তাঁরা দয়া ক'রে যেন ভারতীয় ক্রিকেটের নির্বাচকদের আগেকার রগরগে অভিযানগুলো তাকিয়ে ছাখেন।

টসে জিতেই শুধু নয়, প্রথম উইকেটে ১০৬ রান ক'রেও, ডাউলিং নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংসকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। সেই শতাধিক রানের নির্ভরতা থেকে যে আর ৭৫ রানেই নিউ-জিলাণ্ডের সবগুলো উইকেট প'ড়ে গিয়েছিলো, তা শুধু প্রসন্নরই প্রেরণাময় সাফল্য। দিনের শেষে নিউ-জিলাণ্ডের রান ছিলো ন-উইকেটে ১৮১। দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি। বিরতির দিনে ঘাস কাটার কথা ছিলো—কিন্তু আম্পায়াররা নির্দেশ দিয়েছিলেন খেলার তৃতীয় দিনে যেন ঘাস কাটা হয়। ভুল নির্দেশ। এবং ডাউলিং একটি ভুল শোধরাতে গিয়ে আরেকটি ভুল করতে কিছুতেই রাজি হননি। তৃতীয় দিনে একটি মাত্র বলেই নিউ-জিলাণ্ডের শেষ উইকেট যখন প'ড়ে গেলো, ভারতকে ব্যাট করতে হ'লো সবুজ, সতেজ, সজীব উইকেটে, যেখানে তিনদিন ঘাস কাটা হয়নি।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

* গ্র্যাহাম ডাউলিং	রান-আউট	নি. প্রসন্ন	৪২
ব্রুস মারে	ক. জয়সীমা	ব. প্রসন্ন	৮০
গ্লেন টারনার	ক. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. বেদি	২
বিভান কঙডন	ক. পাতৌদি	ব. প্রসন্ন	৩

ব্রায়ান হেস্টিংস	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. প্রসন্ন	২
মার্ক বারজেস	লেগ-বিফোর	ব. বেদি	২
ব্রুস টেলর	ক. গনদোত্রা	ব. প্রসন্ন	১৬
ডেইল হেডলি	ক. পাতৌদি	ব. প্রসন্ন	১
† কেন ওয়াডসওয়ার্থ	রান-আউট	নি. সোলকার	১৪
বব কিউনিস	ক. সোলকার	ব. আবিদ আলি	৭
হেডলি হাওয়ার্থ	অপরাজিত		৫
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৭)			৭
			১৮১

পতন : ১০৬ (ডাউলিং) ; ১২২ (টার্নার) ; ১২৮ (মারে) ; ১৩২ (কঙডন) ; ১৩৩ (হেস্টিংস) ; ১৩৫ (বারজেস) ; ১৩৬ (হেডলি) ; ১৫৮ (টেলর) ; ১৬৬ (ওয়াডসওয়ার্থ) ; ১৮১ (কিউনিস)।

জয়সীমা	৪	০	১৩	০
আবিদ আলি	১২.১	৫	১৭	১
বেঙ্কটরাঘবন	২৭	৫	৩৩	০
বেদি	৩৪	১৪	৫২	২
সোলকার	৩	১	৮	০
প্রসন্ন	২৯	১৩	৫১	৫

বোলারদের কতটা সাহায্য করেছিলো কে-জানে, কিন্তু উইকেটে ঘাস আছে, এবং হায়দরাবাদের উইকেট স্বভাবতই ফাস্টবোলারের সহায়ক, এই দুটি তথ্য যে প্রবল মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। আর নিউ-জিলাণ্ডের ফিল্ডিং কখনো তাদের বোলারদের অবমাননা করেনি। যেমন সোলকার টেস্টক্রিকেটেই প্রথম বলেই উইকেট পেতেন, কিন্তু সহজ ক্যাচটি বেঙ্কটরাঘবন ফেলে দিয়েছিলেন। তখন মারের নিজের রান ছিলো ৪১।

সত্যি যে এ-টেস্টে ভারতীয় দলে অদলবদল হয়েছিলো চারটি। সত্যি-যে গুডলেংথের কাছে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে ঢুকে স্যাঁৎসেতে ক'রে রেখেছিলো। কিন্তু তবু ২১ রানে পর-পর যে চারটে উইকেট পড়লো, তার কোনো ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ নেই। নিজের মাঠে টেস্ট খেলতে নেমে জয়সীমা দু-ইনিংসেই গোল্লা

ক'রে চশমা পরেছিলেন, বহু ব্যর্থতার মধ্যেও এ-গ্লানি তাঁকে আর-কখনও সইতে হয়নি।

এক উইকেটে একুশ থেকে চায়ের সময়, দলের স্কোর দাঁড়ালো ন-উইকেটে ৫০। ততক্ষণে হেডলির সংগ্রহ ১০ রানে চার উইকেট, আর কিউনিসের ৯ রানে তিন উইকেট। উইকেটের এই হরির লুঠের মধ্যে বেচারা টেলর কেবল প্রথম উইকেটটিই পেয়েছিলেন।

শেষ উইকেট বেঙ্কটরাঘবন আর বেদি যোগ করেছিলেন ৪০ রান। তাঁদের খেলায় যে কেবল সাহসের ছাপ ছিলো ছিলো তা-ই নয়, ছিলো সুবিবেচনার ছাপ। বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানদের ঐ দুর্দশার পর তথাকথিত 'খরগোশদের' জীবনপণ লড়াই দেখে এক তরুণ মাঠে নেমেছিলো তাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য। কিন্তু তাকে মাঠ থেকে বার ক'রে না-দিয়ে অহেতুক তাকে ক্ষুব্ধ দর্শকদের চোখের সামনে সজোরে লাঠির বাড়ি মেরেছিলো ভারতীয় সেনাদলের শান্তিরক্ষক-প্রতিনিধি। তাই থেকে কলকাতার সেই পয়লা জানুয়ারির ঘটনার পুনরাবৃত্তি : হাঙামার জন্য সেদিন আর শেষ আধঘণ্টা কোনো খেলা হয়নি !

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ আবিদ আলি		ব. টেলর	৪
† ইন্দ্রজিৎ সিংজি	লেগ-বিফোর	ব. কিউনিস	৭
অজিত ওয়াড়েকর	ক. কণ্ডডন	ব. হেডলি	৯
এম. এল. জয়সীমা	ক. হেস্টিংস	ব. কিউনিস	০
* পাতৌদির নবাব	ক. মারে	ব. হেডলি	০
অম্বর রায়	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. হেডলি	০
অশোক গনদোত্রা	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. হাওয়ার্থ	১৮
একনাথ সোলকার	ক. মারে	ব. কিউনিস	০
এস. বেঙ্কটরাঘবন	অপরাজিত		২৫
বিষেন সিং বেদি	ক. ডাউলিং	ব. হেডলি	২
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৩)			৪
			৮৯

পতন : ৫ (আবিদ আলি) ; ২১ (ইন্দ্রজিৎ সিংজি) ; ২১ (ওয়াড়েকর) ;

২১ (পাতৌদি) ; ২১ (জয়সীমা) ; ২৭ (অম্বর রায়) ; ২৮ (সোলকার) ; ৪৬ (গনদোত্রা) ; ৪৯ (প্রসন্ন) ; ৮৯ (বেদি)।

হেডলি	১৭	৪	৩০	৪
টেলর	১০	২	২০	১
কিউনিস	১৪	৭	১২	৩
কওডন	৩.২	১	৭	১
হাওয়ার্থ	৯	২	১২	১
বারজেস	১	০	৪	০

চতুর্থ দিনে সারা সময় ব্যাট ক'রে নিউ-জিল্যাণ্ডের স্কোর দাঁড়িয়েছিলো আট উইকেটে ১৭৫। ঐ রানেই ডাউলিং পঞ্চম দিনে নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন। ডাউলিং নিজে তাঁর ৬০ রানের জন্য ব্যাট করে-ছিলেন ২৫০ মিনিট—খেলা এগিয়েছিলো এতই আস্তে। আবিদ আলি প্রায় আগাগোড়া বল ক'রে গিয়েছিলেন—তাঁর বলে রান-তোলা মুশকিল ছিলো : আর প্রসন্ন অপর প্রান্তে বল করছিলেন প্রথম ইনিংসের মতোই প্রেরণাময়। উইকেট স্পিনে কোনোই সাড়া দিচ্ছিলো না—তবু যথারীতি তিনিই হেনে-ছিলেন প্রথম আঘাত, আটটি উইকেটের মধ্যে তিনিই পেয়েছিলেন তিনটি—আর তিনটি পেয়েছিলেন আবিদ আলি ও বাকি দুটি বেঙ্কটরাঘবন। সারাদিন খেলে ১৭৫ রান—এতেই বোঝা যাবে ভারতীয় বোলাররা বিনাযুদ্ধে একটিও রান দিতে রাজি ছিলেন না।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

ব্রুস মারে	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	২৬
* গ্র্যাহাম ডাউলিং	লেগ-বিফোর	ব. আবিদ আলি	৬০
বিভান কওডন	ক. প্রসন্ন	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৮
ব্রায়ান হেস্টিংস	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. প্রসন্ন	২১
মার্ক বারজেস		ব. আবিদ আলি	৩
† কেন ওয়াডসওয়ার্থ	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৫
ব্রুস টেলর		ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৮

ডেইল হেডলি	ব. আবিদ আলি	০
গ্লেন টারনার	অপরাজিত	১৫
বব কিউনিস	অপরাজিত	০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৩)		৯
	আট উইকেটে ঘোষিত	১৭৫

পতন : ৪৫ (মারে) ; ৮৬ (কণ্ডডন) ; ১২৭ ডাউলিং) ; ১৩৩ (বারজেস) ; ১৪১ (হেস্টিংস) ; ১৪১ (ওয়াডসওয়ার্থ) ; ১৪৪ (হেডলি) ; ১৭৫ (টেলর)।

আবিদ আলি	২৭	৭	৪৭	৩
জয়সীমা	৪	২	২	০
বেঙ্কটরাঘবন	১৬	৩	৪০	২
বেদি	৯	২	১৯	০
প্রসন্ন	২৬	৭	৫৮	৩

প্রথম ইনিংসের ঐ তুলকালাম বিপর্যয়ের পরেও, জয়ের জন্য ভারত যখন ৩৩০ মিনিটে ২৬৮ রানের সন্ধানে বেরোলো, তখন আর কেউ না-ভাবুক লালা অমরনাথ ভেবেছিলেন ভারতের জয় অবধারিত। কিন্তু ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের সব প্রত্যাশাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েই যখন নিউ-জিলাণ্ডের দ্রুত বোলাররা পর-পর আঘাত আনতে লাগলেন, তখন ভারতের পরাজয় সম্বন্ধে তাঁর অন্ধতম অনু-রক্তেরও কোনো সংশয় ছিলো না। সপ্তম উইকেট যখন পড়েছিলো, ভারতের রান তখন ৬৬।

এমন সময় চায়ের বিরতির ৪৫ মিনিট আগে আকাশ কালো ক'রে এলো মেঘ, আধঘণ্টার ঝড়তুফানে মাঠ ভেসে গেলো। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মৌশুমি ঝড়, আধঘণ্টার মুষলধারে বৃষ্টিতেই মাঠে জল থৈ-থৈ। কিন্তু বৃষ্টি থামতেই আবার শুকনো খটখটে রোদ্দুর। খেলা শুরু করবার কোনো তাড়াই তখন দেখা যায়নি। মাঠ থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যখন করা হ'লো, তখন ডাউলিং স্বয়ং মাঠে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছিলেন—ক্রিকেটের ইতিহাসে যে-দৃশ্য কোনো দিনই দেখা যায়নি।

সমস্ত অবস্থাটাই ছিলো ইচ্ছাপ্রসূত—এ-কথা অবিশ্যি ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড সরকারিভাবে পরে অস্বীকার করেছিলেন। যদিও দর্শকদের কাছে এ-অস্বীকৃতির অর্থ ছিলো একটাই : পরাজয় এড়াবার অপচেষ্টা—

অখেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি। তাই নির্ধারিত সময়ের কুড়ি মিনিট আগে যখন খেলা পরিত্যক্ত ব'লে ঘোষণা করা হ'লো, তখন আবার আন্দোলন ক'রে সবাই এই অপচেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. হাওয়ার্থ	ব. টেলর	৫
† ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ক. ডাউলিং	ব. কিউনিস	১২
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ওয়াডসয়ার্থ	ব. হেডলি	১৪
এম. এল. জয়সীমা	ক. টেলর	ব. হেডলি	০
* পাতৌদির নবাব	লেগ-বিফোর	ব. কিউনিস	৯
অম্বর রায়	ক. ওয়াডসওয়ার্থ	ব. হেডলি	৪
অশোক গনদোত্রা		ব. কিউনিস	১৫
একনাথ সোলকার	অপরাজিত		১৩
এস. বেঙ্কটরাঘবন	অপরাজিত		২
	অতিরিক্ত (লেগ-বাই ২)		২
		সাত উইকেটে	৭৬

পতন : ১০ (আবিদ আলি) ; ২০ (ইন্দ্রজিৎ সিংজি) ; ২১ (জয়সীমা) ; ৩৪ (ওয়াড়েকর) ; ৪৪ (পাতৌদি) ; ৫০ (অম্বর রায়) ; ৬৬ (গনদোত্রা)।

টেলর	৮	২	১৮	১
কিউনিস	১২	৫	১২	৩
হেডলি	১০.৩	২	৩১	৩
বারজেস	৬	৩	৫	০
কঙডন	৫	৩	৩	০
হাওয়ার্থ	৫	২	৪	০

পর্যায় ২৮

ভারতে অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৯

ভারত নিউ-জিলাণ্ডের সঙ্গে অমন শোচনীয় খেললে কী হবে, একমাস পরেই যখন অস্ট্রেলিয়া ভারতে খেলতে এলো, তখন দেশসুদ্ধ প্রচণ্ড সাড়া প'ড়ে গিয়েছিলো। এমনকি গ্যারি সোবার্সের ক্যারিবিয়ন দলও এমন উত্তেজনার জোগান দেয়নি। টেস্টে প্রায় সবখানেই প্রতিদিন অন্তত পঞ্চাশ হাজার দর্শক খেলা দেখতে গিয়েছেন, আর কত লোক যে টিকিট না-পেয়ে ফিরে গিয়েছেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সফরকারী অস্ট্রেলীয়দলের লরি, ম্যাকেন্‌জি, কনোলি ও রেডপাথ ছাড়া আর কাউকেই এর আগে ভারতের লোক গ্যাখেনি। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলীয় দলে নতুন রক্তের সঞ্চার হয়েছে। সহ-অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল এখন আর থতমত, দ্বিধাগ্রস্ত, উদীয়মান ব্যাটসম্যান নেই—গত বছর তিনিই প্রথম ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণ ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে পথ দেখিয়েছেন। এছাড়া আছেন রহস্যময় লেগ-স্পিনার গ্লিসন, যাঁর সম্বন্ধে অস্ট্রেলীয় জনরব ও প্রত্যাশা প্রায় আকাশস্পর্শী। আছেন অফ-স্পিনার ম্যালেট, পাতৌদি তাঁর বইতে যাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আছেন ডগ ওয়ালটার্স, পল শিহান, কীথ স্ট্যাকপোল ও এরিক ফ্রিম্যান। আর ছিলো এই বোধ যে, ১৯৬৮ সালের অস্ট্রেলীয় সফরে ভারতের অন্তত শেষ দুটি টেস্ট জেতা উচিত ছিলো—অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার নামডাক যথেষ্ট সত্যি, কিন্তু ভারতও কম যায় না—প্রসন্ন আর বেদিই এ-দলকে হিমশিম খাইয়ে ছাড়বেন। আর নতুন দিল্লিতে তৃতীয় টেস্টে ভারত যখন সত্যি-সত্যি শোচনীয়ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজকে পুনর্জীবিত ক'রে দিলে, তখন অনুরক্তদের উৎসাহ আরো উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

আমরা জানি, অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত সে-সিরিজে ৩-১ খেলায় জিতেছিলো। কিন্তু ওটাও সত্যি যে এই ফলাফলে খেলার ধারা মোটেই প্রতিফলিত হয়নি। বম্বাইয়ের দ্বিতীয় দফার অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের পর ভারতের 'রাবার' জেতার আশা চ'লে গিয়েছিলো সত্যি—কিন্তু সিরিজের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যেতো যদি ২-২ খেলায় 'রাবার' ভাগাভাগি হ'তো। মাদ্রাজে অন্তত ভারতের না-জেতার কোনো মানে হয় না। কিংবা, হয়তো মানে হয়—ফিল্ডিং-এর বিচ্যুতির জন্যই একদিক থেকে ভারতের জেতা উচিত ছিলো না।

আসলে হয়তো এ-সিরিজ প্রসন্ন আর বেদির সঙ্গে পুরো অস্ট্রেলীয় দলের লড়াই। লেকার-লক, রামাধীন-ভ্যালেনটাইন—যুদ্ধের পরে এ-রকম যত স্পিনার-দের জুটি হয়েছিলো, প্রসন্ন-বেদি তাঁদের চেয়ে কোনো অংশে তো কম নন—বরং আরো অনেক উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর। প্রসন্ন অস্ট্রেলিয়াতেই প্রথম দেখিয়েছিলেন, তিনি কত বড়ো অফ-স্পিনার। লেকার কিংবা রামাধীন অস্ট্রেলিয়ার কখনও সাফল্য লাভ করেননি। প্রসন্ন কলকাতার চতুর্থ টেস্টে একটাও উইকেট পাননি (ক-টা ক্যাচ পড়েছিলো, তার হিশেব নেই), বম্বাইয়ে আর কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফায় সত্যি-সত্যি বল করার সুযোগই পাননি—তবু তাঁর সংগ্রহ শেষ পর্যন্ত ২৬টি উইকেট, আর বেদির ২১টি। সত্যি যে ম্যালেট প্রসন্নর চেয়ে দুটি উইকেট বেশি পেয়েছিলেন : কিন্তু প্রসন্নর সঙ্গে ম্যালেটের তুলনা হয় না। ম্যালেট অন্তত একা কোনো খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেননি—প্রসন্ন অনবরত যে-ভয় দেখিয়েছন। ভারতীয় স্পিনারদের প্রতাপ কী ছিলো, তা বোঝা যাবে, যখন দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস ছিলো কানপুরের ব্যাটিং উইকেটে ৩৪৮। অথচ তারা ভারতে এসেছিলো ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে বার-বার পাঁচ-ছশো রান হাঁকিয়ে।

তাদের সেরা ব্যাটসম্যান, সন্দেহ নেই, ইয়ান চ্যাপেল। স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর পায়ের ক্ষিপ্রতা ও স্বাচ্ছন্দ্য চোখে দেখে তবে বিশ্বাস করতে হয়। নতুন-দিল্লিতে তাঁর সেঞ্চুরি আর কলকাতায় তাঁর ৯৯ রান কেবল যে সুঠামশোভন ও লাবণ্যময়, তা নয়—ঐ দুই টেস্টেই স্পিনাররা তখন খেলায় তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন; কলকাতায় এক শিহান ছাড়া আর-কেউ মনেই হয়নি স্পিনবল খেলতে জানেন। স্ট্যাকপোল দেখতে হৃষ্টপুষ্ট কশাইয়ের মতো, আর তাঁর মারেও প্রচণ্ড জোর : কিন্তু তিনি সবসময়েই গোড়াপত্তন করতে নেমেছেন ব'লে স্পিনাররা আসরে নামবার আগেই তাঁর হাত জ'মে গিয়েছিলো। শিহান কানপুরে চমৎকার খেলে টেস্টে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। ওয়ালটার্স কখনোই ভালো খেলেননি—যদিও মাদ্রাজে সেঞ্চুরি ও কানপুর কলকাতায় বেশ কিছু রান করেছেন ; ভাগ্য তাঁর আর রেডপাথের উপর অতীব প্রসন্ন ছিলো, প্রসন্নর উপর নয়—অতএবতাঁদের ক্যাচই বার-বার ফশকেছে। রেডপাথের খেলা রহস্যময় : দেখে অনেক সময়েই মনে হয়েছে তিনি বুঝি রীতির দিক থেকে সবচেয়ে শুদ্ধ, সবচেয়ে ধ্রুপদী—অথচ তাঁর কোনো বড়ো ইনিংসই ফিল্ডসম্যানের বদান্যতা ছাড়া সম্ভব হ'তো না। আর বিল লরি কেবল একবারই পঞ্চাশের

বেশি রান করেছিলেন, সেটা কানপুরে, যখন বল করছিলেন বিশ্বনাথ, পাতৌদি, মানকড়, গনদোত্রা আর ওয়াড়েকর। অথচ দিল্লিতে যখন উইকেট পড়ছে খোলামকুচির মতো, তখন গোড়াপত্তন করতে এসে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন অপরাজিত ৪৯, আর ঐ একটা ইনিংস সত্যি বাঁধিয়ে রাখার মতো।

ভারতীয় দলে নতুন আবিষ্কার বিশ্বনাথ ও সোলকার : এক জনের বয়স কুড়ি, আরেকজনের একুশ : বিশ্বনাথ প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি (ভারতের পক্ষে সিরিজের একমাত্র সেঞ্চুরি) হাঁকিয়েছেন দেখে যাঁরা সেই পুরোনো কুসংস্কারের কথা ভেবে ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত বোধ করছেন, তাঁদের জানানো যায় যে, তাঁর প্রথম টেস্টইনিংস ছিলো ৩৫ মিনিট খেলে শূন্য। অতএব, আমার ধারণা, অন্তত বিশ্বনাথই প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করার অলুক্ষুণে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ক্রিকেট নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁদের কোনো পক্ষপাত নেই তা আমি বিশ্বাস করি না। যদি না-থাকে, তবেই বরং তাঁদের লেখা সন্দেহ-জনক। কাদের খেলা আমার সবিশেষ পছন্দ, আগের পাতাগুলোয় তার যথেষ্ট সূত্র ও ইঙ্গিত ছড়ানো, হয়তো গোয়েন্দাগিরি করারও তেমন দরকার হবে না। বিশ্বনাথের খেলার আমি অনুরক্ত। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, হয়তো নিরীহ অসহায় উদাসীন ভাবভঙ্গি, কিন্তু হাতে যখন ব্যাট নিয়ে দাঁড়ান, তখন একই সঙ্গে সহজ, খোলামেলা, অথচ একরোখা আর ছিলাটান। কেমন ক'রে হয়—'ও এমন একই সঙ্গে দু-রকম কেন,' কোনো কবির লেখা চুরি ক'রে ঘুরিয়ে বলতে ইচ্ছে করে। তাঁর খেলার রীতি ধ্রুপদী, কোনো মারে একটুও বাড়তি চেষ্টা বা ফালতু আয়োজন নেই, আছে পরিমিতি, সামান্যতম চেষ্টায় অধিকতম ফল ; কব্জি যতই নমনীয় হোক কী ক'রে সম্ভব তাঁর মারে গায়ের অত জোর, শরীর যখন অতটুকু। প্রখর তাঁর সময়জ্ঞান, আর প্রখর তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ। পক্ষান্তরে, সোলকার—কোনো-কোনো দিক থেকে বিশ্বনাথের ঠিক উলটো। 'খুদে সোবার্স'—তাঁর সম্পর্কে এমন বর্ণনা সত্যবাদী নয়, কিন্তু অনেক অর্ধসত্যের মতোই অনেকখানি ঢাকা জায়গায় আলো ফালে। চলাফেরা, ভাবভঙ্গিতে অপরিমিত উৎসাহ। প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে তাঁর সংগ্রহ ০ আর অপরাজিত ১৩—আর হয়তো টেস্টে প্রথম বলেই উইকেট পেয়ে ইনতিকাব আলমের নজির স্পর্শ করতেন, কিন্তু দলের ফিল্ডারদের সহযোগিতায় প্রথম টেস্টে সে-গৌরবও তাঁর জোটেনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিরিজ শেষ হবার আগেই তিনি দলের সেরা ফিল্ডার—বিশেষত

লেগট্র্যাপে তাঁর জুড়ি নেই, বল করেন দু-রকম, আর বিপদে-আপদে সব সময়েই কিছু-না-কিছু রান দেন—সেই রানগুলো দলের অবস্থা অনুযায়ী কখনো রগরগে তাকলাগানো, কখনো-বা দায়িত্বের ভারে মন্থর কিন্তু সুনিশ্চিত ও উৎসাহ-জাগানো। সিরিজ শেষ হবার আগেই তিনি দলের কীলক হ'য়ে উঠেছেন : সব কাজের ওস্তাদ, জ্যাকের মতো ভণ্ডুল করার জুড়িদার নন।

বিশ্বনাথ যে সোলকারের সঙ্গে জোট বেঁধেই সেঞ্চুরি করেছিলেন, এটাও-আবার মনে হয় তাৎপর্যভরা। কোনো জ্যেষ্ঠ ক্রিকেটার তাঁদের আগলে-আগলে রাখেননি। তাঁরা সংগ্রামের মধ্যেই নিজে-নিজে সংগ্রামের দীক্ষা নিয়েছেন : আর দলের তরুণতম খেলোয়াড়দের—হায়রে! ক-দিনই বা তাঁরা তরুণতম খেলোয়াড় থাকবেন—খেলার সঙ্গে মনের জোরও অসাধারণ। এঁদের উপর কেন্দ্র ক'রেই ভবিষ্যতের ভারতীয় দল গ'ড়ে উঠবে, আর সেই জন্যেই আশাবাদী হবার কারণ আছে। এঁদের সকলেরই জন্ম ভারত স্বাধীন হবার পরে—এঁরা একেবারেই অন্য যুগের মানুষ। এবং তার ফলেই তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রবল উত্থান আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী। যাত্রা যখন সহজ, পালে লাগছে ফুরফুরে হাওয়া, তখন অনেকেই পারে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিতে ; বিশ্বনাথ-সোলকার ও তাঁদের পরে যাঁরা ভারতীয় ক্রিকেটে আসবেন, তাঁরা সবাই না-হোক, বেশির ভাগ এটাই দেখাবেন যে গায়ে ভারতবর্ষের প্রতীক-আঁটা জামা পরলে, টুপি পরলে, ব্যক্তির উপর দায়িত্ব আসে অনেকখানি। এঁরা যখন খেলা শিখছিলেন, তখন জানেননি কি পাতৌদির নবাব ভারতীয় দলে কী বস্তু আমদানি করতে চাচ্ছিলেন ?

প্রথম টেস্ট : বম্বাই ; নভেম্বর ৪, ৪, ৭, ৮ ও ৯/১৯৬৯

এতক্ষণ ধ'রে যাঁরা অধিনায়ক পাতৌদির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ ক'রে এসেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, টসে জিতলেই কি-রকম অস্বস্তি আর দোটানায় পড়েন পাতৌদি—'সব অধিনায়কই তন্নতন্ন ক'রে ভাববেন ব্যাট করা উচিত কি না, তারপর ব্যাট করবেন,' মহামহিম ধন্বন্তরী ডাবলিউ. জি-র এই ব্যবস্থাপত্র কে না জানে, কিন্তু কতবার তো ব্যাট করতে গিয়ে শোচনীয় সব বিপর্যয় হ'লো। অতএব টসে না-জিততে পারলেই পাতৌদি বোধহয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু বম্বাই টেস্টে টসে জিতে পাতৌদির প্রফুল্লভাব মোটেই গোপন থাকেনি।

কী ভেবেছিলেন পাতৌদি? এ-উইকেট পাঁচদিনের আগেই ভাঙবে, আর আমাদের আছে একই সঙ্গে তুরুপের দুই টেক্কা—প্রসন্ন আর বেদি, অতএব চতুর্থ ইনিংস অস্ট্রেলিয়ার আর বাঁচোয়া নেই—আর তার জন্যে চাই প্রথম ব্যাট করতে নেমে খাতাঞ্চিখানায় বেশ-কিছু রান।

কিন্তু বাস্তবে হ'লো কী? ভারত আটত্রিশ মিনিটেই তিন উইকেটে ৪২—ম্যাকেনজি ছ-বলে দু-রান দিয়ে তিনটি উইকেট নিয়েছেন, সরদেশাই-ইনজিনিয়ারের প্রাথমিক ফুর্তিটুকু কেবল দুঃখ বেশি ক'রে বাড়িয়ে দেবার জন্যই যেন রৈ-রৈ ক'রে রান তুলেছিলো, এবং বোরদে টেস্টে পুনরাহুত হ'য়ে আবার স্লিপে ধেড়িয়েছেন।

এই অবস্থায় পাতৌদিকে—হ্যাঁ, পুনর্বার—ব্যাট করতে নামতে হ'লো। মনে আছে, দেড়মাস আগে নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে এই ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামেই কেমন খেলেছিলেন পাতৌদি? মনে আছে অশোক মানকড়ের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে কীভাবে যোগ করেছিলেন ৬৪ রান (ভারত সে-টেস্টে ৬০ রানে জিতেছিলো)? এখানে তারই পুনরাবৃত্তি হ'লো: আরো দায়িত্ববান, আরো একরোখা, আরো দৃঢ়সংকল্প। প্রথমে তাঁরা শুরু করলেন আস্তে, ধীরে, সাবধানে; একবার ম্যালেটের বলে লেগট্র্যাপে রেডপাথের হাতে ক্যাচ দিয়েও সহজে অব্যাহতি পেলেন মানকড়—তখন তিনি মাত্র ২৬ করেছিলেন—; তারপরে দেখা গেলো লরিই ফিল্ড সাজাচ্ছেন রক্ষণাত্মক—সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সীমানার ধারে, ম্যালেট বল করতে এলে স্কোয়ার লেগ থেকে লংঅনে লোক দাঁড়িয়ে পাঁচ জন। পঞ্চাশ পেরিয়ে মানকড় ধীরে-ধীরে তখন হাত খুলেছেন।

কিন্তু চায়ের বিরতির ন-মিনিট পরে, চতুর্থ উইকেটে এই জুটি যখন যোগ করেছেন ১৫৬ রান, অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাক্ষী এই রানগুলো, লরি নতুন বল নিলেন। এবং তক্ষুনি মানকড়কে আউট ক'রে দিলেন ম্যাকেনজি। ২৩৫ মিনিটে সাতটি বাউণ্ডারি হাঁকিয়ে মানকড় ৭৪ রান করেছিলেন। দিনের শেষে ভারতের রান চার উইকেটে ২০২, পাতৌদি অপরাজিত ৭৩। চারটে উইকেটই গেছে ম্যাকেনজির বলে: হয়তো কোনো উইকেটই তিনি সত্যিকার ভালো বল ক'রে পাননি।

পরদিন কিন্তু ভারত ২৭১ রানে সবাই আউট। পাতৌদি শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরি করতে পারেননি, আউট হয়েছিলেন মিড-অন বাউণ্ডারিতে লরির

হাতে, গ্রিসনের বলে, যখন তাঁর রান ৯৫। সবশুদ্ধ ব্যাট করেছেন ৩৬৭ মিনিট, হাঁকিয়েছেন চোদ্দটি চৌকো। কিন্তু এত-সব তথ্য সাজাবার পরও বলা হ'লো না কখন এবং কেন পাতৌদি ৯৫তে আউট হয়েছিলেন।

আগের দিন পাতৌদির সঙ্গে শেষ কয়েক মিনিট ব্যাট করেছিলেন ওয়াড়েকর। সেদিন সকালে ওয়াড়েকর আপ্রাণ যুঝলেন, কিন্তু তাঁর অস্বস্তিতে-ভরা স্নায়ুকাতর খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো এটা তাঁর দিন নয়; তিনি ৯ রান ক'রে এক ঘণ্টা যুঝে আউট হলেন, নামলেন সুরতি। এবং নেমে, সুরতি, পর-পর (বিশ্বাস হবে না তো?) চারটে 'জীবন' পেলেন, স্টাম্পড, দু-বার ক্যাচ, একবার রান-আউট। আর ভেবে দেখুন পাতৌদিকে—এতদূরে দলকে তিনি বহন ক'রে নিয়ে এসেছেন নিজের কাঁধে, কিংবদন্তির অ্যাটলাসের মতো, আর চোখের সামনে সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। হয়তো অধিনায়ক ব'লে তখনও তাঁর অভিনিবেশ খোয়ানো উচিত ছিলো না। কিন্তু তাঁর ছক্কার চেষ্টা শেষ হ'লো লরির কৃতজ্ঞ হাতে। ভারত ছ-উইকেটে ২৪৫। এবং ২৬ রানে, তার পরেই, বাকি চারটে উইকেট প'ড়ে গেলো।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই		ব. ম্যাকেনজি	২০
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. রেডপাথ	ব. ম্যাকেনজি	১৯
অশোক মানকড়		ব. ম্যাকেনজি	৭৪
চান্দু বোরদে	ক. চ্যাপেল	ব. ম্যাকেনজি	২
* পাতৌদির নবাব	ক. লরি	ব. গ্রিসন	৯৫
অজিত ওয়াড়েকর	লেগ- বিফোর	ব. কনোলি	৯
রুসি সুরতি	স্টা. টেবার	ব. গ্রিসন	৪
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. স্ট্যাকপোল	ব. ম্যাকেনজি	৩
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. টেবার	ব. কনোলি	২
ই. এ. এস. প্রসন্ন	অপরাজিত		১২
বিষেনসিং বেদি	ক. ম্যাকেনজি	ব. গ্রিসন	৭
অতিরিক্ত (বাই ১৫, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৫)			২৪
			২৭১

পতন: ৩৯ (সরদেশাই); ৪০ (ইনজিনিয়ার); ৪২ (বোরদে); ১৮৮ (মানকড়);

২৩৯ (ওয়াড়েকর) ; ২৪৫ (পাতৌদি) ; (২৪৬ সুরতি) ; ২৪৯ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ২৫২ (আবিদ আলি) ; ২৭১ (বেদি)।

ম্যাকেনজি	২৯	৭	৬৯	৫
কনোলি	৩১	১১	৫৫	২
গ্লিসন	৩৫'৪	১৮	৫২	৩
ওয়ালটার্স	৬	০	১৩	০
ম্যালেট	৩০	১৯	৪৩	০
স্ট্যাকপোল	৩	১	৮	০
চ্যাপেল	১	০	৭	০

দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান এক উইকেটে ৯৩—প্রসন্নর চমৎকার ভাসানো বলে লরি আউট। কিন্তু তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান সাত উইকেটে ৩২২—অর্থাৎ সারা দিনে তারা মাত্র ২২৯ রান তুলেছিলো, উইকেট পড়েছিলো ছ-টি। চায়ের সময় স্ট্যাকপোলের সেঞ্চুরির কল্যাণে (ভারতের বিরুদ্ধে স্ট্যাকপোলের এটাই প্রথম আবির্ভাব) অস্ট্রেলিয়ার রান ছিলো তিন উইকেটে ২৫৯—ব্যাট করছেন ওয়ালটার্স ও রেডপাথ, এবং দুজনেই ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পেয়েছেন। কিন্তু চায়ের পরে, ১৬৫ মিনিটে, চতুর্থ উইকেটে ১১৮ রান যোগ করার পর, অবশেষে বেদির বলে ওয়ালটার্সকে স্লিপে লুফে এই জুটি ভেঙেছিলেন বেঙ্কটরাঘবন। ক্যাচ তুলেছিলেন বটে, কিন্তু রেডপাথের খেলা তবু রমণীয় হয়েছিলো—তাঁর ৭৭ রানের মধ্যে ছিলো ১৩টি চার, আর বেশির ভাগই সুঠাম অনড্রাইভে অর্জিত। স্ট্যাকপোল ২৯০ মিনিটে করেছিলেন ১০৩, তাতে ছিলো চোদ্দটি চৌকো, আর তাঁর মারগুলো যেন ছিলো মুগুরের বাড়ি, ঠেকায় সাধ্য কার। কিন্তু এত-সব ভূরি-ভূরি রানের মধ্যে হিরের টুকরোর মতো ছোট্ট একটি ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন চ্যাপেল : রান করেছিলেন মাত্র ৩১, কিন্তু তাতেই চেনা গিয়েছিলো যে তিনি শিল্পী। প্রসন্নর যে-বলটি তাঁকে আউট করেছিলো, তাকে ঠেকানো কারু সাধ্য ছিলো না।

আমি অনেক সময়ে ভেবেছি কত বিদেশী খেলোয়াড়ের টেস্টজীবন কবে শেষ হ'য়ে যেতো, যদি-না ভারতীয় ফিল্ডাররা হতেন বদান্যতার পরাকাষ্ঠা। মনে আছে, বম্বাইতেই ক্লাইভ লয়েড, প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ০ আর ৫-এ ক্যাচ তুলে বেঁচেছিলেন ? মনে আছে, মেলবোর্নে তাঁর ১৫১ রানে চার-চারটে

ক্যাচের মধ্যে চ্যাপেল প্রথম ক্যাচ দিয়েছিলেন ১৬ তে, আর তার আগে পাঁচ ছটি টেস্টে তিনি কোনো সুবিধেই করতেই পারেননি—হয়তো ওটাই হ'তো তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট, বলা হ'তো যে তাঁর টেস্ট খেলার মতো মনের ধাত নয়।—কিন্তু সাফল্য আর ব্যর্থতার মাঝখানে হয়তো এক চুলেরই ব্যবধান—হারবার্ট স্পেনসার থেকে কেউ-কেউ উদ্ধৃতি দেবেন। চতুর্থ দিন সকালেই ৩৪৫ রানে অস্ট্রেলিয়ার সবাই আউট—আর প্রসন্নর সংগ্রহ পাঁচটি উইকেট, হ্যাঁ, ফশকানো ক্যাচ সত্ত্বেও।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

* বিল লরি		ব. প্রসন্ন	২৫
কীথ স্ট্যাকপোল	ক. সুরতি	ব. প্রসন্ন	১০৩
ইয়ান চ্যাপেল		ব. প্রসন্ন	৩১
ডগ ওয়ালটার্স	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. বেদি	৪৮
ইয়ান রেডপাথ	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৭৭
পল শিহান	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৪
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	ক. বোরদে	ব. প্রসন্ন	১৬
† ব্রায়ান টেবার	ক. সুরতি	ব. বেদি	৫
অ্যাশলে ম্যালেট	অপরাজিত		১০
জন গ্লিসন	ক. বোরদে	ব. প্রসন্ন	০
অ্যালান কনোলি	ক. বদলি (সোলকার)	ব. বেদি	৮
অতিরিক্ত (বাই ৪, নো-বল ৪)			৮
			৩৪৫

পতন : ৮১ (লরি); ১৬৪ (চ্যাপেল); ১৬৭ (স্ট্যাকপোল); ২৮৫ (ওয়ালটার্স); ২৯৭ (রেডপাথ); ৩২২ (শিহান); ৩২২ (ম্যাকেনজি); ৩৩৭ (টেবার); ৩৩৭ (গ্লিসন); ৩৪৫ (কনোলি)।

আবিদ আলি	১৮	৩	৫২	০
সুরতি	৯	২	২৩	০
বেঙ্কটরাঘবন	৩১	১১	৬৭	২
বেদি	৬৩.৪	৩৩	৭৪	৩
প্রসন্ন	৪৯	১৯	১২১	৫

অস্ট্রেলিয়া কত আর এগিয়ে? মাত্র ৭৪। খেলা শেষ হ'তে বাকি দেড়দিন। 'স্বভাবতই' সবাই ভেবেছিলেন, খেলা হবে অমীমাংসিত। কিন্তু 'স্বভাবত' কথাটা এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঠিক হবে কি? লাঞ্চের পরে খেলা যেই শুরু হ'লো, গুছিয়ে বসবার আগেই, সবাই সচমকে আবিষ্কার করলে যে ভারত পাঁচ উইকেটে ৫৯। ব্যাট করছেন ওয়াড়েকর ও সুরতি। সেটা অবশ্য অবিলম্বেই দাঁড়ালো সাত উইকেটে ৮৯—সুরতি ও আবিদ আলি আউট।

কেমন ক'রে হয় এ-সব? সত্যি-যে উইকেট তখন স্পিনে সাড়া দিতে শুরু করেছে, গ্লিসনের বল অতর্কিতে বেমক্কা লাফিয়ে উঠছে দাঁড়িয়ে পড়ছে, আর কনোলি দু-রকম কাটার দিচ্ছেন। কিন্তু তাতেও, এ-রকম ডিগবাজি, সত্যি একটু তাজ্জব কাণ্ড!

এরই মধ্যে দিনের খেলা শেষ হ'তে যখন একঘণ্টা বাকি, তখন আম্পায়ার কনোলির বলে বেঙ্কটরাঘবন উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন ব'লে রায় দিয়ে বসেছেন—যখন স্পষ্টই বলটা বেঙ্কটরাঘবন প্যাডে খেলেছিলেন। তার আগেই কনোলির বলে পর-পর লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গিয়েছেন সুরতি ও আবিদ আলি: স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো যে আম্পায়ারের রায় তাঁদের কারুই মনঃপূত হয়নি। কিন্তু কোন ব্যাটসম্যানই বা লেগ-বিফোরে কবে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়? তবে এবার তো সে-রকম কাণ্ড নয়। বলটা স্পষ্টই প্যাডে খেলেছেন বেঙ্কটরাঘবন আর আউট হয়েছেন কট-বিহাইণ্ড ব'লে। অতএব এবার ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামেও গোলযোগ শুরু হ'লো: দর্শকদের প্রতিবাদ, ধিক্কার ও হাঙামা।

তারই মধ্যে অবশ্য খেলা চললো: দিনের শেষে ভারতের রান ন-উইকেটে ১২৫—এবং 'পরাজয় থলু অনিবার্য'। পরদিন ৪৬ রান ক'রে ওয়াড়েকর যখন তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ ইনিংস খেলে আউট হলেন, তখন জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার চাই মাত্র ৬৪ রান।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

দিলীপ সরদেশাই	ক. টেবার	ব. গ্লিসন	৩
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ম্যাকেনজি	ব. ম্যালেট	২৮
অশোক মানকড়		ব. গ্লিসন	৮
চান্দু বোরদে	ক. রেডপাথ	ব. গ্লিসন	১৮
* পাতৌদির নবাব	ক. স্ট্যাকপোল	ব. গ্লিসন	০

অজিত ওয়াড়েকর	ক. ম্যাকেনজি	ব. স্ট্যাকপোল	৪৬
রুসি স্থরতি	লেগ-বিফোর	ব. কনোলি	১৩
সয়ীদ আবিদ আলি	লেগ-বিফোর	ব. কনোলি	২
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. টেবার	ব. কনোলি	৯
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. ম্যালেট	৩
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, নো-বল ২)			৬
			১৩৭

পতন : ১৯ (সরদেশাই) ; ৩৭ (মানকড়) ; ৫৫ (ইনজিনিয়ার) ; ৫৬ (পাতৌদি) ; ৫৯ (বোরদে) ; ৮৭ (স্থরতি) ; ৮৯ (আবিদ আলি) ; ১১৪ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ১২৫ (প্রসন্ন) ; ১৩৭ (ওয়াড়েকর)।

ম্যাকেনজি	১৬	৪	৩৩	০
কনোলি	২০	১০	২০	৩
গ্লিসন	৩২	১৭	৫৬	৪
ম্যালেট	২১	৯	২২	২
স্ট্যাকপোল	১·২	১	০	১

স্থরতি কি টের পেয়েছিলেন যে এটাই তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট হবে? তিনি কি দেখাতে চাচ্ছিলেন যে এখনও তিনি ফ্যালনা নন, তাচ্ছিল্য করার মতো নন? অন্তত তিনি এটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরকার হ'তো, এমনকি মাত্র দেড়শো রান, তবে ফলাফল কী হ'তো বলা যায় না—সম্ভবত উলটোরকম হ'তো। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফার সূচনায় স্থরতি যে-চাঞ্চল্য জাগিয়েছিলেন, তা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি, কিন্তু জয়ের জন্য ঐ অল্প কিছু রান তুলতেই অস্ট্রেলিয়ার লেগেছিলো ২৭ ওভার।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

কীথ স্ট্যাকপোল	লেগ-বিফোর	ব. স্থরতি	১১
* বিল লরি		ব. স্থরতি	২
ইয়ান চ্যাপেল	অপরাজিত		৩১

ডগ ওয়ালটার্স	অপরাজিত		২২
অতিরিক্ত (বাই ১)			১
		দু-উইকেটে	৬৭

পতন : ৮ (লরি) ; ১৩ (স্ট্যাকপোল)।

আবিদ আলি	৩	০	১৪	০
সুরতি	৪	১	৯	২
বেদি	৯	৫	১১	০
প্রসন্ন	৯	৩	২০	০
বেঙ্কটরাঘবন	১	০	২	০
মানকড়	০.৫	০	১০	০

দ্বিতীয় টেস্ট : কানপুর ; নভেম্বর ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০/১৯৬৯

প্রায় নতুন ক'রে ঢেলে সাজানো হ'লো ভারতীয় দল। বাদ গেলেন বোরদে, সরদেশাই, সুরতি ও আবিদ আলি ; দলে ঢুকলেন সোলকার, বিশ্বনাথ, গনদোত্রা ও সুব্রত গুহ। সুব্রত গুহ বম্বাই টেস্টের জন্যই নির্বাচিত হয়েছিলেন ; কিন্তু খেলার দিন সকালে নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি বিজয় মার্চেন্টরে অনুরোধে(!) সুব্রত গুহ স'রে দাঁড়ান—দলে ঢোকেন বেঙ্কটরাঘবন। সোলকার, গনদোত্রা ও সুব্রত গুহ এর আগে কেবল একটি ক'রে টেস্ট খেলেছেন, আর বিশ্বনাথের এটা প্রথম টেস্ট। প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি ক'রে বিশ্বনাথ প্রমাণ ক'রে দিলেন যে নির্বাচকেরা তরুণদের উপর আস্থা পোষণ ক'রে ভুল করেননি—অমরনাথ, দীপক শোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলি বেগ, হনুমন্ত সিং-এর পর তিনি ষষ্ঠ খেলোয়াড়, যিনি প্রথম আবির্ভাবেই টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। আর সোলকার দু-ইনিংসে রান করলেন ৪৪ ও ৩৫, দুর্দান্ত একটি ক্যাচ লুফলেন, উইকেট পেলেন একটি। সুব্রত গুহকে কানপুরের নিঃসাড় পিচে দারুণ খেটে তবে দুটি উইকেট পেতে হ'লো। কেবল গনদোত্রাই তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খেলতে পারেননি। দলের এই রদ-বদলে বুঝতে বাকি রইলো না যে বম্বাই টেস্টই বোরদের জীবনের শেষ টেস্ট হ'লো : সবশুদ্ধ ৫৫টি টেস্টে বোরদে পাঁচটি সেঞ্চুরি সমেত মোট রান করেছিলেন ৩০৬২, উইকেট পেয়েছিলেন ৫২টি, ক্যাচ লুফেছিলেন ৩৮টি। উমরিগড়, মঞ্জরেকারের পর তিনি তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার, টেস্টে যাঁর রান তিন হাজার পেরিয়েছে।

আস্ত সিরিজে এই কানপুর টেস্টই পুরো পাঁচদিন খেলা হয়েছিলো : অমন ইস্ত্রিকরা জামার মতো উইকেটে খেলার নিষ্পত্তি হবার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না। পাতৌদি টসে জিতেই দলের কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। ইনজিনিয়ার আর মানকড় (এবার তিনিই ইনজিনিয়ারের সঙ্গে নামলেন গোড়াপত্তন করতে) শুরু করলেন ঝড়ের বেগে, আধঘণ্টার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা সীমানার ধারে ছড়িয়ে গেলো। লাঞ্চের দশ মিনিট আগে, দলের রান যখন ১১১, স্ট্যাকপোলের বলে তাঁরই হাতে ক্যাচ দিয়ে ইনজিনিয়ার বিদায় নিলেন : তাঁর এই তুলাকালাম ৭৭ রানের মধ্যে ছিলো বারোটি চৌকো। লাঞ্চের পর ওয়াড়েকরের সঙ্গে জোট বেঁধে চমৎকার খেলছিলেন মানকড়, দেখতে-দেখতে জুটির রান উঠে গেলো ৫৬ তে, কিন্তু হঠাৎ কনোলির খাটো লেংথের ঠোকা বলে হুক করতে গিয়ে ওয়াড়েকর ধরা পড়লেন ম্যালেটের হাতে। ছোট্ট, রোগা মানুষ বিশ্বনাথের টেস্ট-ক্রিকেটে দীক্ষা হ'লো যেন আগুনের মধ্যে : তিনি নামতেই তাঁকে ঘিরে ধরলো অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডসম্যানেরা। মানকড়েরও খেলা ঝিমিয়ে এলো। এবং অবশেষে মানকড়ও যখন বিদায় নিলেন, দলের রান তখন তিন উইকেটে ১৭১। বিশ্বনাথ খেলতে নেমেছেন আধঘণ্টা, এতক্ষণে একটাও রান করতে পারেননি, তাকিয়ে দেখলেন মানকড়ের পর খেলতে নামলেন অধিনায়ক পাতৌদি। অবশেষে মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রবল বিষম ঠেকলো বিশ্বনাথের কাছে : কনোলির বলে সজোরে কাট ক'রেই দেখলেন গালিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে রেডপাথ লুফে নিলেন। কোনো রান না-ক'রেই বিশ্বনাথ বিদায় নিলেন : দলের রান একটু আগে ছিলো এক উইকেটে ১৬৭—এখন চার উইকেটে ১৭১। গনদোত্রাও আধঘণ্টা খেলে বিদায় নিলেন। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো পাঁচ উইকেটে ২৩৫—পাতৌদি আর সোলকার সাবধানে খেলে অতর্কিত বিপর্যয় রোধ করেছেন।

পরদিন সকালে ম্যাকেনজির দ্বিতীয় ওভারেই পাতৌদি যখন আউট হ'য়ে চলে গেলেন, দলের রান তখন ২৩৯। আর তখুনি সোলকারের ব্যাট থেকে বেরিয়ে এলো রগরগে মার ; ৪৪ ক'রে সোলকার বিদায় নেবার পরেই ৩২০ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হ'যে গেলো। সিরিজে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ রান। কনোলি তাঁর দু-রকম কাটারের সঙ্গে কৌশলে মন্থর বল মিশিয়ে আগাগোড়া ব্যাটসম্যানদের ভাবিয়েছেন, আর ম্যালেট বল করেছেন কলের

পুতুলের মতো : নিশানা নির্ভুল, লেংথ মাপা : ইনজিনিয়ার আর সোলকার ছাড়া কেউই তাঁর বলে কোনো স্বাধীনতা নিতে পারেননি।

ভারত : প্রথম দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ও	ব. স্ট্যাকপোল	৭৭
অশোক মানকড়	ক. ও	ব. ম্যালেট	৬৪
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ম্যালেট	ব. কনোলি	২৭
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. রেডপাথ	ব. কনোলি	০
* পাতৌদির নবাব	ক. রেডপাথ	ব. ম্যাকেনজি	৩৮
অশোক গনদোত্রা	ক. টেবার	ব. কনোলি	৮
একনাথ সোলকার		ব. কনোলি	৪৪
এস. বেঙ্কটরাঘবন	রান-আউট	নি. শিহান	১৭
সুব্রত গুহ	লেগ-বিফোর	ব. ম্যালেট	৬
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. ম্যাকেনজি	ব. ম্যালেট	২২
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৫, নো-বল ৬)			১১
			৩২০

পতন : ১১১ (ইনজিনিয়ার); ১৬৭ (ওয়াড়েকর); ১৭১ (মানকড়); ১৭১ (বিশ্বনাথ); ১৭৬ (গনদোত্রা); ২৩৯ (পাতৌদি); ২৮৫ (সোলকার); ২৮৭ (বেঙ্কটরাঘবন); ৩১৫ (গুহ); ৩২০ (প্রসন্ন)।

ম্যাকেনজি	২৫	৭	৭০	১
কনোলি	৩৬	১৩	৯১	৪
গ্লিসন	২৯	৫	৭৯	০
ম্যালেট	৫১·৫	৩০	৫৮	৩
স্ট্যাকপোল	২	১	৫	১
ওয়ালটার্স	২	১	৭	০

দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ৯৩ রানে অস্ট্রেলিয়ার তিন উইকেট ফেলে দিতে পেরে ভারতের খুশি হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। বিশেষত রান-আউট হবার আগে স্ট্যাকপোলের মেজাজ দেখে মনে হচ্ছিলো ভারতের বোলারদের

কপালে অশেষ দুঃখ আছে। দিনের শেষে ওয়ালটার্স ছিলেন অপরাজিত ২৯। তৃতীয় দিনে রেড়পাথের সঙ্গে তিনি শুরু করেছিলেন সংহারমূর্তিতে : কিন্তু বেদিই তাঁকে পেলেন শেষ পর্যন্ত। ওয়ালটার্স ভেবেছিলেনে বলটি ভাঙবে, কিন্তু বেদির টপস্পিনার তাঁর উইকেট ভেঙে দিয়ে চ'লে গেলো। অস্ট্রেলিয়া চার উইকেটে ১৪০। রেডপাথ-শিহান জুটিই তাদের শেষ ভরসা। ভারতের তাই তখন উৎসাহিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। কিন্তু পরে উইকেটের অপেক্ষায় ভারতকে কাটাতে হ'লো তিন ঘণ্টা : ততক্ষণে রেডপাথ-শিহান পঞ্চম উইকেটে যোগ করেছেন ১৩১ রান। রেডপাথের খেলার গোড়ার দিকে অস্বস্তির ছাপ ছিলো, কিন্তু ক্রমেই তাঁর হাত খুলে গেলো। তিনি প্রধানত খেলেন সামনে পা বাড়িয়ে ; তাঁর চমৎকার ৭০ রানের মধ্যে ছিলো এগারোটি চৌকো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-এর নায়ক ছিলেন শিহান। সৌষ্ঠবেভরা সূক্ষ্ম ও কমনীয় তাঁর খেলা, অথচ উইকেটের চারধারে তিনি জোরালো মার মেরে ফিল্ডিং ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁকে আটকাবার ক্ষমতা কারু ছিলো না। তাঁর প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরির জন্য এর চেয়ে ভালো মুহূর্ত বোধহয় তিনি বাছতে পারতেন না। ২৫৫ মিনিটে ২০টি চৌকো হাঁকিয়ে তিনি ১১৪ রান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পাতৌদিকে নিতেই হ'লো নতুন বল, এবং গুহ শেষ দুটি উইকেট নিয়ে যখন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের অবসান ঘটালেন, সেদিন তখন আর ভারতীয় ইনিংস শুরু করার সময় নেই।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

কীথ স্ট্যাকপোল	রান-আউট	নি· সোলকার	৪০
* বিল লরি	ক· সোলকার	ব· বেঙ্কটরাঘবন	১৪
ইয়ান চ্যাপেল	লেগ-বিফোর	ব· প্রসন্ন	১৬
ডগ ওয়ালটার্স		ব· বেদি	৫৩
ইয়ান রেডপাথ	ক· সুব্রত গুহ	ব· সোলকার	৭০
পল শিহান	ক· ইনজিনিয়ার	ব· সুব্রত গুহ	১১৪
অ্যাশলে ম্যালেট		ব· বেঙ্কটরাঘবন	৪
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	লেগ-বিফোর	ব· প্রসন্ন	০
† ব্রায়ান টেবার	ক· বিশ্বনাথ	ব· বেঙ্কটরাঘবন	১
জন গ্লিসন		ব· সুব্রত গুহ	১৩

অ্যালান কনোলি	অপরাজিত	৭
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৭, নো-বল ৫)		১৬
		৩৪৮

পতন : ৪৮ (লরি) ; ৫৬ (স্ট্যাকপোল) ; ৯৩ (চ্যাপেল) ; ১৪০ (ওয়ালটার্স) ; ২৭১ (রেডপাথ) ; ২৮৭ (ম্যালেট) ; ২৯০ (ম্যাকেনজি) ; ২৯৭ (টেবার) ; ৩৩১ (শিহান) ; ৩৪৮ (গ্লিসন)।

সুব্রত গুহ	২১.২	৬	৫৪	২
সোলকার	১৯	৭	৪৪	১
বেদি	৪৯	২১	৮২	১
প্রসন্ন	৩৯	১৮	৭১	২
বেঙ্কটরাঘবন	৩৭	১৬	৭৬	৩
বিশ্বনাথ	১	০	৪	০

চতুর্থ দিনের খেলার নায়ক বিশ্বনাথ—পঞ্চম দিনেও তিনি। মানকড় অবশ্য প্রথম দফার ৬৪র পর এবার আরো আস্থার সঙ্গে ৬৮ রান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এ-চেষ্টা সত্ত্বেও একসময় ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো চার উইকেটে ১২৫, অবিলম্বেই যেটা হ'য়ে উঠেছিলো পাঁচ উইকেটে ১৪৭। এই অবস্থায় বিশ্বনাথ-সোলকার জুটি বেঁধেছিলেন সেদিন—বিশ্বনাথ ভোলেননি যে প্রথম ইনিংসে তিনি জীবনে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে গোল্লা করেছেন। দলের অবস্থা তখন ভালো নয়, তাছাড়া লরি প্রথম দফার মতোই চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেলো ফিল্ড ছড়িয়ে গেলো ; তাঁর পরিচ্ছন্ন ; নিপুণ, সৌষ্ঠবেভরা কাট আর ড্রাইভ ঠেকাতে অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা হিমশিম। সকলকেই মুগ্ধ করেছিলো তাঁর মার ; তাঁরে আয়াসহীন চেষ্টাহীন ছন্দোময় ব্যাট, তাঁর পায়ের ক্ষিপ্রতা, তাঁর নিখুঁত সময়জ্ঞান আর সেই সঙ্গে খেলার ধ্রুপদী বাঁধুনি সবচেয়ে প্রথমে লরিকেই মানতে বাধ্য করেছিলো যে, খেলতে যিনি নেমেছেন, তিনি অসামান্য। দু-উইকেটে ৯৪ থেকে সেদিন দিনের শেষে বিশ্বনাথ স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন পাঁচ উইকেটে ২০৪ অব্দি, তাঁর নিজের রান অপরাজিত ৬৯, তাঁর জুটি সোলকার। বিশ্বনাথের প্রসাদগুণের পাশে সোলকারের প্রাঞ্জল নির্ভরতাকে ভুলে-যাওয়া অন্যায় হবে। বিশ্বনাথ পরদিন সেঞ্চুরি করার আগে পর্যন্ত সোলকারই ছিলেন তাঁর অভয় ও প্রেরণা : নিজেকে

পুরোপুরি মুছে ফেলেও তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন যে বিশ্বনাথের অধৈর্য বা অস্থির হবার কোনো কারণ নেই। বিশ্বনাথ সেঞ্চুরি করার পর, জুটির রান যখন ১১০, সোলকার ৩৫ রান ক'রে বিদায় নিলেন। বিশ্বনাথ কিন্তু সেঞ্চুরিতেই থামেননি—সবশুদ্ধ তিনশো চুয়ান্ন মিনিট ব্যাট ক'রে তিনি করেছিলেন ১৩৭—সে-বছর আটটি টেস্ট খেলেছিলো ভারত, আর এটাই ছিলো ভারতের পক্ষে একমাত্র সেঞ্চুরি। সবশুদ্ধ পঁচিশটি চৌকো হাঁকিয়েছিলেন তিনি, আউট হয়েছিলেন যখন ভারতের রান ৩০৬, যখন ভারতের পরাজয়ের আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

খেলার সোয়া দু-ঘণ্টা বাকি থাকতে সাত উইকেটে ৩১২ রানে পাতৌদি ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন, আর ১২৫ মিনিটে ভারতের অনিয়মিত বোলারদের বলে লরি আর স্ট্যাকপোল কোনো উইকেট না-খুইয়ে রান তুললেন ৯৫, লরি সে-সিরিজে সেই একবারই পঞ্চাশ পেরিয়েছিলেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. গ্লিসন	ব. কনোলি	২১
অশোক মানকড়		ব. ম্যাকেনজি	৬৮
অজিত ওয়াড়েকর	ক. চ্যাপেল	ব. কনোলি	২১
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	লেগ-বিফোর	ব. ম্যালেট	১৩৭
* পাতৌদির নবাব	লেগ-বিফোর	ব. ম্যাকেনজি	০
অশোক গনদোত্রা	ক. চ্যাপেল	ব. গ্লিসন	৮
একনাথ সোলকার	ক. টেবার	ব. ম্যাকেনজি	৩৫
এস. বেঙ্কটরাঘবন	অপরাজিত		২০
সুব্রত গুহ	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১, নো-বল ৯)			১০
		সাত উইকেটে ঘোষিত	৩১২

পতন : ৪৩ (ইনজিনিয়ার); ৯৪ (ওয়াড়েকর); ১২৫ (মানকড়); ১২৫ (পাতৌদি); ১৪৭ (গনদোত্রা); ২৫৭ (সোলকার); ৩০৬ (বিশ্বনাথ)।

ম্যাকেনজি	৩৪	১৩	৬৩	৩
কনোলি	৩৬	৭	৬৯	২
গ্লিসন	৩৫	১১	৭৪	১

ম্যালেট	৩৬	১৮	৬২	১
স্ট্যাকপোল	৭	১	২১	০
ওয়ালটার্স	৩	১	৭	০
লরি	১	০	৬	০

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

* বিল লরি	অপরাজিত	৫৬
কীথ স্ট্যাকপোল	অপরাজিত	৩৭
অতিরিক্ত (নো-বল ২)		২
	বিনা উইকেটে	৯৫

সুব্রত গুহ	৫	১	৭	০
সোলকার	১২	৩	৩৭	০
পাতৌদি	১	০	৪	০
প্রসন্ন	১৫	৬	১৭	০
বেঙ্কটরাঘবন	৪	০	১১	০
বেদি	৩	১	৮	০
গনদোত্রা	১	০	৫	০
বিশ্বনাথ	১	০	৪	০
ওয়াড়েকর	১	১	০	০
মানকড়	১	১	০	০

তৃতীয় টেস্ট : নতুন-দিল্লি ; নভেম্বর ২৮, ২৯, ৩০ ও ডিসেম্বর ২/১৯৬৯

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের একটু পরেই ম্যাকেনজির বলে বিশ্বনাথ স্কোয়ারকাট করলেন, ভারত সাত উইকেটে জিতে গেলো। কানপুরেই বিশ্বনাথ-সোলকার ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা ও প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন ; নিউ-জিলাণ্ড দলের সফরের পর, সত্যি বলতে, ভারতীয় দলের মনোবল প্রায় পাতাল ছুঁয়েছিলো ; এই জয়, তাই, দরকার ছিলো। সত্যি-যে, মানকড়, ওয়াড়েকর ও বিশ্বনাথ ও-টেস্টে ভালো ব্যাট করেছিলেন, তবু এই জয় আসলে প্রসন্ন আর বেদির। অস্ট্রেলিয়া প্রথম দফায় এগিয়ে ছিলো ৭৬ রান, কিন্তু

প্রসন্ন আর বেদি দ্বিতীয় দফায় অস্ট্রেলিয়াকে ১০৭ রানে নামিয়ে দিয়ে খেলার মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন-দিল্লির উইকেট স্পিনে প্রখরভাবে সাড়া দিয়েছিলো; ম্যালেট ভারতের প্রথম দফায় পেয়েছিলেন ৬৪ রানে ছ-উইকেট। কিন্তু প্রসন্ন আর বেদি—দুজনেই দু-ইনিংস মিলিয়ে ন-টি ক'রে উইকেট নিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে জুটি হিশেবে তাঁদের সাফল্য হয়তো লেকার-লক বা রামাধীন-ভ্যালেণ্টাইনকেও হার মানিয়ে দেয়।

অথচ এ-টেস্টে সুযোগ বেশি ছিলো অস্ট্রেলিয়ারই। টসে জিতেছিলেন লরি; ঐ উইকেটে প্রথম দফায় ব্যাট করার সুযোগ পাওয়া কম কথা ছিলো না। কিন্তু নড়বোড়ে ও নাজেহাল ইনিংসটিকে চমৎকার খেলে আগলে রেখেছিলেন ইয়ান চ্যাপেল। তাঁর নিখুঁত সুন্দর ১৩৮ রানের জন্যই অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সাত উইকেটে ২৬৭ রানে প্রথম দিন শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিলো। ভারতের বিরুদ্ধে চ্যাপেলের এটা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, সবশুদ্ধ ব্যাট করেছিলেন ২৭০ মিনিট, হাঁকিয়েছিলেন ২১টি চৌকো, কিন্তু মেলবোর্নের সেই সেঞ্চুরিতে যেমন বারে-বারে আউট হবার সুযোগ দিয়েছিলেন, এখানে তার তার কোনো পুনরাবৃত্তি হয়নি: আউট হবার আগে একটিও সুযোগ দেননি। অস্ট্রেলিয়া দলে সত্যি চ্যাপেলের মতো আর-কোনো খেলোয়াড়ই ছিলেন না, যিনি এমন শোভন সুঠামভাবে স্পিন খেলতে পারেন। এমনকি স্ট্যাকপোল বা শিহানও নন। চ্যাপেল ক্রিজ ছেড়ে বেরুতে ভয় পান না—বলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি এগিয়ে আসেন; একসময়ে, এমনকি, তাঁকে বল করাই মুশকিল হ'য়ে উঠেছিলো।

সকালে প্রথম আঘাত হেনেছিলেন সুব্রত গুহ, যখন তাঁর ইনসুয়িঙ্গারটি লরির ব্যাটের কানায় লেগে উইকেট ভেঙে দেয়। স্ট্যাকপোল-চ্যাপেল তারপর পুরো খেলাটিকেই যেন কুক্ষিগত ক'রে নেন—বিশেষত চ্যাপেলের দেখাদেখি স্ট্যাকপোল যদি ক্রিজ ছেড়ে বেরুতে শুরু না-করতেন, তবে হয়তো স্ট্যাকপোলকেও আউট করা মুশকিল হ'তো। কিন্তু বেদির অতর্কিত দ্রুত বলে পরাস্ত হলেন স্ট্যাকপোল, ইনজিনিয়ার চকিতে স্টাম্পড ক'রে দিলেন। এবং তারপরে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ওয়ালটার্স, রেডপাথ ও শিহান আউট: অস্ট্রেলিয়ার রান পাঁচ উইকেটে ১৩৩। ষষ্ঠ উইকেটে টেবারের সঙ্গে মিলে ১১৮ রান যোগ করলেন চ্যাপেল, বেশির ভাগ সময়ই টেবারকে আগলে-আগলে খেললেন। টেবার যে-৪৬ রান করেছিলেন, তা বোধ হয়

তাঁর জীবনের সেরা ব্যাটিং কীর্তি—অন্তত তাঁর রান এমনভাবে আর কখনও দলের কাজে লাগেনি। কিন্তু চ্যাপেল-টেবারের সব চেষ্টা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকালে ২৯৬ রানে আউট হ'য়ে গেলো।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

কীথ স্ট্যাকপোল	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৬১
* বিল লরি		ব. সুব্রত গুহ	৬
ইয়ান চ্যাপেল		ব. বেদি	১৩৮
ডগ ওয়ালটার্স	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	৪
ইয়ান রেডপাথ	ক. বেদি	ব. প্রসন্ন	৬
পল শিহান		ব. বেদি	৪
† ব্রায়ান টেবার	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৪৬
অ্যাশলে ম্যালেট		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	২০
জন গ্লিসন	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	১
অ্যালান কনোলি	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			৪
			২৯৬

পতন : ৩৩ (লরি) ; ১০০ (স্ট্যাকপোল) ; ১০৫ (ওয়ালটার্স) ; ১১৭ (রেডপাথ) ; ১৩৩ (শিহান) ; ২৫১ (চ্যাপেল) ; ২৬০ (ম্যালেট) ; ২৮৩ (টেবার) ; ২৯১ (ম্যাকেনজি) ; ২৯৬ (গ্লিসন)।

সুব্রত গুহ	১৪	০	৪৭	১
সোলকার	১১	১	৪৩	০
বেদি	৪২	১৫	৭১	৪
প্রসন্ন	৩৮.৪	৯	১১১	৪
বেঙ্কটরাঘবন	১৪	৪	২০	১

অস্ট্রেলিয়াকে ২৯৬ রানে নামিয়ে দিয়ে ভারত চমৎকার আরম্ভ করেছিলো। একসময় ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো দু-উইকেটে ১৭৬, খেলা ভাঙতে মাত্র সাত মিনিট বাকি। এমন সময় গ্লিসনের বলে বিশ্বনাথ ২৯ রান ক'রে আউট

হ'য়ে গেলেন, বেঙ্কটরাঘবন নামলেন নৈশপ্রহরী। এবং ম্যালেটের প্রথম বলেই বেঙ্কটরাঘবন যখন আউট হলেন, ভারতের রান দাঁড়িয়েছে চার উইকেটে ১৭৭। অতএব নামতেই হ'লো পাতৌদিকে। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো চার উইকেটে ১৮৩, মানকড় অপরাজিত ৮৯। আবারও মানকড় নিরেট, নির্ভয় ও দায়িত্ববান খেলে দলকে এত দূরে নিয়ে এসেছেন।

মানকড়ের কিন্তু পরদিন আর সেঞ্চুরি করা হ'লো না: আর মাত্র ৮ রান যোগ ক'রেই ম্যালেটের বলে লেগট্র্যাপে ধরা প'ড়ে তিনি ফিরে গেলেন হতাশ। সবশুদ্ধ ৩৩২ মিনিট ব্যাট করেছিলেন মানকড়—তাঁর ৯৭ রানে ছিলো দশটি চার। ১৯৭ তে মানকড় আউট হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাশের ঘরের মতো ভারতীয় ইনিংস আর মাত্র ২৬ রানেই ধ্ব'সে পড়লো—সকালবেলায় ভারতীয় দল ব্যাট করেছিলো সবশুদ্ধ ৮৫ মিনিট—উইকেট হারিয়েছিলো ছ-টি। সেদিন সকালে ম্যালেটের বলের হিশেব দাঁড়িয়েছিলো এ-রকম: ১৩'৩—৭—১৭—৫। কল্পনা করা যায়?

ভারত : প্রথম দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার		ব. কনোলি	৩৮
অশোক মানকড়	ক. ওয়ালটার্স	ব. ম্যালেট	৯৭
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ও	ব. স্ট্যাকপোল	২২
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ		ব. গ্লিসন	২৯
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. ওয়ালটার্স	ব. ম্যালেট	০
* পাতৌদির নবাব	ক. চ্যাপেল	ব. ম্যালেট	৮
অম্বর রায়	ক. টেবার	ব. ম্যালেট	০
একনাথ সোলকার	অপরাজিত		১৩
সুব্রত গুহ		ব. ম্যালেট	০
ই. এ. এস. প্রসন্ন	লেগ-বিফোর	ব. গ্লিসন	১
বিষেন সিং বেদি		ব. ম্যালেট	৬
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ১, নো-বল ৫)			৯
			২২৩

পতন: ৮৫ (ইনজিনিয়ার); ১১৪ (ওয়াড়েকর); ১৭৬ (বিশ্বনাথ); ১৭৭ (বেঙ্কটরাঘবন); ১৯৭ (মানকড়); ২০২ (অম্বর রায়); ২০৭ (পাতৌদি); ২০৭ (সুব্রত গুহ); ২০৮ (প্রসন্ন); ২২৩ (বেদি)।

ম্যাকেনজি	১২	৪	২২	০
কনোলি	২০	৪	৪৩	১
গ্লিসন	৩৪	১৪	৬২	২
ম্যালেট	৩২·৩	১০	৬৪	৬
স্ট্যাকপোল	১০	৪	২৩	১

লাঞ্চের আগে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েছিলো পঁচিশ মিনিট, কিন্তু তারই মধ্যে ১৬ রানে হারিয়ে বসেছিলো স্ট্যাকপোল ও চ্যাপেলকে। গুহ-সোলকার দুজনে মিলে তিন ওভার বল করতেই পাতৌদি আক্রমণ রচনা করেছিলেন প্রসন্ন আর বেদিকে দিয়ে। আর একটি দুরন্ত অফব্রেকে স্ট্যাকপোলকে বোল্ড ক'রে দিয়েই প্রসন্নই বিপর্যয়ের সূচনা করলেন। আর বেদি তাতে সাড়া দিলেন পর-পর চ্যাপেল, ওয়ালটার্স ও রেডপাথকে আউট ক'রে—লাঞ্চের পরে দশ মিনিটের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার রান চার উইকেটে ২৪। লরি আর শিহান সমূহ উচ্ছেদ ঠেকাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ততক্ষণে তাঁদের ফিল্ডাররা ঘিরে ধরেছেন—সীমানার ধারে কেউ নেই। ধীরে-ধীরে রান উঠলো, আর রানের চেয়েও যা বেশি—প্রতিরোধ গ'ড়ে উঠতে লাগলো, কিন্তু দলের রান যখন ৬১, আবার আঘাত হানলেন প্রসন্ন, যখন শিহানকে তিনি ব্যাট-প্যাড ও বেঙ্কটরাঘবন মারফৎ প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিলেন। মাত্র ১৫ করেছিলেন শিহান, সংখ্যা হিসেবে যা নগণ্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু খেলা হিসেবে তা ছিলো রোমাঞ্চকর ও উদ্দীপক। শিহানকে লুফে নিতেই টেস্টে প্রসন্নর একশো উইকেট হ'লো : এর আগে মাত্র দুজন ভারতীয় বোলারই টেস্টে একশোর উপর উইকেট পেয়েছিলেন—কিন্তু মানকড় আর সুভাষ গুপ্তে—কেউই প্রসন্নর মতো মাত্র কুড়িটি টেস্টেই একশো উইকেট সংগ্রহ করতে পারেননি। প্রসন্ন কিন্তু সেখানেই থামেননি—আরো তিনটে উইকেট তিনি তারপরে দখল করেছিলেন। সত্যি-যে লেগ-ট্র্যাপে ও স্লিপে সেদিন সোলকার, ওয়াড়েকর ও বেঙ্কটরাঘবন প্রেরণাময় ফিল্ডিং ক'রে প্রসন্ন ও বেদির বল আরো মারাত্মক ক'রে তুলেছিলেন। সবগুলো উইকেটই তাঁরা সমানভাবে ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ব্যাট বহন ক'রে এলেন লরি। ১০৭ রানে যখন দলের সবাই আউট হ'য়ে গেলো, তিনি ছিলেন অপরাজিত ৪৯। একা তিনি

প্রতিরোধ করেছেন প্রসন্ন ও বেদিকে। যদি অধিনায়কের খেলা ব'লে কোনো ইনিংসকে সনাক্ত করতে হয়, তবে এ-ইনিংসের কথা মনে পড়বেই।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

* বিল লরি	অপরাজিত		৪৯
কীথ স্ট্যাকপোল		ব. প্রসন্ন	৯
ইয়ান চ্যাপেল	ক. সোলকার	ব. বেদি	০
ডগ ওয়ালটার্স		ব. বেদি	০
ইয়ান রেডপাথ		ব. বেদি	৪
পল শিহান	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. প্রসন্ন	১৫
† ব্রায়ান টেবার	ক. ও	ব. প্রসন্ন	৭
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	লেগ-বিফোর	ব. বেদি	৭
অ্যাশলে ম্যালেট	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. প্রসন্ন	০
জন গ্লিসন	ক. বিশ্বনাথ	ব. বেদি	১
অ্যালান কনোলি	ক. ও	ব. প্রসন্ন	১১
অতিরিক্ত (বাই ৪)			৪
			১০৭

পতন : ১৫ (স্ট্যাকপোল) ; ১৬ (চ্যাপেল) ; ১৬ (ওয়ালটার্স) ; ২৪ (রেডপাথ) ; ৬১ (শিহান) ; ৮১ (টেবার) ; ৮৮ (ম্যাকেনজি); ৮৯ (ম্যালেট) ; ৯২ (গ্লিসন) ; ১০৭ (কনোলি)।

সুব্রত গুহ	১	০	৭	০
সোলকার	১	১	০	০
বেদি	২৩	১১	৩৭	৫
প্রসন্ন	২৪.২	১০	৪২	৫
বেঙ্কটরাঘবন	৮	২	১৭	০

জয়ের জন্য চাই ১৮১ রান, সময় আছে দু-দিনেরও বেশি। কিন্তু তৃতীয় দিন সন্ধেবেলায় চল্লিশ মিনিটের খেলায় ভারত হারালো ইনজিনিয়াকে, ভারত এক উইকেটে ১৩, নামলেন নৈশপ্রহরী বেদি। বিরতির পরদিন, অর্থাৎ চতুর্থ দিনে, খেলা শুরু হ'তেই ম্যালেট দ্বিতীয় উইকেট পেলেন—মানকড় আউট,

ভারতের রান দু-উইকেটে ১৮। কিন্তু বেদি, এসেছিলেন রাতের পাহারা,—তিনিই দেখালেন কীভাবে এ-উইকেটে খেলতে হয়। তাঁর অবস্থা, তাঁর খেলার রীতির নিরাপত্তা, তাঁর মনের জোর ক্রমে স্নায়ুকাতর ওয়াড়েকরের মধ্যেও আস্থা জাগিয়ে দিলো। বেদি কেবল যে ঠেকাচ্ছিলেন, তা নয়—আস্তে-আস্তে তাঁর হাত থেকে কেতাবি মারও বেরিয়ে আসছিলো। ম্যালেটকেও যে খেলা যায় এ-উইকেটে, তাই তিনি যেন প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন। বেদিকে আউট করতে গিয়ে শেষে লরিকে মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ খাটাতে হ'লো : কনোলির পর-পর দুটো খাটো লেংথের ঠোকা বলের পরেই অতর্কিতে এলো ইয়রকার : বেদি আউট হলেন বটে, কিন্তু দলের রান তখন ৬১, জয়ের জন্য চাই ১২০; আর তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, খেলতে জানলে, এ-উইকেটে ভয়ের কিছু নেই। বিশ্বনাথ ক্রমেই আক্রমণ করলেন ম্যালেটকে, আর একবার ম্যালেটের প্রভাব কেটে যেতেই হুড়মুড় ক'রে রান উঠতে লাগলো। ওয়াড়েকর খেললেন সিরিজের সবচেয়ে ঝরঝরে ও ঝলমলে ইনিংস, ২১৫ মিনিটে পনেরোটা চার হাঁকিয়ে তিনি করেছিলেন অপরাজিত ৯১। আর বিশ্বনাথ খেললেন আরো সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, সুঠাম, উদ্দীপ্ত। জয়ের মারটা এলো তাঁরই ব্যাট থেকে—অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটে ১২০ রান তুলতে তাঁদের সময় লেগেছিলো দু-ঘণ্টা।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ম্যাকেনজি	ব. ম্যালেট	৬
অশোক মানকড়		ব. ম্যালেট	৭
বিষেন সিং বেদি		ব. কনোলি	২০
অজিত ওয়াড়েকর	অপরাজিত		৯১
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	অপরাজিত		৪৪
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			১৩
		তিন উইকেটে	১৮১

পতন : ১৩ (ইনজিনিয়ার) ; ১৮ (মানকড়) ; ৬১ (বেদি)।

ম্যাকেনজি	১৪	৫	২১	০
কনোলি	১৬	৫	৩৩	১
ম্যালেট	২৯	১০	৬০	২

গ্লিসন	১২	৫	২৪	০
স্ট্যাকপোল	৮	৪	১৩	০
চ্যাপেল	২	০	১৭	০

চতুর্থ টেস্ট : কলকাতা ; ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬/১৯৬৯

প্রথম তিন দিন আলোর অভাবে সবশুদ্ধু আড়াই ঘণ্টা খেলা হয়নি, তবু চতুর্থ দিন চায়ের পরেই অস্ট্রেলিয়া কলকাতায় দশ উইকেটে জিতেছিলো। কিন্তু মূল ধ'রে যেটা টান দিয়েছিলো, সবকিছু যাতে নাড়া খেয়েছিলো, তা খেলার হার-জিত নয়, আরো-কিছু, যা কল্পনাতীত। মনে আছে, ১৯৬৭ সালের পয়লা জানুয়ারি? অপদার্থ সি.এ.বি.-র অব্যবস্থায় ওয়েস্ট-ইনডিজের সঙ্গে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন? পঞ্চাশ হাজার লোকের যেখানে জায়গা হয় না, সেখানে এক লক্ষের ওপর লোক ঢুকিয়ে, সি.এ.বি. কী করেছিলো, পুলিশ কী করেছিলো? তারপরে যে তদন্ত-টদন্ত হ'লো, বলা হ'লো আর কখনো এমন শোচনীয় ব্যাপার ঘটতে দেওয়া হবে না, টেস্টের পরিচালনার ভার সি. এ. বি. নয়, রাজ্য সরকার নেবে, সুব্যবস্থা হবে, টিকিট বিলি-বাঁটোয়ারা হবে ঠিক মতো। যেটা জরুরি, সেই স্টেডিয়াম অবশ্য এত অল্প সময়ে হবে না। তবু নিশ্চয়ই এ-প্রস্তাব মন্দের ভালো। কাজের বেলায় কিন্তু দেখা গেলো সি. এ. বি.-ই আবার সবকিছু করছে। ব্যবস্থা, বলতেই হয়, আগেকার বছরগুলোর চেয়ে ভালোই ছিলো। অন্তত প্রথম তিন দিন কোনো গণ্ডগোল হয়নি। কিন্তু চতুর্থ দিনের খেলায় হেস্তনেস্ত একটা-কিছু হবে, এটা খেলার গতি দেখে বোঝা যাচ্ছিলো। ভারত যদি দ্বিতীয় দফায় প্রতিরোধ গ'ড়ে দাঁড়াতে পারে, শেষ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে যদি অন্তত দুশো রানও তুলতে দেয়, তবে ভারতেরই জয় হবে : এ-বিষয়ে হয়তো কারু সন্দেহ ছিলো না। অতএব উত্তেজনা ও কৌতূহল যখন চরমে, তখন, তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হবার আগেই, হাজার-হাজার লোক দৈনিক টিকিটের দরজায় কিউ দিয়ে দাঁড়ালো। পুলিশ ছিলো আশপাশেই, তারা জানতো কত লোকের মতো টিকিট আছে, কিন্তু তবু যখন তার ছ-সাত গুণ বেশি লোক জমলো, তারা বাধা দেয়নি বা এমন কথা বলেনি যাঁরা কষ্ট ক'রে শীতের রাত্তিরে কিউ দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই টিকিট পাবার

সম্ভাবনা নেই। ফলে, পরদিন সকালে যা হ'লো, তার নামান্তর ঘটনা আর কিছু আছে কি না, জানি না। টিকিটের জানলা খুলতেই পিছনের লোকের চাপ এসে পড়লো সামনের লোকের উপর, ভিড় ঠেলাঠেলি বিশৃঙ্খলা, আর এ-সময়ে, হঠাৎ, কোনো কথা নেই বার্তা নেই, ঘোড়সোয়ার পুলিশ ছুটে গেলো কিউয়ের উপর দিয়ে, ছ-জন টাটকা তরুণ, ছটি সজীব প্রাণ—সেখানেই তখুনি মারা গেলেন, আর কতলোক যে জখম হ'লো, কে জানে! হ্যাঁ, ছ-জন মারা গেলেন—১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে—ইডেন গার্ডেনে, অর্ধসমাপ্ত রনজি স্টেডিয়ামের দরজায়। তাঁদের অপরাধ: তাঁরা খেলা দেখতে চেয়েছিলেন।

খেলা কিন্তু ঠিক সময়েই আরম্ভ হ'লো: সারা মাঠে টু' শব্দ নেই। আর এমনকি খেলোয়াড়রা যে পরলোকগতদের উদ্দেশে দু-মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবেন, তা পর্যন্ত করেননি! এঁদের দেখবার জন্যেই, অথচ, এত জন প্রাণ দিয়েছেন। কল্পনা করুন—সি. এ. বি. বা ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড অন্তত এই সামান্য প্রতীকী শ্রদ্ধা বা শোক জ্ঞাপন করেননি।

এ কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব। ক্রিকেটের সঙ্গে এত জনের রক্ত মিশে গিয়েছে, যে, এখন আর একে খেলা, নিছক খেলা, ব'লে ভাবতে কেমন লাগে। আমাদের খেলোয়াড়রা তো এ-দেশেই জন্মেছেন, বড়ো হয়েছেন, এ-দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন খেলায়—কিন্তু এই দর্শকদের সঙ্গে কোথাও, কোনোখানেই, কি এঁদের কোনো যোগাযোগ নেই? এঁরা কি একেবারেই আলাদা, ভারতবহির্ভূত কিম্ভুত কিমাকার তাজ্জব কিছু প্রাণী? আর যাঁরা এ-দেশের খেলার পরিচালক, তাঁরা? তাঁরাই বা কী?

কোনো দেশের কোনো খেলারই কাহিনী পুরো জানা যায় না, যতক্ষণ-না বোঝা যায় খেলা বা খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের যোগ কতটুকু, কিংবা কোথায়। পুরো আবহাওয়াটা না-বুঝলে খেলোয়াড়দেরও বোঝা যাবে না। তাঁরা তো আর আকাশ থেকে পড়েন না, তাঁরা তো নন ভুঁইফোঁড় অথবা স্বয়ম্ভূ! না কি ভারতের খেলোয়াড়রা আসলে হিমঘরে সুরক্ষিত? আলো হাওয়া ঢোকে না, দেশের সঙ্গে যোগ নেই, এমন কোথাও বড়ো হয়েছেন? দুশো বছরের বিদেশী তাঁবেদারির ম্যমি-হ'য়ে-যাওয়া প্রতিভূ? কী?

এই হিংটিংছট প্রশ্নের জট খুলতে না-পারলে, আমরা কি সত্যি কোনোদিন ভারতীয় ক্রিকেটের সত্যিকার কাহিনী জানতে পাবো?

কী হয়েছিলো কলকাতা টেস্টে? লরি টসে জিতে মেঘলা ভারি আবহা-

ওয়ায় ভারতকে ব্যাট করতে আহ্বান করেছিলেন। উইকেটে ঘাস ছিলো, একটু হয়তো স্যাঁতসেঁতেও ছিলো। পরে যত খেলা চলতে থাকে উইকেট ব্যাটসম্যানের পক্ষে চ'লে আসে। কিন্তু প্রথম দিনের সকালবেলায় আবহাওয়া ও মাঠ অনুকূলে পাবামাত্র ম্যাকেনজি যখন ইনজিনিয়ার ও ওয়াড়েকরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন, তখন স্কোরবোর্ডে ভারতের রান শূন্য। বিশ্বনাথ নেমেই উলটে আক্রমণ করলেন বোলিংকে, বিশেষ ক'রে ম্যাকেনজিকে; পয়েন্ট আর কভারের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সব বিদ্যুৎগর্ভ ড্রাইভ। ছ-টি চৌকো সমেত সবশুদ্ধ ৫৪ করেছিলেন বিশ্বনাথ, কেবল তাঁর হুকগুলোই সময়মতো লাগছিলো না, নইলে ক্রিকেটের সব রকম মারই তাঁর ঐ চমকলাগানো সাড়াজাগানো ইনিংসটিতে ছিলো।

কিন্তু সত্যিকার দ্রুত বল শুরু হ'তেই দেখা গেলো মানকড় আর যা-ই হোন, ইনিংসের গোড়াপত্তন করার যোগ্য নন। তাঁর ৯ রানের মধ্যে কতবার যে তিনি একটুর জন্য বেঁচেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অম্বর রায় শুরু করেছিলেন চমৎকার, তাকলাগানো কভারড্রাইভ আর অফড্রাইভ তাঁর, কিন্তু একবার যেই অফস্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে-যেতে-থাকা বল কাট করতে গেলেন, অমনি টেবারের দস্তানাগত। পরে কেবল ভালো খেলেছিলেন সোলকার, বেঙ্কটরাঘবন আর প্রসন্ন। কেবল তাঁদের চেষ্টাতেই যে ইনিংসটি দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত এগিয়েছিলো, তা নয়—ভারতের রান উঠেছিলো ২১২ পর্যন্ত। ম্যাকেনজি সফরে একবারই ভালো বল করেছিলেন, সে কলকাতায়, তাঁর উইকেটের সংগ্রহ দাঁড়িয়েছিলো ৬৭ রানে ছ-উইকেট। বিশ্বনাথের ৫৪, সোলকারের ৪২ ছাড়া আর যাঁরা কুড়ির উপর রান করেছিলেন, তাঁর কেউ নামজাদা ব্যাটসম্যান নন—বেঙ্কটরাঘবন ও প্রসন্ন। শূন্য রানে যখন দু-উইকেট পড়েছিলো, এবং বাইশে তৃতীয়, তখন অবশ্য কল্পনাই করা যায়নি যে শেষ পর্যন্ত ভারতের পক্ষে দেড়শো রানও সম্ভব হবে।

ভারত : প্রথম দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. স্ট্যাকপোল	ব. ম্যাকেনজি	০
অশোক মানকড়	ক. স্ট্যাকপোল	ব. ম্যাকেনজি	৯
অজিত ওয়াড়েকর	ক. ফ্রিম্যান	ব. ম্যাকেনজি	০
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. টেবার	ব. ম্যালেট	৫৪

* পাতৌদির নবাব	ক. চ্যাপেল	ব. ম্যালেট	১৫
অম্বর রায়	ক. টেবার	ব. ম্যাকেনজি	১৮
একনাথ সোলকার	ক. টেবার	ব. ম্যাকেনজি	৪২
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. স্ট্যাকপোল	ব. ম্যালেট	২৪
ই. এ. এস. প্রসন্ন	রান-আউট	নি. ফ্রিম্যান	২৬
সুব্রত গুহ		ব. ম্যাকেনজি	৪
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		৯
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১, ওয়াইড ১, নো-বল ৪)			১১
			২১২

পতন : ০ (ইনজিনিয়ার) ; ০ (ওয়াড়েকর) ; ২২ (মানকড়) ; ৬৪ (পাতৌদি) ; ১০৩ (বিশ্বনাথ) ; ১০৩ (অম্বর রায়) ; ১৫৪ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ১৭৮ (সোলকার) ; ১৮৪ (সুব্রত গুহ) ; ২১২ (প্রসন্ন)।

ম্যাকেনজি	৩৩.৪	১২	৬৭	৬
ফ্রিম্যান	১৭	৬	৪৩	০
কনোলি	১৭	৫	২১	০
ম্যালেট	২১	৮	৫৫	৩
স্ট্যাকপোল	২	০	৯	০

দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া রান তুলেছিলো দু-উইকেটে ৯৪। স্ট্যাকপোল শুরু করেছিলেন ঝড়ের বেগে, যেমন তাঁর স্বভাব। কিন্তু বেদি আর প্রসন্ন বল হাতে নিতেই খেলার গতি মন্থর হ'য়ে গেলো। লরির সঙ্গে বেদির দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হ'লো : বেদির বলের কোনো জটই খুলতে পারছেন না লরি, প্রতিটি বল খটকা জাগাচ্ছে ; প্রসন্নর বলেও স্বস্তি নেই। প্রসন্নর বলে অবশ্য স্ট্যাকপোলেরই বেশি অস্বস্তি। উত্তেজনা যখন চরমে, এমন সময় স্ট্যাকপোল হঠাৎ রান-আউট হ'য়ে গেলেন : তার আগেই অবশ্য প্রসন্নর বলে তিনি আউট হ'তে-হ'তে বেঁচে গিয়েছেন, মানকড় ক্যাচটা লোফবার কোনো চেষ্টাই করেননি। অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে ৬৫, স্ট্যাকপোল ৪১। চ্যাপেল নামতেই খেলাটা আরো জ'মে উঠলো। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধ'রে নাস্তানাবুদ হ'য়ে অবশেষে লরি বেদির বলে সোলকারের হাতে ধরা পড়লেন, অস্ট্রেলিয়া দু-উইকেটে ৮৪।

ওয়ালটার্স নেমেই প্রসন্নর বলে সুযোগ দিয়ে অব্যাহতি পেলেন। আলো

প'ড়ে আসছিলো। অতএব আধঘণ্টা আগেই সেদিনকার খেলা শেষ হ'য়ে গেলো।

চ্যাপেল আর ওয়ালটার্স তৃতীয় উইকেটে যোগ করেছিলেন ১০১ রান, অথচ ওয়ালটার্স আরো দুটো ক্যাচ তুলে রেহাই না-পেলে এত রান তোলা সম্ভবই হ'তো না। সত্যি-যে চ্যাপেল খেলছিলেন চমৎকার। এমনকি রক্ষণমূলক খেলতেও তিনি ক্রিজের বাইরে আসছিলেন। তাঁর ক্ষিপ্রতা, তাঁর পায়ের ছন্দ, তাঁর বল চেনবার ক্ষমতা—তাঁকে আলাদা ক'রে চিনিয়ে দিচ্ছিলো, বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যিনি খেলছেন তিনি শিল্পী। কিন্তু ওয়ালটার্সের মারগুলোয় না-ছিলো সময়জ্ঞান, না-ছিলো তাঁর পায়ের কাজ। অবশেষে পা বাড়িয়ে যখন তিনি বেদির বল খেলতে গেছেন, বলটা সামান্য বেঁকে গেলো, অফস্টাম্পের বাইরে, ইনজিনিয়ার চকিতে তাঁকে স্টাম্পড ক'রে দিলেন। রেডপাথ এসেই স্লিপে ওয়াড়েকরের হাতে ধরা পড়লেন। শিহানকে মনে হচ্ছিলো ঠেকানো যাবে না, প্রথম বল থেকেই তিনি এমন খেলছিলেন। কিন্তু তিনি বোলিং ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবার আগেই ৩২ রান ক'রে রান-আউট হ'য়ে গেলেন। আর সারাক্ষণ চ্যাপেল ব্যাট করছিলেন দায়িত্ববান, কিন্তু দুর্দান্ত। ঠিক যখন তাঁর সেঞ্চুরি আসন্ন, মাত্র এক রান বাকি, বেদির দ্রুততর বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করলেন।

শেষ কয়েক মিনিটে কনোলি প্রসন্নর বলে পর-পর তিনটে ছক্কা হাঁকালেন, বেদির বলে আরো-একটা, না-হ'লে চ্যাপেলের অমন চমৎকার ইনিংস সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার রান ৩৩৫ হ'তো না। বেদি পেলেন ৯৮ রানে সাত উইকেট, আর প্রসন্ন একটাও না। ক-টা ক্যাচ পড়েছিলো? না-ই-বা শুনলাম।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

* বিল লরি	ক. সোলকার	ব. বেদি	৩৫
কীথ স্ট্যাকপোল	রান-আউট	নি. মানকড়	৪১
ইয়ান চ্যাপেল	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	৯৯
ডগ ওয়ালটার্স	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৫৬
ইয়ান রেডপাথ	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেদি	০
পল শিহান	রান-আউট	নি. প্রসন্ন	৩২
এরিক ফ্রিম্যান	ক. প্রসন্ন	ব. বেদি	২৯

† ব্রায়ান টেবার		ব. বেদি	২
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	ক. পাতৌদি	ব. বেদি	০
অ্যাশলে ম্যালেট	অপরাজিত		২
অ্যালান কনোলি	ক. সুব্রত গুহ	ব. সোলকার	৩
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			৮
			৩৩৫

পতন : ৬৫ (স্ট্যাকপোল) ; ৮৪ (লরি) ; ১৮৫ (ওয়ালটার্স) ; ১৮৫ (রেডপাথ) ; ২৫৭ (শিহান) ; ২৭৯ (চ্যাপেল) ; ৩০২ (ফ্রিম্যান) ; ৩০২ (ম্যাকেনজি) ; ৩০২ (টেবার) ; ৩৩৫ (কনোলি)।

সুব্রত গুহ	১৯	৫	৫৫	০
সোলকার	৯.১	১	২৮	১
প্রসন্ন	৪৯	১৫	১১৬	০
বেঙ্কটরাঘবন	১৬	৬	৩০	০
বেদি	৫০	১৯	৯৮	৭

তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ছিলো বিনা উইকেটে ১২—অর্থাৎ তখনো ১১১ রান পেছিয়ে। চতুর্থ দিনে সকালের ঐ কাণ্ডের পর থমথমে আবহাওয়ায় খেলা আরম্ভ হ'লো এবং ১৫১ রানে ভারত শোচনীয়ভাবে ধ্ব'সে পড়লো। ফ্রিম্যান সিরিজে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে নিভু'ল নিশানায় পুরো লেংথে আগাগোড়া বল ক'রে গিয়ে চারটে উইকেট দখল করেছিলেন। যে ইয়ার্কারটিতে বিশ্বনাথ আউট হয়েছিলেন, সেটা হয়তো ছিলো খেলার সেরা বল। সোলকার যখন হাত খুলতে শুরু করেছেন, তখনই কনোলি তাঁকে পেয়েছিলেন লেগ-বিফোর। আগের বলটাতেই সোলকার হার মেনেছিলেন, কিন্তু যে-বলটায় আউট হয়েছিলেন, সেটাতে আরো।

কেবল ওয়াড়েকর এরই মধ্যে একা রান করেছিলেন ৬২। দর্শকদের কেউ বলবে না যে ওয়াড়েকরের এ-ইনিংসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ খেলার অন্তর্ভূ'ত। ওয়াড়েকর সেদিন যা খেলেছিলেন, তার চেয়ে তিনি ভালো খেলেন। তাঁর মারগুলো ছিলো আড়ষ্ট, ভিতু, সন্তর্পণ। কিন্তু তবু তাঁর এ-খেলা স্মরণীয় কেবল তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর মনের জোরের জন্য। অম্বর রায় আবারও চমৎকার শুরু ক'রে হঠাৎ অভিনিবেশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর মারগুলোতে ছিলো ব্যক্তিত্ব আর সৌষ্ঠব। কিন্তু সাফল্য হ'লো সাফল্য।

জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিলো ৩৯ রান। আর সেটা তুলতে তাদের পাঁচ ওভার ও কুড়ি মিনিটের বেশি লাগেনি।

অথচ নতুন দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়া অমন শোচনীয়ভাবে হারবার পর পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলায় যখন দিলীপ দোশি ও আনন্দ শুক্লর বলে বার-বার ভির্মি খেয়েছিলো, যখন কলকাতায় চতুর্থ ইনিংসে উইকেটে স্পিন ধরবার সম্ভাবনা ছিলো, এবং যখন লরি টসে জিতেও স্বেচ্ছায় চতুর্থ ইনিংস খেলবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তখন কেউ ভাবেনি যে এ-টেস্টে তারা জিততে পারবে। কিন্তু আবারও উইকেট আর আবহাওয়া দ্রুত বলকে সামান্যতম সাহায্য করবামাত্র, ভারত সেই-যে ভির্মি খেয়ে পড়লো, তাতে অস্ট্রেলিয়াকে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে হ'লো নামে মাত্র।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. রেডপাথ	ব. ফ্রিম্যান	১০
অশোক মানকড়	ক. টেবার	ব. ম্যাকেনজি	২০
অজিত ওয়াড়েকর	লেগ-বিফোর	ব. ফ্রিম্যান	৬২
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ		ব. ফ্রিম্যান	৫
একনাথ সোলকার	লেগ-বিফোর	ব. কনোলি	২১
* পাতৌদির নবাব	ক. কনোলি	ব. ম্যালেট	১
অম্বর রায়	ক. শিহান	ব. কনোলি	১৯
এস. বেঙ্কটরাঘবন		ব. কনোলি	০
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. স্ট্যাকপোল	ব. ফ্রিম্যান	০
বিষেন সিং বেদি	ক. চ্যাপেল	ব. কনোলি	৭
সুব্রত গুহ	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৫)			১৫
			১৬১

পতন : ২৯ (ইনজিনিয়ার); ৩১ (মানকড়); ৪০ (বিশ্বনাথ); ৯০ (সোলকার); ৯৩ (পাতৌদি); ১৪১ (অম্বর রায়); ১৪১ (বেঙ্কটরাঘবন); ১৪২ (প্রসন্ন); ১১৯ (ওয়াড়েকর); ১৬১ (বেদি)।

ম্যাকেনজি	১৮	৪	৩৪	১
কনোলি	১৬·১	৩	৩১	৪

ফ্রিম্যান	২৬	৭	৫৪	৪
ম্যালেট	১৭	৫	২৭	১

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

* বিল লরি	অপরাজিত	১৭
কীথ স্ট্যাকপোল	অপরাজিত	২৫
	বিনা উইকেটে	৪২

সুব্রত গুহ	৩	১	২৫	০
ওয়াড়েকর	২	০	১৭	০

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ ; ডিসেম্বর ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮/১৯৫৯

ঠিক ছিলো, শেষ টেস্ট খেলা হবে ছ-দিন, কিন্তু টেস্টের হার-জিত ঠিক হ'তে এমনকি চার দিনও পুরো লাগলো না—চতুর্থ দিনে লাঞ্চের এক ঘণ্টা পরেই ভারত ৭৭ রানে হেরে ব'সে রইলো। আর তার দরুন সিরিজের ফল দাঁড়ালো অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩—১। অথচ যাঁরা এ-পর্যন্ত খেলার ধারা অনুসরণ ক'রে এসেছেন, এবং এ-টেস্টের প্রতিবেদন যাঁরা পড়বেন, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন এই ফলাফল আসলে পুরো সিরিজের খেলার সত্যিকার প্রতিফলন নয়।

বিশেষত এ-টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জিত একেবারেই অপ্রত্যাশিত—এমনকি প্রথম দফায় ভারত আবার ধাড়ানো সত্ত্বেও। তৃতীয় দিনে একসময় অস্ট্রেলিয়ার হার কেউ বাঁচাতে পারতো না—তাদের রান একসময় ছিলো ২৪ রানে ছ-উইকেট, একটু পরে ৫৭ রানে সাত উইকেট, কিন্তু রেডপাথ আর মেইন দৃঢ়ভাবে খেলে অষ্টম উইকেটে যোগ করেছিলেন ৫০ ; আর জয়ের জন্য ২৪৯ রান তুলতে গিয়ে দু-উইকেটে ১১৪ থেকে ভারত ধপাশ পড়েছিলো, ১৭১ রানে সবাই আউট! এমনকি তৃতীয় উইকেটে ওয়াড়েকর ও বিশ্বনাথ চমৎকার খেলে ১০২ রান যোগ করা সত্ত্বেও।

এমন নয় যে এর জন্য পুরোপুরি দায়ী উইকেট। উইকেটে কোনো-কোনো জায়গায় চিড় ধরেছিলো ভাঙন ধরেছিলো সত্যি, কিন্তু বল কখনো অতর্কিত লাফায়নি বা মোচড় খায়নি—কেবল মনে-মনেই ব্যাটসম্যানেরা বিভীষিকা দেখেছিলেন। এ-টেস্টে উইকেট পড়েছিলো ৩৯টি, তার ২৬টিই পেয়েছিলেন স্পিনাররা।

টসে জিতেছিলেন লরি, এবং সেইটেই অনেকখানি। কিন্তু ৬০ রানে প্রথম উইকেট পড়বামাত্র অস্ট্রেলিয়ার যে-বিপর্যয় শুরু হচ্ছিলো, তাকে বাঁচিয়ে দিলেন ইনজিনিয়ার, এবং—তাঁর মারফৎ—ওয়ালটার্স। শেষ অব্দি ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ালটার্স সেঞ্চুরিটি করলেন, এবং বেশ রগরগেভাবেই করলেন। চার রান ক'রেই ওয়ালটার্স আউট হতেন, কিন্তু বেদির বলে স্টাম্প করার অতীবসহজ সুযোগটি হারালেন ইনজিনিয়ার—অস্ট্রেলিয়ার রান তখন দাঁড়াতো পাঁচ উইকেটে ৮২, কিন্তু তার বদলে পঞ্চম উইকেটে ওয়ালটার্স ও রেডপাথ যোগ করলেন ১০২ রান, জোট ভাঙলো ১৮৪তে। ভারত কত রানে হেরেছিলো যোগ-বিয়োগ ক'রে দেখুন, তাহ'লেই ইনজিনিয়ার কী করেছিলেন বুঝতে পাবেন। ওয়ালটার্স নিজে করেছিলেন সবশুদ্ধ ১০২, আর তাতে ছিলো চোদ্দটি চার ও দুটি ছক্কা। ব্যাকফুটে দারুণ জোরালো ড্রাইভ হাঁকাচ্ছিলেন তিনি, আর বল থেকে স'রে গিয়ে চমৎকার কতগুলি কাট করেছিলেন ; ঝুঁকি নিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু সফরে এই প্রথম ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে টগবগেভাবে খেলেছিলেন তিনি—একটু যে মরীয়া ভাব ছিলো না, তা নয়।

কিন্তু ওয়ালটার্সের এই সুভাগা সেঞ্চুরি সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া ২৫৮ রানে সবাই আউট হ'য়ে গিয়েছিলো। ওয়ালটার্সকে শেষ পর্যন্ত বেদিই পেয়েছিলেন, আর কনোলিকে পেয়েছিলেন সোলকার : বাকি উইকেটগুলো প্রসন্ন আর বেঙ্কট-রাঘবনই সমানভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

কীথ স্ট্যাকপোল	ক. সোলকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩৭
* বিল লরি	ক. বেদি	ব. প্রসন্ন	৩৩
ইয়ান চ্যাপেল		ব. প্রসন্ন	৪
ডগ ওয়ালটার্স	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. বেদি	১০২
পল শিহান	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	১
ইয়ান রেডপাথ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	৩৩
† ব্রায়ান টেবার	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১০
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২
লরেন্স মেইন	ক. চৌহান	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১০
অ্যাশলে ম্যালেট	অপরাজিত		২১

অ্যালান কনোলি	ক. ও	ব. সোলকার	২১
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ২)			১৩
			২৫৮

পতন : ৬০ (স্ট্যাকপোল) ; ৬৯ (চ্যাপেল) ; ৭৮ (লরি) ; ৮২ (শিহান) ; ১৮৪ (রেডপাথ) ; ২১৯ (টেবার) ; ২২৫ (ম্যাকেনজি) ; ২৪৩ (ওয়ালটার্স) ; ২৪৫ (মেইন) ; ২৫৮ (কনোলি)।

অমরনাথ	৭	০	২১	০
সোলকার	৮.২	৫	৮	১
বেদি	২৬	১০	৪৫	১
প্রসন্ন	৪০	১৩	১০০	৪
বেঙ্কটরাঘবন	৩৪	১৩	৭৪	৪

এর আগে কোনো টেস্টেই ভারত একবারও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যেতে পারেনি। এবারও ব্যর্থ হ'লো ; আর অস্ট্রেলিয়া সেই-যে ৮৫ রানে এগিয়ে রইলো খেলা জেতার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট ব'লে দেখা গেলো। ম্যালেটের অফ-স্পিনে ভারতের ব্যাটসম্যানেরা এমনই হিমশিম খাচ্ছিলেন যে পাতৌদি এসে যখন নামলেন, তখন ভারতের রান চার উইকেটে ৪০। পাতৌদি আর ইনজিনিয়ার অবস্থা ফেরাবার জন্য পালটা আক্রমণ করলেন, ঝড়ের বেগে জুটির রান উঠলো ৫৬, কিন্তু ইনজিনিয়ার জমকালো ৩২ রান ক'রেই ম্যালেটকে উইকেট দিয়ে প্রস্থান করলেন। সেই নিউজিল্যাণ্ড যখন এসেছিলো, তখন থেকে পাতৌদি পুরো দলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মঞ্জরেকারের ধরনে খেলবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু সেটা তাঁর ধাত নয়, কাজেই তাঁকে ব্যর্থতাও সইতে হয়েছে—সাফল্যের পাশাপাশি। এবার পাতৌদি অনেক দিন পরে নিজের খেলা খেললেন। দুটো ছক্কা আর পাঁচটি চৌকা হাঁকিয়ে তিনি যখন স্কোর টেনে নিয়ে এসেছেন ছ-উইকেটে ১৫৮তে, আর তাঁর নিজের রান দাঁড়িয়েছে ৫৯, সুষ্ঠু শোভন চমৎকার ৫৯টি একরোখা রান, তখন ম্যাকেনজির মন্থরতর বলের উদ্দেশে তাঁর কভারড্রাইভের অবসান হ'লো শিহানের হাতে। আর অমনি ১৬৩ রানে ইনিংস শেষ, বেদি জ্বর গায়ে ব্যাট করতে আসতে পারেননি।

ভারত : প্রথম দফা

চেতন চৌহান	ক. চ্যাপেল	ব. ম্যালেট	১৯
অশোক মানকড়	ক. টেবার	ব. মেইন	০
অজিত ওয়াড়েকর	ক. চ্যাপেল	ব. ম্যালেট	১২
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ		ব. ম্যালেট	৬
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. কনোলি	ব. ম্যালেট	৩২
* পাতৌদির নবাব	ক. শিহান	ব. ম্যাকেনজি	৫৯
একনাথ সোলকার	ক. টেবার	ব. ম্যালেট	১১
মহিন্দর অমরনাথ	অপরাজিত		১৬
এস. বেঙ্কটরাঘবন	রান-আউট	নি. মেইন	২
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. চ্যাপেল	ব. ম্যাকেনজি	০
বিষেন সিং বেদি	অসুস্থ ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৫, নো-বল ১)			৬
			১৬৩

পতন : ০ (মানকড়) ; ৩০ (ওয়াড়েকর) ; ৩৩ (চৌহান) ; ৪০ (বিশ্বনাথ) ; ৯৬ (ইনজিনিয়ার) ; ১২৮ (সোলকার) ; ১৫৮ (পাতৌদি) ১৬৩ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ১৬৩ (প্রসন্ন) ।

ম্যাকেনজি	১৬.৪	৮	১৯	২
মেইন	৭	২	২১	১
কনোলি	১৪	৫	২৬	০
ম্যালেট	২৫	৭	৯১	৫

অস্ট্রেলিয়া সেদিন বিকেলে ব্যাট করতে নামতে-না নামতেই প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে মহিন্দর অমরনাথ অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ভিত ধ্বসিয়ে দিলেন। তাঁর প্রচণ্ড ইনসুয়িঙ্গারটি স্ট্যাকপোলের স্তম্ভিত ব্যাট পেরিয়ে অফস্টাম্প ছিটকে দিলে, অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে ৪, একটু পরেই চ্যাপেলের অফস্টাম্পও ছিটকে গেলো তাঁর বলে, কিন্তু এবার তাঁর আউটসুয়িঙ্গারটি আরো দেরিতে বেঁকেছে : অস্ট্রেলিয়া দু-উইকেটে ১২। পরদিন সকালে প্রসন্ন যে-তুলকালাম কাণ্ড করলেন, তাতে একটুক্ষণ যেতে-না-যেতেই অস্ট্রেলিয়া ২৪ রানে ছ-উইকেট হারিয়ে ভির্মি খাচ্ছিলো। ২০ বলে মাত্র ৮ রান দিয়ে তিনি পর-পর ফিরিয়ে

দিয়েছিলেন ওয়ালটার্স, লরি, শিহান ও টেবারকে। কিন্তু তার পরেই আবার ফিল্ডিং ভারতকে খেলো। প্রসন্নর বলে ম্যাকেনজিকে ফেলে দিলেন বেঙ্কটরাঘবন, আর রেডপাথ কোনো রান করার আগেই প্রসন্নর বলে ইনজিনিয়ার ও ওয়াড়েকরকে পর-পর দুটো ক্যাচ দিয়ে রেহাই পেলেন। বেঙ্কটরাঘবন যখন তাঁর ভুল শোধরালেন ম্যাকেনজিকে লেগ-বিফোর পেয়ে, ম্যাকেনজি তখন মরীয়া ব্যাট হাঁকিয়ে ২৪ রান করেছেন, সপ্তম উইকেটে যোগ হয়েছে ৩৩ রান। তারপরে নামলেন হ্যাটা লরেন্স মেইন, ভারতের বিরুদ্ধে এটাই তাঁর প্রথম টেস্ট: অষ্টম উইকেটে যোগ হ'লো ৫০ রান। রেডপাথ ৬৩ করেছিলেন সবশুদ্ধ, স্নায়ুকাতর ও অস্থির প্রথম মুহূর্তে দু-দুটো ক্যাচ দিয়েছেন, কিন্তু তারপর তাঁর খেলা হয়েছিলো চমৎকার। অবশেষে প্রসন্ন যখন তাঁকে পেলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান ১৪০। শেষ উইকেটে ম্যালেট আর কনোলি যোগ করলেন আরো ১৩ রান। প্রসন্ন ৭৪ রানে ছ-উইকেট পেয়ে দু-ইনিংস মিলিয়ে খেলায় পেলেন দশ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

* বিল লরি		ব. প্রসন্ন	২
কীথ স্ট্যাকপোল		ব. অমরনাথ	৪
ইয়ান চ্যাপেল		ব. অমরনাথ	৫
ডগ ওয়ালটার্স	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	১
ইয়ান রেডপাথ	লেগ-বিফোর	ব. প্রসন্ন	৬৩
পল শিহান	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. প্রসন্ন	৮
† ব্রায়ান টেবার	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	০
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২৪
লরেন্স মেইন	ক. বিশ্বনাথ	ব. প্রসন্ন	১৩
অ্যাশলে ম্যালেট	অপরাজিত		১১
অ্যালান কনোলি	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৮
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৫, নো-বল ১)			১৪
			১৫৩

পতন : ৪ (স্ট্যাকপোল) ; ১২ (চ্যাপেল) ; ১৫ (ওয়ালটার্স) ; ১৬ (লরি) ;

২৪ (শিহান) ; ২৪ (টেবার) ; ৫৭ (ম্যাকেনজি) ; ১০৭ (মেইন) ; ১৪০ (রেডপাথ) ; ১৫৩ (কনোলি)

অমরনাথ	২৪	১১	৩১	২
সোলকার	৪	২	২	০
বেঙ্কটরাঘবন	১২·৫	২	২৬	২
প্রসন্ন	৩১	১৪	৭৫	৬
বেদি	৯	৫	৬	০

আবারও ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা ধ্যাড়ালেন। চৌহান আর মানকড় যখন আউট হলেন, ভারতের রান তখন দু-উইকেটে ১২—দুটো উইকেটই পেয়েছেন ম্যাকেনজি। জয়ের জন্য ভারতের তখনও চাই ২৩৭ রান।

চায়ের পরে এক ঘণ্টায় ওয়াড়েকর ও বিশ্বনাথ রান তুললেন ৬৩; নতুন-দিল্লির পুনরাবৃত্তি হবে নিশ্চয়ই, ভাবছিলো সবাই। পরের দিন সকালেও তাঁদের খেলার ভঙ্গি তেমনি স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস; দেখতে-দেখতে জুটির রান উঠে গেলো ১০২, ওয়াড়েকর ও বিশ্বনাথ দুজনেরই রান পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কিন্তু, ব্যক্তিগত পঞ্চাশ পূর্ণ হ'তেই ওয়াড়েকর বন্য, অন্ধ ও উদ্দাম ব্যাট চালালেন, দু-দু-বার খোঁচা দিতে-দিতে বেঁচে গেলেন, তৃতীয় বারে ব্যাটে বল লাগলো, আর স্ট্যাকপোল লুফে নিলেন।

সমাপ্তির সেটাই সূচনা। ইনজিনিয়ার আউট হলেন ৩ ক'রে, ভারত চার উইকেটে ১১৯। ম্যালেটের ফ্লাইট ধরতে পারেননি পাতৌদি, লাগলো ব্যাটের কানায়, ভারত পাঁচ উইকেট ১৩৫। তখনও বিশ্বনাথ আছেন, আর তাঁর জুটি হয়েছেন সোলকার। কিন্তু একটু পরেই ম্যালেটের ফ্লাইটে পরাস্ত হলেন বিশ্বনাথও, ব্যাট-প্যাড মারফৎ রেডপাথ লুফে নিলেন শর্টলেগে : ভারত ছ-উইকেটে ১৪২। মহিন্দর অমরনাথই কি তবে সোলকারের জুটি হবেন? কিন্তু না, অমরনাথ ফিরে গেলেন, মেইন ও টেবারের যোগসাগশে। ভারত সাত উইকেটে ১৪৪।

ইনিংস শেষ হ'লো ১৭১-এ, শেষ উইকেট পড়লো সোলকারের। হাতে আড়াই দিনের বেশি সময় ছিলো, দেখে-শুনে সাবধানে খেললে যে এ-উইকেটে টেকা যেতো, উইকেটে যেজুজু নেই, সোলকার সেটা অনেকক্ষণ চমৎকার খেলে দেখিয়ে গেছেন।

অতএব, সারমর্ম এই দাঁড়ালো যে, পাতৌদি এ-টেস্টেও জিততে পারলেন না। কিন্তু ভারতীয় দলের যে-গড়ন এতদিনের চেষ্টায় পাতৌদি দাঁড় করিয়েছেন, তাদের পক্ষেই যে দেশে-বিদেশে জেতা সম্ভব, সে-বিষয়ে অন্তত সন্দেহের অবকাশ নেই। আছেন প্রসন্ন ও বেদি, এবং চন্দ্রশেখর, যাঁকে এ-বছর কোনো টেস্টেই খেলানো হয়নি, কিন্তু আস্তিনে লুকোনো রঙের টেক্কার মতো তাঁকে সবগুলো টেস্ট-শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর বিশ্বাস করা শক্ত যে এই তিন স্পিনারের বিরুদ্ধে জগতের কোনো দল নির্ভাবনায় রান করতে পারবে। মহিন্দর ও আবিদ আলিকে দিয়ে নতুন বলের অভাব, সম্পূর্ণ না-হোক, খানিকটা ঘোচানো যাবে। এঁদের কাছে মাঝে-মধ্যে রানও আশা করা অন্যায় হবে না। বেঙ্কটরাঘবন থাকবেন অতিরিক্ত অফ-স্পিনার। আর আছেন সোলকার ও বিশ্বনাথ; এবং ওয়াড়েকর। ইনজিনিয়ার ছাড়া আর কোনো ভালো উইকেট-রক্ষক এখনও দেখা দেননি… অতএব, বাধ্য হয়েই তাঁকে হয়তো রাখা যাবে। সমস্যা: প্রথমে কে ব্যাট করতে যাবেন। মানকড় আর যা-ই হোন, কখনোই ওপেনিং ব্যাট নন। তাঁকে ছ-নম্বরে নেয়া যেতে পারে, দরকার হ'লে। দুরানি আর হনুমন্ত সিংকে পুরোপুরি ভুলে-যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সবচেয়ে যেটা জরুরি, সেটা ফিল্ডিং। ক্যাচ ফশকালে কিছুতেই চলবে না। যদি ধ'রে নেয়া যায়, এঁদের ফিল্ডিং নির্ভরযোগ্য হবে, তবে পাতৌদি গত ক-বছরে যে-দলের কাঠামো তৈরি করেছেন, তার পক্ষেই বিশ্বজয়ী হওয়া সম্ভব।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

অশোক মানকড়	ক. রেডপাথ	ব. ম্যাকেনজি	১০
চেতন চৌহান	ক. রেডপাথ	ব. ম্যাকেনজি	১
অজিত ওয়াড়েকর	ক. স্ট্যাকপোল	ব. মেইন	৫৫
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. রেডপাথ	ব. ম্যালেট	৫৯
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ও	ব. ম্যাকেনজি	৩
* পাতৌদির নবাব	ক. চ্যাপেল	ব. ম্যালেট	৪
একনাথ সোলকার	ক. ও	ব. ম্যালেট	১২
মহিন্দর অমরনাথ	ক. টেবার	ব. মেইন	০
এস্. বেঙ্কটরাঘবন		ব. ম্যালেট	১৩
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. ম্যাকেনজি	ব. ম্যালেট	৫

বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত	০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, নো-বল ৫)		৯
		১৭১

পতন : ৩ (চৌহান) ; ১২ (মানকড়) ১১৪ (ওয়াড়েকর) ; ১১৯ (ইনজিনিয়ার) ; ১৩৫ (পাতৌদি) ; ১৪২ (বিশ্বনাথ); ১৪৪ (অমরনাথ) ; ১৫৯ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ১৬৯ (প্রসন্ন) ; ১৭১ (সোলকার)।

ম্যাকেনজি	২৪	৯	৪৫	৩
মেইন	১৮	৮	৩২	২
ম্যালেট	২৯.২	১২	৫৩	৫
কনোলি	৯	৪	১৮	০
স্ট্যাকপোল	৫	২	১৪	০

পর্যায় ২৯

বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ ১৯৭১

ভারত আর ওয়েস্ট-ইনডিজ এ-পর্যন্ত তেইশটি টেস্ট খেলেছে, আর তার ১২টিতে জিতেছে ওয়েস্ট-ইনডিজ, বাকিগুলো থেকেছে অমীমাংসিত ; ভারত এমনকি কোনো টেস্টে প্রথম দফাতেও এগিয়ে যেতে পারেনি। অতএব এই বাস্তবজ্ঞান নিয়েই যখন ভারত এবার ক্যারিবিয়ন সফরের উদ্যোগ করলে, তখন সবাই নির্বাচকদের মধ্যে আশা করেছিলো সুবিবেচনা ও কল্পনার ছাপ। দল গড়া যেতে পারে নতুন ভাবে। আমরা একটু আগেই দেখেছি ফাস্টবোলারের সবিশেষ অভাব থাকা সত্ত্বেও একটি চমৎকার দল গ'ড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলো ভারত। কিন্তু প্রথমেই এলো ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের তাজ্জব নির্দেশ : যে-সব ভারতীয় খেলোয়াড় বিদেশে ক্রিকেট খেলেছেন, রনজি দলীপ বা ইরানি ট্রফিতে খেলেননি এ-বছর, তাঁদের যেন দলে না-নেয়া হয় ; অতএব এক ঢিলে ইনজিনিয়ার ও সুরতি বাদ। পরে আবার বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা ইনজিনিয়ারকে এই কানুনের হাত থেকে মাপ ক'রে দেবার জন্য চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন, কিন্তু তখন আবার নির্বাচক সমিতি বললেন হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বে না। অতএব, সফরের জন্য দুজন আনকোরা উইকেটরক্ষকের দরকার হ'য়ে পড়লো। আর সুরতির জায়গায় অন্তত আরেকজন খেলোয়াড়, যিনি দরকার হ'লে নতুন বলের পালিশ নষ্ট ক'রে দিতে পারেন। সুরতি যে কখনো ক্যাচ ফ্যালেননি, তা নয়—তবু ভারতীয়দের মধ্যে ফিল্ডিং-এ তাঁর দোসর খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিলো।

এই টানাপোড়েনের মধ্যেই পরবর্তী বার্তা এলো যে পাতৌদিকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে : নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ওয়াড়েকর, আর তাঁর সহকারী বেঙ্কটরাঘবন। মজার ব্যাপার এই যে, পাতৌদিকে যে-সভায় নির্বাচকরা সরিয়েছিলেন, সেখানে একজন নির্বাচক অনুপস্থিত ছিলেন (টেলিফোনেও কি তাঁর মত জানা যেতো না ?), এবং বাকিরা ছিলেন সমভাবে বিভক্ত--পাতৌদির পক্ষে দুজন, বিপক্ষে দুজন। নির্বাচক মণ্ডলীর সভাপতি বিজয় মার্চেন্ট তাঁর পদাধিকারের বিশেষ ভোটে পাতৌদিকে অপসৃত করলেন। আলোচনা অবশ্য হয়েছিলো দু-ঘণ্টার উপর, কিন্তু গীতার বচনে এখানে কাজ দেয় না, এ-ক্ষেত্রে ফলটাই আসল। পাতৌদি তার পরেই

জ্যাক নরীগা	রান-আউট	নি. বিশ্বনাথ	৯
	অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ৯, নো-বল ৩)		২৩
			৩৬৩

পতন : ৭৮ (ক্যারু) ; ১১৯ কানহাই) ; ১৩১ (ফ্রেডেরিকস) ; ২১৩ (ডেভিস) ; ২৩৬ (লয়েড) ; ২১৩ (সোবার্স) ; ২৪৬ (বয়েস) ; ২৫৬ (শিলিংফোর্ড) ; ৩৪০ (গিবস) ; ৩৬৩ (নরীগা) ।

আবিদ আলি	১৩.২	৫	৪২	০
সোলকার	১৭	৩	৩৪	১
বেঙ্কটরাঘবন	৫৯	১৪	১২৮	৩
বেদি	৫৫	১৮	৮৫	২
দুরানি	১৪	৩	৫১	১

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হবার আগেই 'উত্তরে ভারত করেছিলো এক উইকেটে ১১৪। হয়তো খেলার গতিই বদলে যেতো, যদি শিলিংফোর্ডের বলে স্লিপে সোবার্স গাভাসকারকে লুফতে পারতেন, গাভাসকার তখন মাত্র ৬ করেছিলেন। কিন্তু দিনের শেষে গাভাসকার ছিলেন অপরাজিত ৪৮, অন্য প্রান্তে ওয়াড়েকর অপরাজিত, ১৬। মানকড় আর গাভাসকার প্রথম উইকেটে আবার ৭২ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিন সোবার্স আগের দিনের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করলেন, খেলা শুরু হবামাত্র ওয়াড়েকরকে ইয়র্কড ক'রে দিয়ে। কিন্তু ভারতীয় দলের দুই তরুণতম খেলোয়াড়—গাভাসকার ও বিশ্বনাথ—দুজনেই ছোট্ট বেঁটে-খাটো পাঁচ ফিট দুই, গাভাসকার এমনকি ছোটোদের মাপের ব্যাট দিয়ে খেলেন ওয়েস্ট-ইনডিজের সমস্ত চেষ্টাকেই ঠেকালেন। গিবস একসময় বল করেছিলেন ১৩ ওভার, লেগ-স্টাম্প লক্ষ ক'রে নিখুঁত লেংথে, রান দিয়েছিলেন মাত্র ১১, কিন্তু রান আটকে রাখা ছাড়া আর-কিছুই করতে পারেননি।

অবশেষে এলো গাভাসকারের সেঞ্চুরি, চার ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে। তৃতীয় উইকেটে ১১২ রান যোগ হয়েছিলো ১১২ মিনিটে—অবশেষে সোবার্স নিলেন নতুন বল। ক্যাচ ফশকাবার শোধ তুলতেই তিনি বয়েসকে না-দিয়ে শিলিং-ফোর্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় নতুন বলে আক্রমণ রচনা করলেন, অবিলম্বেই পেলেন গাভাসকারকে।

নতুন বলে একটা ছোটোখাটো বিপর্যয়ই হয়েছিলো—দু-উইকেটে ২২৮ থেকে একটু পরেই স্কোর দাঁড়িয়েছিলো পাঁচ উইকেটে ২৪৬। যেন নতুন বলে প্রথমে বল করতে দেয়া হয়নি ব'লেই বয়েসের সমস্ত কোপ পড়েছিলো বিশ্বনাথের উপর। তিনিই নিয়েছিলেন বিশ্বনাথের উইকেট, যখন তাঁর রান ৫০। আসলে বয়েস প্রথচ ইনিংসে ব্যাট করার সময় ও প্রথম নতুন বলে বল করবার সময় প্রথম টেস্ট খেলবার উত্তেজনায় নিজের উপর সুবিচার করেননি।

কিন্তু তারপরে আবার অবস্থার পুনরুদ্ধার করলেন সরদেশাই ও আবিদ আলি—ভারত অবশেষে প্রথম দফায় তেরো রান এগিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জয় ঘোষণা করলো— আর এক অর্থে খেলার ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গেলো তখনই।

ভারত : প্রথম দফা

অশোক মানকড়		ব. নরীগা	৪০
সুনীল গাভাসকার	ক. ক্যারু	ব. সোবার্স	১১৬
* অজিত ওয়াড়েকর		ব. সোবার্স	১৬
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ		ব. বয়েস	৫০
সেলিম দুরানি	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	২
দিলীপ সরদেশাই	রান-আউট	নি. বয়েস	৪৫
একনাথ সোলকার	রান-আউট	নি. কানহাই	১৬
সয়ীদ আবিদ আলি	অপরাজিত		৫০
এস. বেঙ্কটরাঘবন	লেগ-বিফোর	ব. শিলিংফোর্ড	১২
† পোচিয়া কৃষ্ণমূর্তি	রান-আউট	নি. ফ্রেডেরিকস	০
বিষেন সিং বেদি	লেগ-বিফোর	ব. বয়েস	২
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৬, ওয়াইড ১, নো-বল ১৫)			২৭
			৩৭৬

পতন : ৭২ (মানকড়) ; ১১৬ (ওয়াড়েকর); ২২৮ (গাভাসকার) ; ২৪৪ (দুরানি); ২৪৬ (বিশ্বনাথ) ; ২৭৮ (সোলকার) ; ৩৩৯ (সরদেশাই) ; ৩৭০ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ৩৭৪ (কৃষ্ণমূর্তি) ; ৩৭৬ (বেদি)।

বয়েস	২০.২	৫	৪৭	২
শিলিংফোর্ড	২১	২	৭৬	১
গিবস	৩৯	১৭	৬১	০
নরীগা	৪২	৯	৯১	১

জানালেন যে তিনি রাজনৈতিক নির্বাচনে দাঁড়াবেন ব'লে সফরে যেতে পারবেন না। অতএব ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডার পাতৌদির অভাব পূরণের জন্যও আরেক জন চাই।

উপরের দুটি তথ্য থেকে কী-কী জানা যেতে পারে, এখানে একটুক্ষণ থেমে সেটা লক্ষ করা যাক। বিদেশে কেউ খেললে তাঁকে নেয়া হবে না—এ-সিদ্ধান্ত যে অদ্ভুত, অযৌক্তিক এবং হয়তো-বা উদ্দেশ্যপ্রসূত, সে-সম্বন্ধে অন্তত দেশের লোকের কোনো সংশয় ছিলো না। কয়েক মাস পরেই ইংলণ্ড সফরের আগে এই 'একুশে আইন' বাতিল ক'রে দেয়া হবে—এবং ইনজিনিয়ার দলে ঢুকবেন। আর পাতৌদিকে সরানো? কী করেছিলেন অধিনায়ক পাতৌদি? অধিনায়ক হিশেবে ভারতীয় দলে তাঁর দান কী? তিনি শুরু করেছিলেন কনট্রাকটরের সেই দুর্ঘটনার পর—কিন্তু তিনি পেছিয়ে যাননি, কনট্রাকটরের আরব্ধ কাজই সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর সময়েই ভারতীয় দল মোটমাট চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলেছে। উমরিগড়ের আমলে এমনও দিন গিয়েছিলো যে ভারত সারা দিন খেলে মাদ্রাজে ১৯৫৬ সালে পাঁচ উইকেটে রান তুলেছিলো ১১৭। পাতৌদি অন্তত সেই মানসিক জড়তা ও শিকল খুলে দিয়েছিলেন। তাতে কী বদলেছিলো? তাঁর সময়ে কি শোচনীয়ভাবে বহুবার ভারতীয় ব্যাটিং ধ্ব'সে যায়নি? গিয়েছিলো। এ পর্যন্ত তো এক অর্থে তারই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখে এসেছি—শোচনীয় ও পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তারই মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও নজির উপস্থাপিত করেছিলেন বার-বার, এক চোখ নেই, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিলাণ্ড সফরে এমনকি তাঁর একটি পাও ছিলো না—কিন্তু এক চোখে এক পায়ে তিনি যা খেলেছেন, তা দলের কাছে প্রেরণার কাজ করেছে, বিশল্যকরণীর কাজ করেছে, তিনি বহন করেছেন আস্ত গন্ধমাদন। কী ব্যাটিং এ, কী ফিল্ডিংএ, তিনি দলের লোকদের কাছে এমন কিছু দাবি করেননি, যা তাঁর নিজের পক্ষে করা অসম্ভব ছিলো। কী দল তাঁর হাতে ছিলো? এজবাস্টনে নতুন দল বলে আক্রমণ সাজিয়েছেন কুন্দেরান! হ্যাঁ, কুন্দেরান! কানপুরে ১৯৬৪ সালে দুরানি! বম্বাইতে ১৯৬৬-৬৭ সালে চন্দ্রশেখর! কিন্তু সব ক্ষেত্রেই, তবু, তাঁর দল সবসময়েই বিপক্ষের কাছে শঙ্কা হ'য়ে ছিলো। বম্বাইতে বা নতুন-দিল্লিতে তিনি যখন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলেন, তখন সেগুলো ১৯৫৯ সালের কানপুরের মতো প'ড়ে-পাওয়া নয়, অর্জন করা। নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে নতুন

দিল্লিতে মিনিটে এক রানের বেশি রান তুলতে গিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যখন মাথা গরম ক'রে যা-তা কাণ্ড করছিলেন, তখন পাতৌদি নিজে নেমেই যে কেবল পথ দেখিয়েছিলেন, তা নয়—ভারত শেষ পর্যন্ত জিতেছিলো অনায়াসে।'

জয়ী দলের নেতৃত্ব কে না দিতে পারে? কিন্তু যে-দল বার-বার হারে, যে-দলের হাতে স্পিন ছাড়া আর কোনো ভরশা নেই, বাউন্সারের বদলে বাউন্সার যে-দল ফিরিয়ে দিতে পারে না, সে-দলের পরিচালনা নিশ্চয়ই সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু পাতৌদি অবশেষে একটা দল গ'ড়ে তুলেছিলেন, যার মনোবল বাড়ছিলো, যে-দল তৈরি হচ্ছিলো একটি সংহত শক্তিতে। পাতৌদি অনেক দিন নেতৃত্ব দিয়েছেন—নতুন নেতা চাই এবার, চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি—এ-যুক্তি বাস্তবে অচল। কারণ তাহ'লে আগাগোড়াই নতুন রক্তের সঞ্চার করা দরকার। কিন্তু কার্যত কী হ'লো? আবিদ আলি ও দেবরাজ গোবিন্দরাজের সঙ্গে ক্যারিবিয়ন সফরের জন্য নির্বাচিত হলেন জয়সীমা—মহিন্দর অমরনাথ নয়। ব্রিসবেন টেস্টের সেই বীরত্বের পর জয়সীমা টেস্ট খেলছেন ছটি—কোনো বারই আর ব্যাটে সফল হননি। হায়দরাবাদে নিজের মাঠে নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে দুই ইনিংসেই তিনি গোল্লা করেছিলেন।

বেঙ্কটরাঘবনকে সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত ক'রে কী করা হয়েছিলো? বাদ দেয়া হয়েছিলো চন্দ্রশেখরকে। অথচ নিউ-জিলাণ্ডের ১৯৬৯ সালের ভারত সফরের সময় থেকেই চন্দ্রশেখর বল করছেন জয়ীর মতো, একাই হয়তো খেলা জিতিয়ে দেবার পথে যথেষ্ট। অথচ ধ'রেই নেয়া হ'লো ভারত ওয়েস্ট-ইনডিজে টেস্টে একই সঙ্গে দুজন অফ-স্পিনার নামাবে, বেদি বল করবেন গোঁড়া বাঁহাতি, কিন্তু কোনো লেগস্পিনার থাকবে না। কিংবা, যদি কখনো পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখরের প্রতি ঔদাসীন্য কমে, তবে তাঁকে দলে নিতে হ'লে বাদ দিতে হবে প্রসন্নকে—সহ-অধিনায়ক টেস্ট খেলবেন না, তাও কী হয়? এ-কথার মানে এই নয় যে বেঙ্কটরাঘবনকে দলে নেয়া হবে না, যেভাবে তিনি অবিশ্রাম অনুশীলন ও চর্চার ফলে ক্রমশ উন্নতি করেছেন, তাতে কালক্রমে হয়তো ভারতীয় দলে তাঁর ভূমিকা হবে সেই রকম, ইংলণ্ড দলে যে-রকম রে ইলিঙওয়ার্থ। কিন্তু প্রসন্ন শেষ পর্যন্ত প্রসন্নই—এক এবং অদ্বিতীয়।

ওপেনিং ব্যাটের সমস্যা মেটেনি; দলে ঢুকলেন দুজন তরুণ খেলোয়াড় সুনীল গাভাসকার ও কেনিয়া জয়ন্তিলাল। আর রইলেন মানকড়। আবিদ আলি, সরদেশাই বা জয়সীমা নানা সময়ে দলের গোড়াপত্তন করতে নেমেছেন

বটে, কিন্তু তাঁদের সত্যিকার স্থান দলের মাঝখানে। গাভাসকার ছিলেন সোলকারের নেতৃত্বে ভারতীয় স্কুল দলে। তাঁর খেলা ক্রমশ ভালো হচ্ছে। আর জয়ন্তিলাল হায়দরাবাদের হ'য়ে ব্যাটিং শুরু করতে নামেন—মোটামুটিভাবে তাঁর খেলার রীতিতে স্থায়িত্বের অভাব আছে। সোলকার, আবিদ আলি, ওয়াড়েকর ও বেঙ্কটরাঘবন—তাঁদের উপস্থিতির জন্য লেগ-ট্র্যাপে ও স্লিপে নির্ভর করা যাবে। বিশ্বনাথ, বেদি, প্রসন্ন—এঁরা সব সময়েই নির্ভরযোগ্য। ফিল্ডিং-এ সন্দেহভাজন সরদেশাই ও মানকড় ; গাভাসকার শুধু দৃঢ় সংকল্প ও অনুশীলনের ফলেই ক্রমশ ভালো ফিল্ডিং করছেন।

আর দলে আছেন দুরানি—গত ক্যারিবিয়ন সফরে তাঁর বল ছিলো আগাগোড়াই শঙ্কার কারণ, আর তাঁর ব্যাটিং অনেকবার বিপর্যয়ের মধ্যে দলকে সমূহ উৎপাটনের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলো। কিন্তু দুরানি খেয়ালি ; তাঁর মেজাজ থাকলে তিনি খেলা জিতিয়ে দিতে পারেন, আর না-হ'লে তাঁকে দিয়ে হয়তো কিছুই হবে না। অনেকটা ইংলণ্ডের কলিন কাউড্রের মতো। কনট্রাকটর তাঁকে চমৎকার ব্যবহার করতে পেরেছিলেন ; পাতৌদিও দুরানিকে ভালোভাবে চালিয়েছিলেন। ওয়াড়েকর কী করেন, দেখা যাবে।

গৌরচন্দ্রিকা বিস্তৃত হ'লো, তার কারণ ভারতীয় দলে যে সব অদলবদল হ'লো, তার জের অনেক দিন চলবে। তাছাড়া ভারতের ক্রিকেটের পরবর্তী বিকাশও এর উপর নির্ভর ক'রে আছে। আমরা শুধু এটুকু দেখেছি যে ষাটের দশকে ভারত বার-বার বিজয়ীদলের মতো খেলেছে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। হয়তো নতুন দশক সেই পুরোনো শিকড় গেঁড়ে-বসা রীতিকে উপড়ে ফেলতে পারবে।

প্রথম টেস্ট : কিংসটন, জ্যামেকা ;
ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯, ২০, ২২ ও ২৩/১৯৭১

বৃষ্টির জন্য প্রথম দিনের খেলা যে শুধু ভেসে গিয়েছিলো, তা-ই নয়, ঢাকার মধ্য দিয়ে জল চুঁইয়ে ঢুকেছিলো পিচে। টসে জিতেই তাই সোবার্স ভারতকে ব্যাট করতে পাঠাতে একটু দ্বিধা করেননি। গাভাসকার ও বিশ্বনাথ দুজনেই ছিলেন আহত ; আর মানকড় অসুস্থ। জয়ন্তিলাল তাই হায়দরাবাদের জুড়ি ব্যাটসম্যান আবিদ আলির সঙ্গে ভারতের গোড়াপত্তন করতে নামলেন। এবং

খেলা শুরু হ'তে-না হ'তেই বিপর্যয় : লাঞ্চের সময় ভারতের রান তিন উইকেটে ৫৬, আর লাঞ্চের পরেই তা হ'য়ে উঠলো পাঁচ উইকেটে ৭৫। কেবল যে দ্রুত বলেই এই পতন হ'লো তা নয়, স্যাঁৎসেঁতে অংশে বল প'ড়ে মন্থর হ'য়ে যাচ্ছিলো, আর তাতে সময়মতো ব্যাট চালানো অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো। উইকেটগুলো পড়েছিলো কিন্তু দ্রুততর, শুষ্কতর দিকে।

প্রথম দুটি আঘাত হেনেছিলেন শিলিংফোর্ড : দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করেছিলেন জয়ন্তিলাল, আর আবিদ আলি তৃতীয় স্লিপে। তারপরেই হোলডার হারলেন তৃতীয় আঘাত—ওয়াড়েকরের পুল থেকে শর্টলেগে যখন তাঁকে ফ্রেডেরিকস লুফে নিলেন, ভারতের রান তিন উইকেটে ৩৬। দুরানি যুঝেছিলেন এক ঘণ্টার উপর, কিন্তু ব্যারেটের লেগব্রেক যখন তাঁকে সরিয়ে দিলো, ভারতের রান চার উইকেটে ৬৬। তারপরেই ব্যাট আর প্যাডের ফাঁক দিয়ে যখন জয়সীমার থতমত ব্যাট পেরিয়ে হোলডারের বল উইকেটে গিয়ে লাগলো, তখন ৭৫ রানে ভারতের পাঁচ উইকেট গড়াগড়ি যাচ্ছে।

সোলকার নামলেন এই অবস্থায়। দেশের বাইরে এই তাঁর প্রথম টেস্ট। পুনরুদ্ধারের প্রথম ধাপ শুরু হ'লো। দিনের শেষে ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ১৮৩, ব্যাট করছেন সরদেশাই ও সোলকার। পরদিন যখন জুটির রান হয়েছে ১৩৭, সরদেশাই তাঁর সেঞ্চুরির মুখে দাঁড়িয়ে, আর সোলকারের নিজের রান ৬১, এবং সোলকার হাত খুলে মারতে শুরু করেছেন, তখন সোবার্স সোলকারকে একটি চমৎকার চায়নাম্যানে পরাস্ত করলেন। ষষ্ঠ উইকেটের এই ১৩৭ রান ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে ভারতের নতুন নজির হ'লো। এবার সরদেশাই সংহার মূর্তি ধরলেন, বিশেষত যখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে ভারতীয় ইনিংসের অবসান আসন্ন, বেঙ্কটরাঘবন বা কৃষ্ণমূর্তি কেউই বেশিক্ষণ টেকেননি। কিন্তু প্রসন্ন নেমেই বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি সহজে উইকেট খোয়াতে রাজি নন, অমনি সরদেশাই আবার ঝুঁকি কমিয়ে সাবধানে ব্যাট করতে শুরু করলেন : নবম উইকেটে প্রতিষ্ঠিত হ'লো নতুন নজির, ১২২ রান।

সত্যি যে সরদেশাই সেঞ্চুরি ক'রেই সুযোগ দিয়েছিলেন, ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে তুলে মারতে গিয়ে। কিন্তু সে শুধু অন্য প্রান্তে উইকেট পড়ছিলো ব'লেই তখন তিনি যত বেশি সম্ভব রান তুলে নিতে চাচ্ছিলেন। প্রসন্ন এসে যখন শান্তভাবে দেখালেন যে, তিনি লড়াই না-ক'রে উইকেট বিলিয়ে দিতে নারাজ, তখনই আবার সরদেশাই তাঁর ধ্রুপদী ও পরিশীলিত ভঙ্গিতে ব্যাট ক'রে

গিয়েছিলেন। চায়ের বিরতির আগে তিনি কিছুতেই উইকেট খোয়াননি। সবশুদ্ধ ব্যাট করেছিলেন ৪৯০ মিনিট,একটি ছক্কা ও সতেরোটি চৌকো সমেত রান করেছিলেন ২১২, টেস্টে তাঁর দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি। তিনি যে কেবল ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধেই ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নজির রেখেছিলেন, তা নয়—তিনিই প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি বিদেশের মাঠে টেস্টে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। কিন্তু এ-সব ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নজির ছাড়াও, যেভাবে তিনি প্রথমে সোলকারের সঙ্গে ও পরে প্রসন্নর সঙ্গে জোট বেঁধে বিপন্ন অবস্থা থেকে ভারতকে নিরাপদ অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন, তার তুলনা বিরল। তাঁর সাহস, অভিনিবেশ ও মনের জোর অসাধারণ—আগেও অনেকবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া এটা ব্যক্তিগত স্তরেও মস্ত লড়াই ছিলো : টেস্ট দলে অনেক ব্যর্থতার পর তিনি নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন : এমন নাটকীয় পুনরুত্থান বিশ্ব ক্রিকেটে আর সম্ভবত নেই।

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	ক. ক্যামাশ	ব. শিলিংফোর্ড	৬
কেনিয়া জয়ন্তিলাল	ক. সোবার্স	ব. শিলিংফোর্ড	৫
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. ফ্রেডেরিকস	ব. হোলডার	৮
দিলীপ সরদেশাই	ক. ফিল্ডলে	ব. হোলডার	২১২
সেলিম দুরানি		ব. ব্যারেট	১৩
এম. এল. জয়সীমা		ব. হোলডার	৩
একনাথ সোলকার		ব. সোবার্স	৬১
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. ফিণ্ডলে	ব. সোবার্স	৪
† পোচিয়া কৃষ্ণমূর্তি		ব. নরীগা	১০
ই. এ. এস. প্রসন্ন		ব. হোলডার	২৫
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		৫
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৬, নো-বল ২০)			৩৫
			৩৮৭

পতন : ১০ (জয়ন্তিলাল); ১৩ (আবিদ আলি); ৩৬ (ওয়াড়েকর); ৬৬ (দুরানি); ৭৫ (জয়সীমা) ; ২১২ (সোলকার) ; ২২২ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ২৬০ (কৃষ্ণমূর্তি), ৩৮২ (প্রসন্ন) ; ৩৮৭ (সরদেশাই)।

হোলডার	২৭.৪	৯	৬০	৪
শিলিংফোর্ড	২৬	২	৭০	২
সোবার্স	৩০	৮	৫৭	২
নরীগা	৩১	৭	৬৯	১
ব্যারেট	৩৫	৬	৮৬	১
লয়েড	৪	১	৭	০
ক্যারু	৫	২	৩	০

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট-ইনডিজ ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েছিলো সত্তর মিনিট, আর তাতে কুড়ি ওভারে বিনা উইকেটে রান তুলেছিলো ৩৬—ফ্রেডেরিকস অপরাজিত ১৯, আর ক্যামাশ অপরাজিত ১৭। কখনোই ফ্রেডেরিকস বা ক্যামাশকে প্রসন্ন আর বেদির বলে নিরাপদ মনে হয়নি, ক্রিজে জবুথবুভাবে দাঁড়িয়ে তাঁরা ফ্লাইটের জট খোলবার চেষ্টা করছেন, বলকে মনে হয়েছে প্রহেলিকা, কিন্তু তবু প্রথম উইকেটে তাঁরা করেছিলেন ৭৩ রান। সত্যি-যে বেদি লেংথ পাবার আগে, তাঁকে ফ্রেডেরিকস সুইপ ক'রে তিনটি বাউণ্ডারি হাকিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেই প্রতিটি রানের জন্য তাঁদের ঘাড় গুঁজে অস্বস্তির সঙ্গে লড়তে হয়েছে, আর বেদির সঙ্গে প্রসন্ন যোগ দেবামাত্র চাপ আরো বেড়ে গেলো। কেবল একবারই ধৈর্য হারিয়ে জোরে হাঁকাতে গিয়ে ক্যামাশ শর্টলেগে ওয়াড়েকরকে ক্যাচ দিলেন। ফ্রেডেরিকসও বেদির টিটকিরিদেয়া বলে অস্থির হ'য়ে ড্রাইভ করতে গিয়ে ক্যাচ তুলেছিলেন শর্টলেগে : আবিদ আলি ধরতে পারেননি। কিন্তু পরের ওভারেই প্রসন্নর বলে আবিদ আলি শুয়ে প'ড়ে ফ্রেড়েরিকসের ব্যাট-প্যাড থেকে আলগোছে বলটা তুলে নিয়ে আরো কঠিন ক্যাচ লুফে ক্ষতিপূরণ করলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ দু-উইকেটে ৯০। কানহাই আর লয়েড জোট বেঁধে সংকল্প করলেন হাঁকিয়েই লেংথ তছনছ ক'রে দেবেন। চমৎকার দুটি জোরালো কভারড্রাইভ ক'রে চার হাঁকিয়েছিলেন লয়েড, কিন্তু প্রসন্নর হাওয়া-খেলানো ভাসানো বলগুলো তাঁদের দুজনকেই ভাবাচ্ছিলো, আন্দাজে ব্যাট চালাতে বাধ্য করছিলো ; শেষে লাঞ্চের তেরো মিনিট আগে অধীর লয়েড রান নিতে গিয়ে বেদির ক্ষিপ্রতায় রান-আউট হ'য়ে গেলেন : ওয়েস্ট-ইনডিজ তিন উইকেটে ১১৯। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট-ইনডিজের রান তিন উইকেটে ১৩৩। ব্যাট করছেন কানহাই ও সোবার্স, বলা যায় শেষ জুটি, কারণ

কুঁচকির পেশিতে টান প'ড়ে জোরে ক্যারু ব্যাট করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

কানহাই সোবার্স যুঝেছিলেন অনেকক্ষণ, অস্বস্তিতে, আন্দাজে, ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে। তাঁরা একটা তথ্য মনে রাখেননি যে বৃষ্টির জন্য প্রথম দিন খেলা হয়নি ব'লে এ-টেস্ট আসলে চারদিনের টেস্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, অতএব ফলো-অনের ব্যবধান দুশো নয়, দেড়শো। কাজেই কানহাই যেই হাত খুলতে গেলেন, পড়লো ওয়েস্ট ইনডিজের চতুর্থ উইকেট, রান তখন ১৮৩। আর তার পরেই দলের রান যখন ২০২, প্রসন্নর বলে সোবার্স ব্যাট-প্যাড মারফৎ আবিদ আলির হাতে ধরা পড়লেন—সোবার্স বোধহয় এর আগে কখনোই ব্যাট-প্যাডে শর্ট লেগে ক্যাচ দেননি।

সোবার্স আউট হ'তেই ৪০ মিনিটের মধ্যে আর মাত্র ১৫ রান যোগ ক'রে বাকি পাঁচটা উইকেট প'ড়ে গেলো : ওয়েস্ট-ইনডিজ সবাই আউট হ'য়ে ২১৭, প্রসন্ন পেয়েছেন ৬৫ রানে চার উইকেট।

ভারতের বিরুদ্ধে এই প্রথমবার ফলো-অন করতে নেমে ৩২ রানের মধ্যেই যখন ফ্রেডেরিকস আর ক্যামাশ আউট হ'য়ে গেলেন, আর ক্যারু আহত ব'লে যখন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়েন না, তখন ভারতের জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু কানহাই আর লয়েড হারানো জমি ফিরে পাবার চেষ্টা করলেন চমৎকার খেলে। কানহাই যখন একদিকের উইকেট আগলে রইলেন, লয়েড আক্রমণ করলেন ঝড়ের বেগে : তৃতীয় দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, ওয়েস্ট ইনডিজ দু-উইকেটে ৭২। কিন্তু খেলার শেষদিন সকালে, তাঁদের যোগসাজশে যখন ১১৫ রান যোগ হয়েছে, যখন মনে হচ্ছে লয়েড ভারতীয় আক্রমণকে ছিঁড়ে ফেলবেন, তখন খেলায় দ্বিতীয়বার তিনি ৫৭ রান ক'রেই রান-আউট হ'য়ে গেলেন।

তখনও খেলা শেষ হ'তে বাকি সাড়ে-চার ঘণ্টা, ওয়েস্ট-ইনডিজ তখনও ২৩ রান পেছিয়ে আছে, তখনও ভারতের জয়ের আশা হারিয়ে যায়নি। কিন্তু কানহাই সোবার্স চতুর্থ উইকেটে যোগ করলেন ১৭৩ রান। সত্যি যে স্যাবাইনা পার্কের উইকেট তখন ব্যাটসম্যানদের পক্ষে—ভারতীয় স্পিনাররা উইকেট থেকে কোনো সাহায্যই পাননি। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই প্রথম দফায় তাঁরা ওয়েস্ট-ইনডিজকে অপ্রস্তুত ও নাজেহাল ক'রে ছেড়েছেন। আসলে আগের দিনের ধকলে তাঁদের সেদিন ক্লান্ত ও অবসন্ন ঠেকছিলো। তবু কানহাই-সোবার্স তাঁদের বলে স্বাধীনতা নেবার চেষ্টা করেননি। সোবার্স যখন আউট

হলেন, দলের রান চার উইকেটে ৩২০, পরাজয়ের কোনো আশঙ্কা নেই। তক্ষুনি অবশ্য কানহাইও আউট হতেন, জয়সীমার বলে জয়সীমাকেই ক্যাচ দিয়েছিলেন তিনি—কিন্তু দলের অভিজ্ঞতম খেলোয়াড় তা তপ্ত ইটের মতো হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলেন। শেষদিনে উইকেট, তাই, শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন সোলকার—সোবার্স ও ব্যারেটকে।

সন্দেহ নেই যে, কানহাই ছিলেন ওয়েস্ট-ইনডিজের প্রধান ব্যাটসম্যান—দু-ইনিংসেই তিনি দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান করেছিলেন—৫৬ ও অপরাজিত ১৫৮। কিন্তু তাঁর ত্রয়োদশ টেস্ট-সেঞ্চুরি কেবল হার থেকে বাঁচানোর জন্যই উল্লেখযোগ্য নয়—তিনি দলকে দেখিয়েছিলেন যে প্রসন্ন-বেদির বলও খেলা যায়, এমনকি ক্রিজের নিরাপত্তা থেকেই খেলা যায়। অথচ জনমতের চাপে না-পড়লে ওয়েস্ট-ইনডিজের নির্বাচকেরা তাঁকে দলেই নিতেন না।

এ-খেলার স্মরণীয় মুহূর্ত, কানহাই-সোবার্সের দীর্ঘ জুটি। সাম্প্রতিক ক্রিকেটের এই দুই গরীয়ান ব্যাটসম্যান টেস্টে কখনোই এত বড়ো জোট বাঁধেননি।এঁদের মধ্যে কে বেশি ভালো ব্যাট করেন—এ-ধাঁধার উত্তরে যাঁরা এতদিন মন মনঃস্থির করতে পারেননি, এঁরা অবশ্য এতক্ষণ দুজনকে একসঙ্গে দেখেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

রয় ফ্রেডেরিকস	ক. আবিদ আলি	ব. প্রসন্ন	৪৫
স্টিভ ক্যামাশ	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	৩৫
রোহন কানহাই	ক. বদলি (গোবিন্দরাজ)	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৫৬
ক্লাইভ লয়েড	রান-আউট	নি. বেদি	১৫
* গ্যারি সোবার্স	ক. আবিদ আলি	ব. প্রসন্ন	৪৪
জোয়ে ক্যারু	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	৩
আর্থার ব্যারেট	ক. সোলকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২
† মাইক ফিণ্ডলে		ব. বেদি	৬
ভ্যানবার্ন হোলডার		ব. বেঙ্কটরাঘরন	৭
গ্রেসন শিলিংফোর্ড		ব. বেদি	০
জ্যাক নরীগা	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৪)			৪
			২১৭

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

রয় ফ্রেডেরিকস	ক. কৃষ্ণমূর্তি	ব. বেদি	১৬
স্টিভ ক্যামাশ	ক. আবিদ আলি	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১২
রোহন কানহাই	অপরাজিত		১৫৮
ক্লাইভ লয়েড	রান-আউট	নি. আবিদ আলি	৫৭
* গ্যারি সোবার্স	ক. কৃষ্ণমূর্তি	ব. সোলকার	৯৩
আর্থার ব্যারেট	ক. আবিদ আলি	ব. সোলকার	৪
† মাইক ফিণ্ডলে	অপরাজিত		২৯
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৫, নো-বল ১,			১৫
		পাঁচ উইকেটে	৩৮৫

পতন: ৭৩ (ক্যামাশ) ; ৯০ (ফ্রেডেরিকস) ; ১১৯ (লয়েড) ; ১৮৩ (কানহাই) ; ২০২ (সোবার্স) ; ২০৩ (ক্যারু) ; ২০৫ (ব্যারেট) ; ২১৭ (ফিণ্ডলে) ; ২১৭ (হোলডার) ; ২১৭ (শিলিংফোর্ড)। দ্বিতীয় দফা : ১৮ (ফ্রেডেরিকস) ; ৩২ (ক্যামাশ) ; ১৪৭ (লয়েড) ; ৩২০ (সোবার্স) ; ৩২৬ (ব্যারেট)।

আবিদ আলি	৯	২	৩০	০	৫	২	১১	০
সোলকার	২	০	৯	০	২২	৪	৫৬	২
বেদি	৩১.৪	১২	৬৩	২	২৪	৫	৬৩	১
প্রসন্ন	৩৩	১২	৬৫	৪	২১	৫	৭২	০
বেঙ্কটরাঘবন	১৮	৫	৪৬	৩	৩৭	৮	৯৪	১
দুরানি	—	—	—	—	১৪	০	৪২	০
জয়সীমা	—	—	—	—	১৩	১	৩১	০

দ্বিতীয় টেস্ট: পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ; মার্চ ৬, ৭, ৯ ও ১০/১৯৭১

রজতজয়ন্তী টেস্টে চারদিনেই ওয়েস্ট-ইনডিজকে সাত উইকেটে হারিয়ে দিয়ে ভারত কেবল যে পুরো সিরিজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলে, তা নয়— অবশেষে ওয়েস্ট-ইনডিজকে হারিয়ে দিয়ে এতদিনকার জড়তাকেও ভেঙে দিলে। পঁচিশটি টেস্টে এই প্রথম জয়। সত্যি-যে প্রথম সিরিজেই অমরনাথ বম্বাইতে ভারতকে জয়ের মুখে নিয়ে এসেছিলেন, ১৯৬৬-৬৭ সালে জঘন্য ফিল্ডিং না-হ'লে পাতৌদির পক্ষেও জেতা সম্ভব হ'তো ; কিন্তু এবার প্রথম

টেস্টে ওয়েস্ট-ইনডিজকে ফলো-অন করাবার পর ভারতের মনোবল অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিলো, তারপর খেলার আগের দিন পোর্ট অভ স্পেনের কুইনস পার্ক ওভালের পিচ দেখেই প্রসন্ন, বেদি আর বেঙ্কটরাঘবনের মনে হয়েছিলো, এট মাদ্রাজের চীপক মাঠের মতোই স্পিনে সাড়া দেবে। কিন্তু খেলার সময় যে এ-উইকেট তাঁদের বলে সাড়া দিয়েছিলো তা নয়, মাদ্রাজের উইকেটের চেয়েও বল ঘুরেছিলো জোরে, ভেঙেছিলো প্রখরভাবে, আর কতটা লাফাবে কখনোই ব্যাটসম্যানকে তা আন্দাজ করতে দেয়নি।

স্বভাবতই তাই খেলায় আগাগোড়া প্রাধান্য ছিলো অফ-স্পিনাদের ; খেলায় যে ৩২টি উইকেট পড়েছিলো, নরীগা, প্রসন্ন আর বেঙ্কটরাঘবনই তার ১৯টি দখল করেছিলেন। বিশেষত ভারতের প্রথম দফায় ৩৫ বৎসর বয়সী জ্যাক নরীগা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেস্টেই ৯৫ রানে ৯টি উইকেট নিয়ে নতুন নজির স্থাপন করেছিলেন—তাঁর আগে ওয়েস্ট-ইনডিজের বোলারদের সেরা নজির ছিলো ৩৮ রানে আট উইকেট—যে-নজির ল্যান্স গিবস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতেরই বিরুদ্ধে, ১৯৬২ সালে। নরীগা টেস্টে ঢুকেছিলেন কেবল একটি খেলার জোরে—ত্রিনিদাদের নিয়মিত অফ-স্পিনার অসুস্থ ছিলেন ব'লে দলে ঢুকে বারবেডোজের বিরুদ্ধে তিনি এগারোটি উইকেট নিয়েছিলেন, আর তাতেই কিংসটন টেস্টে বারো বছর একটানা রাজত্ব করার পর গিবসকে প্রথম বাদ বাদ পড়তে হ'লো।

খেলার সব বিভাগেই আগাগোড়া ওয়েস্ট-ইনডিজের চেয়ে ভালো খেলে-ছিলো ভারত : চমৎকার স্পিন বল, দৃঢ়সংলগ্ন ব্যাটিং, জবরদস্ত ফিল্ডিং আর অদম্য দলগত সংহতির ফলেই ভারত জিতেছিলো। ওয়েস্ট-ইনডিজের ব্যাটিং ছিলো দারুণ শক্তিশালী, কিন্তু তবু দু-ইনিংসেই দুশো রান পেরুতে গিয়ে তাদের হিমশিম খেতে হয়েছে। উইকেট যদিও ক্রমশ খারাপ হয়েছে, তবু ওয়েস্ট-ইনডিজ টসে জিতেও তার পুরো সুযোগ নিতে পারেনি।

হয়তো তার একটা কারণ তাদের ফিল্ডিং। এমনকি সোবার্স ফেলেছিলেন সহজ ক্যাচ, গাভাসকারকে, আর তার ফলে ওয়েস্ট-ইনডিজকে বিষম ভুগতে হয়েছে। এক সময়ে ওয়েস্ট-ইনডিজ ভারতের প্রাধান্যকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো, চতুর্থ দিনে তারা খেলতে শুরু করেছিলো হাতে ন-উইকেট নিয়ে, এবং তখন আর ভারতের প্রথম দফার রান থেকে তারা পেছিয়ে নেই। কিন্তু হঠাৎ

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে, প্রধানত ত্বরানির খেলা-জেতানো বোলিং-এর জন্যই, তাদের সব ভরসা হারিয়ে গিয়েছিলো।

ভারতীয় দলে পরিবর্তন হয়েছিলো দুটি : জয়সীমা ও জয়ন্তিলালের জায়গায় দলে ঢুকেছিলেন অশোক মানকড় আর নবাগত সুনীল গাভাসকার, বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশ বছর বয়সী ছাত্র। ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে জোয়ে ক্যারু অসুস্থ ব'লে দলে ঢুকেছিলেন চারলি ডেভিস—দেশের মাটিতে ডেভিসের এটাই প্রথম টেস্ট।

খেলার প্রথম বলেই যখন ফ্রেডেরিকসকে একটি নিচু বলে আবিদ আলি আউট ক'রে দিয়েছিলেন, তখনও আন্দাজ করা যায়নি ভবিষ্যতের গর্ভে কী তোলা আছেন।

চায়ের একটু পরেই ২১৪ রানে ওয়েস্ট-ইনডিজের সবাই আউট—ভারতের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে নিচু রানের নজির। লাঞ্চের মধ্যেই স্কোর দাঁড়িয়েছিলো চার উইকেটে ৮৬—ক্যামাশ, লয়েড, কানহাই আউট। অথচ কানহাই শুরু করেছিলেন সাবলীল সুঠামভাবে—কিংসটনের মতোই, কিংবা তার চেয়েও ভালো খেলে, অনায়াসে পৌঁছেছিলেন ৩৭-এ। কিন্তু প্রসন্নর একটি হাওয়া-খেলানো বল হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে তাঁকে অভিভাদন জানালো, মুগ্ধ ও অভিভূত কানহাই ব্যাট ও প্যাড মারফৎ বলটি শর্ট-লেগে সোলকারের হাতে তুলে দিলেন। তার পরেই আবিদ আলির দ্বিতীয় মাটি-ঘেঁষা বলটি লয়েডের উইকেট ভেঙে দিয়ে চ'লে গেলো।

ইনিংস ভেঙে যাচ্ছে দেখে বিমূঢ় সোবার্স দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে যেই উইকেট খোয়ালেন, তখনি ব্যাটিংএর পুরো বুনিয়াদ চুরমার হ'য়ে গেলো। ব্যারেট আর ফিণ্ডলে টিকতেই পারলেন না, প্রসন্ন আর বেদির বল পুরো খেলাটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে, ওয়েস্ট-ইনডিজ সাত উইকেটে ১৩৩। এমন সময় চারলি ডেভিস ওয়েস্ট-ইংডিজ দলে তাঁর স্থান পাকা করবার সুযোগ পেলেন, যখন হোলডার আর শিলিংফোর্ড তাঁকে অনেকক্ষণ উইকেটে টিকে থেকে খেলবার সুযোগ দিলেন। এ-খেলা এই জন্যও স্মরণীয় যে, চারলি ডেভিসের আসন এর পরে দলে স্থায়ী হ'য়ে গেলো : পরে বার-বার আমরা তাঁকে দলের বিপদের মধ্যে দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে দেখবো। কেবল ভারতের বিরুদ্ধেই নয়, পরের বছর নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধেও ডেভিস বার-বার তেজের সঙ্গে রুখে দাঁড়াবেন। তাঁর খেলা, বলাই বাহুল্য, কানহাই, সোবার্স, ফ্রেডেরিকস বা নার্স-

লয়েডের মতো টগবগে নয়—এমনকি তাঁর ভাই ব্রায়ান ডেভিসের মতোও সংরক্ত নয়। ওয়েস্ট-ইনডিজের অন্য উদীয়মান খেলোয়াড় যাঁরা, আলভিন কালিচরণ, লরেন্স রো, কীথ বয়েস বা বারনার্ড জুলিয়েন, প্রত্যেকেই সেই ক্যারিবিয়নের ঐতিহ্য থেকে প্রসূত, সংরক্ত, ব্যক্তিত্বময়, প্রতিভাবান এবং নিজেই নিজের নিয়ম। কিন্তু চারলি ডেভিসের ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর ধ্রুপদী রীতিতে, তাঁর মনের জোরে, তাঁর জেদে, তাঁর অভিনিবেশে, তাঁর একরোখা ঘাড়গোঁজা ভঙ্গিতে। লর্ডসে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি ক'রেই এক বছর আগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে বিপর্যস্ত ইনিংসকে তিনি সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন ; এখানে যখন ভারতের বিরুদ্ধে আস্ত দল হিমশিম খাচ্ছে, তখন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট ক'রে শেষ পর্যন্ত ৭১ রানে অপরাজিত র'য়ে গেলেন। ভারতের সেরা বোলার অবশ্যই প্রসন্ন : তাঁর সংগ্রহ ৫২ রানে চার উইকেট।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

রয় ফ্রেডেরিকস		ব. আবিদ আলি	০
স্টিড ক্যামাশ	ক. সোলকার	ব. বেদি	১৮
রোহন কানহাই	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	৩৭
ক্লাইভ লয়েড		ব. আবিদ আলি	৭
চারলি ডেভিস	অপরাজিত		৭১
* গ্যারি সোবার্স		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২৯
আর্থার ব্যারেট	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	৮
† মাইক ফিণ্ডলে		ব. বেদি	১
ভ্যানবার্ন হোলডার	ক. কৃষ্ণমূর্তি	ব. বেদি	১৪
গ্রেসন শিলিংফোর্ড	ক. সোলকার	ব. প্রসন্ন	২৫
জ্যাক নরীগা		ব. প্রসন্ন	০
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ- বাই ২)			৪
			২১৪

পতন : ০ (ফ্রেডেরিকস) ; ৪২ (ক্যামাশ) ; ৬২ (কানহাই) ; ৬২ (লয়েড) ; ১০৮ (সোবার্স) ; ১৩২ (ব্যারেট) ; ১৩৩ (ফিণ্ডলে) ; ১৬১ (হোলডার) ; ২১৪ (শিলিংফোর্ড) ; ২১৪ (নরীগা)।

আবিদ আলি	২০	৪	৫৪	২
সোলকার	৩	০	১৪	০
গাভাসকার	১	০	৯	০
বেদি	১৬	৫	৪৬	৩
প্রসন্ন	১৯.৫	৩	৫২	৪
বেঙ্কটরাঘবন	১৩	০	৩৫	১

ভারতের গোড়াপত্তন করতে নামলেন গাভাসকার আর মানকড়, দিনের শেষে ভারতের ভারতের রান দাঁড়ালো কোনো উইকেট না-খুইয়ে ২২। পরদিন গাভাসকারের রান যখন ১২, হোলডারের বলে তিনি খোঁচা দিলেন, স্লিপে সোবার্স সহজ ক্যাচটি ফেলে দিলেন। তারপর যতক্ষণে শিলিংফোর্ড মানকড়কে পেলেন, ততক্ষণে ভারতীয় ইনিংস দাঁড়িয়ে গিয়েছে। লাঞ্চের সময় গাভাসকারের নিজের রান ছিলো ৩৪। ঐ উইকেটে রান-তোলা সহজ ছিলো না—কোনো বল প'ড়ে নিচু হ'য়ে যাচ্ছে, কোনোটা উঁচু। গাভাসকার শুধু প্রচণ্ড মনের জোরেই টিকে ছিলেন। ডুরানি অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন, তারপর যখন নরীগার মন্থর বলে নরীগারই হাতে ক্যাচ দিয়ে গেলেন, ভারতের রান তখন ৯০।

গাভাসকার অবশ্য আস্তে-আস্তে হাত খোলবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু সরদেশাই প্রথম থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিলেন। গাভাসকারের কভারড্রাইভগুলো এমনকি লয়েডকেও সুযোগ দিচ্ছিলো না; আর সরদেশাই খেলছিলেন এমনভাবে, যেন এই কঠিন উইকেটেও তিনিই প্রভু। জুটির রান যখন ৯৬, গাভাসকার নরীগাকে সুইপ করতে গিয়ে লয়েডের হাতে স্কোয়ার লেগে ক্যাচ দিয়ে চ'লে গেলেন, পরের বলেই ওয়াড়েকর ক্যাচ দিলেন কানহাইকে।

নরীগার হ্যাটট্রিকের মুখে নামলেন সোলকার; আবার সরদেশাই দলের সংকটের মুহূর্তে তাঁকে জুটি পেলেন। দিনের শেষে ভারতের রান চার উইকেটে ২৪৭, সরদেশাই অপরাজিত ৮৩, আর সোলকার অপরাজিত ২৪। সোলকারের এই ২৪ রান কেবল যে কষ্টার্জিত তা-ই নয়, সোবার্সের লেগব্রেক ও চায়নাম্যানে তিনি অনবরত অস্বস্তি বোধ করছিলেন; শুধু তা-ই নয়, দু-দুবার ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কাজেই দ্বিতীয় দিনের শেষে সরদেশাই সোলকার জুটির অপরাজিত ৬১ রান কেবল যে দুর্জয় সাহস আর প্রবল জেদের সঙ্গেই অর্জিত হয়েছিলো, তা নয়—ভাগ্যেরও তাতে দান ছিলো।

তৃতীয় দিনে আবার সরদেশাই-সোলকার জুটির রান পেরুলো একশো, এবং আবার সরদেশাই সেঞ্চুরি করলেন। কিন্তু একবার এ-জুটি ভেঙে যাবার পরেই চট ক'রে ভারতের ইনিংসের শেষ হ'য়ে গেলো : প্রথম দফায় ভারত ওয়েস্ট-ইনডিজ থেকে এগিয়ে রইলো ১৩৮ রান, পঞ্চম উইকেট সরদেশাই-সোলকার এবার যোগ করেছিলেন ১১৪ রান। তাঁদের এই একরোখা জুটি যে খেলার উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিলো, তার প্রমাণ ভারতের শেষ দিকের ব্যাটিং-এর বিপর্যয় : শেষ ছটা উইকেট পড়েছিলো ৫২ রানে, এবং সবগুলোই পেয়েছিলেন নরীগা।

নরীগা সবশুদ্ধু নটি উইকেট পেয়েছিলেন ৯৫ রানে, তার মধ্যে শেষ ছটা উইকেট পেয়েছেন ৪৪ রানে। তিনি যে কেবল ওয়েস্ট-ইনডিজের হ'য়ে নতুন নজিরই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়—কুইনসপার্কে তিনটি খেলায় সবশুদ্ধু ২৬টি উইকেট নিয়ে তিনি সকলকেই চমকে দিয়েছিলেন। অথচ ত্রিনিদাদের সঙ্গে ভারতের খেলা ও প্রথম টেস্ট অন্য মাঠে হয়েছিলো ব'লেই কিনা জানি না, তিনি পেয়েছিলেন মাত্র একটা উইকেট।

গাভাসকার যদিও টেস্টের প্রথম ইনিংসেই যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন, তবু বলতেই হয়, অফস্টাম্পের বাইরের বলের প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো। অথচ এর আগে তাঁর খেলায় কখনো অফস্টাম্পের বাইরের বল সম্বন্ধে দুর্বলতা দেখা যায়নি ; কারণ হ'তে পারে এই যে টেস্টে প্রথম খেলতে নেমে যখন উইকেটকে দেখেছেন ভাঙন-ধরা, তখন মানসিক উৎকণ্ঠায় তিনি এই দুর্বলতার শিকার হয়েছেন। এ-দোষ শোধরাতে পারলে হয়তো তাঁর মধ্যেই ভারতের ওপেনিং ব্যাটের সমস্যা মিটবে।

ভারত : প্রথম দফা

সুনীল গাভাসকার	ক. লয়েড	ব. নরীগা	৬৫
অশোক মানকড়		ব. শিলিংফোর্ড	৪৪
সেলিম দুরানি	ক. ও	ব. নরীগা	৯
দিলীপ সরদেশাই	ক. শিলিংফোর্ড	ব. নরীগা	১১২
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. কানহাই	ব. নরীগা	০
একনাথ সোলকার	ক. ও	ব. নরীগা	৫৫
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. শিলিংফোর্ড	ব. নরীগা	২০

সোবার্স	৪৩	১৫	৭২	৩
ক্যারু	২	০	২	০

ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় দফা শুরু হ'লো সভয় ও সশঙ্ক। সোলকার যখন ফ্রেডেরিকসকে আউট ক'রে দিলেন তখন তাঁর রান ৫, আর দলের ১১। তার পরেই আম্পায়ার সিসিল কিপিন্স পর-পর ত্ন-বার ক্যারুকে রেহাই দিলেন, একবার লেগ-বিফোর থেকে, আরেকবার স্লিপের ক্যাচ নাকচ ক'রে দিয়ে। দিনের শেষে তাই তখনও ক্যারু রইলেন অপরাজিত, অপর প্রান্তে চারলি ডেভিস—দলের রান এক উইকেটে ৬৩।

ক্যারু কিংবা ডেভিস—কাউকেই মনে হয়নি ভারতীয় স্পিনের বিরুদ্ধে টিকবেন। কিন্তু বারবার হোঁচট খেয়েও তাঁরা টিকে রইলেন, দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করলেন ১০৩ রান। তারপরেই খেলা নাটকীয়তায় ভ'রে গেলো, যখন বেদি অবিলম্বেই পেলেন লয়েডকে। সোবার্স নামলেন, ত্নরানি-বেদির বলে তাঁকে চেনাই যাচ্ছিলো না তিনি আসলে সোবার্স কি না। তাঁর রান যখন এক, ত্নরানির বলে তিনি পা বাড়িয়ে দিলেন, ব্যাট-প্যাডের ক্যাচটা লুফতে সোলকার দ্বিধা করেননি। আম্পায়ার কিপিন্স বললেন, 'নট আউট'। স্তম্ভিত ত্নরানি ফিরে দাঁড়িয়ে আবার, দ্বিতীয় বার, জিগেশ করলেন, গলার স্বর একই সঙ্গে আর্ত ও রুষ্ট। কিপিন্স-এর অন্য অনেক সিদ্ধান্ত সন্দোহাতীত মনে হয়নি, কিন্তু এটা সবাইকে তাজ্জব ক'রে দিলে। তখন লাঞ্চের বাকি আধঘণ্টা, অতএব কিপিন্স এই তাজ্জব রায় না-দিলে খেলা আবার উত্তেজনায় ভ'রে যেতো।

খেলা অবশ্যি উত্তেজনায় ভ'রে গিয়েছিলো, সত্যি যখন সোবার্স অবশেষে শিকল ছিঁড়ে বেরুলেন, লাঞ্চ আর চায়ের মধ্যে ত্ন-ঘণ্টায় যোগ করলেন ৯৯, টেস্টে তাঁর দ্বাবিংশতিতম সেঞ্চুরি করতে সময় লাগলো মাত্র আড়াই ঘণ্টা হাঁকালেন একটি ছক্কা ও চোদ্দটি চার, টেস্টে তাঁর রান পেরিয়ে গেলো সাত হাজার, ১৫০ মিনিটে ডেভিসের সঙ্গে অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটে যোগ করলেন ১৭০। কিন্তু সবাই, সব জাঁকজমক সত্ত্বেও, কেমন যেন ফাঁপা কেমন যেন ফোঁপরা—কিছুতেই ভোলা যাচ্ছিলো না যে তিনি কেবল যে এক রান ক'রে আউট হয়েছেন, তা নয়—ত্নরানির টেস্ট জীবনও হয়তো শেষ ক'রে দিয়েছেন। ত্নরানিকে এর পর সে-সিরিজে আর কোনো টেস্টে খেলানো হবে না। ডেভিস অন্য প্রান্তে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে তখন

পনেরোটি চার সহযোগে অপরাজিত ১২৫। টেস্টে এটাই তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। হয়তো সোবার্সের মতো জমকালো ও টগবগে নয়, কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজের দিক থেকে বোধহয় তাঁর সেঞ্চুরিরই দাম বেশি ছিলো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

রয় ফ্রেডেরিকস	লেগ-বিফোর	ব. সোলকার	৫
জোয়ে ক্যারু	ক. দুরানি	ব. বেদি	৪৫
চারলি ডেভিস	অপরাজিত		১২৫
ক্লাইভ লয়েড	ক. কৃষ্ণমূর্তি	ব. বেদি	৯
* গ্যারি সোবার্স	অপরাজিত		১০৮
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৬, নো-বল ৪)			১৫
		তিন উইকেটে ঘোষিত	৩০৭

পতন : ১১ (ফ্রেডেরিকস) ; ১১৪ (ক্যারু) ; ১৩৭ (লয়েড)।

আবিদ আলি	১৪	২	৫৫	০
সোলকার	১৬	৪	৪৩	১
বেঙ্কটরাঘবন	২০	১০	৪৭	০
বেদি	২৬	৯	৫৫	২
মানকড়	৫	০	৩৩	০
দুরানি	১৬	২	৪৭	০
ওয়াড়েকর	৩	০	১২	০

চায়ের সময় সোবার্স সৌজন্য ঘোষণা করেছিলেন ইনিংসের, ব্যাট করবার সময় ছিলো মাত্র ৯০ মিনিট। তার মধ্যেই ভারত কোনো উইকেট না-খুইয়ে তুলে-ছিলো ১২৩। মানকড় ও গাভাসকার দুজনেই তাঁদের ব্যক্তিগত পঞ্চাশ পেরিয়েও অপরাজিত ছিলেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

অশোক মানকড়	অপরাজিত	৫৩
সুনীল গাভাসকার	অপরাজিত	৬৪
অতিরিক্ত (বাই ৪, ওয়াইড ১, নো-বল ১)		৬
	বিনা উইকেটে	১২৩

এস. বেঙ্কটরাঘবন	স্টা. ফিণ্ডলে	ব. নরীগা	৫
† পোচিয়া কৃষ্ণমূর্তি	ক. বদলি (এস. গোমেজ)	ব. নরীগা	০
ই. এ. এস. প্রসন্ন	অপরাজিত		১০
বিষেন সিং বেদি	ক. হোলডার	ব. নরীগা	৪
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ২, নো-বল ৮)			২৮
			৩৫২

পতন : ৬৮ (মানকড়) ; ৯০ (তুরানি) ; ১৮৬ (গাভাসকার) ; ১৮৬ (ওয়াড়েকর) ; ৩০০ (সরদেশাই) ৩৩০ (আবিদ আলি) ; ৩৩৭ (বেঙ্কট-রাঘবন) ; ৩৩৭ (কৃষ্ণমূর্তি) : ৩৪২ (সোলকার) ; ৩৫২ (বেদি) ।

হোলডার	১৯	৮	৩৭	০
শিলিংফোর্ড	২০	৩	৪৫	১
সোবার্স	২৮	৭	৬৫	০
ব্যারেট	৩৭	১৩	৬৫	০
নরীগা	৪৯.৪	১৬	৯৫	৯
ডেভিস	৩	১	১১	০
লয়েড	১	০	৬	০

ফিল্ডিং করতে গিয়ে ক্যামাশ আহত হয়েছিলেন, তাই ফ্রেডেরিকসের সঙ্গে ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় দফায় গোড়াপত্তন করতে নামলেন কানহাই। ভারত এগিয়ে আছে ১৩৮, কিন্তু কানহাই-ফ্রেডেরিকস যেভাবে খেলছিলেন, মনে হচ্ছিলো, তাঁরাই বুঝি ও-রান তুলে দেবেন। বেদির বলে কানহাই যখন ক্যাচ দিলেন, তখন দলের রান ৭৩। চারলি ডেভিস নামলেন। ফ্রেডেরিকস প্রসন্নর মন্থরতর বলে ঠ'কে গেলেন, কিন্তু তাঁর তীব্র ড্রাইভটা লুফতে গিয়ে প্রসন্নর অনামিকায় চোট লাগলো। আর প্রসন্ন অনামিকা দিয়েই বলে স্পিন করান। প্রসন্ন জখম হ'য়ে চ'লে যেতেই ভারতের আক্রমণের ধার যেন বহুগুণ ক'মে গেলো। দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজ রান তুললো এক উইকেটে ১৫০—ফ্রেডেরিকস অপরাজিত ৮০, এবং ডেভিস আবারও নির্ভর হ'য়ে একদিকের উইকেট আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ মাত্র ১২ রানে এগিয়ে আছে বটে, কিন্তু খেলার বাকি আছে এখনও তু-দিন, আর এই জঘন্য উইকেটে ভারতকে ব্যাট করতে হবে শেষ ইনিংসে।

কিন্তু চতুর্থ দিন খেলা শুরু হবার আগেই ওয়েস্ট-ইনডিজের বিপদ দেখা দিলো। ফ্রেডেরিকস আর ডেভিস পাশাপাশি নেটে সকালে অনুশীলন করছিলেন, হঠাৎ ফ্রেডেরিকসের প্রচণ্ড স্কোয়ার-কাট জাল ছিঁড়ে এসে ডেভিসের ভুরুর পাশে লাগলো, সঙ্গে-সঙ্গে ফুলে গিয়ে কেটে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। ডেভিসকে তক্ষুনি পাঠানো হ'লো হাসপাতালে, শেলাই করতে হবে, আর ফ্রেডেরিকসের সঙ্গে নামলেন লয়েড। আগের দিন ও-রকমই একটা প্রচণ্ড ড্রাইভ লুফতে গিয়ে প্রসন্ন তাঁর ডান হাতের অনামিকা ভেঙেছেন।

খেলার দ্বিতীয় ওভারেই কিন্তু ফ্রেডেরিকস ছটফট ক'রে রান-আউট হ'য়ে গেলেন। প্রসন্নর অনুপস্থিতিতে ওয়াড়েকর দুরানিকে বল করতে ডেকেছিলেন। সোবার্স ছ-টা বল খেলেছিলেন সবশুদ্ধ, সব ক-টা বলে হার মেনেছিলেন, বলগুলোর কোনো নাগালই পাননি, হদিশই পাননি, ছ-নম্বর বলটায় জট খুলতে গিয়ে সোবার্স সরাসরি বোল্ড—ভারতের বিরুদ্ধে এটা তাঁর পঞ্চদশ টেস্ট, এবং তাঁর প্রথম গোল্লা। আর তার পরেই, দুরানির বল যখন লয়েডকে ধাঁধায় ফেলেছে, কিছুই বুঝতে পারছেন না, তখন লয়েড শর্ট-ফরোয়ার্ড লেগে ওয়াড়েকরের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করলেন। আগের দিন সন্ধেবেলায় প্রসন্ন জখম হ'য়ে চ'লে যাবার পর, দিনের খেলা শেষ হবার ঠিক আগটায়, দু-ওভার বল করেছিলেন দুরানি, দুর্দান্ত দুটি ওভার। আর তারই ভরসায় চতুর্থ দিনে দুরানিকে বল করতে দিয়েছিলেন ওয়াড়েকর।

তিনটি শর্টলেগ ঘিরে ধ'রে আছে, এ-অবস্থায় উৎকণ্ঠিত পনেরো মিনিট কাটালেন ক্যামাশ, আর একটু পরেই বেঙ্কটরাঘবনের বলে তাঁর অফ-স্টাম্প উপড়ে গেলো। লয়েড আউট হবার পর ডেভিস নেমেছিলেন আবার, ভুরুর উপর পট্টি বাঁধা, ব্যারেটের সঙ্গে মিলে যোগ করেছিলেন দারুণ ৪৯টি রান। কিন্তু দুরানির কয়েক ওভার বলেই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গিয়েছিলো। বাকিটুকু কেবল অপেক্ষা।

ডেভিস আবারও রইলেন ৭৪ রানে অপরাজিত। যখন তাঁর সহযোগীরা একের পর এক বেদি আর বেঙ্কটরাঘবনের বলে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তিনি ছিলেন দৃঢ়, কৃতসংকল্প ও একরোখা। ওয়াড়েকর অবশ্য দুরানিকে দিয়ে বেশিক্ষণ বল করাননি—আবার বেদি ও বেঙ্কটরাঘবনকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বেঙ্কট-রাঘবন শেষ অবধি পেলেন ৯৫ রানে পাঁচ উইকেট, কিন্তু সতেরো ওভার বল ক'রে মাত্র ২১ রানে আসল দুটি উইকেট নিয়ে দুরানি দেখিয়েছিলেন

যে এখনো তিনি অনায়াসে, চট ক'রে, কীভাবে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

রয় ফ্রেডেরিকস	রান-আউট	নি. দুরানি	৮০
রোহন কানহাই	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. বেদি	২৭
চারলি ডেভিস	অপরাজিত		৭৪
ক্লাইভ লয়েড	ক. ওয়াড়েকর	ব. দুরানি	১৫
* গ্যারি সোবার্স		ব. দুরানি	০
স্টিভ ক্যামাশ		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩
আর্থার ব্যারেট		ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৯
† মাইক ফিণ্ডলে	ক. সোলকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	০
ভ্যানবার্ন হোলডার		ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৪
গ্রেসন শিলিংফোর্ড	ক. দুরানি	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১
জ্যাক নরীগা	ক. সোলকার	ব. বেদি	২
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ৭, নো-বল ১)			২৬
			২৬১

পতন : ৭৩ (কানহাই) ; ১৫০ (ফ্রেডেরিকস) ; ১৬২ (সোবার্স) ; ১৬৯ (লয়েড) ; ১৬৯ (ক্যামাশ) ; ২১৮ (ব্যারেট) ; ২২২ (ফিণ্ডলে) ; ২৫৪ (হোলডার) ; ২৫৬ (শিলিংফোর্ড) ; ২৬১ (নরীগা)।

আবিদ আলি	৫	২	৩	০
সোলকার	৭	২	১৯	০
প্রসন্ন	১৬	৫	৪৭	০
বেদি	২৯.৫	১১	৫০	২
বেঙ্কটরাঘবন	৩৬	১১	৯৫	৫
দুরানি	১৭	৮	২১	২

জয়ের জন্য চাই ১২৪ রান, সময় আছে অফুরান। গাভাসকার আর মানকড় আরম্ভ করলেন ঝড়ের বেগে, বিশেষত গাভাসকারকে ঠেকানো মনে হচ্ছিলো অসম্ভব। নরীগা আর সোবার্স চেষ্টা করেছিলেন রানের গতি কমাতে, *কিন্তু*

দেখতে-দেখতে প্রথম উইকেটে ৭৪ রান উঠে গেলো। ব্যারেট বল করতে এসেই মানকড়কে ক্যাচ তুলতে বাধ্য করলেন, বদলি খেলোয়াড় শেলডন গোমেজ লুফে নিলেন। দুরানি নেমেই ব্যারেটের বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে উইকেট খোয়ালেন। উত্তেজনার যেটুকু সঞ্চার হয়েছিলো, তা আরো বাড়লো, যখন ব্যারেট অবিলম্বেই পেলেন সরদেশাইকে—ভারতের রান তখন তিন উইকেটে ৮৪। আবিদ আলি নেমে অবশ্য বুঝিয়ে দিলেন যে ওখানেই ব্যারেটের সাফল্যের সমাপ্তি। বাকি রান উঠতে মোটেই দেরি হ'লো না। জয়ের মার যে এলো গাভাসকারের ব্যাট থেকে, বোধহয় তাই যোগ্য হয়েছিলো। গাভাসকার এবার করেছিলেন অপরাজিত ৬৭, কিন্তু একবারও অফস্টাম্পের বাইরে কৌতূহল প্রকাশ করেননি।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

অশোক মানকড়	ক. বদলি (গোমেজ)	ব. ব্যারেট	২৯
সুনীল গাভাসকার	অপরাজিত		৬৭
সেলিম দুরানি		ব. ব্যারেট	০
দিলীপ সরদেশাই	ক. ফিণ্ডলে	ব. ব্যারেট	৩
সয়ীদ আবিদ আলি	অপরাজিত		২১
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			৫
		তিন উইকেটে	১২৫

পতন : ৭৪ (মানকড়) ; ৭৪ (দুরানি) ; ৮৪ (সরদেশাই)।

হোলডার	২	০	১২	০
শিলিংফোর্ড	৬	২	১৩	০
নরীগা	১৮	৪	৩৬	০
সোবার্স	১৫	৫	১৬	০
ব্যারেট	৮·৪	০	৪৩	৩

তৃতীয় টেস্ট : জর্জটাউন, গিয়ানা ; মার্চ ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪/১৯৭১

বুর্দা উইকেট হচ্ছে একে মন্থর, তায় ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ, তার উপর রোববার আবার আবহাওয়ার সৌজন্যে তিন কিস্তিতে দু-ঘণ্টায় খেলা ভেসে গেলো, কাজেই খেলা শেষ হ'লো অমীমাংসিত। দু-দল মিলিয়ে হয়তো আধ ডজন রান-আউট

বয়েস	২	০	১২	০
শিলিংফোর্ড	২	০	২৩	০
নরীগা	১০	০	৩০	০
লয়েড	৩	০	২০	০
গিবস	১	০	৪	০
সোবার্স	৫	১	১৪	০
ফ্রেডেরিকস	৪	০	৯	০
ডেভিস	৩	০	১৩	০

চতুর্থ টেস্ট : ব্রিজটাউন, বারবেডোজ; এপ্রিল ১, ২, ৩, ৪ ও ৬/৭১

পুরো সিরিজে কেবল এই একটা টেস্টেই ওয়েস্ট-ইনডিজ আগাগোড়া প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছিলো, যদিও তাদের জয়ের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। বা, অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, কেবল এই ব্রিজটাউন টেস্টেই ভারতের কখনো জয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি—নইলে আগের তিনটে টেস্টে ভারতেরই প্রাধান্য ছিলো অধিকাংশ সময়।

চমৎকার আবহাওয়ায় পাঁচ দিনের টেস্টে টসে জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠানো সব সময়েই মস্ত ঝুঁকির ব্যাপার, এমনকি আক্রমণের প্রধান অস্ত্র যদি হয় দ্রুত ও সুয়িং বল, তবু। আর কে না জানে যে ভারতের প্রতিভা অন্তত দ্রুত বলে খোলে না—কাজেই ওয়াড়েকর যখন সিরিজে প্রথমবার টসে জিতে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ব্যাটিং-উইকেটে ওয়েস্ট-ইনডিজকে ব্যাট করতে পাঠালেন, তখন হয়তো কেউ-কেউ অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু, বলতেই হয়, কেনসিংটন ওভাল পিচে ভারতীয়রা কেমন খেলবেন, সে-সম্বন্ধে ভারতীয় দলের কারুই বোধহয় কোনো বিভ্রম ছিলো না। এ-মাঠে কোনোদিনই ভারতীয়রা ভালো খেলেনি। ১৯৫৩ সালের সফরে বৃষ্টি ভেজা মাঠে হাজারের দলকে হারতে হয়েছিলো কেনসিংটন ওভালেই। ১৯৬২ সালে ভারতীয় দল হেরেছিলো বারবেডোজের সঙ্গে খেলায় এবং টেস্টে। এবারও বারবেডোজ টেস্টের আগের খেলাটিতেই ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া এ-টেস্টে ভারতের মনোভাব ছিলো প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক। পরিকল্পনা ছিলো এ-টেস্ট অমীমাংসিত রেখে আবার ত্রিনিদাদে পঞ্চম টেস্টের জন্য ফেরা। তাছাড়া ওয়াড়েকর তো দেখেছেন লর্ডসে বা মেলবোর্নে প্রথম ব্যাট ক'রে ভারতের কী দশা হয়েছিলো, এবং কেন

পাতৌদি তারপর সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরিয়েছেন, মাঝে-মাঝেই টসে জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন। আর, স্বয়ং সোবার্সই তো সিরিজের প্রথম টেস্টে টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন, আর দেখতে না-দেখতে ভারত ৭০ রানে পাঁচ উইকেট খুইয়ে বসেছিলো।

ভারতের অবশ্য সে-সৌভাগ্য হয়নি, যদিও আবিদ আলি যতক্ষণে বলের পালিশ ছিলো, তাকে হাওয়ায় বেঁকিয়েছেন, ফ্রেডেরিকসকে বাধ্য করেছেন উইকেটে বল টেনে নিয়ে যেতে। ওয়েস্ট-ইনডিজের রান তখন এক উইকেটে ৪। ভাগ্য সহায় হ'লে অবশ্য আবিদ আলি লুইস ও কানহাইকেও পেতেন, বিশেষ ক'রে লেগ-স্লিপে, কিন্তু কোনো ক্যাচই হাতে জ'মে যায়নি, আর ওয়াড়েকরও বোধহয় একটু তাড়াতাড়িই ফিল্ড ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, কাছে থেকে লোক সরিয়ে নিয়েছিলেন।

ভারতীয় ফিল্ডারদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ছিলেন সোলকার ও বেদি: ক্ষিপ্রতায় ও নৈপুণ্যে তাঁদের জুড়ি ছিলো না—যদিও আবিদ আলি, বিশ্বনাথ, বেঙ্কটরাঘবন ও ওয়াড়েকরও ভালো ফিল্ড করছিলেন।

ফ্রেডেরিকস আউট হ'য়ে যাবার পর খেলতে নেমে কানহাই এই চমৎকার উইকেটে প্রথম ব্যাট করার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু কানহাইয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস বোধহয় খেলেছিলেন জ্যামেকার উইকেট-রক্ষক ব্যাটসম্যান ডেসমণ্ড লুইস। জর্জটাউন টেস্টে তাঁর অপরাজিত ৮১ দেখেই তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে। আর লুইস চমৎকার খেলে এই আস্থার মর্যাদা রেখেছিলেন। লুইস লম্বা মানুষ, ফরোয়ার্ড খেলেন প্রধানত, আর তাঁর সবচেয়ে জোরালো মার যায় মিড-অন দিয়ে। লুইস-কানহাই জুটি সবশুদ্ধ ২১৫ মিনিট ব্যাট করেছিলো, দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করেছিলো ১৬৬ রান। দুজনের মধ্যে আগে আউট হয়েছিলেন কানহাই—বেঙ্কটরাঘবনকে সুইপ করতে গিয়ে ডিপ স্কোয়ার লেগে তিনি ক্যাচ দিয়েছিলেন। আর তার একটু পরেই লুইস তাঁকে প্যাভিলিয়নে অনুসরণ করেছিলেন, যখন বেদির চমৎকার টপস্পিনারটি তাঁকে সম্পূর্ণ হার মানিয়েছিলো।

ডেভিস আর সোবার্স (সোবার্স এবার লয়েডের আগে নেমেছেন) সাবধানে খেলে দিনের বাকি সময় টুকুতে যোগ করেছিলেন ৫৮ রান; কিছুতেই প্রথম ব্যাট করার সুযোগ তাঁরা হারিয়ে ফেলতে রাজি ছিলেন না।

দ্বিতীয় দিনে ডেভিস আর সোবার্স প্রখর ও ক্ষমাহীনভাবে এগুচ্ছিলেন বড়ো রান গ'ড়ে তোলবার দিকে—যাতে দ্বিতীয়বার তাঁদের ব্যাট করতে না-হয়, আর কে বলতে পারে, খেলার শেষ দিনে এ-উইকেটে স্পিন ধরবে কি না। সম্ভবত এটাই ছিলো সোবার্সের উদ্দেশ্য, নইলে তিনি এত আস্তে ব্যাট করেছিলেন কেন? লাঞ্চের সময় ১৩২ ওভারে ওয়েস্ট-ইনডিজ তিন উইকেট খুইয়ে রান তুলেছে ৩০৮।

জুটি ভেঙেছিলো ৩৪৬এ, যখন আবিদ আলি ৭৯ রানের মাথায় ডেভিসকে পেলেন। লয়েড আবারও যখন বেদির বলে আউট হলেন, তখন তাঁর রান মাত্র ১৯, আর ওয়েস্ট-ইনডিজ পাঁচ উইকেটে ৩৯৪। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের সাফল্যের সেখানেই অবসান। অসমাপ্ত ষষ্ঠ উইকেটে ফস্টরের সঙ্গে সোবার্স যোগ করেছিলেন ১০৭ রান, তাতে ফস্টরের দান অপরাজিত ৩৬। সোবার্স ইনিংস ঘোষণা করলেন এমন সময় যাতে সন্ধেবেলায় অন্তত পনেরো মিনিট ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বল করা যায়। ওয়েস্ট-ইনডিজের রান তখন পাঁচ উইকেটে ৫০১, সোবার্স অপরাজিত ১৭৮, টেস্টে তাঁর ত্রয়োবিংশতি সেঞ্চুরি—কেবল ব্র্যাডম্যান এখন তাঁর চেয়ে ছ-টি সেঞ্চুরি এগিয়ে আছেন। সোবার্সের নিজের মানদণ্ডে তিনি আস্তে খেলেছিলেন, সমীহ করেছিলেন ভারতীয় স্পিনারদের। তাঁর পঞ্চাশ রান এসেছিলো ১৬৫ মিনিটে, ১০০ এসেছিলো ২৪০ মিনিটে, এগারোটি চৌকা সমেত; ১০০ থেকে ১৫০এ গিয়েছিলেন ৫১ মিনিটে, আর শেষ ২৮ রান এসেছিলো আধঘণ্টায়।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

রয় ফ্রেডেরিকস		ব. আবিদ আলি	১
† ডেসমণ্ড লুইস		ব. বেদি	৮৮
রোহন কানহাই	ক. মানকড়	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৮৫
চারলি ডেভিস	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. আবিদ আলি	৭৯
* গ্যারি সোবার্স	অপরাজিত		১৭৮
ক্লাইভ লয়েড	ক. মানকড়	ব. বেদি	১৯
মরিস ফাস্টার	অপরাজিত		৩৬
জন শেফার্ড	ব্যাট করেননি		—
ভ্যানবার্ন হোলডার	ব্যাট করেননি		—

ইনশান আলি	ব্যাট করেননি	—
উটন ডাও	ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৪, নো-বল ১)		১৫
	পাঁচ উইকেটে ঘোষিত	৫০১

পতন : ৪ (ফ্রেডেরিকস) ; ১৭০ (কানহাই) ; ১৭৯ (লুইস) ; ৩৪৬ (ডেভিস) ; ৩৯৪ লয়েড)।

আবিদ আলি	৩১	১	১২৭	২
সোলকার	১৯	৪	৪০	০
বেদি	৫৪	১৫	১২৪	২
বেঙ্কটরাঘবন	৫৭	১২	১৬৩	১
জয়সীমা	১০	২	৩২	০

প্রথম ইনিংস প্রায় দু-দিন স্থগিত রেখে শেষ পর্যন্ত যে কোনো লাভ হয়েছিলো তা মনে হয় না। পরের দিন লাঞ্চের মধ্যেই ৭৫ রানে ছ-উইকেট হারিয়ে ভারতের ইনিংস ধুলোয়—নাকি সবুজ সজীব ঘাসে—গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। আর তার অর্ধেক উইকেটই পেয়েছিলেন জ্যামেকার তরুণ পেস-বোলার উটন ডাও। হোলডার আর সোবার্স যেখানে নির্ভর করেছিলেন সুয়িঙের ওপর, ডাও সেখানে নির্ভর করেছিলেন ঝড়ের গতি আর পরের পর বাউন্সারের ওপর। দ্বিতীয়দিন সন্ধেবেলাতেই ডাও প্রথম মারাত্মক আঘাত হেনেছিলেন, যখন তাঁর বাউন্সারটি গুডলেংথ থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'লো, আর গাভাসকারকে বলটা খেলতেই হ'লো। পোচিয়া কৃষ্ণমূর্তি গিয়েছিলেন নৈশপ্রহরী, সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আউট হননি বটে, কিন্তু পরদিন সকালেই তাঁকে ফিরতে হ'লো : ভারত দু-উইকেটে ৫। মানকড়ও আউট হলেন অবিলম্বেই, হোলডারের বলে খোঁচা দিয়ে : ভারত তিন উইকেটে ২০। ওয়াড়েকর ও বিশ্বনাথ যুঝবার চেষ্টা করছিলেন, সত্যি, কিন্তু চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উইকেট পড়লো যথাক্রমে ৬৪, ৬৯ ও ৭০-এ। লঞ্চের আগেই আবার জোট বাঁধলেন সরদেশাই ও সোলকার।

সপ্তম উইকেটে ১৮৬ রান যোগ করার জন্য প্রশংসা প্রাপ্য লড়াইখ্যাপা সোলকারের, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশি কৃতিত্ব দাবি করবেন সরদেশাই। সোলকার নেমে কিছুতেই সুয়িং কিংবা গতির হদিশ পাচ্ছিলেন না—আর যেই ডাওয়ের বলে প্রথম টগবগে ও জোরালো হুক করলেন, সেটা

গিয়ে পড়েছিলো ব্যাকওয়ার্ড শর্টলেগে ফ্রেডেরিকসের হাতে। দারুণ কঠিন ক্যাচ সন্দেহ নেই, ফ্রেডেরিকসকে সেটা তপ্ত, ইটের মতো হাত থেকে ফেলে দিতে হ'লো, কিন্তু সোলকারের সৌভাগ্যের ইতি সেখানেই নয়। বাঁহাতি লেগ-স্পিনার ইনসান আলির বলে তিনি অনবরত হার মানছিলেন। কিন্তু তবু জেদ আর সাহসের বশেই নির্ভর ক'রে সোলকার সেদিন সারাদিন লড়েছিলেন, আউট হয়েছিলেন চতুর্থ দিন সকালে ১৫ মিনিট খেলা হবার পর।

কেনসিংটন ওভালে সেদিন চোদ্দ হাজারের ওপর লোক, তিল ধারণের জায়গা নেই, বারবেডোজের ক্রিকেটপাগল লোকদের উৎসাহের নতুন নজির ছিলো সেটা। সকালে যখন হুড়মুড় ক'রে পাঁচ উইকেট পড়তে দেখেছিলো, তখন খুশিতে তারা উপচে উঠেছিলো, যাকে ক্যারিবিয়নের আধুনিক কবি এডওয়ার্ড ব্রাফেট চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়, সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশের মানুষদের কাছে ক্রিকেট কেমন জটিল প্রতীক হিসেবে কাজ করে : 'When things goin' good, you cahn touch we ;'

কিন্তু সরদেশাই আর সোলকারের দুর্জয় সাহস ও প্রতিরোধ যখন আবার, সিরিজে তৃতীয়বার, ওয়েস্ট-ইনডিজের সব ভরশা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো, তখন ব্র্যাফেটের কবিতার পরের লাইনগুলোই পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা ক'রে দেবে :

....but leh murder start
an' ol man, you cahn' fine a man to hole up de side....

এ-কথা তো এতকাল ভারতের বেলাতেও সত্য ছিলো। ওয়েস্ট-ইনডিজের বেলাতেও প্রয়োজ্য নিশ্চয়ই। নইলে সোলকার আউট হ'তেই আবার ভারতীয় দলের সামনে বিপদ দেখা দিয়েছিলো, পর-পর আউট হয়েছিলেন বেঙ্কটরাঘবন ও আবিদ আলি, এবং শেষ ব্যাটসম্যান বেদি যখন নেমেছিলেন, তখনও ফলো-অন বাঁচাতে ১৭ রান চাই ভারতের। এসেই বেদি হোলডারের বলে খোঁচা দিয়েছিলেন, কিন্তু ক্যাচটা ফেলে দিয়েছিলেন লুইস, 'leh murder start.... you cahn fine a man to hole up de side'....[১]। ফলো-অন বাঁচাবার শেষ পাঁচ রান এলো চার বাই আর এক নো-বল থেকে, সঙ্গে-সঙ্গে 'রাবার' বাঁচাবার ভরসাও চ'লে গেলো ওয়েস্ট-ইনডিজের।

১ এডওয়ার্ড ব্রাফেটের এই কবিতাটির অনুবাদ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ওভার বাউণ্ডারি' বইতে পাওয়া যাবে।

সরদেশাই সিরিজে তৃতীয় সেঞ্চুরি করলেন—দেড়শো রান সবশুদ্ধ; আর আগের দুটো সেঞ্চুরির মতোই এটা এলো দলের চরম ভাঙনের মুহূর্তে: দলকে ধ'রে রাখতে সরদেশাই এগিয়ে এসেছিলেন, বীর ও সাহসী। তাঁকে যখন শেষ মুহূর্তে দলে ঢোকানো হয়েছিলো, তখন স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি যে সরদেশাই ক্রিকেটের ইতিহাসে বীরের বেশে ফিরে-আসার নতুন নাজির রাখবেন এভাবে।

ভারত : প্রথম দফা

অশোক মানকড়	ক. লুইস	ব. হোলডার	৬
সুনীল গাভাসকার	ক. হোলডার	ব. ডাও	১
† পোচিয়া কৃষ্ণমূর্তি	ক. ইনশান আলি	ব. ডাও	১
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. লুইস	ব. সোবার্স	২৮
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. লুইস	ব. সোবার্স	২৫
দিলীপ সরদেশাই	লেগ-বিফোর	ব. হোলডার	১৫০
এম. এল. জয়সীমা		ব. ডাও	০
একনাথ সোলকার	ক. লুইস	ব. ডাও	৬৫
সয়ীদ আবিদ আলি	রান-আউট	নি. শেফার্ড	৯
এস. বেঙ্কটরাঘবন		ব. শেফার্ড	১২
বিষেন সিং বেদি		অপরাজিত	২০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৬, নো-বল ১৮)			৩০
			৩৪৭

পতন : ২ (গাভাসকার); ৫ (কৃষ্ণমূর্তি); ২০ (মানকড়); ৬৪ (বিশ্বনাথ); ৬৯ (ওয়াড়েকর); ৭০ (জয়সীমা); ২৫৬ (সোলকার); ২৬৯ (আবিদ আলি); ২৮৫ (বেঙ্কটরাঘবন); ৩৪৭ (সরদেশাই)।

হোলডার	২৫.৪	৬	৭০	২
ডাও	২৩	৭	৬৯	৪
শেফার্ড	২৪	৪	৫৪	১
সোবার্স	১৯	৮	৩৪	২
ইনশান আলি	২০	৪	৬০	০
ফস্টার	১১	৩	২৮	০
ডেভিস	২	০	২	০

চতুর্থ দিনের শেষেই ওয়েস্ট-ইনডিজ ভারতের থেকে ৩২৯ রানে এগিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সময় তখন সবচেয়ে বড়ো শত্রু তাদের। প্রথম দফায় ওয়েস্ট ইনডিজ ১৫৪ রানে এগিয়েছিলো, আর দিনের শেষে ছ-উইকেটে তুলেছিলো ১৬৫। প্রথম বল থেকেই দ্রুত রানের চেষ্টায় তারা উইকেট বাঁচাবার চেষ্টা না-ক'রেই সব বল মারবার চেষ্টা করছিলেন, আর ভারতীয় বোলাররা চেষ্টা করছিলেন রান আটকে রাখতে। কিন্তু উইকেট তখনও চমৎকার—রানে ভর্তি। ভারি রোলার চালিয়ে উইকেট ভাঙবার জন্যই সোবার্স শেষ দিনে কেবল পাঁচ বল খেলেছিলেন, তাতে রান বেড়েছিলো পাঁচ, কিন্তু সময় নষ্ট হয়েছিলো তেরো মিনিট, আর উইকেটও মোটেই ভাঙেনি। কিন্তু হয়তো এই শেষ মরীয়া চেষ্টা না-ক'রে সোবার্সের উপায় ছিলো না।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

রয় ফ্রেডেরিকস		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৪৮
† ডেসমণ্ড লুইস		ব. আবিদ আলি	১৪
রোহন কানহাই	ক. কৃষ্ণমূর্তি	ব. সোলকার	১১
ক্লাইভ লয়েড	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. আবিদ আলি	৪৩
* গ্যারি সোবার্স	ক. বেদি	ব. আবিদ আলি	৯
জন শেফার্ড	ক. সোলকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩
মরিস ফস্টার	অপরাজিত		২২
চারলি ডেভিস	অপরাজিত		২৪
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৬
		ছ-উইকেটে ঘোষিত	১৮০

পতন : ১৭ (লুইস) ; ৩৬ (কানহাই) ; ১১২ (ফ্রেডেরিকস) ; ১২৬ (সোবার্স) ; ১৩২ (লয়েড) ; ১৩৩ (শেফার্ড)।

আবিদ আলি	২০·৫	৩	৭০	৩
সোলকার	১৪	০	৭৩	১
বেঙ্কটরাঘবন	৭	০	২৫	২
বেদি	১	০	৬	০

গাভাসকার আর মানকড় যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামলেন, তখন এ-সংশয়

কারু ছিলো না যে ৩১৩ মিনিটে ৩৩৫ রান তুলতে তাঁরা মোটেই উৎসুক নন, যদিও আউটফিল্ড ছিলো দ্রুত, বাউণ্ডারি ছোটো, এবং উইকেট ব্যাটসম্যানদের অনুকূল। যদি-বা কারু মনে কিছু সন্দেহ থেকেও থাকতো, মানকড় যখন মাত্র আট রান ক'রে ইনশান আলিকে তাঁর প্রথম টেস্ট-উইকেট দিলেন, তখন ওয়াড়েকর নেমেই যাবতীয় সংশয়ের অবসান টেনে দিলেন। গুজব ছড়িয়েছিলো যে গুডলেংথের কাছে একটা জায়গায় ছোট্ট সজীব দাগ আছে—কিন্তু সত্যি-মিথ্যে বোঝা যায়নি, এ-জন্যেই যে কেউ একবারও ওই দাগে বল ফেলতে পারেননি, কিংবা দাগটা আসলে হয়তো মনগড়া নিছক বিভ্রম। আগের ইনিংসে সোবার্স ওয়াড়েকরকে আউট ক'রে টেস্টে তাঁর দুশো উইকেট পূর্ণ করেছিলেন : জগতে তিনিই একমাত্র যাঁর ত্রিমুকুট আছে—সাত হাজারের উপর রান, দুশোর উপর উইকেট, একশোর উপর ক্যাচ। জয়ের আশা চকিতের জন্য তিনিই জাগিয়েছিলেন—পর-পর ওয়াড়েকর ও বিশ্বনাথকে আউট ক'রে—কিন্তু গাভাসকার তারপরেই পুরো ব্যাটিংটিকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন।

গাভাসকার শেষ পর্যন্ত ১১৭ ক'রে অপরাজিত ছিলেন, খেলার শেষে ভারতের রান ছিলো পাঁচ উইকেটে ২২১। তা দেখে যদি মনে হয়, খেলা বাঁচাতে ভারতকে বেগ পেতে হয়নি, তবে মস্ত ভুল হবে। গাভাসকার না-থাকলে, দলের দায়িত্ব ওভাবে তিনি নিজের কাঁধে তুলে না-নিলে, ভারতকে হয়তো বিপদে পড়তে হ'তো। তিনটি টেস্টের ছ-ইনিংসে গাভাসকারের এটা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, বাকি তিনবার তিনি রান করেছেন পঞ্চাশের উপর, কেবল একবার আউট হয়েছেন অতর্কিত ও অপ্রস্তুত—১ রান ক'রে। কিন্তু তাঁর এ সেঞ্চুরি ছিলো বাঁধিয়ে রাখার মতো, নিখুঁত, সুঠাম, শোভন। আগে কখনও-কখনও তিনি অফ্‌স্টাম্পের বাইরের বলের দ্বারা অযৌক্তিকভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন, আউট হবার সুযোগ দিয়েছেন—কিন্তু এবার তিনি আউট হবার কোনো সুযোগ তো দেনইনি, মনেই হয়নি কোনো কালে তাঁকে আউট করা যাবে। তাঁর অন্য ইনিংসগুলোতে যদি বা সন্দেহ থেকে থাকে, এবার তিনি স্পষ্ট ঘোষণা ক'রে দিলেন যে এখানে এক নতুন প্রতিভার অভ্যুদয় হ'লো। তাঁর খেলার গুণগুলো খুবই পুরোনো, কিন্তু সেই পুরোনো গুণগুলোই সামান্য মর্তবাসীদের থেকে অসামান্য প্রতিভাবানদের আলাদা ক'রে চিনিয়ে দেয়। তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে নিখুঁত ভারসাম্য ; কোনো মুদ্রাদোষ নেই—প্যাড ছোঁয়া, গ্লাভস নিয়ে খুটখাট করা, বা ব্যাটের হাতল ঘোরানো—ওসব কিছুই নেই তাঁর। কোনো আদি-

খ্যেতা নেই, দেখানোপনা নেই, অনায়াস স্বচ্ছন্দ মোলায়েম ভঙ্গি। বেঁটে ব'লেই তাঁর স্বজ্ঞাপ্রণোদিত প্রবণতা পেছিয়ে খেলার দিকে, কিন্তু সব সময়েই তিনি থাকেন বলের লাইনে, পিঠ সোজা, মাথা অকম্পিত। তাঁর মার আসে দেরিতে, একবারে শেষ মুহূর্তে—কিন্তু ঐ বাড়তি সময়টুকুই তাঁকে প্রতিভাবান ব'লে চিনিয়ে দেয়। একবার মনস্থির করার করার পর তাঁর মারে কোনো দ্বিধা নেই—সবল, সুঠাম, নিঃসংশয়—এবং তাঁর হাতে আছে সবধরনের মার। অতএব বারবেডোজ টেস্টে আর কিছু না-হোক, এই প্রতিধ্বনিত আবির্ভাব জগতের সব বোলারদের শঙ্কার বাণী শুনিয়েছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সুনীল গাভাসকার	অপরাজিত		১১৭
অশোক মানকড়	ক. শেফার্ড	ব. ইনশান আলি	৮
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. লয়েড	ব. সোবার্স	১৭
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. শেফার্ড	ব. সোবার্স	০
এম. এল জয়সীমা	লেগ-বিফোর	ব. ডাও	১৭
দিলীপ সরদেশাই	ক. ফ্রেডেরিকস	ব. শেফার্ড	২৪
একনাথ সোলকার	অপরাজিত		১০
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৮, ওয়াইড ১, নো-বল ১৭)			২৮
		পাঁচ উইকেটে	২২১

পতন : ৩৬ (মানকড়) ; ৭১ (ওয়াড়েকর) ; ৭৯ (বিশ্বনাথ) ; ১৩২ (জয়সীমা) ; ১৯২ (সরদেশাই)।

হোলডার	৮	৪	১৩	০
ডাও	১১	৪	২২	১
শেফার্ড	২০	৭	৩৬	১
সোবার্স	২৩	৮	৩১	২
ইনশান আলি	১৮	১	৬৫	১
ফস্টার	১৪	৭	১০	০
লয়েড	৪	০	১৩	০
ফ্রেডেরিকস	১	০	১	০
কানহাই	১	০	১	০

পঞ্চম টেস্ট : পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ;
এপ্রিল ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯/১৯৭১

অমীমাংসিত র'য়ে গেলো বটে· তবু শেষ টেস্টে কখনোই উত্তেজনা বা নাটকীয়তার ঘাটতি ছিলো না। সোবার্স, এবং ওয়েস্ট-ইনডিজ, আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে এ-টেস্টে জিতে 'রাবার' ভাগ ক'রে নেয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরই আবার হেরে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। সোবার্স যা করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি কোনো মানুষের কাছে আশা করা যায় না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিলো অবসন্ন, বছরে বারো মাস ক্রিকেট খেলার ফল, তারপর ভারতীয় ইনিংসের সূচনাতেই স্লিপে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ওয়াড়েকরকে লুফতে গিয়ে তাঁর কাঁধে যে-ব্যথা লেগেছিলো, তাও সারেনি, অথচ এই নিয়েই প্রথম ইনিংসে রান করেছিলেন ১৩২, তাঁর চতুর্বিংশতি টেস্ট-সেঞ্চুরি, কুইন্‌স পার্ক ওভালে এর আগে কোনো খেলাতেই তিনি সেঞ্চুরি করেননি; আর ভারতের প্রথম ইনিংসে ১৩ ওভার বল করা ছাড়াও দ্বিতীয় ইনিংসে বল করেছিলেন ৪৩ ওভার : খেলায় জেতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যা-যা করা সম্ভব সবই করেছিলেন। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর সব চেষ্টাই নিষ্ফল হ'লো।

হ'লো ছোটোখাটো গাভাসকারের জন্য। এ-টেস্টকে একদিক থেকে গাভাসকারের টেস্ট ব'লেও বর্ণনা করা যায়। প্রথম ইনিংসের ১২৪ ছাড়াও দ্বিতীয় ইনিংসে ২২০ রান হাঁকিয়ে গাভাসকার ভারতের আশাকে জিইয়ে রেখেছিলেন। প্রথম ইনিংসে তিনি ভারতীয় ব্যাটিংকে আগলে রেখেছিলেন ৪০০ মিনিট, আর দ্বিতীয় দফায় ৫৩০ মিনিট। কেবল দৃঢ়তা, অভিনিবেশ আর সাহসের জন্যই গাভাসকারের শিরোপা পাওয়া উচিত। কিন্তু এ-সঙ্গে যদি এ-তথ্য মনে রাখি যে তিনি সাতদিন ধ'রে প্রচণ্ড দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তবে তাঁর এই দৃষ্টান্ত হয়তো মহাকাব্যের নায়কদের হার মানিয়ে দেবে। এরই মধ্যে অনেক নজির তিনি ভাঙলেন, গড়লেন ও স্পর্শ করলেন। যেমন, ডগ ওয়ালটার্স ছাড়া এর আগে কেউ একই টেস্টে সেঞ্চুরি আর ডবোল-সেঞ্চুরি হাঁকাননি। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র বিজয় হাজারেই আগে টেস্টের দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় এর আগে টেস্টে পর-পর তিন ইনিংসে সেঞ্চুরি করেননি। কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় এর আগে কোনো সিরিজে চারটে সেঞ্চুরি করেননি—গাভাসকার, অথচ, আহত ছিলেন ব'লে প্রথম টেস্টে খেলতেই পারেননি। কোনো বিদেশী খেলোয়াড়

ওয়েস্ট-ইনডিজে টেস্টে দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি করেননি। কোনো টেস্ট-সিরিজে যাঁরা সাতশোর উপর রান করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম। প্রথম টেস্ট-সিরিজেই এত রান তাঁর আগে আর-কেউ করেননি! ইচ্ছে করলে হয়তো আরো অনেক রকম নজিরের কথাই উল্লেখ করা যায়। কিন্তু গাভাসকার রেকর্ড করবেন ব'লে খেলতে নামেননি। প্রথম থেকেই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ভারত যাতে না-হারে। রেকর্ডগুলো পর-পর উৎসারিত হয়েছে এই প্রতিজ্ঞা থেকেই। আর, মনে রাখতে হবে, কখনো তাঁর ব্যাটিং ছিলো না পীড়াদায়ক। এমনকি খেলার শেষ দিকেও তিনি ক্রিজ ছেড়ে তিন-চার পা এগিয়ে গেছেন বল হাঁকাবার জন্য। তাঁর খেলা আগাগোড়াই ছিলো সুঠাম ও শোভন। খেলেছেন মন্থর, কিন্তু নীতির দিক থেকে চালের দিক থেকে দলের দিক থেকে আস্তে না-খেলে তাঁর উপায় ছিলো না। পুরো টেস্টটাই যেন সোবার্সের সঙ্গে তাঁর লড়াই, দুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ—এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন গাভাসকারই। যদিও সোবার্স এ-টেস্টে চমৎকার একটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন, তবু ভারতীয়দের সকলের দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস যে বেদি তাঁর নিজের বলেই সোবার্সকে লুফেছিলেন, যখন তাঁর রান ছিলো মাত্র ৩৪। আম্পায়ারের ভুল রায় এ-সিরিজে সোবার্সের প্রথম সেঞ্চুরির কৃতিত্বকে ফাঁপা ক'রে দিয়েছিলো; সিরিজে তাঁর শেষ সেঞ্চুরিটিও ভারতীয়দের কাছে মনে হয়েছিলে তেমনি ফাঁপা, তেমনি মিথ্যের উপর দাঁড় করানো।

শেষ টেস্ট ছিলো ছ-দিনের। টসে জিতে ওয়াড়েকর এবার কিন্তু ব্যাট বেছে নিলেন। দ্বিতীয় টেস্টে কুইন্‌স পার্ক ওভালে প্রথম বল থেকেই ব্যাটসম্যানদের পিচের জন্য অনবরত নাস্তানাবুদ হ'তে হয়েছে, কখনো বল গেছে গড়িয়ে মাটিতে প'ড়ে আর ওঠেনি, আবার কখনো অতর্কিতে অদ্ভুতভাবে লাফিয়েছে।

এবার কিন্তু পিচ ছিলো ব্যাটসম্যানদের অনুকূল; ছ-দিনের টেস্ট, কাজেই শেষ দিকে হয়তো স্পিন ধরবে। সেজন্যই ভারতের পক্ষে জরুরি ছিলো প্রথম দফায় বেশি রান তোলা।

চতুর্থ টেস্টে মানকড় আহত হয়েছিলেন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময়। জয়ন্তিলালও সুস্থ নন। অতএব গাভাসকারের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন আবিদ আলি।

লাঞ্চের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ৯১, আউট হয়েছেন আবিদ আলি

আর ওয়াড়েকর, গাভাসকার ব্যাট করছেন অপরাজিত ৪৭, আর তাতে আছে সাতটি বিদ্যুৎগর্ভ চার। যে-দুটি উইকেট ওয়েস্ট-ইনডিজ নিয়েছিলো, তাদের দুটিতেই সোবার্সের হাত ছিলো। দারুণ বল করছিলেন সোবার্স, তাঁর বলের সুয়িং আবিদ আলিকে বার-বার হার মানাচ্ছিলো, আর শেষে যখন আবিদ আলি দলের ২৬ রানে সোবার্সের বলে স্লিপে ধরা পড়লেন, তখন কেউই অবাক হয়নি। আর তার পরেই ভারতের রান যখন ৬৮, সোবার্স ঝাঁপ খেয়ে প'ড়ে স্লিপে ওয়াড়েকরকে লুফলেন শেফার্ডের বলে : ভারতের নতুন অধিনায়ক এবারও ব্যাটে কোনো সুবিধে করতে পারেননি।

জ্যামেকার তরুণ ফাস্ট বোলার উটন ডাও প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমেই বারবেডোজে চারটে উইকেট নিয়েছিলেন, তাঁর বলেই ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছিলো। কিন্তু এখানে তাঁর বল কোনোই দাগ কাটেনি। বরং সোবার্স আর শেফার্ডের বলই অনেক বেশি কাজের হচ্ছিলো। গাভাসকারের খেলা দেখে মনে হচ্ছিলো, বোধহয় তাঁর কাছে থেকে সিরিজের সেরা ব্যাটিং পাওয়া যাবে। আগেকার টেস্টগুলোয়, বিশেষত প্রথম দুটি টেস্টে, অফ-স্টাম্পের বাইরের বলের তাঁর দুর্বলতা কারুই অগোচর থাকেনি। কিন্তু এবার তিনি ছিলেন প্রতিরোধে অবিচল, অথচ তাঁর জোরালো মারগুলোতেও কোনো শঙ্কার কারণ ছিলো না। তাঁর বেশির ভাগ মারই আসছিলো গরীয়ান ও প্রচণ্ড স্ট্রেটড্রাইভ থেকে, এতকাল পাতৌদি আর হনুমন্ত সিং ছাড়া ভারতীয় দলে আর-কেউই যে-মার ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে পারেননি।

লাঞ্চের পরে গাভাসকার সরদেশাই জুটি যোগ করেছিলো ১২২ রান, আর তাতে সরদেশাইয়ের অবদান ছিলো ৭৫। আর সরদেশাই যদিও গাভাসকারের চেয়ে তাড়াতাড়ি রান করেছিলেন, তাঁর খেলায় আগেকার মতো স্বাচ্ছন্দ্য বা দীপ্তি কোনোটাই ছিলো না। এবং সরদেশাইয়ের খেলবার ধরন দেখেই গাভাসকার আরো সংকুচিত ক'রে নিয়েছিলেন নিজেকে, বুঝেছিলেন ভারতীয় ইনিংসকে ধ'রে রাখতে হলে একজন কাউকে অন্তত অতীব দায়িত্বের সঙ্গে নোঙরের কাজ করতে হবে। খেলার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই স্বেচ্ছা-সংকোচন ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

দিনের শেষে ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ২৪৭, আর গাভাসকার অপরাজিত ১০২। গাভাসকার আউট হলেন দ্বিতীয় দিন, আরো ২২ রান যোগ ক'রে। দ্বিতীয় দিনের সূচনাতেই ডাওয়ের প্রথম ওভারে একটি চমৎকার

বলে আউট হয়েছিলেন সোলকার, সেদিন তখনও এক রানও যোগ হয়নি। কিন্তু গাভাসকার ব্যাট করেছিলেন আরো এক ঘণ্টা, বেঙ্কটরাঘবনের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে যোগ করেছিলেন ৪৯ রান। আউট হয়েছিলেন হলফোর্ডকে লেট-কাট করতে গিয়ে লুইসের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে।

গাভাসকার আউট হ'তেই কিন্তু ভারতীয় ইনিংসের উপর যবনিকা নেমে আসেনি। বেঙ্কটরাঘবন চমৎকার খেলে অবশেষে টেস্টে প্রথমবার পেরুলেন পঞ্চাশ; তাঁর ড্রাইভ আর হুকগুলো কেবল যে স্বচ্ছন্দ আর অনায়াস হচ্ছিলো, তা নয়—তাতে ছিলো মনের জোরের ছাপ, সুপরিকল্পনা আর আস্থা। কিন্তু লাঞ্চের যখন দশ মিনিট বাকি, বেঙ্কটরাঘবন ডাওয়ের বল পুল করতে গিয়ে সময়মতো মারটা হাঁকাতে পারেননি, মিড-অনে ক্যারু তাঁকে সহজেই লুফে নিয়েছিলেন।

লাঞ্চের আধঘণ্টা পরেই ৩৬০ রানে ভারতের প্রথম দফা শেষ হ'য়ে গেলো। কিছুতেই সাড়ে-তিনশোর উপর রানকে মন্দ স্কোর বলা যায় না, কিন্তু ছ-দিনের টেস্টে এ-রান মোটেই যথেষ্ট নয়। উইকেট মন্থর বটে, কিন্তু ব্যাটসম্যানদের অনুকূল। আর ওয়েস্ট-ইনডিজ দল যে ব্যাটে প্রচণ্ড শক্তিশালী, সে-বিষয়ে কারু সংশয় নেই। বিশেষত কানহাই ও সোবার্স—দুজনেরই ব্যাটিংএর হাত খুলে গিয়েছে, তাছাড়া ডেভিস আছেন—ভারতীয় দলের শঙ্কা। আর লয়েড কি এবারও তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি বড়ো ইনিংসটির অবতারণা করবেন না? অতএব প্রথম দফায় ৩৬০ রান তুলেও ভারতীয় দল তাকে ভাবছিলো রক্ষণাত্মক ক্রিকেট।

ভারত : প্রথম দফা

সুনীল গাভাসকার	ক. লুইস	ব. হলফোর্ড	১২৪
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. ডেভিস	ব. সোবার্স	১০
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. সোবার্স	ব. শেফার্ড	২৮
দিলীপ সরদেশাই	ক. লুইস	ব. হলফোর্ড	৭৫
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. লুইস	ব. শেফার্ড	২২
এম. এল. জয়সীমা	ক. ক্যারু	ব. ডাও	০
একনাথ সোলকার	ক. বদলি (ফ্রেডেরিকস)	ব. ডাও	৩
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. ক্যারু	ব. শেফার্ড	৫১

† পেচিয়া কৃষ্ণমূর্তি	ক. লুইস	ব. নরীগা	২০
ই. এ. এস. প্রসন্ন	ক. লয়েড	ব. হলফোর্ড	১৬
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই, ১ নো-বল ৯)			১০
			৩৬০

পতন : ২৬ (আবিদ আলি); ৬৮ (ওয়াড়েকর); ১৯০ (সরদেশাই); ২৩৮ (বিশ্বনাথ); ২৩৯ (জয়সীমা); ২৪৭ (সোলকার); ২৯৬ (গাভাসকার) ৩৩৫ (বেঙ্কটরাঘবন); ৩৫৫ (কৃষ্ণমূর্তি); ৩৬০ (প্রসন্ন)।

ডাও	২৯	১	৯৯	২
শেফার্ড	৩৫	৭	৭৮	৩
সোবার্স	১৩	৩	৩০	১
ডেভিস	১০	০	২৮	০
নরীগা	১৬	৩	৪৩	১
হলফোর্ড	২৮·৩	৩	৬৮	৩
ফস্টার	২	০	৪	০

দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজ দু-উইকেটে ১২৭, লুইস ব্যাট করছেন অপরাজিত ৫৯, অন্যপ্রান্তে আছেন ডেভিস।

দ্বিতীয় টেস্টে নিজের বলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ক্যাচ লুফতে গিয়ে জখম হয়েছিলেন প্রসন্ন, বিশেষত তাঁর ডান হাতটি নন-স্ট্রাইকার মাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব'লে। তারপর দুটি টেস্ট গেছে, তিনি খেলতে পারেননি। তাঁর অনামিকার ঘা তখনও পুরোপুরি সারেনি। কিন্তু এ-টেস্টে খেলতে নেমে তবু প্রথম আঘাত হানলেন তিনিই যখন ক্যারু তাঁর বলে স্লিপে ওয়াড়েকরকে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন : ওয়েস্ট-ইনডিজের রান তখন এক উইকেটে ৫২। কানহাই এসেই প্রসন্নর বলে ফাঁপরে পড়লেন ; প্রসন্নর বলের ফ্লাইট, তাঁর বলের গতি, এমনকি লেংথের পর্যন্ত কোনো হদিশ পাচ্ছিলেন না কানহাই। যুঝেছিলেন অনেকক্ষণ, এবং প্রসন্নর কাছ থেকে সরতে গিয়ে শেষে রান-আউট হ'য়ে বিদায় নিয়েছিলেন—ওয়েস্ট-ইনডিজ দু-উইকেটে ৯২। লুইস আর ডেভিস বাকি সময়টুকু সাবধানে খেলে কাটিয়ে দিলেন। ভারতকে যদি খেলায় প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়, তবে তৃতীয় দিনে পর-পর উইকেট নিতে হবে।

প্রথম ওভারেই প্রসন্ন ঠকালেন লুইসকে, তাঁর অতর্কিত উলটো-মোচড় দেয়া বলে ; কৃষ্ণমূর্তি ক্যাচই ফেলে দিলেন। অন্য দিকে ডেভিস যখন ২১ করেছেন, বেদিকে স্কোয়ারকাট করতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়েছিলেন স্লিপে, ওয়াড়েকর ফেলে দিলেন। আধ ঘণ্টা পরে অবশ্য বেদি পেলেন লুইসকে, তাঁর প্রখর-মোচড় খাওয়া বলে, কৃষ্ণমূর্তি এবার কোনোক্রমে খোঁচাটা লুফলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ তিন উইকেটে ১৪২। লয়েড নেমেই দেখলেন প্রসন্ন বেদির বলে হাঁকানো তাঁর পক্ষেও অসাধ্য। রান করবেন কি, টিকে-থাকাই মুশকিল। এবং কুড়ি মিনিটও টিকলেন না—প্রসন্নর একটি চমৎকার বল থেকে স্লিপে বেঙ্কটরাঘবন লয়েডকে লুফে নিলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ চার উইকেটে ১৫৩। সোবার্স নেমেই প্রসন্নর প্রথম বলে চমৎকার অফ-ড্রাইভ হাঁকালেন—তাঁর মারের স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীলতা, সুষ্ঠু সময়জ্ঞান ভারতীয়দের কাছে ভাবী বিপদের পূর্বাভাস ব'লেই মনে হয়েছিলো। কিন্তু লাঞ্চের আগে ৭০ মিনিটে তবু ডেভিস-সোবার্সের পক্ষে ৪৭ রানের বেশি যোগ করা সম্ভব হয়নি—বেদি আর প্রসন্ন কখনো রাশ ছাড়েননি, প্রতিটি রানের জন্য ব্যাটসম্যানদের লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে এ-টেস্টে লড়তে হ'লে রান তুলতে হবে তাড়াতাড়ি। সেজন্যেই লাঞ্চের পর সোবার্স উলটে আক্রমণের চেষ্টা করলেন। এবং তারপরেই ঘটনাটা ঘটলো। সোবার্সের রান যখন ৩৪, বেদির বলে ঠ'কে গিয়ে তিনি বেদিকেই নিচু ক্যাচ দিলেন ; ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বেদি লুফে নিলেন—কিন্তু আম্পায়ার আউট দেননি। সোবার্স আর ডেভিস দুজনেই দিনের শেষে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ডেভিস অবশ্য সেঞ্চুরি ক'রেই আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন, পঞ্চম উইকেটে ২১০ মিনিটে যোগ হয়েছিলো ১৭৭। কিন্তু দিনের শেষে সোবার্স ছিলেন অপরাজিত ১১৪, আর মাইক ফস্টার অপরাজিত ২৬, ওয়েস্ট-ইনডিজের রান পাঁচ উইকেটে ৩৭৭।

ওয়েস্ট-ইনডিজ চতুর্থ দিনে তিনটের একটু পরে ৫২৬ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। সোবার্স ব্যাট করেছিলেন আরো ৮০ মিনিট, কিন্তু কিছুতেই ১৮ রানের বেশি তুলতে পারেননি। প্রসন্নর বলে অবশেষে যখন তাঁর অফস্টাম্প কাৎ হ'য়ে গেলো, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজ ভারতের চেয়ে মাত্র ৬৪ রান এগিয়ে। কিন্তু ফস্টার আর হলফোর্ড সপ্তম উইকেটে যোগ করলেন ৯৩ রান, আর তার ফলেই ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে ১৬৬ রানে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'লো, ফস্টারের দুর্ভাগ্য তিনি এক রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেননি।

কিন্তু একদিক থেকে আবার সেঞ্চুরির কোনো কথাই ওঠে না, বেদির বলে ফস্টার কখন আউট হ'য়ে যেতেন, যদি বেঙ্কটরাঘবন ক্যাচটা না-ফশকাতেন। আর হলফোর্ড নেমেই প্রসন্নর বলে লেগট্র্যাপে ক্যাচ তুলেছিলেন, কোনো রান করার আগেই, এবার তাঁকে ফেললেন ওয়াড়েকর। প্রসন্ন আর বেদির বলে এতগুলো ক্যাচ না-ফশকালে খেলার ফল অবশ্য রকম হ'তো। বেদি যে ৭১ ওভার বল ক'রে ১৬৩ রানে মাত্র একটি উইকেট পেলেন, এটা কিছুতেই তাঁর চমৎকার বোলিংএর সুষ্ঠু ছবি নয়। আর প্রসন্ন—হয়তো এটাই তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট, কারণ তাঁকে আর টেস্টেই নেয়া হয়নি (কেবল ভারতই হয়তো পারে জগতের সেরা অফস্পিনারকে ড্রেসিংরুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে! সেই ট্র্যাডিশন তো সমানে চলেছে—অমরনাথকে, যখন তাঁর খেলা সবচেয়ে দুর্দান্ত, ইলংণ্ড থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো; ১৯৫২ সালে বিনু মানকড়কে প্রথমে ইংলণ্ড সফরের নিয়েই যাওয়া হয়নি—অথচ আগের টেস্টেই ভারত কেবল তাঁর জন্যই মাদ্রাজে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম টেস্ট জিতেছিলো!)—৬৫ ওভার বল ক'রে ১৪৬ রানে তিন উইকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু এটা কিসের হিসেব? তাঁর বলের? মোটেই নয়—এই নীরক্ত পরিসংখ্যানে তো কোনো ইঙ্গিত নেই তাঁর বলে কটা ক্যাচ ফশকেছিলো ভারত।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

জোয়ে ক্যারু	ক. ওয়াড়েকর	ব. প্রসন্ন	২৮
† ডেসমণ্ড লুইস	ক. কৃষ্ণমূর্তি	ব. বেদি	৭২
রোহন কানহাই	রান-আউট	নি. বেদি	১৩
চারলি ডেভিস	ক. সোলকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১০৫
ক্লাইভ লয়েড	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. প্রসন্ন	৬
* গ্যারি সোবার্স		ব. প্রসন্ন	১৩২
মরিস ফস্টার		ব. আবিদ আলি	৯৯
ডেভিড হলফোর্ড	স্টা. কৃষ্ণমূর্তি	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৪৪
জন শেফার্ড	ক. আবিদ আলি	ব. বেঙ্কটরাঘবন	০
উটন ডাও	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩
জ্যাক নরীগা	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১৪, লেগ-বাই ৮, নো-বল ২)			২৪
			৫২৬

পতন : ৫২ (ক্যারু) ; ৯৪ (কানহাই) ; ১৪২ (লুইস) ; ১৫৩ (লয়েড) ; ৩১০ (ডেভিস) ; ৪২৪ (সোবার্স) ; ৫১৭ (ফস্টার) ; ৫২২ (হলফোর্ড) ৫২৩ (শেফার্ড) ; ৫২৬ (ডাও)।

আবিদ আলি	৩১	৭	৫৮	১
সোলকার	১১	১	৩৫	০
বেদি	৭১	১৭	১৬৩	১
প্রসন্ন	৬৫	১৫	১৪৬	৩
বেঙ্কটরাঘবন	৩৭'৪	৫	১০০	৪
জয়সীমা	১	১	০	০

ওয়েস্ট-ইনডিজকে প্রথম দফায় ১৬৬ রানে এগিয়ে যেতে দিয়ে ভারত নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলো। তার পরেই সোবার্স যখন ভারতীয় ইনিংসের সূচনাতেই আবিদ আলিকে লেগ-বিফোর পেলেন, তখন ভারতকে লড়তে হ'লো দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। সিরিজে এই প্রথম বার ওয়াড়েকর বলের লাইনে গিয়ে খেলবার চেষ্টা করলেন, সহজে উইকেট খোয়াতে রাজি হলেন না। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের রান এক উইকেটে ৯৪—তখনও ওয়েস্ট-ইনডিজের থেকে ৭২ রান পেছিয়ে।

পঞ্চম দিনে খেলার নায়ক সুনীল গাভাসকার ; আগের দিন সন্ধেবেলায় তিনি ৫৭ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন, এবার তাঁর সেঞ্চুরি এলো ২১৫ মিনিটে। ওয়াড়েকরের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে তিনি যোগ করেছিলেন ১৪৮ রান, আর তাতে ওয়াড়েকরের অংশ মাত্র ৫৪। গাভাসকারই আসলে ছিলেন জুটির প্রধান, এমনকি ভারতের অধিনায়ককে তিনি বেশিরভাগ সময়েই আগলে খেলছিলেন। ওয়াড়েকর যখন আউট হলেন, ভারত তখনও সাত রান পেছিয়ে। লাঞ্চের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ১৯৩, গাভাসকার অপরাজিত ১০৬, সরদেশাই অপরাজিত ২০।

দিনের শেষে ভারতের রান চার উইকেটে ৩২৪ : গাভাসকার তখনও আছেন, অপরাজিত ১৮০, ভারতীয় ইনিংসের অভিভাবক, চতুর্থ উইকেটে বিশ্বনাথের সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন ৯৯ রান ; বিশ্বনাথ আউট হবার পর জয়সীমা এসে সন্ধেবেলায় ঘাড় গুঁজে অস্বস্তির সঙ্গে নিজের উইকেট আগলে রেখেছেন।

তখনও ওয়েস্ট-ইনডিজ যদি চট ক'রে ভারতকে নামিয়ে দিতে পারে, তাহ'লে তাদের জয় আটকানো মুশকিল। জয়সীমা এ-অবস্থায় দৈব আর দর্শকদের হৃৎপিণ্ডকে নিয়ে লোফালুফি খেললেন। নরীগার বলে প্রথমে তিনি শটলেগে ক্যাচ দিলেন শেফার্ডকে; এক রান পরেই তাঁর হুকটা ক্যারু হাত থেকে ফেলে দিলেন; তারপরেই হলফোর্ডের বলে লুইস তাঁকে ফেললেন। সত্যি যে প্রথম সুযোগ দেবার পর জয়সীমা আর মাত্র ৫ রান যোগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি উইকেটে ছিলেন আরো এক ঘণ্টা, আর সময় তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের কাছে হয়তো রানের চেয়েও মূল্যবান। অবশেষে জয়সীমা যখন আউট হলেন, তখন ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ৩৭৪। একটু পরেই, গাভাসকার শেফার্ডের বল লেটকাট করতে গিয়ে উইকেটে টেনে আনলেন: ভারতের রান ৬ উইকেটে ৩৭৭। সেদিন সকালে তিনি ব্যাট করেছেন নব্বুই মিনিট, যোগ কছেন আরো চব্বিশ রান। সবশুদ্ধ আট ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট উইকেটে ছিলেন গাভাসকার—তাঁকে খেলতে হয়েছে সবশুদ্ধ ৫২৬টি বল, আর তাদের ২৪টিকে তিনি সীমানা পার ক'রে দিয়েছেন।

লাঞ্চের ঠিক আগের বলে নরীগা পেলেন সোলকারকে; বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানের অফস্টাম্পের ঠিক বাইরে থেকে একটা দাগে বল প'ড়ে লাফিয়েছে, ভেঙেছে, অতর্কিতে ঢুকেছে। এবং এই সাফল্য ওয়েস্ট-ইনডিজকে খুশি করার বদলে উদ্বিগ্নই ক'রে তুললো। দলে বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানের সংখ্যা মোটেই কম নয়—ক্যারু, লয়েড, সোবার্স, ফস্টার।

ভারতীয় ইনিংস যখন অবশেষে ৪২৭ রানে শেষ হ'লো, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের কাছে ব্যাট করার সময় আছে ৯৫ মিনিট ছাড়া বাধ্যতামূলক ২০ ওভার। এবং জয়ের জন্য চাই ২৬২ রান। সিরিজের শেষ মুহূর্তগুলো তাই উত্তেজনা ও নাটকীয়তায় ভ'রে গেলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সয়ীদ আবিদ আলি	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	৩
সুনীল গাভাসকার		ব. শেফার্ড	২২০
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. শেফার্ড	ব. নরীগা	৫৪
দিলীপ সরদেশাই	ক. ও	ব. ফস্টার	২১
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ		ব. সোবার্স	৩৮

এম. এল. জয়সীমা	লেগ-বিফোর	ব. শেফার্ড	২৩
একনাথ সোলকার	ক. সোবার্স	ব. নরীগা	১৪
এস. বেঙ্কটরাঘবন		ব. নরীগা	২১
† পোচিয়া কৃষ্ণমূর্তি	ক. বদলি (ফ্রেডেরিকস)	ব. নরীগা	২
ই. এ. এস. প্রসন্ন	অপরাজিত		১০
বিষেন সিং বেদি	ক. সোবার্স	ব. নরীগা	৫
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৮, নো-বল ২)			১৬
			৪২৭

পতন : ১১ (আবিদ আলি) ; ১৫৯ (ওয়াড়েকর) ; ১৯৪ (সরদেশাই) ; ২৯৩ (বিশ্বনাথ) ; ৩৭৪ (জয়সীমা) ; ৩৭৭ (গাভাসকার) ; ৪০৯ (সোলকার) ; ৪০৯ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ৪১২ (কৃষ্ণমূর্তি) ; (৪২৭ বেদি)

সোবার্স	৪৩	১৪	৮৩	২
ডাও	২১	২	৫৪	০
শেফার্ড	২৪	৮	৪৫	৩
নরীগা	৫৩.৪	৮	১২৯	৫
হলফোর্ড	২৭	৩	৬৩	০
ক্যারু	৭	২	১৫	০
ফস্টার	১২	৪	১০	১
ডেভিস	১০	২	১২	০

কী করবে ওয়েস্ট-ইনডিজ ? রান তোলবার জন্য চেষ্টা করবে ? বেরুবে বুনোহাঁসের পিছনে ? কী করবেন ওয়াড়েকর ? আক্রমণ ? ফিল্ড সাজাবেন ঘিরে ধ'রে, আক্রমণ রচনা করবেন অফ-স্পিনারদের দিয়ে, চেষ্টা করবেন নরীগা যেখানে বল ফেলে লাফঝাঁপ মোচড় খাইয়েছেন, সেখানে বল ফেলতে ? ডান হাতি ব্যাটসম্যানদের বেলায় বেদিকে নিয়োগ করবেন সেখানে বল ফেলতে ? কী করবেন ভারতের নতুন অধিনায়ক, ভাগ্য যাঁর উপর সুপ্রসন্ন ?

সোবার্স যে জয়ের চেষ্টায় বদ্ধপরিকর তা বুঝতে দেরি হ'লো না যখন ক্যারুর সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন শেফার্ড। ক্যারু রান-আউট, শেফার্ডকে নিজের বলেই লুফেছেন আবিদ আলি, ওয়েস্ট-ইনডিজের রান দু-উইকেটে ১৬, ব্যাট করছেন লয়েড আর কানহাই, প্রতিটি বল হাঁকাবার চেষ্টা

করছেন। আবার আবিদ আলি আঘাত হানলেন, পর-পর দুটো, চরম, যখন পর-পর দু-বলে তিনি ফিরিয়ে দিলেন কানহাই ও সোবার্সকে—ওয়েস্ট-ইনডিজ চার উইকেটে ৫০। ভারতের বিরুদ্ধে আঠারোটি টেস্টে সোবার্সের দ্বিতীয় শূন্য: প্রথমবার যখন শূন্য করেছিলেন ওয়েস্ট-ইনডিজ হেরেছিলো। এবার?

এরই মধ্যে লয়েড ব্যাট করছেন প্রবলসুন্দর, তেজিয়ান, শার্দূলবিক্রীড়িত, বাঘের বাচ্চা যেমন ক'রে অকুতোভয় খেলে। ওয়েস্ট-ইনডিজের ষষ্ঠ উইকেট যখন পড়লো, তখন রান ১১৪, জয়ের জন্য চাই ১৪৮, ভারতকে বল করতে হবে, হবেই, আরো আঠারো ওভার। ওয়েস্ট-ইনডিজকে জিততে হ'লে এখন প্রতি ওভারে সাত রানের বেশি রান করতে হবে। এতক্ষণ ওয়াড়েকর বল করিয়েছেন আবিদ আলি-সোলকারকে দিয়ে; প্রসন্ন, বেঙ্কটরাঘবন কিংবা বেদিকে কাজে লাগাননি। এখন কী করবেন? ব্যাট করছেন লয়েড ও ডেভিস; আসতে বাকি লুইস, ডাও আর নরীগা। ওয়াড়েকর কি তুষ্ট থাকবেন এ-টেস্ট অমীমাংসিত শেষ হ'লে? নাকি এখন তিনি সত্যিকার চাপ দেবেন? ছ-দিনের টেস্টে শেষ ঘণ্টার খেলা, উইকেটে ভাঙন ধরেছে, কে না জানে ভারতের স্পিন বল এখন বিশ্বক্রিকেটে সেরা? অথচ, কিমাশ্চর্য, ওয়াড়েকর অপেক্ষা করলেন আরো ছ-ওভার। যখন চার ওভার বাকি লয়েড আউট হলেন, বেঙ্কটরাঘবনের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে, তাঁর রান ৬৪। ওয়েস্ট-ইনডিজ সাত উইকেটে ১৫২। যখন বাকি এগারো বল, আউট হলেন ডেভিস। ওয়েস্ট ইনডিজ, আট উইকেটে ১৬১।

লুইস আর ডাও এগারোটা বল ঘাড় গুঁজে কাটিয়ে দিলেন।

জল্পনা ক'রে লাভ নেই। তবু ভাবতে ইচ্ছে হয়: যদি ভারতের অধিনায়ক হতেন, সি. কে. নাইডু কি লালা অমরনাথ, কনট্র্যাকটর কিংবা পাতৌদির নবাব, তাহ'লে কীভাবে এ-টেস্ট শেষ হ'তো? তিন বছর আগে বিদেশে প্রথম 'রাবার' জিতেছিলো ভারত, নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩-১ খেলায়, তারপর জিতলো এখন—ওয়েস্ট-ইনডিজকে ১-০ খেলায় হারিয়ে দিয়ে। নিশ্চয়ই এই জয় নতুন আস্থা ও উৎসাহ দেবে ভারতকে।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

জোয়ে ক্যারু	রান-আউট	নি. বেদি	৪
জন শেফার্ড	ক. ও	ব. আবিদ আলি	৯
ক্লাইভ লয়েড	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৬৪
রোহন কানহাই		ব. আবিদ আলি	২১
* গ্যারি সোবার্স		ব. আবিদ আলি	০
মরিস ফস্টার	রান-আউট	নি. সোলকার	১৮
ডেভিড হলফোর্ড	ক. বেদি	ব. সোলকার	৯
চারলি ডেভিস	ক. বিশ্বনাথ	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৯
† ডেসমণ্ড লুইস	অপরাজিত		৪
উটন ডাও	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৮)			১৭
		আট উইকেটে	১৬৫

পতন : ১০ (ক্যারু) ; ১৬ (শেফার্ড) ; ৫০ (কানহাই) ; ৫০ (সোবার্স) ; ১০১ (ফস্টার) ; ১১৪ (হলফোর্ড) ; ১৫২ (লয়েড) ; ১৬১ (ডেভিস)।

আবিদ আলি	১৫	১	৭৩	৩
সোলকার	৫৩	১	৪০	১
বেঙ্কটরাঘবন	৫	১	১১	২
প্রসন্ন	৫	০	২৩	০
বেদি	২	১	১	০

পর্যায় ৩০

বনাম ইংলণ্ড ১৯৭১

১৯৭১ সালের ক্যারিবিয়ন সফর যদি হয় গাভাসকারের সাফল্যের কাহিনী, তাহ'লে ইংলণ্ড-সফর চন্দ্রশেখরের। একদিক থেকে ক্রিকেট হয়তো ব্যাটস-ম্যানেরই খেলা; তাঁরা যত সহজে দর্শকদের প্রিয় হ'য়ে ওঠেন, বোলারের কাছে তা হয়তো স্বপ্নাতীত। আমরা মারের চটক দেখে চমকে যাই, মুগ্ধ হ'য়ে উঠি, যখন সহজে রান ওঠে না তখন বলি বিবর্ণ ক্রিকেট, পাণ্ডুর ক্রিকেট, বিরক্তিকর। তার কারণ আমরা হয়তো দেখতে পাই না কীভাবে বলকে নিয়ন্ত্রিত করছেন বোলার, কেবল দেখি ব্যাটসম্যান হাঁকাচ্ছেন কীভাবে। বলের কাজ, কারিকুরি, দেখতে হয় দুরবিনে চোখ এঁটে—তাও মাঠে বোলারের হাতের পিছনে বা মুখোমুখি না-বসতে পেলে দুরবিন এঁটেও লক্ষ করা কঠিন হ'য়ে ওঠে। ব্যাটসম্যান আউট হ'য়ে গেলে বলি তাঁর দোষ, কিংবা উইকেটের অসদ্ব্যবহার। বলি না যে বোলার তাঁকে বাধ্য করেছেন ভুল করতে। আলেক বেডসার যে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন, 'ইংলণ্ডে শেস যে-বোলার নাইট হয়েছেন তিনি র‍্যালে, সে-কথায় কেবল তিক্ততাই নেই, আছে বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতিও। ব্র্যাডম্যান গোল্লা করলে তা হয় খবর; 'বডিলাইন' সফরে ব্র্যাডম্যানই সব খবরের কেন্দ্র, অনেকই মনে রাখতে চায়নি যে লারয়ুডও সে-সফরে দুর্দান্ত বল করেছিলেন।

অতএব আশা করা অন্যায় হবে যে চন্দ্রশেখর ঠিক গাভাসকারের মতোই দর্শকদের জয় ক'রে নেবেন। সরদেশাইয়ের মতো তিনিও মঞ্চস্থ করেছিলেন চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তন। মনে রাখবেন এমনকি শারলক হোমসও ফিরে এসে তেমন সুবিধে করতে পারেননি। আর তিনি তো রোমান্টিক নায়ক—বেহালা বাজান, নেশাভাঙ করেন, অন্ধকারে ব'সে থাকেন—দ্যুপ্যাঁর মতো, দারুনভাবে প্রতিস্বিকতার প্রতিমূর্তি, অথচ ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ। না, ফিরে এসে তিনি সুবিধে করতে পারেননি। একদিক থেকে চন্দ্রশেখরের এই ফিরে-আসা আরো মনের জোরের লক্ষণ, যখন ভাবি যে অস্ট্রেলিয়ায় তিনি কেবল যে জখমই হয়েছিলেন, তা নয়, একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। তারপর মহীশূরে ফিরেই তাঁকে পড়তে হ'লো স্কুটার দুর্ঘটনায়। খেলতেই পারেননি ৬৮ সালের শীতকালে। কিন্তু পরের বছর, অস্ট্রেলিয়া যখন ভারত সফরে এলো, চন্দ্রশেখর

আবার চমকপ্রদ বল করছেন। অথচ তাঁকে দলে নেয়া হ'লো না বিজয় মারচেণ্টের ইচ্ছেয়—বলাই বাহুল্য শুধু সংরক্ষিত অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে বসিয়ে রাখা হ'লো। সরদেশাই তবু একটা টেস্টে খেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন —চন্দ্রশেখরের সে-সুযোগও জোটেনি। তারপর ক্যারিবিয়ন সফরে তাঁকে গণ্যই করা হ'লো না। কিন্তু দু-মাস পরেই নির্বাচকদের তিনি বাধ্য করলেন তাঁকে দলে নিতে—ইংলণ্ড সফরে পাঠাতে।

রোগা, ছিপছিপে মানুষ। ছেলেবেলায় পোলিয়ো হয়েছিলো ডান হাতে। তিনি-যে তবু ক্রিকেট খেলেছেন, সেটাই তো তাজ্জব কাণ্ড। তারপর ডান হাতেই বল করেছেন—কব্জি-মোচড়ানো বল, লেগব্রেক আর গুগলি। ভেঙে পড়েছেন, কিন্তু আবার ফিরেছেন দলে। যখন প্রথম দলে এসেছিলেন, ফিল্ডিংএর দুঃশাসন কত সয়েছেন, কিন্তু মচকাননি, বল করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এবং দিনের পর দিন। হাসিমুখে, সোৎসাহে। প্রতিকূল উইকেট, নির্দয় ফিল্ডিং, আম্পয়ারের অসাধুতা একসময়ে তাঁকে ভেঙে ফেলেছে, তবু মচকাননি। আর, অবশেষে, তিনিই ভারতকে জিতিয়ে দিলেন, ইংলণ্ডের মাঠে, ইংলণ্ডের আবহাওয়ায়—যখন এমনকি খেলা ভারতের হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। ক্রিকেট একার খেলা নয়, দলের—কিন্তু তবু কি ব্যষ্টি প্রভাব ফ্যালে না সমষ্টির ওপর? অন্তত চন্দ্রশেখর ফেলেছেন।

সবটাই হয়তো একা করেননি। ভালো খেলেছেন গাভাসকার, বিশ্বনাথ, সোলকার, ইনজিনিয়ার; ভালো খেলেছেন আবিদ আলি, বেদি, বেঙ্কটরাঘবন; ভালো খেলেছেন ওয়াড়েকর, ও অন্তত একবার, দলের সংকটের সময়, সরদেশাই। কিন্তু তবু সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন চন্দ্রশেখর। কারণ তাঁর লড়াই শুধু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ছিলো না—ছিলো আরেকজন চন্দ্রশেখরের সঙ্গে, যে ভেঙে পড়েছিলো, যার পোলিয়ো হয়েছিলো, যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

চন্দ্রশেখরের দৃষ্টান্ত, তাই, কেবল খেলাই জেতায় না—ভবিষ্যতের প্রেরণাও হ'য়ে ওঠে; হ'য়ে ওঠে দূরস্পর্শী, বিকীর্যমান, বহুস্তর প্রক্রিয়া; হ'য়ে ওঠে তিক্ততার মুখে ছাই দিয়ে ফলপ্রসূ প্রত্যাশা।

প্রথম টেস্ট : লর্ডস ; জুলাই ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ২৭/১৯৭১

পঞ্চম দিনে চায়ের পর বৃষ্টির জন্য যখন খেলা ভেসে গেলো, তখন জয়ের জন্য ভারতের চাই ৩৮ রান, হাতে আছে দু-উইকেট। কার জয় হ'তো?

জল্পনা ক'রে লাভ নেই। ভারতের শেষ পাঁচ উইকেট পড়েছিলো মাত্র ৫৮ রানে—আবার, তখন ব্যাট করছিলেন সোলকার ও বেদি, দুজনেই বিপদের মুহূর্তে একরোখা ও তেজিয়ান খেলার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু খেলার মধ্যে নাটকীয়ভাবে ধারা বদলেছে, একবার খেলা ভারতের পক্ষে, একটু পরেই ইংলণ্ডের, তারপর আবার ভারতের। এইভাবে গেছে পাঁচ দিন। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে গেছে চন্দ্রশেখর, বেদি আর বেঙ্কটরাঘবনের স্পিন বল—তিন রকম স্পিন, তিন রকম চাপ। রামাধীন আর ভ্যালেণ্টাইনের পর ইংলণ্ড আর কখনো ছাখেনি কীভাবে শুধু স্পিন বলে ব্যাটসম্যানের উইকেটে খেলা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে।

প্রথম দিনের খেলা যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের কাছে সবটাই ছিলো এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। চন্দ্রশেখর, বেদি আর বেঙ্কটরাঘবন সেদিন যেন কৌশল আর কারিকুরির এক দীর্ঘ ও উত্তেজক প্রদর্শনী খুলেছিলেন। উইকেট ছিলো শুকনো, এর আগে তিন সপ্তাহ লর্ডসে বৃষ্টি হয়নি। আর এই তিনজন প্রথম দিনেই বলকে দিয়ে অদ্ভুত সব কাণ্ড করিয়েছিলেন। অন্তত ইংলণ্ডের পণ্ডিতেরা বুঝেছিলেন যে ঝুলিয়ে বল করলেই স্পিন আরো মারাত্মক হ'য়ে ওঠে : যদিও আণ্ডারয়ুড তা মানেন না : বেদি আর বেঙ্কটরাঘবন অদম্য হাওয়া-খেলানো বলেই এই পুরোনো সত্যটিকে প্রমাণ করেছিলেন। আর এরই উলটো অনুসিদ্ধান্ত হ'লো, এ-বল খেলতে হ'লে জানা চাই পায়ের কাজ—আস্থাশীল, স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্র। কেবল যে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে জানতে হয় তা নয়-বাঁ পা সোজা সামনে নয়তো একেবারে উইকেটের গা ঘেঁষে পেছিয়ে খেলতে হয়। অন্তত তবেই লেংথকে ওলোটপালোট করা সম্ভব। আর ভারতীয় স্পিনবলের সত্যিকার মহড়া নিতে পেরেছিলেন অ্যালান নট, আর শেষ দিকে জন স্নো।

ইংলণ্ডের বিপর্যয়ের সূচনা, ঠিক যখন বেলা বারোটা। তিনটি খুচরো রান নেবার পর ইংলণ্ডের ব্যাটিংপ্রতিভা জিওফ বয়কট আবিদ আলির বিলম্বিত আউটসুয়িঙ্গারে ইনজিনিয়ারের হাতে ক্যাচ দিয়ে যখন ফিরে এলেন, ইংলণ্ডের রান তখন ১৮। এডরিচ কখনোই ইনিংসের শুরুতে স্বচ্ছন্দ ব্যাট করেন না। কাজেই লাকহার্স্ট'ই সব রান করছিলেন। প্রথম বলেই তিনি কভার দিয়ে চার হাঁকিয়েছিলেন, অন্তত চেষ্টা করছিলেন রান নেবার। কিন্তু তাঁর রান যখন ৩০, আর দলের ৪৬, তখন চন্দ্রশেখরের গুগলিতে তাঁকে ব্যাট আর প্যাড

মারফৎ লেগ-ট্র্যাপে লুফে নিলেন সোলকার (আর পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে সোলকার আমার প্রিয় ক্রিকেটার), তার পরেই বেদির প্রথম ওভারেই তাঁর বাহুর টানে বেরিয়ে-যাওয়া বলে এডরিচ পা বাড়িয়ে ব্যাট পেতে দেখলেন বলটি তাঁর ব্যাটের কানা ছুঁয়ে স্লিপে চ'লে গেলো, বেঙ্কটরাঘবন যেটা দ্বিতীয়-বারের চেষ্টায় লুফলেন। ইংলণ্ড তিন উইকেটে ৫৬। ফ্ললিভেরা নেমেই প্রথম বলটা ব্যাকফুটে কভার দিয়ে হাঁকালেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের অপ্রত্যাশিত গুগলি তাঁকে পরের মুহূর্তেই আবার ব্যাট-প্যাড মারফৎ শর্টলেগে সোলকারের হাতে সমর্পণ ক'রে দিলো। ইংলণ্ড চার উইকেটে ৬১।

এমিস ছিলেন পঞ্চাশ মিনিট, আর ক্রমেই দেখছিলেন যে ফিল্ড তাঁকে ঘিরে ধরছে। শেষটায় বেদির টপস্পিনার যখন তাঁকে ইনজিনিয়ারের দস্তানায় পৌঁছে দিলো ইংলণ্ডের রান তখন পাঁচ উইকেটে ৭১।

নট নামতেই পাঁচজন উৎসুক ফিল্ডার তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন, কিন্তু এই পঞ্চব্যূহ ভেদ ক'রেই তিন পা এগিয়ে এসে নট তাঁর প্রথম চার হাঁকিয়েছিলেন পয়েন্ট আর কভারের মধ্য দিয়ে। আর এই ভঙ্গিতেই তিনি প্রায় চা পর্যন্ত ব্যাট ক'রে গেলেন, আর ইলিঙওয়ার্থ কেবল অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে আর পা বাড়িয়ে খেলে কোনোক্রমে পতন আটকে রাখলেন। কুড়ি মিনিট লেগেছিলো তাঁর প্রথমরান করতে। খেলছিলেন দর্শকদের হৃৎপিণ্ডে মাঝে-মাঝেই অতর্কিতে ধাক্কা দিয়ে। স্লিপে শর্টলেগে ক্যাচগুলো পৌঁছুতে গিয়েও পৌঁছুচ্ছে না। যখন তাঁর রান ৯, তখন স্লিপে বেঙ্কটরাঘবন তাঁকে ফেলে দিলেন—বল করছিলেন চন্দ্রশেখর।

অবশেষে, অবশ্য, গেট ভাঙলেন বেঙ্কটরাঘবনই, যখন আরেকটি শর্টলেগের ক্যাচে নটের অবসান হলো। ১৩০ মিনিটে একটি ছক্কা ও নটি চার হাঁকিয়ে তিনি করেছিলেন ৬৭, ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে মিলে যোগ করেছিলেন ৯০ রান। হয়তো তাঁর বিখ্যাত পূর্বসূরি লেস্‌লি এমসও এমন চমৎকার খেলতে পারতেন না।

ক্রিকেটের একটি বিখ্যাত প্রবচন হ'লো : 'ব্যাটসম্যানরা চ'লে যেতেই আসেন রান হাঁকানেওলারা।' ইলিঙওয়ার্থ আর হাটন (সার লেনার্ডের পুত্র) ইয়র্কশিয়রি জেদ দিয়েই চন্দ্রশেখর আর বেদিকে খেলছিলেন, এবং সপ্তম উইকেট পড়লো বেদির বলে, ১৮৩ রানে, যখন ইংলণ্ডের অধিনায়ক ধরা পড়লেন ইনজিনিয়ারের হাতে। অতঃপর হাটন আর স্নো যোগ করলেন ৪০—এবং

রানগুলো প্রধানত এলো স্নোর ব্যাট থেকেই—সম্ভবত তিনি ব্যাটসম্যান ব'লে নিজের পরিচয় দেন না ব'লেই। কেউ-কেউ টিটকিরি ও টিপ্পনীর অবতারণা করতেই দেখা গেলো রিচার্ড অন্তত সার লেনার্ডের মতো নন, বেশ স্পর্শাতুর—তিনি বলের আড়াআড়ি ব্যাট হাঁকাতেই দেখলেন উইকেট চিৎপটাং : ইংলণ্ড আট উইকেটে ২২৩। গিফর্ড একগুঁয়ের মতো টিকে রইলেন, স্নো অগ্রসর হলেন তাঁর পঞ্চাশের দিকে—৪৬এ চন্দ্রশেখরের বলে স্লিপে তাঁকে ফেলে দিলেন দলনায়ক ওয়াড়েকর; স্নোর পঞ্চাশ এলো অবশেষ, যখন ১১২ ওভার পর ওয়াড়েকর নিলেন নতুন বল; দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, স্নো অপরাজিত ৫১, আর ইংলণ্ড আট উইকেটে ২৫২।

পরদিন সকালেই আবিদ আলির বলে স্নোকে আবার ফেললেন ওয়াড়েকর, সেই স্লিপেই। এবং জানবেন বিজয় মারচেন্টের সৌজন্যে তিনিই কি না ভারতের অধিনায়ক! ফলে নবম উইকেটে যোগ হ'লো ৭১ রান, আর তারপর চন্দ্রশেখরের বলে, অবশেষে, স্নোকে শর্টলেগে শুয়ে প'ড়ে লুফে নিলেন আবিদ আলি। ইনিংস শেষ হ'লো আরো দশ রান যোগ হ'লে পর, বেদির বলে গিফর্ড যখন সরাসরি হার মানলেন। বেদির ৭০ রানে চার উইকেট যদিও তাঁকে সফলতম বোলার হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলো, বলতেই হয় ক্যাচগুলো না-ফশকালে চন্দ্রশেখরের খতিয়ান আরো ভালো হ'তো। স্নোর ৭৩ রান কেবল যে টেস্টেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রান তা নয়—প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটেই এটা তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

জিওফ বয়কট	ক. ইনজিনিয়ার	ব. আবিদ আলি	৩
ব্রায়ান লাকহার্স্ট	ক. সোলকার	ব. চন্দ্রশেখর	৩০
জন এডরিচ	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. বেদি	১৮
ডেনিস এমিস	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৯
বেসিল ডলিভেরা	ক. সোলকার	ব. চন্দ্রশেখর	৪
† অ্যালান নট	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৬৭
* রে ইলিঙওয়ার্থ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৩৩
রিচার্ড হাটন		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২০
জন স্নো	ক. আবিদ আলি	ব. চন্দ্রশেখর	৭৩

নরম্যান গিফর্ড	ব. বেদি	১৭
জন প্রাইস	অপরাজিত	৫
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ১২, নো-বল ৫)		২৫
		৩০৪

পতন : ১৮ (বয়কট); ৪৬ (লাকহার্স্ট); ৫৬ (এডরিচ); ৬১ (ডলিভেরা); ৭১ (এমিস); ১৬১ (নট); ১৮৩ (ইলিঙওয়ার্থ); ২২৩ (হাটন); ২৯৪ (স্নো); ৩০৪ (গিফর্ড)।

আবিদ আলি	১৫	৩	৩৮	১
সোলকার	৮	৩	১৭	০
বেঙ্কটরাঘবন	২৮	৮	৪৪	২
চন্দ্রশেখর	৪০	১০	১১০	৩
বেদি	৩৯.৩	১৮	৭০	৪

ভারত ব্যাট করতে নামতেই স্নো আর প্রাইস তাঁদের সম্ভাষণ জানালেন পরের পর বাউন্সার দিয়ে। আর অবিলম্বেই স্নো পেলেন মানকড়কে শর্ট-স্কোয়ার লেগে, গিফর্ড লুফতে ভুল করেননি। মানকড় নিজেই বোধহয় ভেবেই পান না তাঁকে কেন ভারতের ইনিংস শুরু করতে পাঠানো হয়। ওয়াড়েকর নামতেই স্নো তাঁকে বাউন্সার দিয়ে অভিবাদন জানালেন আর ওয়াড়েকরও বিদ্যুৎগর্ভ হুকে তাকে পাঠিয়ে দিলেন ট্যাভার্ন স্ট্যাণ্ডে। তার পরেই ওভারের শেষ বলে আবার ওয়াড়েকরের হুক তাঁকে আরো দু-রান এনে দিলো। লাঞ্চের সময় ভারতের রান এক উইকেটে ১৬, আর গাভাসকারের অবদান তাতে মাত্র ২। গাভাসকার সবশুদ্ধ উইকেটে ছিলেন ৪৮ মিনিট, করেছিলেন ৪ রান, আউট হয়েছিলেন প্রাইসের একটি চমৎকার বলে।

৩০৪ রানের উত্তরে ৪৮ মিনিটে ২৯ রানে দু-উইকেট খুইয়ে ভারত তখন কোণঠাশা। সরদেশাই এসে যে অবস্থায় উন্নতি করলেন তা নয়—কিন্তু তিনি ঘাড় গুঁজে টিকে রইলেন দু-ঘণ্টা, রান করলেন ২৫, আর তৃতীয় উইকেটে যোগ হ'লো ৭৯। ওয়াড়েকরের খেলায় হয়তো সৌষ্ঠব নেই, যা থাকে সোলকারের খেলায়, যা ছিলো সুরতির, বা কনট্রাকটরের, কিংবা দুরানির। এবং সবচেয়ে বেশি দুরানির। কিন্তু তাঁর শাদাশিধে খেলা যখন কাজে খাটে, তখন রান ওঠে দ্রুত হারে। ওয়েস্ট-ইনডিজে ওয়াড়েকর ভালো খেলেননি,

কাজেই এখানে শুরু করেছিলেন সাবধানে—কিন্তু একটু ওভারপিচ বল পড়লেই এক্সট্রা কভার আর মিড-অফ দিয়ে হাঁকাতে দ্বিধা করেননি।

গিফর্ড সেদিন নার্সারি প্রান্ত থেকে একটানা ২৮ ওভার বল করেছিলেন। কিন্তু বেদির বলের সঙ্গে তাঁর তফাৎ আকাশপাতাল। বল করেছিলেন মিডিয়াম পেসে, স্পিন তাকে বলা যায় না, ক্রিজের প্রায় বাইরে থেকে বেঁকে ছুটে এসে প্রখর গতিতে কোনাকুনি বল। আর বেদি বল করছিলেন ঝুলিয়ে, আস্তে, কখনো বাহুর টানে বল গেছে কোনাকুনি, কখনো ব্যবহার করেছেন গোপন টপস্পিন। তাঁর তুলনায় গিফর্ডকে মনে হচ্ছিলো যান্ত্রিক, কল টেপা পুতুল।

স্নো আবার বল করতে আসতেই ওয়াড়েকর তাঁকে হুক ক'রে ১০৫ মিনিটে তাঁর পঞ্চাশ করলেন। আলো প'ড়ে এলো, কিন্তু ঐ ফাঁকে চা খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে সময় নষ্ট হয়নি।

সরদেশাইয়ের শম্বুক গতি দেখে দর্শকরা বিরক্তি জানাতে শুরু করেছিলো। সুযোগ দেখে ইলিংওয়ার্থ তাঁকে ঘিরে ধরলেন। আর অমনি সারদেশাই ফাঁদে পা দিলেন সিলি মিড-অফে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিয়ে : ভারত তিন উইকেটে ১০৮।

ওয়াড়েকর ইলিংওয়ার্থকে অনবরত উইকেটের সামনে দু-ধারে হাঁকাচ্ছিলেন, কিন্তু দলের রান যখন ১২৫, গিফর্ডের বল অতর্কিতে লাফিয়ে উঠলো, ভাঙলো আর ওয়াড়েকর তাকে শর্ট লেগে ইলিংওয়ার্থের হাতে তুলে দিলেন। দলের ১২৫ এর মধ্যে ওয়াড়েকর একাই করেছিলেন এগারোটি চার হাঁকিয়ে ৮৫, আর তাতেই বোঝা যাবে তিনি কীভাবে সেদিন ব্যাট করেছিলেন।

ইনজিনিয়ার এসেই তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তুলকালাম ব্যাট চালালেন, ৫০ মিনিটে করলেন ২৮ রান, এমনকি বিশ্বনাথকেও তিনি সম্ভবত উত্তেজিত ক'রে থাকবেন, কারণ তার পরেই, ১০৩ মিনিট শান্তভাবে ব্যাট করার পর বিশ্বনাথের প্রথম চার বেরিয়ে এলো—চোখ জুড়ানো একটি স্ট্রেটড্রাইভ, কিন্তু তারপরেই ইলিংওয়ার্থকে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ইনজিনিয়ার প্রস্থান করলেন, দিনের শেষে ভারতের স্কোর দাঁড়ালো পাঁচ উইকেটে ১৭৯, বিশ্বনাথ অপরাজিত ২৪।

কেবল নিছক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একরোখা জেদ আর আশ্চর্য আত্মসংযমের দরুণই তৃতীয় দিনে ভারত ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান পেরিয়ে গেলো আর তার

জন্যে সবটুকু কৃতিত্ব পাবেন বিশ্বনাথ আর সোলকার। বিশ্বনাথ খেলেন কব্জির মোচড়ে, আর তাঁর স্কোয়ারকাট ইংলণ্ডের ধূসর মেঘলা দিনকেও যেন ঝলশে দেয়। তাঁর বেশির ভাগ রানই এসেছিলো তাঁর ঝকঝকে সব কাট থেকে। আর সোলকার খেলেন সোজা ব্যাটে, বিশুদ্ধতার প্রতিমূর্তি, পেছিয়ে পা-বাড়িয়ে, দু-ভাবেই খেলতে তিনি ওস্তাদ। ইলিঙওয়ার্থ নতুন বল নিতেই জন প্রাইসের প্রথম বলটাকে সোলকার দুর্দান্ত ছক্কার আকারে লংলেগ বাউণ্ডারি পার ক'রে দিয়েছিলেন। আর বিশ্বনাথ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যেন মূর্তিমান সৌষ্ঠব। জুটির পঞ্চাশ এসেছিলো ৭৮ মিনিটে, লাঞ্চের মধ্যেই যোগ হয়েছিলো ৬৯ রান।

জুটি ভেঙেছিলো লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর, যখন হাটনের বলে স্কোয়ারকাট করতে গিয়ে বিশ্বনাথ বলের অপ্রত্যাশিত লাফ দেখে চমকে গিয়েছিলেন। সব শুদ্ধ ২১০ মিনিট ব্যাট করেছিলেন বিশ্বনাথ, তার ৬৮ রানের মধ্যে ছিলো ছ-টি চৌকা আর সোলকারের সঙ্গে তিন ঘণ্টায় যোগ করেছিলেন ৯২ রান। গালিতে এডরিচ যদি লাফ ঝাঁপ খেয়ে বিশ্বনাথের স্কোয়ারকাটগুলো না-আটকাতেন, তবে বিশ্বনাথ বোধ করি স্কোর বলের হিসেব সম্পূর্ণ পালটে দিতেন। এই তরুণ ভারতীয়রা যে আগেকার দলের মতো দ্রুত বলকে ভয় পান না, অন্তত উমরিগড়ের মতো নয়, তা মানতেই হয়। ক্ষিপ্রবেগে বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকান, আর তাইতেই অনেকে ইলিঙওয়ার্থের নতুন বল নেয়াকে প্রীতির চোখে ছাখেনি। তবু দ্রুত বল, বাউন্সার, লেগস্টাম্প লক্ষ্য ক'রে জোর বল—জগতের কোনো ব্যাটসম্যানই তা ভালোবাসেন না—ব্র্যাডম্যান বাসেননি—এবং কেউ যদি বলেন যে তিনি তা-ই পছন্দ করেন তিনি মিথ্যেবাদী। তবু আমরা দর্শকরা চাই বাউন্সারের উত্তরে হুক—মাথা নোয়ানো নয়। কিন্তু আমার মনে হয় রক্তখাদক দর্শকদের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান একজন ব্যাটধারী।

বিশ্বনাথ আউট হ'তেই বৃষ্টি নামলো, খেলা বন্ধ রইলো ৩৫ মিনিট। কিন্তু আবার খেলা শুরু হ'তেই আবিদ আলি ঠিকমতো হুক করতে না-পেরে মিড-উইকেটে ধরা পড়লেন। বেঙ্কটরাঘবন নামতেই সোলকার নিজের পঞ্চাশ রান পূর্ণ ক'রে সহ-অধিনায়ককে সম্ভাষণ জানালেন, কিন্তু সহ-অধিনায়ক অবিলম্বেই প্রাইসের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করলেন। সোলকার ইংলণ্ডের রান পেরুলেন বেদির সান্নিধ্যে, কিন্তু তারপরেই গিফর্ড পর-পর বেদি আর

সোলকারকে আউট ক'রে দিয়ে যখন ভারতীয় ইনিংসের অবসান ঘটালেন, তখন ভারত ইংলণ্ডের থেকে মাত্র ৯ রান এগিয়ে আছে এবং সেদিন আর ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করার সময় নেই।

ভারত : প্রথম দফা

অশোক মানকড়	ক. গিফর্ড	ব. স্নো	১
সুনীল গাভাসকার	ক. এমিস	ব. প্রাইস	৪
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. ইলিঙওয়ার্থ	ব. গিফর্ড	৮৫
দিলীপ সরদেশাই	ক. ইলিঙওয়ার্থ	ব. গিফর্ড	২৫
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. নট	ব. হাটন	৬৮
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ইলিঙওয়ার্থ	ব. হাটন	২৮
একনাথ সোলকার	ক. নট	ব. গিফর্ড	৬৭
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. লাকহার্স্ট	ব. স্নো	৬
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. হাটন	ব. প্রাইস	১১
বিষেন সিং বেদি	ক. প্রাইস	ব. গিফর্ড	০
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৯, নো-বল ১)			১৮
			৩১৩

পতন : ১ (মানকড়); ২৯ (গাভাসকার) ; ১০৮ (সরদেশাই) ; ১২৫ (ওয়াড়েকর); ১৭৫ (ইনজিনিয়ার) ; ২৬৭ (বিশ্বনাথ) ; ২৭৯ (আবিদ আলি) ; ৩০২ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ৩১১ (বেদি) ; ৩১৩ (সোলকার)।

প্রাইস	২৫	৯	৪৬	২
স্নো	৩১	৯	৬৪	২
হাটন	২৪	৮	৩৮	২
গিফর্ড	৪৫·৩	১৪	৮৪	৪
ড'লিভেরা	১৫	৭	২০	০
ইলিঙওয়ার্থ	২৫	১২	৪৩	০

প্রথন ইনিংসের মতো দ্বিতীয় দফাতেও ইংলণ্ডের নামজাদা ব্যাটসম্যানেরা ভারতীয় স্পিন খেলতে পারেননি। তাঁদের কাছে চন্দ্রশেখর, বেদি ও বেঙ্কটরাঘবন

এখনও রহস্যময়, দুর্ভেদ্য কোনো প্রহেলিকা, যার জট খোলবার কোনো সূত্রই তাঁদের জানা নেই। বরং সুতোয় ঝুলিয়ে তাঁদের বাঁদর নাচিয়েছেন ভারতীয়রা। অথচ মনে রাখবেন এরাপল্লি প্রসন্নকে খেলানোই হয়নি। এটা স্পষ্টতই ওয়াড়েকর দলনায়ক হিসেবে পারেন।

বৃষ্টির জন্য পৌনে তিনটের আগে খেলাই শুরু হয়নি। আর খেলা শুরু হ'তেই সোলকারের বলে লাকহার্স্টের মিডল-স্টাম্প ধূলিসাৎ—ইংলণ্ড এক উইকেটে ৪। বয়কট শুরু করেছিলেন অনায়াস নিপুণ, এমনকি এডরিচও সাহস দেখিয়েছিলেন। কিন্তু যেই স্পিনাররা এলেন, অমনি মজা শুরু হ'য়ে গেলো। রান-টান সব বন্ধ, উইকেট টিকিয়ে রাখাই দায়। অতএব চায়ের সময় নব্বুই মিনিট ব্যাট ক'রে ইংলণ্ডের রান এক উইকেটে ৫৬।

চায়ের পর বেঙ্কটরাঘবনের বলে মিড-অফ দিয়ে পর-পর চার হাঁকিয়েছিলেন বয়কট; আমাদের কখনোই জানা হবে না প্রসন্নর বলে বয়কট কী করতেন। 'জগতের সেরা ব্যাটসম্যান'—এই অভিধার কি কোনো অর্থ আছে যখন বিজয় মারচেণ্ট নির্বাচন করেন কে-কে খেলবেন আর ওয়াড়েকর হন দলনায়ক। কিন্তু সেই ওভারেই লেগ ট্র্যাপে তাঁকে ধরা পড়তে হ'লো, সেই ব্যাট আর প্যাড, আর হতভম্ব ব্যাটসম্যান! এমিস আসতেই তাঁকে সাতজন ফিল্ডসম্যান ঘিরে ধরলো। মনে আছে, সিডনিতে একবার চ্যাপেল রান আউট হয়েছিলেন, আর তাঁর কৃতিত্ব বর্তেছিলো প্রসন্নর উপর—তাঁর বল থেকে পালাতে গিয়েই রান-আউট হয়েছিলেন চ্যাপেল। এবার এমিস ২০ মিনিট উইকেটে কাটিয়ে যখন বেদি বেঙ্কটরাঘবনের বলে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, তখন মরীয়া রান নিতে গিয়ে কোনো রান না-ক'রেই রান আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন। ইংলণ্ড তিন উইকেটে ৭০ রান।

সচরাচর এমনি অবস্থাতেই অলিভেরার খেলা ভালো খোলে। ৫০ মিনিটে অলিভরা করেছিলেন ৩০, এডরিচের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ৪৭ আর তারপর বেদির বলে সুইপ করতে গিয়ে উইকেট খুইয়ে ফিরে এলেন। অপরাহ্ণের পড়ন্ত আলোয় নট আবার এগিয়ে পিছিয়ে স্পিন খেলবার সত্যিকার উপায় বাৎলাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দিনের শেষ বলে এডরিচ পা বাড়িয়ে বেদিকে খেলতে গিয়ে, ইনজিনিয়ারকে ক্যাচ দিয়ে, ইংলণ্ডের আত্মসন্তোষকে চুরমার ক'রে দিয়ে গেলেন: ইংলণ্ড পাঁচ উইকেটে ১৪৫।

পঞ্চম দিন সকালে নট যখন দুটি চমৎকার স্কোয়ার কাট করেছিলেন, তখন

যাঁরা ভেবেছিলেন আবারও বুঝি প্রথম ইনিংসের পুনরাবৃত্তি হয়, তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন চন্দ্রশেখরের বলে হুক করতে গিয়ে শর্ট-ফাইন-লেগে ওয়াড়েকরকে ক্যাচ দিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন। এর আগেই চন্দ্রশেখরের বলে আম্পায়ার ডেভিড কনস্ট্যান্ট ইলিংওয়ার্থকে লেগ-বিফোর দেননি, যে-রায় অনেকের কাছেই সন্তোষজনক মনে হয়নি। এবার তিনি তাকিয়ে দেখলেন হাটন কোনো রান করার আগেই চন্দ্রশেখরের বলে ইয়র্কড হ'য়ে ফিরে যাচ্ছেন। ইংলণ্ড সাত উইকেটে ১৫৩।

স্নো প্রায় শুয়ে প'ড়ে বেদি চন্দ্রশেখরকে ঠেকাচ্ছিলেন, রান-টান তখন মাথায় উঠেছে। বেঙ্কটরাঘবন বেদির বদলে প্যাভিলিয়নের দিক থেকে বল করতে এসেই সিলিমিড-অফে ইলিংওয়ার্থকে ক্যাচ দিতে বাধ্য করেছিলেন, কিন্তু হাতে পৌঁছোয়নি। অবিলম্বেই যদিও স্নো বেঙ্কটরাঘবনকে সুইপ ক'রে সোজা ডিপ-স্কোয়ার লেগে চন্দ্রশেখরের হাতে তুলে দিলেন।

তারপর ৪৫ মিনিট গিফর্ড ঠেকালেন, ব্যাটের চেয়েও বেশি প্যাড দিয়ে, আর হাঙরের মতো লেগট্র্যাপে ওৎ পেতে আছেন সোলকার, আবিদ আলি আর ওয়াড়েকর। আর এখানেই অবশেষে পতন হ'লো ইলিংওয়ার্থের, ১৮৯তে, প্রাইসের ১৯১-এ, একটা ক্যাচ নিলেন ওয়াড়েকর, দ্বিতীয়টি আবিদ আলি। সকালবেলায় বেঙ্কটরাঘবন ১২·৫ ওভার বল ক'রে ১০ রান দিয়ে পেয়েছেন তিন উইকেট। ভারতীয় দল যখন প্যাভিলিয়নে ফিরলেন, তখন দেখা গেলো লেগট্র্যাপের ফিল্ডারদের শার্টে-পাঁৎলুনে সবুজ-বাদামি চিত্রবিচিত্র দাগ—এ-রকম লেগট্র্যাপ ইংলণ্ড অন্তত স্মরণকালের মধ্যে দ্যাখেনি।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জিওফ বয়কট	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩৩
ব্রায়ান লাকহার্স্ট		ব. সোলকার	১
জন এডরিচ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৬২
ডেনিস এমিস	রান-আউট	নি. সোলকার	০
বেসিল অলিভেরা		ব. বেদি	৩০
† অ্যালান নট	ক. ওয়াড়েকর	ব. চন্দ্রশেখর	২৪
* রে ইলিংওয়ার্থ	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২০
রিচার্ড হাটন		ব. চন্দ্রশেখর	০

জন স্নো	ক. চন্দ্রশেখর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৯
নরম্যান গিফর্ড	অপরাজিত		৭
জন প্রাইস	ক. আবিদ আলি	ব. বেঙ্কটরাঘবন	০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৫)			৫
			১৯১

পতন : ৪ (লাকহার্স্ট) ; ৬৫ (বয়কট) ; ৭০ (এমিস); ১১৭ (স্থলিভেরা) ; ১৪৫ (এডরিচ) ; ১৫৩ (নট) ; ১৫৩ (হাটন) ; ১৭৪ (স্নো) ; ১৮৯ (ইলিঙওয়ার্থ) ; ১৯১ (প্রাইস) ।

আবিদ আলি	৯	১	২০	০
সোলকার	৬	৩	১৩	১
বেদি	৩০	১৩	৪৪	২
চন্দ্রশেখর	২৩	৭	৬০	২
বেঙ্কটরাঘবন	৩০·৫	১১	৫২	৪

অতএব জয়ের জন্য ভারতকে ২৬০ মিনিটে তুলতে হবে ১৮৩। কিন্তু মানকড় আর ওয়াড়েকর যখন আউট হলেন ভারতের রান দু-উইকেটে ২১। ভারত যে তবু জয়ের জন্য বদ্ধপরিকর, তা টের পাওয়া গেল যখন চার নম্বরে নামলেন ইনজিনিয়ার। আর খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে তাঁর অন্তত বেশি সময় লাগেনি প্রাইসের প্রথম বলটাই তিনি স্ট্রেটড্রাইভ ক'রে চার হাঁকালেন, তাঁর ব্যাটের পরাবর্তন শেষ হবার আগেই বল পৌঁছে গেছে প্যাভিলিয়নের রেলিঙে। দশ মিনিটেই তাঁর নিজের রান দাঁড়ালো ১৫,—লাঞ্চের সময় ভারত দু-উইকেটে ৪৭।

লাঞ্চের পরে ২৫ মিনিট সারা মাঠ সম্মোহিত : গিফর্ড, হাটন আর স্নোর বলে এরই মধ্যে গাভাসকার-ইনজিনিয়ার যোগ করেছেন ৪০ রান, সব জোরালো মার থেকে এসেছে—ফিল্ডাররা নড়বারই অবসর পাননি। বিশেষত গিফর্ডের বলে গাভাসকারেরর স্কোয়ারকাট আর স্ট্রেটড্রাইভ প্রমাণ ক'রে দিলো যে ক্যারিবিয়নে কেন তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারেনি। আর এমন সময়েই, গাভাসকার যখন দ্রুত রান নিতে ছুটেছেন, স্নো তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেললেন। গাভাসকার যখন উঠে দাঁড়াচ্ছেন তখন স্নো যা করলেন, তা আরো তাজ্জব। গাভাসকারের হাত থেকে তাঁর ব্যাট ছিটকে পড়েছিলো—স্নো সেটা তাঁর দিকে ছুড়ে দিলেন। স্নো যেভাবে গাভাসকারকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা

মেরেছিলেন তাতে রাগবিতেও তাঁর পেনালটি হ'তো। পরে অবিশ্যি ইংলণ্ডের নির্বাচকদের নির্দেশ স্নো ক্ষমা চেয়েছিলেন, আর ভারত বলেছিলো ও-ঘটনা তারা মনেই রাখেনি—তবু স্বীকার করতেই হয় এর ফলে গাভাসকার ইনজিনিয়ারের খেলার ছন্দ কেটে গিয়েছিলো। ফল হ'লো এই যে, ইনজিনিয়ার পরক্ষণেই গিফর্ডকে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে প্রথমে ভেবেছিলেন স্ট্রেটড্রাইড করবেন, পরে ভেবেছিলেন এক্সট্রা কভারে ঠেলে দেবেন, আর এই দ্বিধাতেই তাঁর পতন হ'লো। ভারত তিন উইকেটে ৮৭। বিশ্বনাথ-গাভাসকার জুটি টিকেছিলো ২০ মিনিট, ভারতীয় ক্রিকেটের ভাবী ভরসা, কিন্তু আবার একটি সুইপ ও ব্যাট-প্যাড মারফৎ ভারতেব স্কোর দাঁড়ালেন চার উইকেটে ১০১।

সরদেশাই ছিলেন পনেরো মিনিট : একটা সোজা বল কাট করতে গিয়ে তিনি যখন আউট হলেন ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ১০৮। গাভাসকারের ৫০ এসেছে দু-ঘণ্টায়, দলের দায়িত্ব প্রায় তার কাঁধেই, কিন্তু গিফর্ডের বলটা হঠাৎ মাপা লেংথ থেকে লাফিয়ে উঠলো, গালিতে এডরিচকে ক্যাচ দিয়ে গাভাসকার প্রস্থান করলেন। ভারতের হাতে তখন চার উইকেট, জয়ের জন্য চাই ৬৯ রান, সময় আছে ১৩৫ মিনিট। সোলকার নোঙর হ'য়ে ইনিংস আগলে রাখলেন, আর আবিদ আলি, ও তারপরে বেঙ্কটরাঘবন, চেষ্টা করলেন হাঁকাতে। অষ্টম উইকেটে পড়লো ১৪২-এ। তখনো চাই ৪১ রান। আরো তিন রান উঠলো—তারপরেই চায়ের বিরতির সময় শুরু হ'লো বৃষ্টি।

ভারত আগাগোড়া ব্যাট করেছিলো মেঘলা, ঘোলাটে আকাশের তলায়—ক্রমাগত আলো প'ড়ে আসছিলো। বৃষ্টি আসার আগেই যাতে রান তোলা যায় এ-জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পর-পর উইকেট খুইয়েছে তারা। কিন্তু অবশেষে যখন বৃষ্টি এলো কেউ জানে না কোন দল জিততো। এ-টেস্ট যে নাটকীয় সমাপ্তির দিকে এগুচ্ছিলো তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিলো না।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

অশোক মানকড়	ক. নট	ব. স্নো	৫
সুনীল গাভাসকার	ক. এডরিচ	ব. গিফর্ড	৫৩
† অজিত ওয়াড়েকর	ক. বয়কট	ব. প্রাইস	৫
* ফারুক ইনজিনিয়ার	স্টা. নট	ব. গিফর্ড	৩৫
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. এমিস	ব. গিফর্ড	৯

দিলীপ সরদেশাই		ব. ইলিঙওয়ার্থ	১
একনাথ সোলকার	অপরাজিত		৬
সয়ীদ আবিদ আলি	ক. স্নো	ব. ইলিঙওয়ার্থ	১৪
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. হাটন	ব. গিফর্ড	৭
বিষেন সিং বেদি	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৭, নো-বল ১)			৮
		আট উইকেটে	১৪৫

পতন : ৮ (মানকড়) ; ২১ (ওয়াড়েকর) ; ৮৭ (ইনজিনিয়ার) ; ১০১ (বিশ্বনাথ) ; ১০৮ (সরদেশাই) ; ১১৪ (গাভাসকার) ; ১৩৫ (আবিদ আলি) ; ১৪২ (বেঙ্কটরাঘবন)।

স্নো	৮	০	২৩	১
প্রাইস	৪	০	২৬	১
হাটন	৩	০	১২	০
গিফর্ড	১৯	৪	৪৩	৪
ইলিঙওয়ার্থ	১৬	২	৩৩	২

দ্বিতীয় টেস্ট : ওল্ডট্র্যাফোর্ড, ম্যানচেস্টার ; অগস্ট ৫, ৬, ৭, ৯, ও ১০/১৯৭১

বৃষ্টির জন্য পঞ্চম দিনে খেলাই হয়নি ; সে-সময় জয়ের জন্য ৪২০ রান তুলতে এসে ভারতের রান ছিলো তিন উইকেটে ৬৫, আর উইকেট আবহাওয়া ও খেলার গতি ছিলো ভারতের প্রতিকূল : অতএব তিনটি টেস্টের সিরিজে ভারত যখন তৃতীয় টেস্ট খেলতে আবার লণ্ডন ফিরলো, তখন 'রাবার' অমীমাংসিত— ইংলণ্ডে কোনো সফরেই ভারত যা আগে করতে পারেনি। সবুজ সজীব পিচ (দ্রুত আর মিডিয়াম পেস বল করার পক্ষে যা আদর্শ, মেঘলা ঘোলাটে ভারি আবহাওয়া, বার-বার বৃষ্টিতে সতেজ ঘাস ভারতীয় স্পিনারদের অকেজো ক'রে দিয়েছিলো। অর্থাৎ সবটাই যেন ছিলো দরজিকে বিশেষ হুকুম দিয়ে তৈরি করা আংরাখার মতো, যা কেবল ইংলণ্ডের পক্ষেই গায়ে দেয়া সম্ভব ছিলো।)

লর্ডসে গাভাসকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন ব'লে সাজা হিসেবে জন স্নোকে ইংলণ্ড দল থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাঁর জায়গায় আবার

দলে ঢুকলেন ল্যাঙ্কাশিয়রের পিটার লিভার; আর লিভার যে কেবল অপরাজিত ৮৮ রান ক'রে (তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ স্কোর) ইংলণ্ডকে বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তা নয়, অষ্টম উইকেটে অধিনায়ক ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১৮৭ রান, ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের নতুন নজির ; এবং তাঁর পরে বল করতে এসে পেয়েছিলেন ৭০ রানে পাঁচ উইকেট। এছাড়া দলে ঢুকেছিলেন এমিসের জায়গায় ফ্লেচার,—এবং বয়কট অসুস্থ ব'লে বম্বাইয়ের জন জেমসন —যদিও ওয়ারউইকশিয়রের হ'য়ে কাউন্টি খেলেন, ইচ্ছে করলে তাঁকে ভারতও দলে নিতে পারতো। ভারতীয় দলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ প্রসন্ন বা আব্বাস আলি বেগকে দলে নেয়া হয়নি।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমেই ইংলণ্ড ৪১ রানে চার উইকেট খুইয়ে তির্মি খাচ্ছিলো। তাঁর প্রথম ১৪ ওভারে, মাত্র ১৬ রান দিয়ে, চারটে উইকেটই নিয়েছিলেন আবিদ আলি। সুয়িঙ আর কাটার মিশিয়ে যেভাবে তিনি ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যানদের একের পর এক ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তাতে ওয়াড়েকর নিশ্চয়ই টসে হারবার দুঃখ ভুলতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আস্তে-আস্তে বল গেলো পুরোনো হ'য়ে, আর ইংলণ্ড হারানো জমি পুনরুদ্ধার করার জন্য দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করলো—দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান ছিলো সাত উইকেটে ২১৯—ব্যাট করছেন ইলিঙওয়ার্থ অপরাজিত ২৭ আর পিটার লিভার অপরাজিত ১৬।

কে না জানে যে আবিদ আলি নন হল কিংবা গিলক্রিস্ট, ট্রুম্যান কিংবা স্টেথাম, পলোক কিংবা গ্রিফিথ। তাঁদের তুলনায় তাঁর বল নেহাৎই মোলায়েম —অথচ প্রথম টেস্টে খেলতে নেমেই অ্যাডেলাইডে ব্যাটসম্যানের উইকেটে তিনি পেয়েছিলেন ৫৫ রানে ছ-উউকেট, পোর্ট অভ স্পেনে ক্যারিবিয়ন সফরের শেষ টেস্টে, তিন মাস আগেই, পর-পর দু-বলে সরাসরি পরাস্ত করেছিলেন কানহাই ও সোবার্সকে, আর মাঝে-মাঝেই তিনি ক্রিকেটের পণ্ডিতদের তাক লাগিয়ে দিতে ভালোবাসেন। ইংলণ্ড যখন টের পেলো যে কী হচ্ছে, তখন দলের রান চার উইকেটে ৪১।

প্রথম আউট হলেন জেমসন, দলের রান ২১, তাঁর নিজের রান ১৫, ক্যাচ গিয়েছে কভার-পয়েণ্টে গাভাসকারের হাতে। সেই ওভারেই এডরিচ গেলেন, ইনজিনিয়ারের হাতে ক্যাচ। পরের ওভারেই বল কেটে ঢুকে প'ড়ে ফ্লেচারকে পেলো লেগ-বিফোর। ইংলণ্ড তিন উইকেটে ২৫।

আবিদ আলি যখন উইকেট পাচ্ছেন, তখন সোলকার কিন্তু ঘুমিয়ে নেই। তাঁর বলে যে কেবল রান করা যাচ্ছিলো না, তা নয়, লাকহার্স্টকে তিনি বাধ্য করেছিলেন স্লিপে ক্যাচ তুলতে, লাকহার্স্টের রান তখন ছিলো ৭, কিন্তু বেঙ্কটরাঘবন ফেলে দিয়েছিলেন। সোলকার যখন ৮৫ মিনিট একটানা বল ক'রে চন্দ্রশেখরকে জায়গা ছেড়ে দিলেন তখন দশ ওভারে তিনি রান দিয়েছেন ১৬। হুলিভেরা ভোলেননি যে প্রথম টেস্টে তাঁকে কী-ভাবে চন্দ্রশেখরের গুগলি বোকা বানিয়ে দিয়েছিলো: চন্দ্রশেখরের প্রথম ওভারেই সাত রান নিয়ে হুলিভেরা এসে আবিদ আলির মুখোমুখি পড়লেন, আর আবিদ আলির আউটস্যুয়িঙ্গারে খোঁচা দিয়ে স্লিপে গাভাসকারের হাতে ধরা পড়লেন। বেঙ্কটরাঘবন যদি লাকহার্স্টকে ফেলে না-দিতেন, তাহ'লে ইংলণ্ডের অর্ধেক দলই ৪১ রানে আউট হ'য়ে যেতো। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের রান ৩২ ওভারে চার উইকেটে ৫১, আর লাকহার্স্ট দু-ঘণ্টায় করেছেন ১৩।

লাকহার্স্টের প্রথম চার এলো ১৫৫ মিনিট খেলবার পর, যখন তাঁর রান ১৯। কিন্তু একটু আগেই বেঙ্কটরাঘবনকে সুইপ করতে গিয়ে তিনি উঁচু ক্যাচ দিয়েছিলেন; মানকড় লুফতে পারেননি। অতএব লাঞ্চ আর চায়ের মধ্যে ইংলণ্ড যোগ করেছিলো ১১০ রান, আর লাকহার্স্টের দান তাতে ৫৮। লাকহার্স্ট আর নট যোগ করেছিলেন ৭৫ রান, তারপর লাকহার্স্ট ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে যোগ করেছিলেন আরো ৫২।

কিন্তু তাও হ'তো না হয়তো, যদি আম্পায়ারের রায়গুলো নিঃসংশয় হ'তো। ইলিংওয়ার্থ নেমেই চন্দ্রশেখরের বলে লেগট্র্যাপে সোলকারের হাতে ধরা পড়েছিলেন, তখন তাঁর রান ছিলো এক, ইংলণ্ডের রান পাঁচ উইকেটে ১১৭; কিন্তু আম্পায়ার টম স্পেনসার আউট দেননি। ঠিক যেমন হয়েছিলো দুরানির বলে গিয়ানায়, সোবার্স এক রান ক'রে লেগট্র্যাপে ক্যাচ দিয়েছিলেন, আম্পায়ার আউট দেননি।

লাঞ্চের পর আবিদ আলি মাত্র সাত ওভার বল করেছিলেন—বাকি সময়টুকু বল করেছিলেন বেদি, চন্দ্রশেখর ও বেঙ্কটরাঘবন। উইকেট থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছিলেন না তাঁরা, বল ভিজে ব'লে ভালো ক'রে ধরাও যাচ্ছে না—তবু ইংলণ্ডের কোনো ব্যাটসম্যানই তাঁদের পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। বেদিকে স্ট্রেটড্রাইভ করতে গিয়ে এক্সট্রাকভারে আকাশছোঁয়া কঠিন ক্যাচ তুললেন লাকহার্স্ট, বিশ্বনাথ কিন্তু সহজেই লুফে নিলেন। ইংলণ্ড ছ-উইকেটে

১৬৮। হাটন বেশিক্ষণ টেকেননি, বেঙ্কটরাঘবনের বলে তাঁকেই ক্যাচ দিয়ে চ'লে গেলেন। বাকি সময়টুকু লিভার তাঁর অধিনায়কের সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন।

ইলিঙওয়ার্থকে আউট না-দেয়ায় ভারতীয়রা এতই হতাশ হয়েছিলেন যে পরদিনের খেলায় তার ছাপ পড়েছিলো। গাভাসকার, বিশ্বনাথ, বেদি, আবিদ আলি, সোলকার ও ইনজিনিয়ার ছাড়া কেউই গা লাগিয়ে ফিল্ডিং করেননি। ক্যাচও ফশকেছিলো একাধিক। খেলার শুরুতেই বেঙ্কটরাঘবনের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন ইলিঙওয়ার্থ, দলনায়ক ওয়াড়েকর লুফতে পারেননি। ইলিঙওয়ার্থ কখনোই স্পিনে স্বস্তি বোধ করেন না, দলনায়ক কিন্তু আলগা বল পেলে হাঁকাতে দ্বিধা করেন না—আর অন্য প্রান্তে লিভার কাউকে কোনো সুযোগই দেননি, পা বাড়িয়ে খেলছিলেন তিনি স্পিনারদের; লর্ডসে স্নো যেমন খেলছিলেন। অতএব ওয়াড়েকরকে অবশেষে ডাকতেই হ'লো আবিদ আলিকে। আর আবিদ আলির প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকালেন ইলিঙওয়ার্থ। কিন্তু আবিদ আলি নতুন বল নিতেই ইলিঙওয়ার্থ খোঁচা দিলেন—স্লিপে ওয়াড়েকর ও বেঙ্কটরাঘবনের মধ্য দিয়ে বল চ'লে গেলো বাউণ্ডারিতে, ইলিঙওয়ার্থের ৫০ হ'লো।

লাঞ্চের সময় ইলিঙওয়ার্থের রান ৯৭; বৃষ্টির জন্য লাঞ্চের পর খেলা শুরু হ'তে দেড় ঘণ্টা দেরি হয়েছিলো, কিন্তু ইলিঙওয়ার্থের সেঞ্চুরি সেজন্য আটকে থাকেনি। টেস্টে ইলিঙওয়ার্থের এটা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, প্রথমটি এসেছিলো দু-বছর আগে, লর্ডসে, দলের এমনিতর বিপর্যয়ের সময়। অবশেষে ২৮০ মিনিটে একটি ছক্কা ও আটটি চার সহযোগে ১০৭ রান ক'রে ইলিঙওয়ার্থ যখন স্লিপে গাভাসকারের চমৎকার ক্যাচে অপসৃত হলেন, তখন ইংলণ্ডের রান ৩৫৫।

গিফর্ড আর প্রাইসের সহায়তায় লিভার যোগ করেছিলেন আরো ৩১ রান, কিন্তু ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সেঞ্চুরি ক'রে তিনি-যে ১৯৫৯ সালের জিওফ পুলারের অনুসরণ করবেন, তা অবশ্যি হ'লো না। পুলারই একমাত্র ল্যাঙ্কাশিয়রবাসী, যিনি ওল্ডট্র্যাফোর্ডে সেঞ্চুরি করেছেন—এবং তা ভারতেরই বিরুদ্ধে।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

ব্রায়ান লাকহার্স্ট	ক. বিশ্বনাথ	ব. বেদি	৭৮
জন জেমসন	ক. গাভাসকার	ব. আবিদ আলি	১৫
জন এডরিচ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. আবিদ আলি	০
কীথ ফ্লেচার	লেগ-বিফোর	ব. আবিদ আলি	১

বেসিল ডলিভেরা	ক. গাভাসকার	ব. আবিদ আলি	১২
† অ্যালান নট		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৪১
* রে ইলিঙওয়ার্থ	ক. গাভাসকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১০৭
রিচার্ড হাটন	ক. ও	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৫
পিটার লিভার	অপরাজিত		৮৮
নরম্যান গিফর্ড	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সোলকার	৮
জন প্রাইস	রান-আউট	নি. সোলাকার	০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১২, ওয়াইড ১, নো-বল ২)			২১
			৩৮৬

পতন : ২১ (জেমসন) ; ২১ (এডরিচ) ; ২৫ (ফ্লেচার) ; ৪১ (ডলিভেরা) ; ১১৬ (নট) ; ১৬৮ (লাকহার্স্ট) ; ১৮৭ (হাটন) ; ৩৫৫ (ইলিঙওয়ার্থ) ; ৩৮৪ (গিফর্ড) ; ৩৮৬ (প্রাইস) ।

আবিদ আলি	৩২·৪	৫	৬৪	৪
সোলকার	২১	৫	৪৬	১
চন্দ্রশেখর	৩০	৬	৯০	০
বেদি	৪০	১০	৭২	১
বেঙ্কটরাঘবন	৩৫	৯	৮৯	৩
গাভাসকার	২	০	৪	০

ইংলণ্ড ভেবেছিলো অন্তত একশো মিনিট ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বল করা যাবে, কিন্তু ম্যানচেস্টারের বর্ষা সে-আশায় জলাঞ্জলি দিলো। মাত্র চার ওভার বল হ'তেই আকাশ কালো ক'রে বৃষ্টি নামলো : দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ : ভারত বিনা উইকেটে ৮। কিন্তু এটা বুঝতে কারুর দেরি হয়নি যে ম্যানচেস্টারের পিচ, আবহাওয়া, এমনকি আম্পায়াররাও, ভারতের বিরুদ্ধে। এবং সেটা আরো স্পষ্ট হ'লো তৃতীয় দিন, যখন খেলা ভাঙার ঠিক দশ মিনিট আগে ২১২ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেলো।

মাত্র ৪৯ মিনিট খেলা হবার পর গাভাসকারের জোরালো ড্রাইভ ঠেকাতে গিয়ে গিফর্ডের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ভেঙে গিয়েছিলো, বলটি অবশ্য তার পরেও সীমানা পেরিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ঐ উইকেটে আর গিফর্ডের সাহায্যের দরকার হয়নি।

এত বৃষ্টি পড়েছিলো যে আউটফিল্ড মন্থর হ'য়ে গিয়েছিলো—প্রথম দিনে যা হ'তে পারতো নির্ঘাৎ চার, তাতে এমনকি দু-রান করাও মুশকিল হ'য়ে উঠেছিলো। আর বার-বার পশলা পশলা বৃষ্টিতে ঘাস হ'য়ে উঠেছিলো সজীব ও সতেজ : আর তার ফলে লিভার আর প্রাইসের বল ঠুকে তোলা সম্ভব হচ্ছিলো। এবং অচিরেই ভারি আবহাওয়ায় লিভার একটি বল হাওয়ায় ঘোরাতে পেরেছিলেন, মানকড়ের খোঁচাটা দুর্দান্তভাবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফেছিলেন নট।

ওয়াড়েকর যখন পা বাড়িয়ে খেলেন, সবসময় বলের লাইনে যান না। আর তারই ফলে যখন হাটন তাঁকে নটের হাতে সমর্পণ করলেন ভারতের তখন দু-উইকেটে ৫২। কিন্তু অন্য প্রান্তে গাভাসকার ঝলশে উঠেছিলেন। লিভারকে তিনি যেমন অনায়াসে মিড-অন বাউণ্ডারি দিয়ে ড্রাইভ করেছিলেন তাঁর পৌরুষমণ্ডিত পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলো। তার পরেই হাটনকে যখন ব্যাকফুটে কভারপয়েন্ট দিয়ে তিনি মাঠ পার ক'রে দিয়েছিলেন, তখন বুঝতে বাকি থাকেনি কেন ক্যারিবিয়নকে তিনি দু-মাস সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিলো দু-উইকেটে ৭২, আর তাতে গাভাসকার একাই করেছিলেন ৪৫।

লাঞ্চের পরে ইলিঙওয়ার্থের প্রথম ওভারেই তিনি দুটি চমৎকার স্ট্রেটড্রাইভ হাঁকিয়েছিলেন, যা এমনকি এই মন্থর আউটফিল্ডেও কাউকে একচুল নড়তে সুযোগ দেয়নি। কিন্তু লাঞ্চের পরে গাভাসকার টিকেছিলেন মাত্র আধঘণ্টা, আউট হয়েছিলেন বিরূপ ভাগ্যের চক্রান্তে। গাভাসকার এমন কোনো মার মারেননি, যাতে কিছুমাত্র ঝুঁকি থাকে। দলের জন্য বার বার তিনি হুক করার প্রালোভন সংবরণ করেছেন। এবারও প্রাইসের অফস্টাম্পের বাইরেকার বাউন্সার থেকে স'রে গিয়ে ব্যাট সরিয়ে নিয়েছিলেন ডান কাঁধে, কিন্তু বল বেঁকে গিয়ে ব্যাট ছুঁয়ে নটের দস্তানায় ঢুকে পড়লো।

বিশ্বনাথ কি গাভাসকারের চেয়েও ছোটোখাটো ? নয়তো কেন প্রাইস লেংথ একটু খাটো ক'রে দিলেই তাঁকে বুক সমান উঁচু বল খেলতে হচ্ছিলো। কিন্তু বিশ্বনাথ বলের পিছনে দাঁড়িয়ে সাবধানে সে-বলগুলো সামলাচ্ছিলেন। আউট হলেন কিন্তু লিভারের বলে, যখন প্রত্যাবর্তিত লিভার নবোদ্যমে বল করতে শুরু ক'রে পর পর দু-ওভারে সরদেশাই ও বিশ্বনাথের অফস্টাম্প ছিটকে দিয়েছিলেন। দু-জনেই হয়তো ব্যাকফুটে না-খেললে বলগুলো ঠেকাবার

সুযোগ পেতেন, কিন্তু লিভার বিশেষ ক'রে বিশ্বনাথের অনুচ্চতার সুযোগ নিয়েছিলেন। ভারতের রান তখন পাঁচ উইকেটে ১০৪।

কিন্তু ভারত এ-অবস্থা থেকেই উলটে আক্রমণ করলো। কেবল যে ইনজিনিয়ার স্বভাবসত্যে সংহার মূর্তিতে খেলছিলেন তা নয়: সোলকার দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি খেলেন দলের জন্য ; লর্ডসে তিনি যে পাঁচ ঘণ্টায় ৬৭ রান করেছিলেন তা কেবল দলনেতার নির্দেশে, ইচ্ছে করলে তিনি যে কোনো উদ্দীপ্ত বোলিংকেও ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিতে পারেন। ১৬ ওভারে তাঁরা যোগ করলেন ৫৯ রান, তাতে সোলকারের অবদান ৩৬। এরই মধ্যে ইনজিনিয়ারের একটি রগরগে স্কোয়ারকাট তাঁর ল্যাঙ্কাশিয়রের সহযোগী বোলারকে হতবাক ক'রে দিয়েছিলো। কিন্তু লিভারই শেষ কথা বললেন, যখন পা বাড়িয়ে খেলেও ইনজিনিয়ার বলের নাগাল পেলেন না—এডরিচ গালিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্দান্ত ক্যাচটি নিয়েছিলেন। পরের ওভারেই স্থলি-ভেরা যে বলে আবিদ আলিকে পেলেন, তা নিষ্করুণ। বলটি পড়েছিলো লেগ-স্টাম্পের বাইরে, কিন্তু চিৎপাত হ'লো অফস্টাম্প। আর তার মানে এই দাঁড়ালো যে ফলো-অন বাঁচাতে হ'লে শেষ তিন উইকেটে ভারতকে যোগ করতে হবে অন্যূন ২৩ রান।

বেঙ্কটরাঘবন অনবরত অফস্টাম্পের বাইরে হাওয়ার মধ্যে ব্যাট ঘোরাচ্ছি-লেন—আর দর্শকদের বুক ধড়াশ ক'রে লাফাচ্ছিলো। সোলকার কিন্তু তারই মধ্যে দলকে বিপদ কাটিয়ে নিয়ে এলেন। বেঙ্কটরাঘবন অবশেষে জোরালো হুকে লিভারকে মাঠে পার ক'রে দিলেন, কিন্তু তারপরেই নটকে তাঁর চতুর্থ ক্যাচ আর লিভারকে তাঁর পঞ্চম উইকেট দিয়ে বিদায় নিলেন। চমৎকার পঞ্চাশটি রান ক'রেই পরের বলে সোলকার ক্যাচ দিলেন স্লিপে। বেদি আর চন্দ্রশেখর আধঘণ্টা প্রতিরোধ করলেন, তারপর, ইলিংওয়ার্থকে নিতেই হ'লো নতুন বল, আর প্রাইসকে আস্তিন থেকে বার করতে হ'লো তাঁর দ্রুততম ইয়র্কার। বেদি যখন আউট হলেন, তখন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করার সময় নেই সেদিন।

ভারত : প্রথম দফা

অশোক মানকড়	ক. নট	ব. লিভার	৮
সুনীল গাভাসকার	ক. নট	ব. প্রাইস	৫৭

* অজিত ওয়াড়েকর	ক. নট	ব. হাটন	১২
দিলীপ সরদেশাই		ব. লিভার	১৪
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ		ব. লিভার	১০
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. এডরিচ	ব. লিভার	২২
একনাথ সোলকার	ক. হাটন	ব. ডলিভেরা	৫০
সয়ীদ আবিদ আলি		ব. ডলিভেরা	০
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. নট	ব. লিভার	২০
বিষেন সিং বেদি		ব. প্রাইস	৮
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪, নো-বল ২)			৭
			২১২

পতন : ১৯ (মানকড়) ; ৫২ (ওয়াড়েকর) ; ৯০ (গাভাসকার) ; ১০৩ (সরদেশাই) ; ১০৪ (বিশ্বনাথ) ; ১৬৩ (ইনজিনিয়ার) ; ১৬৪ (আবিদ আলি) ; ১৯৪ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ২২০ (সোলকার) ; ২১২ (বেদি)।

প্রাইস	২২	৭	৪৪	২
লিভার	২৬	৪	৭০	৫
ডলিভেরা	২৪	১১	৪০	২
হাটন	১৪	৩	৩৫	১
ইলিঙওয়ার্থ	৭	২	১৬	০

চতুর্থ দিনের শেষেই ভারত পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো। যখন চায়ের সময় তিন উইকেটে ২৪৫ ক'রে ইলিঙওয়ার্থ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন, তখন জয়ের জন্য ভারতের চাই ৪২০ রান, সময় আছে আট ঘণ্টা।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াড়েকর কিছুতেই তাঁর স্পিনারদের ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন না। উইকেট যেখানে অনুকূল নয়, সেখানে মিথ্যে তাঁদের খাটিয়ে কী লাভ, মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা তাঁদের বলে অভ্যস্ত হ'য়ে যাবেন। কিন্তু সোলকার জখম হ'য়ে এক্স-রে করতে মাঠ ছেড়ে চ'লে যাওয়ায় ওয়াড়েকরকে শেষ পর্যন্ত গাভাসকারকে দিয়ে বল করাতে হলো। অবশেষে বেদি যখন বল করতে এলেন, ইংলণ্ডের রান ১৬০ পেরিয়ে গেছে। বেদি তাঁর দ্বিতীয় ওভারেই আবারও এডরিচকে পেলেন।

লাকহার্স্ট যখন প্রথম ৯০ মিনিটে নিজে রান করলেন ১৮, আর জেমসনকে রান-আউট ক'রে দিলেন, তখন ওয়াড়েকরের খুশি হবার কারণ ঘটেছিলো বৈ কি। জেমসন তখন বোলিং ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন—অনেকটা মিলবার্নের মতোই তাঁর খেলার রীতি, ব্যাট ব্যবহার করেন বল হাঁকাতে, ঠেকাতে নয়। লাকহার্স্ট আর এডরিচ তারপর প্রতি মিনিটে এক রান ক'রে যোগ করেছিলেন ১২৩ রান। স্পিনাররা বল করছেন না, সোলকার জেমসনকে তৃতীয় ওভারে আবিদ আলির বলে লুফতে গিয়ে মাঠ ত্যাগ করছেন, বল করছেন গাভাসকার ও আবিদ আলি—এই অবস্থায় লাকহার্স্ট আর এডরিচ দারুণ খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। এবং এডরিচ আউট হবার পর ফ্লেচার এবং পরে লাকহার্স্ট আউট হবার পর ডলিভেরা এই অবস্থায় শস্তা কিছু রান ক'রে নিয়েছিলেন। ডলিভেরা এমনকি দু-দুবার বেঙ্কটরাঘবনকে ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন, চায়ের আগে চার ওভারে যোগ হয়েছিলো ৩৩ রান।

এক বছরের মধ্যে টেস্টে লাকহার্স্টের এটা চতুর্থ সেঞ্চুরি। শেষ ৮৩ রান করেছিলেন ১৩৫ মিনিটে, তাঁর ১০১ রান এসেছিলো ২২৫ মিনিটে। আউট হয়েছিলেন প্রত্যাবর্তিত সোলকারের বলে, যখন সুইপ করতে গিয়ে বলে লাগাতে পারেননি, আর ইনজিনিয়ার চক্ষের পলকে বেল খশিয়ে দিয়েছিলেন।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

ব্রায়ান লাকহার্স্ট	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. সোলকার	১০১
জন জেমসন	রান-আউট	নি. বিশ্বনাথ	২৮
জন এডরিচ		ব. বেদি	৫৯
কীথ ফ্লেচার	অপরাজিত		২৮
বেসিল ডলিভেরা	অপরাজিত		২৩
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৫, নো-বল ১)			৬
		তিন উইকেটে ঘোষিত	২৪৫

পতন : ৪৪ (জেমসন); ১৬৭ (এডরিচ); ২১২ (লাকহার্স্ট)।

আবিদ আলি	২৬	২	৯৫	০
সোলকার	৫	০	২৩	১
গাভাসকার	১২	৩	৩৭	০
চন্দ্রশেখর	২	০	৫	০

বেঙ্কটরাঘবন	১৬	৩	৫৮	০
বেদি	৫	০	২১	১

বলাই বাহুল্য, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সামনে মোটেই খোলামকুচির মতো রান ছড়িয়ে ছিলো না যে পকেট ভর্তি ক'রে কুড়িয়ে নেবেন। সাতটি দ্রুত, দুর্দান্ত, প্রবল ওভারে প্রাইস ভারতীয় ইনিংসকে চিৎপাত ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় ওভারে মানকড়কে, আর পঞ্চম ওভারে ওয়াড়েকরকে যখন তিনি কেবল নিছক গতির জোরেই বোল্ড ক'রে দিয়েছিলেন, তখন ভারত হয়তো জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। আর এরই মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন 'খুদে ওস্তাদ' গাভাসকার। তাঁর অকুতোভয় বিক্রমের সাক্ষী তাঁর সেই প্রবলসুন্দর একটি হুক, যা দিয়ে তিনি প্রাইসকে ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। যখন লিভার প্রাইসের জায়গায় বল করতে এলেন, পর-পর দু-বলে চমৎকার দুটি অনড্রাইভ দিয়ে তিনি তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের অমন রানের ছড়াছড়ির মধ্যেও তাঁর মতো সুঠামশোভনমার কারুর ব্যাট থেকে বেরোয়নি, এমনকি গুলিভেরারও না।

কিন্তু হাটনের চমৎকার বলটি শেষ মুহূর্তে বাঁক ফিরলো, গাভাসকার ব্যাট সরাতে পারলেন না। শেষ মুহূর্তে, নট লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। বাকি সময়টুকু সরদেশাই আর বিশ্বনাথ উইকেট আগলে কাটিয়ে দিলেন—ভারতের রান তিন উইকেটে ৬৫, খেলার বাকি আরো একদিন। শেষ দিনটি বৃষ্টিতে ভেসে না-গেলে কী হ'তো ? ইংলণ্ডের সমর্থকেরা ভেবেছিলো তাদের জয় ছিলো 'সুনিশ্চিত', যে-কথাটা ক্রিকেটের প্রতিবেদনে সবসময়েই সন্দেহজনক। ভারতীয় দলে তখনও যাঁরা ব্যাট করতে বাকি ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই নিশ্চয়ই বিনা লড়াইতেছেড়ে দিতেন না, বিশেষত সোলকার ও আবিদ আলি।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

অশোক মানকড়		ব. প্রাইস	৭
সুনীল গাভাসকার	ক. নট	ব. হাটন	২৪
* অজিত ওয়াড়েকর		ব. প্রাইস	৯
দিলীপ সরদেশাই	অপরাজিত		১৩
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	অপরাজিত		৮
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			৪
		তিন উইকেটে	৬৫

পতন : ৯ (মানকড়) ; ২২ (ওয়াড়েকর) ; ৫০ (গাভাসকার) ।

প্রাইস	১০	৩	৩০	২
লিভার	৭	৩	১৪	০
হাটন	৭	১	১৬	১
অলিভেরা	৩	২	১	০

তৃতীয় টেস্ট : ওভাল ; আগস্ট ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪/১৯৭১

অবশেষে ইংলণ্ডের মাটিতে ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় ইংলণ্ড দলকে হারিয়ে ভারত 'রাবার' ফিরে পেলো, আগের ছোট্ট সফরে ১৯৬৭ সালে তিনটে টেস্টেই হেরে যে-'রাবার' ভারত হারিয়েছিলো। চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবার আগে পণ্ডিতেরা বিবাদ করছিলেন ভারতকে হারাবার জন্য কখন ইনিংস ঘোষণা করা উচিত। ইংলণ্ড তখন প্রথম দফায় ভারতের চেয়ে ৭১ রান এগিয়ে আছে। কিন্তু ১৮·১ এক ওভারে আস্ত খেলাটিকে ঘুরিয়ে দিলেন চন্দ্রশেখর : বোধহয় বেচারা ইলিঙওয়ার্থকে ইনিংস ঘোষণা করবার দ্বিধা থেকেই বাঁচাতে গিয়ে ১০১ রানে ইংলণ্ডকে নামিয়ে দিলেন তিনি : ৩৮ রানে ছ-উইকেট নিয়ে আবারও তিনি প্রমাণ ক'রে দিলেন যে তিনিই এখন বিশ্বের সেরা লেগ-স্পিনার ও গুগলি বোলার। সবে নেভিল কারডাস তখন বেদির ধ্রুপদী বাঁহাতি স্পিন দেখে তাঁকে উইলফ্রেড রোডসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ; ওল্ডফিল্ডের সঙ্গে ইনজিনিয়ারের ; অনেকেই সোলকারের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন আরেকজন সোবার্সের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু চন্দ্রশেখর এক এবং অদ্বিতীয় : এমনকি গুগলির প্রবক্তা বোসানকুয়েটও তাঁর মতো অভিঘাত সৃষ্টি করেননি। পোলিয়োর আঘাতকেই চন্দ্রশেখর ব্যবহার করেছেন অস্ত্র হিসেবে : তাঁর রুগ্ন ডান হাতটিই ক্রিকেটের সবচেয়ে রহস্যময় অস্ত্র হয়তো—আর এই তথ্যটিই মানুষ চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্বকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়। 'উইসডেন' যখন তাঁকে বছরের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের অন্তর্ভূ'ত করেছিলো, 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' যখন তাঁর জন্য সেরা ক্রিকেটারের সম্মান শ্যামপেনের পেটি পাঠিয়েছিলো, খেলার পরিচালকেরা যখন সফরের সবচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২৫০ পাউণ্ডের চেক পাঠিয়েছিলেন, তখন একটাই হয়তো কথা সবাই ভেবেছিলেন : কখনও যদি আর ক্রিকেট না-খেলেন চন্দ্রশেখর, তবু যতদিন ক্রিকেট খেলা হবে,

তিনি থাকবেন নতুন যুগের ভারতীয় ক্রিকেটের সাংকেতিক সাক্ষ্য : পেলিয়োর পঙ্গুতা, লেগ-স্পিনারের হতাশা, অস্ট্রেলিয়া সফরের মনঃপীড়া, স্কুটার দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া, নির্বাচকদের অবহেলা—নিজের ও ঘটনাচক্রের বিরুদ্ধে এ-রকম বড়ো-লড়াই সেরে ইংলণ্ড সফরে এসে তিনি 'একা' একটি খেলাকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন।

অথচ ইলিঙওয়ার্থ আবার টসে জিতে যখন ব্যাট বেছে নিয়েছিলেন, তখন ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস আবারও গত দুটি টেস্টের পুনর্মুদ্রণ ব'লে মনে হচ্ছিলো—গোড়ার দিককার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা আবারও কাটিয়ে দিয়েছিলেন শেষের দিকের ব্যাটসম্যানরা। ছ-ঘণ্টায় ইংলণ্ড সবাই আউট হ'য়ে রান তুলেছিলো ৩৫৫। ইংলণ্ড তখনও জানেনি অবশ্য যে এই তাঁদের শেষ গরীয়ান মুহূর্ত : পর-পর ২৬টি টেস্টে তারা হারেনি, ইলিঙওয়ার্থ তাদের অপরাজিত অধিনায়ক, কিন্তু এবার তাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।

ইলিঙওয়ার্থ টসে জিতে অধিনায়ক হিসেবে তাঁর যা-করণীয়, তার অনেকখানিই সফল ক'রে তুলেছিলেন। গত ওভাল টেস্টগুলোয় আনডারয়ুড ইংলণ্ডকে জিতিয়ে দিয়েছেন ; এবার আহত গিফর্ডের বদলে আবার দলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দক্ষিণ ইংলণ্ডের এই ন্যাটা প্রতিভা ; ওভাল পিচ শেষ দিকে স্পিন নেবে, আর ইংলণ্ডের টসে জয় মানেই ভারতকে ব্যাট করতে হবে চতুর্থ ইনিংস। অথচ প্রথম দিনের পিচ ব্যাটসম্যানদের অনুকূল, আউটফিল্ড দ্রুত ও শুষ্ক, ব্যাট থেকে প'ড়েই বল ধাবিত হয় বাউণ্ডারির দিকে।

প্রতিবেদন না-প'ড়েই কেউ যদি ইংলণ্ডের এই ঐতিহাসিক স্কোরকার্ড ত্যাখেন (প্রথম দফার স্কোরকার্ড) তাহ'লে হয়তো ভাবতে পারেন এটা বুঝি মুদ্রণ প্রমাদ, বুঝি আগের টেস্টগুলোরই স্কোরকার্ড দেখছেন। সাধারণভাবে বলা যায় ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হবার পর আবার উইকেটরক্ষক ও বোলাররাই দলের রান তোলার দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। আবারও ইংলণ্ডের সফলতম ব্যাটসম্যান তাদের উইকেটরক্ষক অ্যালান নট : তাঁর ক্ষিপ্রতা, উৎসাহ ও ব্যাটের জৌলুশ এমনকি কিংবদন্তির ডেনিস কমটনকেই মনে করিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু জেমসনের রগরগে ৮২কেও ভুলে যাওয়া চলবে না : বব বারবার বা কলিন মিলবার্নের মতো প্রথম বল থেকেই জেমসন বিপক্ষের শিবিরে লড়াই নিয়ে যান। একদিক থেকে জেমসনের ইনিংসটি ছিলো ভারতীয় আয়ুর্বেদের সেই দুর্লভ মৃতসঞ্জীবনী সুধা। দ্বিতীয় ওভারেই তিনি

হারিয়েছিলেন লাকহার্স্ট্‌কে—সোলকারের বলে দ্বিতীয় স্লিপে গাভাসকারের হস্তগত। দেখেছিলেন এডরিচ সোলকারের বলে ভয়ে কাঁপছেন, তাঁর কোনো মারেই আস্থা নেই, এমনকি তাঁর বিখ্যাত রক্ষণাত্মক খেলাও শ্লেষ্মাতুর হ'য়ে উঠছে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি একা দলের দায়িত্ব কাঁধে ক'রে নিয়েছিলেন, এডরিচকেও আগলে নিয়ে খেলতে শুরু করেছিলেন; তাঁর প্রিয় মারগুলি যাচ্ছিলো কভার ও এক্সট্রাকভার দিয়ে, বোলার বিস্মিত : বেদি দু-বার দেখেছিলেন তাঁর মাথার উপর দিয়ে বল চ'লে গেলো ওভাল প্যাভিলিয়নে, একবার তো প্রায় এক মহিলা দর্শকের আতঙ্কই জেগেছিলো যেভাবে বলটি বোমার মতো এসে পাশে পড়েছিলো। তারই সঙ্গে অবশ্য জেমসন অফস্টাম্পের বাইরের বলও ক্রিকেটের শাস্ত্র লঙ্ঘন ক'রে ঝাঁটা মারছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ এসেছিলো এক ঘণ্টায়, দলের রান ৭৬; তাঁর ৮২ এসেছিলো ১৬৫ মিনিটে, দলের রান ১৩৯। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা জেমসন নিজে আগাগোড়া নিজের কাণ্ডকীর্তি উপভোগ করেছিলেন। শেষ কবে টেস্ট খেলতে নেমে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানকে হাসতে দেখেছিলো লোকে?

লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের রান এক উইকেটে ৯৭। বেদির বলে ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে আবারও যখন এডরিচ ইনজিনিয়ারের হস্তগত হলেন, তখন ইংলণ্ডের রান দু-উইকেটে ১১১। ফ্লেচার খোঁচা দিলেন, গাভাসকারের নিরাপদ হাতে বল, ইংলণ্ড তিন উইকেটে ১৩৫। যখন অলিভেরার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে জেমসন রান-আউট হলেন, দলের রান চার উইকেটে ১৩৯। অলিভেরা যখন চন্দ্রশেখরের বলে মিড-অফে ক্যাচ দিলেন, ইংলণ্ড পাঁচ উইকেটে ১৪৫। ইলিঙওয়ার্থ চল্লিশ মিনিট যোঝবার চেষ্টা ক'রে যখন চন্দ্রশেখরের সোজা ইয়রকারে পরাস্ত হলেন, ইংলণ্ড ছ-উইকেটে ১৭৫। সেই ওভারেই চন্দ্রশেখরের গুগলি হাটনের থতমত ব্যাট এড়িয়ে লেগস্টাম্প ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো—বেল পড়লো না। এবং সপ্তম উইকেটে যোগ হ'লো ১০৩ রান মাত্র ৭৫ মিনিটে। হাটনের স্ট্রেটড্রাইভ আর অফড্রাইভের পাশেই নট সব-রকমের স্বাধীনতা নিচ্ছিলেন। ওয়াড়েকরকে নিতে হ'লো নতুন বল, সোলকার নতুন বলের খর গতির মধ্যেই বেমালুম মিশিয়ে দিলেন তাঁর মন্থর বল: প্রতারিত নট সোলকারের হাতেই ক্যাচ তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। পরক্ষণেই সোলকার স্নোকে সমর্পণ করলেন ইনজিনিয়ারের দস্তানায়—তাঁর তৃতীয় উইকেট। কিন্তু আনডারয়ুড ঘাড় গুঁজে ঠেকালেন, নবম উইকেটে ৪৮ মিনিটে

যোগ হ'লো ৬৮ রান। হয়তো এমন চমৎকার ব্যাটিং উইকেটে সারা দিনে ৩৫৫ রান তোলা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়: কিন্তু বম্বাইয়ের জেমসন যদি কীভাবে ভারতীয় স্পিন খেলতে হয়, দশটি চৌকা ও দুটি ছক্কা মেরে তার উপায় না-বাৎলাতেন, তাহলে ইংলণ্ডের পক্ষে হৃতভূমি পুনরুদ্ধার করা কঠিন হ'তো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

ব্রায়ান লাকহার্স্ট	ক. গাভাসকার	ব. সোলকার	১
জন জেমসন	রান-আউট	নি. আবিদ আলি	৮২
জন এডরিচ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেদি	৪১
কীথ ফ্লেচার	ক. গাভাসকার	ব. বেদি	১
বেসিল ডলিভেরা	ক. মানকড়	ব. চন্দ্রশেখর	২
† অ্যালান নট	ক. ও	ব. সোলকার	৯০
* রে ইলিঙওয়ার্থ		ব. চন্দ্রশেখর	১১
রিচার্ড হাটন		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৮১
জন স্নো	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সোলকার	৩
ডেরেক আনডারয়ুড	ক. ওয়াড়েকর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২২
জন প্রাইস	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ১৫, ওয়াইড ১)			২০
			৩৫৫

পতন : ৫ (লাকহার্স্ট); ১১১ (এডরিচ); ১৩৫ (ফ্লেচার); ১৩৯ (জেমসন); ১৪৩ (ডলিভেরা); ১৭৫ (ইলিঙওয়ার্থ); ২৭৮ (নট); ২৮৪ (স্নো); ৩৫২ (আনডারয়ুড); ৩৫৫ (হাটন)।

আবিদ আলি	১২	২	৪৭	০
সোলকার	১৫	৪	২৮	৩
গাভাসকার	১	০	১	০
বেদি	৩৬	৫	১২০	২
চন্দ্রশেখর	২৪	৪	৭৬	২
বেঙ্কটরাঘবন	২১·৪	৩	৬৩	২

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য খেলা ভেসে গেলো। তৃতীয় দিনে যখন নির্ধারিত

সময়ের ১৫ মিনিট পর ভারতের প্রথম ইনিংস শুরু হ'লো তখন আউটফিল্ড মন্থর ও স্যাঁৎসেঁতে, আকাশ বেশির ভাগ সময়েই মেঘলা, ঘোলাটে, ধূসর ; আলো বেশির ভাগ সময়েই ক্রিকেট খেলার অযোগ্য। আপনি যদি ক্রিকেটের অনুপযোগী কোনো ধূসর সকালের কথা কল্পনা করতে পারেন, তবে একুশে অগস্ট নিশ্চয়ই আপনার সেই কল্পনাকেও অতিক্রম ক'রে যাবে। ফিকে কুয়াশা, গুঁড়িবৃষ্টির বিরতিহীন ভয়, আর উত্তরপুবালি হাওয়া সত্ত্বেও খেলা শুরু হ'লো নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট পর, আর বেচারি গাভাস্কার ও মানকড়কে এমন কম আলোয় স্নো আর প্রাইসকে খেলতে হ'লো যেখানে মিডিয়াম পেসকেই মনে হ'তো ভয়ংকর। সে-অবস্থায় তাঁরা যে ন-ওভার উইকেট না-খুইয়ে টিকেছিলেন সেটাই অবাক কাণ্ড। কিন্তু দশম ওভারে প্রাইসের ইনস্যুয়িঙ্গার উড়িয়ে দিলো মানকড়ের মিডলস্টাম্প—ভারত এক উইকেটে ১৭। প্রাইসের ওভার শেষ হ'তেই খেলা বন্ধ রইলো পাঁচ মিনিট—না, বৃষ্টি নয়, একটি কালো কুকুরই এর জন্য দায়ী। হয়তো তাতেই গাভাসকারের অভিনিবেশ ভেঙে গিয়েছিলো, কারণ স্নোর বলে পরের ওভারেই তাঁরও মিডলস্টাম্প ছিটকে গেলো।

ওয়াড়েকর এরই মধ্যে দ্রুত বলের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটের ব্যাকলিফট বাতিল ক'রে দিলেন ; রান উঠতে লাগলো এখানে বল ঠেলে, ওখানে সরিয়ে দিয়ে, আর কেবল মাঝে-মাঝে ওয়াড়েকরের হুক মনে করিয়ে দিলো যে গত ইংলণ্ড সফরে তিনিই ছিলেন ভারতের নতুন আবিষ্কার। তাঁর প্রথম চার এসেছিলো দু-ঘণ্টা ব্যাট করার পর। সরদেশাই আগের দুটো টেস্টে সুবিধে করতে পারেননি—কিন্তু এবার তিনি আস্থার প্রতিমূর্তি। রান উঠছিলো আস্তে, কিন্তু তার জন্য আউটফিল্ডও কম দায়ী নয়।

আস্তে-আস্তে জুটির রান পেরিয়ে গেলো ৫০। যখন তাঁরা খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, বিশেষত আনডারয়ুডের বলে সরদেশাই ক্রিজ থেকে ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে এসে নানা ধরনের চমৎকার ড্রাইভের প্রদর্শনী খুলেছেন, তখন ইলিঙওয়ার্থের বল পা বাড়িয়ে খেলতে গিয়ে সরদেশাই দেখলেন বলটা তীব্র গতিতে ভেঙে প'ড়ে লেগস্টাম্প উলটে দিয়ে গেছে। সরদেশাই দু-ঘণ্টায় ৫৪ করেছিলেন, ওয়াড়েকরের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ৯৩। ইলিঙওয়ার্থের পরের ওভারেই বিশ্বনাথ ক্রিজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন অফব্রেকটিকে তিনি নিজেই ইয়রক বানিয়ে নিয়েছেন, তাড়াতাড়ি ব্যাট নামিয়ে নিয়ে তিনি

বলটাকে উইকেটে টেনে আনলেন: ভারত চার উইকেটে ১১৮। তরপর দলের রান যখন ১২৫, ওয়াড়েকরের প্রায় তিন ঘণ্টার দায়িত্ববান ইনিংস অবসান হ'লো, যখন তিনি ইলিঙওয়ার্থের খাটো লেংথের বল কাট করতে গিয়ে স্লিপে হাটনের হাতে তুলে দিলেন। ইলিঙওয়ার্থ ২০ মিনিটে, কোনো রান না-দিয়ে, পর-পর এই তিনটে উইকেট নিয়ে খেলার গতি বদ্‌লে দিয়েছেন।

কিন্তু ইনজিনিয়ার পরের বলেই ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে গেলেন, মিড-অনের নাগালের বাইরে দিয়ে বলটি পাঠিয়ে দিয়ে পালটা লড়াই শুরু করলেন। সোলকারের সঙ্গে তারপর ৯৫ মিনিটে ইন্‌জিনিয়ার যোগ করলেন ৯৭ রান; সোলকার ম্যানচেস্টারে প্রাইস-লিভারের বলে রেয়াৎ করেনকি, এবার ইলিঙওয়ার্থ-আনডারয়ুডের বল তিনি এমন সাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলছিলেন যে উইকেট স্পিনে সাড়া দেয়ার পরও ব্যাটসম্যান বোলারের উপর এভাবে কী ক'রে প্রাধান্য বিস্তার করেন তা কল্পনা করা যায়নি। আউটফিল্ড যে কী-রকম মন্থর ছিলো, তা আন্দাজ করা যাবে, যখন কেউ লক্ষ করবেন যে ইনজিনিয়ার তাঁর ৫৯ রানের মধ্যে একটাও চার হাঁকাননি। অবশেষে জুটি ভাঙলেন গুলিভেরা, যখন ফ্লেচার নিচু হ'য়ে দ্বিতীয় স্লিপে চমৎকারভাবে সোলকারকে লুফে নিলেন। আর ইনজিনিয়ারও একটু পরেই যখন স্নোর বলে আউট হ'য়ে চ'লে গেলেন, তখন আবার আট রানে ভারত খুইয়েছে দু-উইকেট। দিনের শেষে ভারতের রান সাত উইকেটে ২৩৪—ব্যাট করছেন আবিদ আলি ও বেঙ্কটরাঘবন।

চতুর্থ দিনে সকালে মাত্র একঘণ্টায় শেষ তিনটে উইকেটে ভারত যোগ করেছিলো আরো ৫০ রান। শেষ পর্যন্ত ইলিঙওয়ার্থ পেলেন ৭০ রানে পাঁচ উইকেট, ইংলণ্ড প্রথম দফায় ভারতের থেকে এগিয়ে রইলো ৭১ রান। এতে নিশ্চয়ই ইলিংওয়ার্থের খুশি হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো—কারণ কোনো স্ফটিক গোলকেই তিনি দেখতে পাননি যে তারপর মাত্র আড়াই ঘণ্টায় আস্ত ইংলণ্ড দল ১০১ রানে নেমে যাবে। ওভালেই ১৯৪৮ সালে রে লিণ্ডওয়াল, কীথ-মিলার ও বিল জনস্টন তাদের ৫১ রানে নামিয়ে দেবার পর ইংলণ্ডের মাঠে আর কেউ তাদের এত কম রানে নামাতে পারেনি। মেলবোর্নে অবিশ্যি ১৯৫৯ সালে পিটার মের দল ৮৭ রানে নেমে গিয়েছিলো, আর সেবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধান অস্ত্র ছিলেন ইয়ান মেকিফ। এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে নিচু স্কোর ছিলো, যখন ১৯৩৬ সালে অমর সিং আর নিসার ১৩৪

রানে তাদের নামিয়ে দিয়েছিলেন। সবক্ষেত্রেই তাঁরা ভির্মি খেয়েছিলেন ফাস্টবলে। কিন্তু এবার তাঁদের পতনের কারণ মহীশূরের লেগস্পিনার ভগবৎ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর।

ভারত : প্রথম দফা

অশোক মানকড়		ব. প্রাইস	১০
সুনীল গাভাসকার		ব. স্নো	৬
* অজিত ওয়াড়েকর	ক. হাটন	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৪৮
দিলীপ সরদেশাই		ব. ইলিঙওয়ার্থ	৫৪
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ		ব. ইলিঙওয়ার্থ	০
একনাথ সোলকার	ক. ফ্লেচার	ব. ত্বলিভেরা	৪৪
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ইলিঙওয়ার্থ	ব. স্নো	৫৯
সয়ীদ আবিদ আলি		ব. ইলিঙওয়ার্থ	২৬
এস. বেঙ্কটরাঘবন	লেগ-বিফোর	ব. আনডারয়ুড	২৪
বিষেন সিং বেদি	ক. ত্বলিভেরা	ব. ইলিঙওয়ার্থ	২
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৪, নো-বল ১)			১১
			২৮৪

পতন : ১৭ (মানকড়) ; ২১ (গাভাসকার) ; ১১৫ (সরদেশাই) ; ১১৮ (বিশ্বনাথ) ; ১২৫ (ওয়াড়েকর); ২২২ (সোলকার) ; ২৩০ (ইনজিনিয়ার) ; ২৭৮ (আবিদ আলি) ; ২৮৪ (বেঙ্কটরাঘবন) ; ২৮৪ (বেদি)।

স্নো	২৪	৫	৬৮	২
প্রাইস	১৫	২	৫১	১
হাটন	১২	২	৩০	০
ত্বলিভেরা	৭	৫	৫	১
ইলিঙওয়ার্থ	৩৪.৩	১২	৭০	৫
আনডারয়ুড	২৫	৬	৪৯	১

কব্জির মোচড়ে বল ঘোরান ব'লেই চন্দ্রশেখর ঐ উইকেট থেকে এমনভাবে বল তুলতে পারছিলেন, যা আর-কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। যে-খেলা ক্রিকেটের

ইতিহাসের চন্দ্রশেখরের টেস্ট ব'লে চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে, তা আরো এই কারণেই স্মরণীয় যে চন্দ্রশেখর এক অপসৃয়মান বোলিংপদ্ধতিকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং শুরু ক'রেই ইংলণ্ড প্রথম দফায় ৭১ রান এগিয়ে থাকতে পেয়েছিলো ব'লে ইলিঙওয়ার্থের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হ'য়ে উঠেছিলো। আবিদ আলি আর সোলকার বল করেছিলেন মাত্র ছ-ওভার, বাকি সময়টুকু বল করেছিলেন বেঙ্কটরাঘবন ও চন্দ্রশেখর (কেবল মধ্যে বেদি বল করেছিলেন এক ওভার), আর বিখ্যাত লেগট্র্যাপ হাঙরের মতো ব্যাটের গা ঘেঁষে প্রতীক্ষা করছিলো। যতক্ষণ জেমসন ছিলেন, কিছু বোঝা যায়নি; কিন্তু তুই টেস্টের চার ইনিংসে তৃতীয়বার রান-আউট হলেন জেমসন। চন্দ্রশেখরের বলে সজোরে স্ট্রেটড্রাইভ করেছিলেন জেমসন, চন্দ্রশেখর বিদ্যুৎগতিতে বলটাকে উইকেটে লাগিয়ে দিতেই ইংলণ্ডের বিপর্যয়ের সূচনা হ'লো।

ল্যঞ্চের আগে শেষ ওভারে চন্দ্রশেখরের গুগলিতে বোল্ড হ'য়ে গেলেন এডরিচ, আর পরের বলেই ফ্লেচারকে শুয়ে প'ড়ে ব্যাট-প্যাড থেকে লুফে নিলেন সোলকার। ইংলণ্ড তিন উইকেটে ২৪। গুলিভেরাকে লাঞ্চের পর খেলা শুরু করতে হ'লো হ্যাটট্রিক ঠেকিয়ে। কিন্তু পরের বলেই গুলিভেরা স্লিপে 'জীবন' পেলেন: সরদেশাই লুফতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ পরিত্যাগ করলেন। শর্ট লেগে আরো-একবার জীবন পেলেন গুলিভেরা, যখন তাঁর রান ৫; তারপর বেঙ্কটরাঘবনের বলে ডিপ-মিড-অনে পরিবর্ত খেলোয়াড় জয়ন্তিলালের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করলেন। ইংলণ্ড চার উইকেটে ৪৯। এবার আর নট কিংবা ইলিঙওয়ার্থ কিছু করতে পারেননি—শর্ট লেগে সোলকারের হাতে ধরা পড়লেন নট, ইলিঙওয়ার্থ অন্তত আটবার ইংলণ্ডের বুক কাঁপিয়ে অবশেষে চন্দ্রশেখরের বলে চন্দ্রশেখরের হাতে ক্যাচ দিয়ে যখন প্রস্থান করলেন, ইংলণ্ডের রান ছ-উইকেটে ৬৫। হাটন যখন তাঁর জুটি, ডিপ থার্ডম্যানে বল পাঠিয়েও লাকহার্স্ট রান নিতে অস্বীকার করলেন, উদ্দেশ্য হাটনকে আগলে খেলবেন; কিন্তু চন্দ্রশেখরের পরের বলেই স্লিপে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করলেন—ইংলণ্ড ৭ উইকেটে ৭২। সেই ওভারেই চন্দ্রশেখরের বলে তাঁরই হাতে ক্যাচ দিয়ে তখন স্নো অপসৃত হলেন, তখন ইংলণ্ড একশো রানও করতে পারবে কিনা সন্দেহ হয়েছিলো। কিন্তু নবম উইকেটে হাটন আর আনডারয়ুড যোগ করলেন ২৪ রান, অবশেষে একটি মাত্র ওভার বল করতে এলেন বেদি। কোন আদিখ্যেতা

নেই, ঝুলিয়ে দিলেন বল, পা বাড়িয়ে খেললেন আনডারয়ুড, বল প্যাডে লেগে উইকেটের ওপর দিয়ে চ'লে গেলো। দ্বিতীয় বল, বেদির বাহুর টানে ঢুকে পড়লো, যেন অন্ধকারে পা বাড়াচ্ছেন কোনো অজানা জায়গায়, এমনিভাবে পা বাড়ালেন আনডারয়ুড। লেগট্র্যাপের দিকে তাকালেন একবার আনডারয়ুড, বেদির তৃতীয় বলটা সজোরে ঘোরালেন, মানকড় লংলেগে লুফে নিলেন। ইংলণ্ড ন-উইকেটে ৯৬। পুরাগত চন্দ্রশেখরের গুগলি যখন অতঃপর হতভম্ব প্রাইসকে লেগ-বিফোর পেলো, তখন দেড়শো মিনিটে ১০১ রান ক'রে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় দফা শেষ হ'য়ে গিয়েছে।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

ব্রায়ান লাকহার্স্ট	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. চন্দ্রশেখর	৩৩
জন জেমসন	রান-আউট	নি. চন্দ্রশেখর	১৬
জন এডরিচ		ব. চন্দ্রশেখর	০
কীথ ফ্লেচার	ক. সোলকার	ব. চন্দ্রশেখর	০
বেসিল ডলিভেরা	ক. বদলি (জয়ন্তিলাল)	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১৭
† অ্যালান নট	ক. সোলকার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১
* রে ইলিঙওয়ার্থ	ক. ও	ব. চন্দ্রশেখর	৪
রিচার্ড হাটন	অপরাজিত		১৩
জন স্নো	ক. ও	ব. চন্দ্রশেখর	০
ডেরেক আনডারয়ুড	ক. মানকড়	ব. বেদি	১১
জন প্রাইস	লেগ-বিফোর	ব. চন্দ্রশেখর	৩
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩)			৩
			১০১

পতন : ২৩ (জেমসন) ; ২৪ (এডরিচ) ; ২৪ (ফ্লেচার); ৪৯ (ডলিভেরা) ; ৫৪ (নট) ; ৬৫ (ইলিঙওয়ার্থ) ; ৭২ (লাকহার্স্ট) ; ৭২ (স্নো) ; ৯৬ (আনডারয়ুড) ; ১০১ (প্রাইস)।

আবিদ আলি	৩	১	৫	০
সোলকার	৩	১	১০	০
বেঙ্কটরাঘবন	২০	৪	৪৪	২

চন্দ্রশেখর	১৮·১	৩	৩৮	৬
বেদি	১	০	১	১

দিনের শেষে জয়ের জন্য ভারতের চাই আট উইকেটে ৯৭ রান। অথচ ভারতের ইনিংসের সূচনা হয়েছিলো শোচনীয়, যখন গাভাসকার খেলার শুরুতেই স্নোর বল মারবার কোনো চেষ্টা না-ক'রেই লেগবিফোর হ'য়ে চ'লে গেলেন, টেস্টে গাভাসকারের প্রথম শূন্য, কিন্তু আম্পায়ার চারলি এলিয়টের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নানা মুনির মত নানারকম।

মানকড় বিশেষ কোনো রান করেননি বটে, কিন্তু ওয়াড়েকরের সঙ্গে উইকেটে ছিলেন একঘণ্টা—অন্তত চারটে টেস্টের আট ইনিংসে এই একবার ফাস্ট বোলারদের তিনি উইকেট দেননি—স্নো আর প্রাইস অবশ্য বল করেছিলেন মাত্র দশ ওভার। পর-পর আট ইনিংসে মানকড়ের স্কোর দাঁড়ালো এইরকম : ৬, ৮, ১, ৫, ৮, ৭, ১০ ও ১১। তাঁকে যে গাভাসকারের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংসের পত্তন করতে পাঠানো হয়, এতে হয়তো তাঁর নিজের চেয়ে বেশি অবাক আর-কেউ হন না। ফিল্ডিংএও মানকড় এখনকার ভারতীয় দলের দুর্বলতার অংশ, হয়তো সরদেশাইয়ের চেয়েও দুর্বল। চেষ্টায় আর চর্চায় যে ফিল্ডিংএ যে-কেউ দুর্দান্ত হ'য়ে উঠতে পারেন, তার সাম্প্রতিক জাজ্বল্যমান প্রমাণ গাভাসকার। একবছর আগেও গাভাসকার ভালো ফিল্ডিং করতে পারতেন না কিন্তু এবার ইংলণ্ডে তিনি বেদি-বিশ্বনাথ-সোলকারের মতোই নির্ভরযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ব একাদশের হ'য়ে খেলতে গিয়ে গাভাসকারই পুরস্কৃত হবেন ফিল্ডিংএর জন্য, যে-দলে ছিলেন সোবার্স, লয়েড, কানহাই, বেদি, প্রাইসের মতো দুর্ধর্ষ ফিল্ডার।

সরদেশাই প্রথম ইনিংসের মতোই যেন নির্ভরতার প্রতীক, অতএব দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো দু-উইকেটে ৭৬ : ব্যাট করছেন ওয়াড়েকর অপরাজিত ১৩।

শেষ দিন লড়াই ক'রে জয় অর্জন করতে হয়েছিলো ভারতকে। ইলিঙওয়ার্থ আর আণ্ডারয়ুড সেদিন বল করেছিলেন ৪৭ ওভার, কিন্তু তবু তাঁরা ধীর, কিন্তু সুনিশ্চিত গতিকে রোধ করতে পারেননি। অথচ শেষ দিনের খেলা শুরু হয়েছিলো ইংলণ্ডেরই সাফল্যের সম্ভাবনায়, যখন ওয়াড়েকর আর এক রানও যোগ হবার আগে কভারপয়েণ্ট থেকে ঘ্যালিভেরার ক্ষিপ্রতার রান

আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন ; উইকেট নির্বিবাদ নয় ; ওভাল ইনতিকাব আলম আর প্যাট পকরের প্রিয় মাঠ, তা কেবল তিন দিনেই স্পিনে সাড়া দেয় ব'লে আর এ-খেলাতে তো আবহাওয়া পিচ ভাঙতে কম সাহায্য করে নি। বৃষ্টির পর সোমবারের খটখটে রোদ উইকেটকে ঠিক আণ্ডারউডের মনমতো ক'রে দিয়েছিলো কিন্তু সরদেশাই যখন অবিকল মঞ্জরেকারের ভঙ্গিতে খেলে মাস্তান স্পিনারদের অপোগণ্ড শিশুতে পরিণত ক'রে দিলেন, যখন তাঁর অনড্রাইভগুলো ফলো থ্রু শেষ হবার আগেই ফিল্ডারদের অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিলো তখন ভারতের জয় সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করছিলো কেবল মনের বাধ। তাই আণ্ডারয়ুডের বলটি যখন অতর্কিত মোচড় খেয়ে সরদেশাইকে নটের হাতে সমর্পন ক'রে দিলো, আর তার পরেই যখন নিজের বলে আনডারয়ুড তাকলাগানো ক্যাচ লুফলেন, তখন ইংলণ্ড উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিলো, ভারতের রান তখন পাঁচ উইকেটে ১৩৪। কিন্তু বিশ্বনাথ প্রায় তিন ঘণ্টা ছিলেন উইকেটে, ভারতকে ধীরে-ধীরে চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন জয়ের মুখোমুখি। তাঁর এই শান্ত ও পরিণত ইনিংসই মনস্তাত্বিক লড়াইতে পরাস্ত করেছিলো ইলিঙওয়ার্থকে। তাঁর সাহস, তাঁর খেলার ধ্রুপদী সৌন্দর্য, তাঁর পরিচ্ছন্ন সুঠাম মার ইংলণ্ডকে কোনো সুযোগই দেয়নি, কিন্তু জয়ের জন্য যখন চাই মাত্র তিন রান, ইলিঙওয়ার্থ যখন হার মেনে লাকহার্স্টকে বল করতে ডেকে পাঠিয়েছেন, বিশ্বনাথ একটি ছক্কাতেই খেলা শেষ ক'রে দিতে গিয়ে নটের হাতে ক্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। আবিদ আলির স্কোয়ারকাট সীমানা পেরোবার আগে সীমানাই বরং এগিয়ে এসে দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর পরে ভারতকে বিশ্বের সেরা দল ব'লে অভিনন্দন জানালো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

অশোক মানকড়	ক. হাটন	ব. আনডারয়ুড	১১
সুনীল গাভাসকার	লেগ-বিফোর	ব. স্নো	০
† অজিত ওয়াড়েকর	রান-আউট	নি. হাটন	৪৫
দিলীপ সরদেশাই	ক. নট	ব. আনডারয়ুড	৪০
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	ক. নট	ব. লাকহার্স্ট	৩৩
একনাথ সোলকার	ক. ও	ব. আনডারয়ুড	১

† ফারুক ইনজিনিয়ার	অপরাজিত	২৮
সয়ীদ আবিদ আলি	অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৫, নো-বল ১)		১২
	ছ-উইকেটে	১৭৪

পতন : ২ (গাভাসকার) ; ৩৭ (মানকড়) ; ৭৬ (ওয়াড়েকর) ; ১২৪ (সরদেশাই) ; ১৩৪ (সোলকার) ; ১৭০ (বিশ্বনাথ)।

স্নো	১১	৭	১৪	১
প্রাইস	৫	০	১০	০
আনডারয়ুড	৩৮	১৪	৭২	৩
ড্যলিভেরা	৯	৩	১৭	০
ইলিঙওয়ার্থ	৩৬	১৫	৪০	০
লাকহার্স্ট	২	০	৯	১

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন উইকেটে সর্বোচ্চ রানের নজির: ১৯৭১ পর্যন্ত

বনাম ইংলণ্ড

ভারতের পক্ষে

প্রথম উইকেটে	২০৩	বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলি	ম্যানচেস্টার, ১৯৩৬
দ্বিতীয় উইকেটে	১৬৮	ফারুক ইনজিনিয়ার ও অজিত ওয়াড়েকর	লিডস, ১৯৬৭
তৃতীয় উইকেটে	২১১	বিজয় মার্চেন্ট ও বিজয় হাজারে	নতুন-দিল্লি, ১৯৫১-৫২
		বিনু মানকড় ও বিজয় হাজারে	লর্ডস, ১৯৫২
চতুর্থ উইকেটে	২২২	বিজয় হাজারে ও বিজয় মঞ্জরেকার	লিডস, ১৯৫২
পঞ্চম উইকেটে	১৯০ *	পাতৌদির নবাব ও চান্দু বোরদে	নতুন-দিল্লি, ১৯৬৪
ষষ্ঠ উইকেটে	১০৫	বিজয় হাজারে ও দাত্তু ফাড়কার	লিডস, ১৯৫২
সপ্তম উইকেটে	১৫৩	চান্দু বোরদে ও সেলিম দুরানি	বম্বাই, ১৯৬৪
অষ্টম উইকেটে	১০১	বাপু নাদকারনি ও ফারুক ইনজিনিয়ার	মাদ্রাজ, ১৯৬১-৬২
নবম উইকেটে	৫৪	জি. এস. রামচাঁদ ও এস. জি. সিন্ধে	লর্ডস, ১৯৫২
দশম উইকেটে	৫১	বাপু নাদকারনি ও বি. এস. চন্দ্রশেখর	কলকাতা, ১৯৬৪

ভারতের বিপক্ষে

প্রথম উইকেটে	১৫৯	পিটার রিচার্ডসন ও জিওফ পুলার	বম্বাই, ১৯৬১-৬২
দ্বিতীয় উইকেটে	১৬৪	জিওফ পুলার ও কেন ব্যারিংটন	নতুন-দিল্লি, ১৯৬১-৬২
তৃতীয় উইকেটে	১৬৯	রমন সুব্বারাও ও মাইক স্মিথ	ওভাল, ১৯৫৯
চতুর্থ উইকেটে	২৬৬	ওয়ালি হ্যামণ্ড ও টম ওয়র্দিংটন	ওভাল, ১৯৩৬
পঞ্চম উইকেটে	১৮২	জোহার্ডস্টাফ ও পল গিব	লর্ডস, ১৯৪৬
ষষ্ঠ উইকেটে	১৫৯	টম গ্রেভনি ও গডফ্রেইভান্স	লর্ডস, ১৯৫২
সপ্তম উইকেটে	১০৩	অ্যালান নট ও রিচার্ড হাটন	ওভাল, ১৯৭১
অষ্টম উইকেটে	১৬৮	রে ইলিঙওয়ার্থ ও পিটার লিভার	ম্যানচেস্টার, ১৯৭১
নবম উইকেটে	৮১	বব বারবার ও টনি লক	কানপুর, ১৯৬১-৬২
দশম উইকেটে	৫৭	জন মারে ও রবিন হবস	বার্মিংহাম, ১৯৬৭

বনাম অস্ট্রেলিয়া

ভারতের পক্ষে

প্রথম উইকেটে	১২৪	বিনু মানকড় ও সি. টি. সারভাতে	মেলবোর্ন, ১৯৪৭-৪৮
দ্বিতীয় উইকেটে	১২৪	বিনু মানকড় ও হেমু অধিকারী	মেলবোর্ন, ১৯৪৭-৪৮
তৃতীয় উইকেটে	১৩৩	নরি কনট্রাক্টর ও আব্বাস আলি বেগ	বম্বাই, ১৯৫৯-৬০
চতুর্থ উইকেটে	১৪৬	অশোক মানকড় ও পাতৌদির নবাব	বম্বাই, ১৯৬৯-৭০

পঞ্চম উইকেটে	১১০	গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ও একনাথ সোলকার	কানপুর, ১৯৬৯-৭০
ষষ্ঠ উইকেটে	১৮৮	বিজয় হাজারে ও দাত্তু ফাড়কার	অ্যাডেলাইড, ১৯৪৭-৪৮
সপ্তম উইকেটে	১৩২	বিজয় হাজারে ও হেমু অধিকারী	অ্যাডেলাইড, ১৯৪৭-৪৮
অষ্টম উইকেটে	৪৭	পাতৌদির নবাব ও রুসি সুরতি	মেলবোর্ন, ১৯৬৭-৬৮
নবম উইকেটে	৫৪	পাতৌদির নবাব ও রমাকান্ত দেশাই	মেলবোর্ন, ১৯৬৭-৬৮
দশম উইকেটে	৩৯	চান্দু বোরদে ও বি. এস. চন্দ্রশেখর	কলকাতা, ১৯৬৪

ভারতের বিপক্ষে

প্রথম উইকেটে	১৯১	বিল লরি ও ববি সিমসন	মেলবোর্ন, ১৯৬৭-৬৮
দ্বিতীয় উইকেটে	২৩৬	সিড বার্নস ও ডন ব্র্যাডম্যান	অ্যাডেলাইড, ১৯৪৭-৪৮
তৃতীয় উইকেটে	২০৭	নীল হার্ভে ও নর্ম্যান ও'নীল	বম্বাই, ১৯৫৯-৬০
চতুর্থ উইকেটে	১৫৯	নীল হার্ভে ও স্যাম লক্সটন	মেলবোর্ন, ১৯৪৭-৪৮
পঞ্চম উইকেটে	২২৩*	ডন ব্র্যাডম্যান ও আর্থার মরিস	মেলবোর্ন, ১৯৪৭-৪৮
ষষ্ঠ উইকেটে	১৫১	টম ভিভার্স ও ব্যারি জারমান	বম্বাই, ১৯৬৪
সপ্তম উইকেটে	৬৪	টম ভিভার্স ও জনি মারটিন	মাদ্রাজ, ১৯৬৪
অষ্টম উইকেটে	৭৩	টম ভিভার্স ও গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	মাদ্রাজ, ১৯৬৪
নবম উইকেটে	৮৭	ইয়ান জনসন ও পিটার ক্রফোর্ড	মাদ্রাজ, ১৯৫৬
দশম উইকেটে	৪০	ডগ ওয়ালটার্স ও জন গ্লিসন	সিডনি, ১৯৬৭-৬৮

বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ

ভারতের পক্ষে

প্রথম উইকেটে	১২৯	ফারুক ইনজিনিয়ার ও দিলীপ সরদেশাই	মাদ্রাজ, ১৯৬৭
দ্বিতীয় উইকেটে	২৩৭	পঙ্কজ রায় ও বিজয় মঞ্জরেকার	কিংসটন, জ্যামেকা, ১৯৫৩
তৃতীয় উইকেটে	১৫৬	রুসি মোদি ও বিজয় হাজারে	বম্বাই, ১৯৪৮
চতুর্থ উইকেটে	১৫০	পঙ্কজ রায় ও পলি উমরিগড়	কিংসটন, জ্যামেকা, ১৯৫৩
পঞ্চম উইকেটে	১৩১	পলি উমরিগড় ও দাত্তু ফাড়কার	পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৩
ষষ্ঠ উইকেটে	১৮৮	দিলীপ সরদেশাই ও একনাথ সোলকার	ব্রিজটাউন, বারবেডোজ, ১৯৭১
সপ্তম উইকেটে	১৫৩	মাধব আপ্তে ও বিনু মানকড়	পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৩
অষ্টম উইকেটে	৭৪	কৃপাল সিং ও জি. এস. রামচাঁদ	মাদ্রাজ, ১৯৫৮-৫৯
নবম উইকেটে	১২২	দিলীপ সরদেশাই ও ই. এ. এস. প্রসন্ন	কিংসটন, জ্যামেকা, ১৯৭১
দশম উইকেটে	৬২	দিলীপ সরদেশাই ও বিষেন সিং বেদি	ব্রিজটাউন, বারবেডোজ, ১৯৭১

ভারতের বিপক্ষে

প্রথম উইকেটে	২৩৯	জেফ স্টোলমেয়ার ও অ্যালান রে	মাদ্রাজ, ১৯৪৮
দ্বিতীয় উইকেটে	২৫৫	ইস্টন ম্যাকমরিস ও রোহন কানহাই	কিংসটন, জ্যামেকা, ১৯৬২
তৃতীয় উইকেটে	১৯৭	ফ্রাঙ্ক ওরেল ও এভারটন উইকস	কিংসটন, জ্যামেকা, ১৯৫৩
চতুর্থ উইকেটে	২৬৭	ক্লাইভ ওয়ালকট ও গেরি গোমেজ	নতুন-দিল্লী, ১৯৪৮

পঞ্চম উইকেটে	২১৯	ক্রুস পায়রদো ও এভারটন উইকস	পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৩
ষষ্ঠ উইকেটে	১৬০*	গ্যারি সোবার্স ও জো সলোমন	কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯
সপ্তম উইকেটে	১২৭	গ্যারি সোবার্স ও আই. মেনডোনকা	কিংসটন, জ্যামেকা, ১৯৬২
অষ্টম উইকেটে	৮০	ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ও রোহন কানহাই	কিংসটন, জ্যামেকা, ১৯৬২
নবম উইকেটে	১০৬	রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি ও ডেনিস অ্যাটকিনসন	নতুন-দিল্লি, ১৯৪৮
দশম উইকেটে	৯৮*	ফ্রাঙ্ক ওরেল ও ওয়েস হল	পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ, ১৯৬২

বনাম পাকিস্তান

ভারতের পক্ষে

দ্বিতীয় উইকেটে	১০৭	নরি কনট্র্যাকটর ও রুসি সুরতি	নতুন-দিল্লি, ১৯৬০-৬১
তৃতীয় উইকেটে	১২৯*	পঙ্কজ রায় ও বিজয় মঞ্জরেকার	ঢাকা, ১৯৫০
চতুর্থ উইকেটে	১৮৩	বিজয় হাজারে ও পলি উমরিগড়	বম্বাই, ১৯৫২
পঞ্চম উইকেটে	১৭৭	পলি উমরিগড় ও চান্দু বোরদে	মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১
ষষ্ঠ উইকেটে	৮২	চান্দু বোরদে ও বাপু নাদকারনি	বম্বাই, ১৯৬০-৬১
সপ্তম উইকেটে	৮৬	দাত্তু ফাড়কার ও দীপক শোধন	কলকাতা, ১৯৫২
অষ্টম উইকেটে	৮২	জি. এস. রামচাঁদ ও নরেন তামানে	বাহাওয়ালপুর, ১০৫৪-৫৫
নবম উইকেটে	১৪৯	পি. জি. জোশি ও রমাকান্ত দেশাই	বম্বাই, ১৯৬০-৬১
দশম উইকেটে	১০০	হেমু অধিকারী ও গুলাম আমেদ	নতুন-দিল্লি, ১৯৫২

ভারতের বিপক্ষে

প্রথম উইকেটে	১৬২	হানিফ মহম্মদ ও ইমতিয়াজ আহমেদ	মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১
দ্বিতীয় উইকেটে	২৪৬	হানিফ মহম্মদ ও সয়ীদ আমেদ	বম্বাই, ১৯৬০-৬১
তৃতীয় উইকেটে	৭০	সয়ীদ আমেদ ও জাভেদ বার্কি	মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১
চতুর্থ উইকেটে	১৩৬	মাকসুদ আহ্‌মেদ ও আব্দুল হাফিজ কারদার	লাহোর, ১৯৫৪-৫৫
পঞ্চম উইকেটে	১৫৫	আলিমুদ্দিন ও আব্দুল হাফিজ কারদার	করাচি, ১৯৫৪-৫৫
ষষ্ঠ উইকেটে	৮৪	মকসুদ আহ্‌মেদ ও ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	লাহোর, ১৯৫৪-৫৫
সপ্তম উইকেটে	৮৮	মুস্তাক মহম্মদ ও ইনতিকাব আলম	কলকাতা, ১৯৬০-৬১
অষ্টম উইকেটে	৬৩	নজর মহম্মদ ও জুলফিকার আহমেদ	লক্ষ্ণৌ, ১৯৫২-৫৩
নবম উইকেটে	৩০	নাসিমুল গনি ও হাসিব আহ্‌সান	কানপুর, ১৯৬০-৬১
দশম উইকেটে	১৪০	জুলফিকার আহ্‌মেদ ও আমির ইলাহি	মাদ্রাজ, ১৯৫২

বনাম নিউ-জিলাণ্ড

ভারতের পক্ষে

প্রথম উইকেটে	৪১৩	বিনু মানকড় ও পঙ্কজ রায়	মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬
দ্বিতীয় উইকেটে	১২৩	দিলীপ সরদেশাই ও হনুমন্ত সিং	নতুন-দিল্লি, ১৯৬৫
তৃতীয় উইকেটে	২৩৮	পলি উমরিগড় ও বিজয় মঞ্জরেকার	হায়দরাবাদ, ১৯৫৫-৫৬
চতুর্থ উইকেটে	১৭১	পলি উমরিগড় ও কৃপাল সিং	হায়দরাবাদ, ১৯৫৫-৫৬

পঞ্চম উইকেটে	১২৭	বিজয় মঞ্জরেকার ও জি. এস. রামচাঁদ	নতুন-দিল্লি, ১৯৫৫-৫৬
ষষ্ঠ উইকেটে	১৯৩*	দিলীপ সরদেশাই ও হনুমন্ত সিং	বম্বাই, ১৯৬৫
সপ্তম উইকেটে	৯১	চান্দু বোরদে ও বাপু নাদকারনি	ক্রাইস্টচার্চ,১৯৬৮
অষ্টম উইকেটে	১৪৩	বাপু নাদকারনি ও ফারুক ইনজিনিয়ার	মাদ্রাজ, ১৯৬৫
নবম উইকেটে	৪৪*	দাত্তু ফাড়কার ও এস. আর. পাতিল	বম্বাই, ১৯৫৫-৫৬
দশম উইকেটে	৫৭	রমাকান্ত দেশাই ও বিষেন সিং বেদি	ডানেডিন, ১৯৬৮

ভারতের বিপক্ষে

প্রথম উইকেটে	১২৬	ব্রুস মারে ও গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক্রাইস্টচার্চ, ১৯৬৮
দ্বিতীয় উইকেটে	১৫৫	গ্র্যাহাম ডাউলিং ও বিভান কঙডন	ডানেডিন, ১৯৬৮
তৃতীয় উইকেটে	২২২*	বার্ট সাটক্লিফ ও জন রীড	নতুন-দিল্লি, ১৯৫৫-৫৬
চতুর্থ উইকেটে	১০৩	গ্র্যাহাম ডাউলিং ও মার্ক বারজেস	ক্রাইস্টচার্চ, ১৯৬৮
পঞ্চম উইকেটে	১১৯	গ্র্যাহাম ডাউলিং ও কীথ টমসন	ক্রাইস্টচার্চ, ১৯৬৮
ষষ্ঠ উইকেটে	৮১	বার্ট সাটক্লিফ ও ভিক পলার্ড	কলকাতা, ১৯৬৫
সপ্তম উইকেটে	১৬৩	বার্ট সাটক্লিফ ও ব্রুস টেলর	কলকাতা, ১৯৬৫
অষ্টম উইকেটে	৮১	ভিক পলার্ড ও গ্র্যাহাম ভিভিয়ান	কলকাতা, ১৯৬৫
নবম উইকেটে	৫১	রিচার্ড কলিন্জ ও ব্রুস ক্যামেরন	নতুন-দিল্লি, ১৯৬৫
দশম উইকেটে	৬১	জন ওয়ার্ড ও রিচার্ড কলিন্জ	মাদ্রাজ, ১৯৬৫

বিচিত্রা

- প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি :

লালা অমরনাথ (১১৮) ভারত বনাম ইংলণ্ড, বম্বাই ১৯৩৩-৩৪
দীপক শোধন (১১০) ভারত বনাম পাকিস্তান, কলকাতা ১৯৫২-৫৩
কৃপাল সিং (১০০*) ভারত বনাম নিউ-জিলাণ্ড, হায়দরাবাদ ১৯৫৫-৫৬
আব্বাস আলি বেগ (১১২) ভারত বনাম ইংলণ্ড, ম্যানচেস্টার ১৯৫৯
হনুমন্ত সিং (১০৫) ভারত বনাম ইংলণ্ড, নতুন-দিল্লি ১৯৬৪
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (১৩৭) ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া, কানপুর ১৯৬৯-৭০

- একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ইনিংসে পাঁচ উইকেট :

বিনু মানকড় ১৮৪ ও ১৯৬ রানে পাঁচ উইকেট বনাম ইংলণ্ড, লর্ডস ১৯৫২
পলি উমরিগড় ১৭২* ও ১০৭ রানে পাঁচ উইকেট বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ, পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ১৯৬২

- একই টেস্টের দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি :

বিজয় হাজারে বনাম অস্ট্রেলিয়া, অ্যাডেলাইড ১৯৪৭-৪৮
সুনীল গাভাসকার বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ, পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ১৯৭১

- একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি :

সুনীল গাভাসকার ১২৪ ও ২২০ বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ, পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ১৯৭১

- টেস্টসিরিজে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান :

সুনীল গাভাসকার টেস্ট ৪ ইনিংস ৮ অপরাজিত ৩ সর্বোচ্চ ২২০ সেঞ্চুরি ৪ অর্ধশতাধিক ৩ মোট ৭৭৪

গাভাসকার তাঁর প্রথম টেস্টসিরিজেই এই রান করেছিলেন

- টেস্টে দ্রুততম পঞ্চাশ :

২৯ মিনিটে সেলিম দুরানি বনাম ইংলণ্ড, কানপুর ১৯৬৪

- মন্থরতম টেস্ট ইনিংস :

৫০০ মিনিটে ৯৯ এম. এল. জয়সীমা বনাম পাকিস্তান কানপুর ১৯৬০-৬১

- সারা দিন ব্যাট ক'রে সবচেয়ে কম রান :

১১৭ মাদ্রাজে ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সারা দিন খেলে ভারত পাঁচ উইকেটে এ-রান করেছিলো

১২০ কলকাতায় ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত বিনা উইকেটে ১৫ থেকে আট উইকেটে ১৩৫ রানে পৌঁছেছিলো

- সারা দিনে সবচেয়ে বেশি রান :

ম্যানচেস্টার ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ড ছ-উইকেটে ৩৯৮ রান করবার পর ভারত ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে রান তুলেছিলো ১৯০ ; অর্থাৎ একদিনে সবশুদ্ধ উঠেছিলো ছ উইকেটে ৫৮৮ রান

- প্রথম উইকেটে সর্বোচ্চ রানের বিশ্বনজির :

৪১৩ বিন্নু মানকড় (২৩১) ও পঙ্কজ রায় (১৭৩) বনাম নিউ-জিলাণ্ড মাদ্রাজ ১৯৫৫-৫৬

- টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট :

১০৮ রানে বারো উইকেট — বিন্নু মানকড় বনাম ইংলণ্ড মাদ্রাজ ১৯৫১-৫২
১৩১ রানে তেরো উইকেট — বিন্নু মানকড় বনাম পাকিস্তান নতুন-দিল্লি ১৯৫২
১২৫ রানে চোদ্দ উইকেটে — জাশু প্যাটেল বনাম অস্ট্রেলিয়া কানপুর ১৯৫৯-৬০
১৫২ রানে বারো উইকেট — এস. বেঙ্কটরাঘবন বনাম নিউ-জিলাণ্ড নতুন-দিল্লি ১৯৬৫
২৩৫ রানে এগারো উইকেট — বি. এস. চন্দ্রশেখর বনাম ওয়েস্ট- ইনডিজ ১৯৬৬-৬৭

- ইনিংসে সবচেয়ে বেশি উইকেট :

৫৫ রানে আট উইকেট — বিন্নু মানবড় বনাম ইংলণ্ড মাদ্রাজ ১৯৫১-৫২
৫২ রানে আট উইকেট — বিন্নু মানকড় বনাম পাকিস্তান নতুন-দিল্লি ১৯৫২
১০২ রানে ন উইকেট — সুভাষ গুপ্তে বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ কানপুর ১৯৫৮-৫৯
৬৯ রানে ন উইকেট — জাশু প্যাটেল বনাম অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯-৬০
৭২ রানে আট উইকেট — এস. বেঙ্কটরাঘবন বনাম নিউ-জিলাণ্ড ১৯৬৫

- সবচেয়ে কম টেস্ট খেলে একশো উইকেট :

এরাপল্লি অনন্তরাও শ্রীনিবাস প্রসন্ন—২০টি টেস্টে ১০৭ উইকেট

- টেস্টে হাজার রান ও একশো উইকেট :

বিনু মানকড় : ৪৪ টেস্টে ২১০৯ রান ও ১৬২ উইকেট

[মানকড় সবচেয়ে কম টেস্ট খেলে 'ডাবল' করেছিলেন—মাত্র ২২টি টেস্টে]

- টেস্টসিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট :

বনাম ইংলণ্ড—পাঁচটি টেস্টে ৩৪ বিনু মানকড় ১৯৫১-৫২

বনাম অস্ট্রেলিয়া—পাঁচটি টেস্টে ২৬ ই. এ. এস. প্রসন্ন ১৯৬০-৭০

চারটি টেস্টে ২৫ ই. এ. এস. প্রসন্ন ১৯৬৭-৬৮

বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ—পাঁচটি টেস্টে ২৭ সুভাষ গুপ্তে ১৯৫৩

বনাম পাকিস্তান— চারটি টেস্টে ২৫ বিনু মানকড় ১৯৫২-৫৩

বনাম নিউ-জিলাণ্ড—পাঁচটি টেস্টে ৩৪ সুভাষ গুপ্তে ১৯৫৫-৫৬

- টেস্ট-ইনিংসে উইকেটরক্ষকের সেরা নজির :

৫ (৩ ক্যাচ ২ স্টাম্পড) বুধি কুন্দেরান বনাম ইংলণ্ড বম্বাই ১৬৮১-৬২

- কোনো টেস্টসিরিজে উইকেটরক্ষকের সেরা নজির :

১৭ (১১ ক্যাচ ৬ স্টাম্পড) নরেন তামানে বনাম পাকিস্তান ১৯৫৫-৫৬

- টেস্ট-ইনিংসে উইকেটরক্ষকের স্টাম্পিং-এর সেরা নজির :

৪ প্রবীর সেন বনাম ইংলণ্ড মাদ্রাজ ১৯৫১-৫২

[কেবল মাত্র ওল্ডফিল্ড এর আগে মেলবোর্নে ১৯১৪-২৫ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে চারজনকে স্টাম্পড করেছিলেন]

- উইকেটরক্ষক বাদ দিয়ে কোনো টেস্টে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ লুফেছে কোন ফিল্ডার :

৬ একনাথ সোলকার বনাম ওয়েস্ট ইনডিজ পোর্ট অভ স্পেন, ১৯৭১

[সোলকার বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করেছেন আরো আটজনের সঙ্গে : তাঁরা হলেন ইংলণ্ডের আর্থার শ্রুশবারি, ফ্রাঙ্ক উলি, কলিন কাউড্রে; অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক গ্রেগরি, ভিক রিচার্ডসন, নীল হার্ভে; দক্ষিণ আফ্রিকার এ. ই.ই. ভোগলার ও বব মিচেল]

- কনিষ্ঠতম টেস্ট খেলোয়াড় :

বছর	দিন		
১৭	২৬৫	বিজয় মেহরা বনাম নিউ-জিলাণ্ড	বম্বাই ১৯৫৫-৫৬
১৮	২১৪	মহিন্দর অমরনাথ বনাম অস্ট্রেলিয়া	মাদ্রাজ ১৯৬৯-৭০
১৮	২৪৯	বি. এস. চন্দ্রশেখর বনাম ইংলণ্ড	বম্বাই ১৯৬৪

- সবচেয়ে বেশি বয়সে টেস্টে প্রথম আবির্ভাব :

বছর	দিন	
৪১	২৭	আর. জে. ডি. জামশেদজি বনাম ইংলণ্ড বম্বাই ১৯৩৩-৩৪
৪০	৩৭	সি. রামস্বামী বনাম ইংলণ্ড ম্যানচেস্টার ১৯৩৬

● কনিষ্ঠতম টেস্টঅধিনায়ক :

বছর	দিন	
২০	৭৬	পাতৌদির নবাব বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ ব্রিজটাউন ১৯৬২

● পাঁচটি টেস্টেই টসে জয় :

১৯৬৪ পাতৌদির নবাব বনাম ইংলণ্ড

পাতৌদির নবাব (বড়ো), আব্দুল হাফিজ কারদার ও আমির ইলাহি ভারত ছাড়াও অন্য দেশের হ'য়ে ক্রিকেট খেলেছেন—শেষোক্ত দুজন এমনকি ভারতেরই বিপক্ষ। হনুমন্ত সিং ১৯৬৪ সালে বম্বাই টেস্টে ইংলণ্ডের হ'য়ে পরিবর্ত ফিল্ডসম্যান হিসেবে দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেছিলেন—সেই সিরিজেই, পরে নতুন দিল্লিতে ভারতীয় দলের অন্তর্ভূ'ত হ'য়ে, টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন—ইংলণ্ডেরই বিরুদ্ধে।

এক নজরে

[১৯৭১ : ইংলণ্ড সফর পর্যন্ত]

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
অজিত ওয়াড়েকর (জ. এপ্রিল ১/১৯৪১)	২৯	৫৫	২	১৪৩	১	১২	১৭২১	৪০	৬১	৫৫	০			
অজিত পাই (জ. এপ্রিল ২৮/১৯৪৫)	১	২	—	৯	—	—	১০	—	১১৪	৩১	২	২/২৯		
অমর সিং (ডিসেম্বর ৪/১৯১০-মে ২০/১৯৪০)	৭	১৪	১	৫১	—	১	২৯২	৩	২১৮২	৮৫৮	২৮	৭/৮৬	২	
অম্বর রায় (জ. জুন ৫/১৯৪৬)	৪	৭	—	৪৮	—	—	৯১	—						
অরবিন্দ আপ্তে (জ. সেপ্টেম্বর ২৪/১৯৩৪)	১০	২	—	৮	—	—	১৫	—						
অরুণ সেনগুপ্ত (জ. অগস্ট ৩/১৯৩৯)	১	২	—	৮	—	—	৯	—						
অশোক গনদোত্রা (জ. নভেম্বর ২৪/১৯৪৮)	২	৪	—	১৮	—	—	৫৪	১	৬	৫	০			
অশোক মানকড় (জ. অক্টোবর ১২/১৯৪৬)	১৩	২৬	২	৯৭	—	৫	৬৪৪	৬	৪১	৪৩	০			

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
আবিদ আলি (জ. সেপ্টেম্বর ৯/১৯৪২)	২০	৩৬	৩	৮১	—	৪	১০১	২৩	৩০৯৯	১৪১৮	৩৭	৬/৫৫	১	
আব্দুল হাফিজ কারদার (জ. জানুয়ারি ১৭ / ১৯২৫)	৩	৫	—	৪৩	—	—	৮০	১						
আব্বাস আলি বেগ (জ. মার্চ ১৯/১৯৩৯)	১০	১৮	—	১১২	১	২	৪২৮	৬	১৮	১৫	০			
ই. এস. মাকা (মার্চ ৫/১৯২২)	২	১	১	২*	—	—	২	২+১						
ইন্দ্রজিৎ সিংজি (জ. জুন ১৫/১৯৩৭)	৪	৭	১	২৩	—	—	৫১	৬+৩						
উজির আলি (সেপ্টেম্বর ১৫/১৯০৩-জুন ১৭/১৯৫০)	৭	১৪	—	৪২	—	—	২৩৭	১	৩০	২৫	০			
উমেশ কুলকারনি (জ. মার্চ ৭/১৯৪২)	৪	৮	৫	৭	—	—	১৩	—	৪৭৪	২৩৮	৫	২/৩৭		
এইচ. জি. গায়কোয়াড় (জ. অগস্ট ২৯/১৯২৮)	১	২	—	১৪	—		২২	—	২২২	৪৭	০			

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
এইচ. টি. দানি (জ. মে. ২৪/১৯৩৩)	১	—	—	—	—	—	—	১	৬০	১৯	১	১/৯		
একনাথ ধোন্দু সোলকার (জ. মার্চ ১৮/১৯৪৮)	১৩	২১	৪	৬৭	—	৫	৫৮৩	২৬	১৫১৫	৬৭০	১৫	৩/২৮		
এন. রাজিন্দরনাথ (জ. জানুয়ারি ৭/১৯২৮)	১	—	—	—	—	—	—	১+৩						
এম. এল. জয়সীমা (জ. মার্চ ৩/১৯৩৯)	৩৯	৭১	৪	১২৯	৩	১২	২০৬০	১৮	২০৯১	৮২৮	৯	২/৫৪		
এম. জে. গোপালন (জ. জুন ৬/১৯০৯)	১	২	১	১১*	—	—	১৮	৩	১১৪	৩৯	১	১/৩৯		
এরাপল্লি অনন্তরাও শ্রীনিবাস প্রসন্ন (জ. মে. ২২/১৯৪০)	২৫	৪২	৮	২৬	—	—	৪২৪	৯	৮৬১৭	৩৪৫২	১২৪	৬/৭৪	৮	১
এল. পি. জয় (এপ্রিল ১/১৯০২-জানুয়ারি ২৯/১৯৬৩)	১	২	—	১৯	—	—	১৯	—						
এল. রানজি (জ. ১৯০০ — ?)	১	২	—	১	—	—	১	১	১৩৮	৬৪	০			

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
এস. এইচ. এম. কোলা (সেপ্টেম্বর ২২/১৯০২—সেপ্টেম্বর ১১/১৯৫০)	২	৪	—	৩১	—	—	৬৯	২						
এস. আর. পাতিল (জে. অক্টোবর ১০/১৯৩৩)	১	১	১	১৪	—	—	১৪	১	১৩৮	৫১	২	১/১৫		
এস. জি. সিন্ধে (অগস্ট ১৮/১৯২৩—জুন ২২/১৯৫৫)	৭	১১	৫	১৪	—	—	৮৫	—	১৫১৫	৭১৭	১২	৬/৯১	১	
এস. ডাবলিউ. সোহনি (জ. মার্চ ৫/১৯১৮)	৪	৭	২	২৯*	—	—	৮৩	২	৪৩২	২০২	২	১/১৬		
এস. নিয়ালচাঁদ (জ. সেপ্টেম্বর ১৪/১৯১৫)	১	২	১	৬*	—	—	৭	—	৩৮৪	৯৭	৩	৩/৯৭		
কে. আর. মেহেরমজি (জ. অগস্ট ৯/১৯১১)	১	১	১	০*	—	—	০	১						
আর. জে. জামশেদজি (জ. নভেম্বর ১৮/১৮৯২)	১	২	২	৪*	—	—	৫	২	২১০	১৩৭	৩	৩/১৩৭		
কে. এম. রঙ্গনেকার (জ. জুন ২৭/১৯১৬)	৩	৬	—	১৮	—	—	৩৩	১						

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
কেকি তারাপোর	১	১	—	২	—	—	২	—	১১৪	৭২	০			
(জ. ডিসেম্বর ১৭/১৯১০)														
কেনিয়া জয়ন্তিলাল	১	১	—	৫	—	—	৫	২						
(জ. ডিসেম্বর ২৯/১৯৪৯)														
কে. রায়সিং	১	২	—	২৪	—	—	১৬	—						
(জ. ফেব্রুয়ারি ২৪/১৯২২)														৫
কে. সি. ইব্রাহিম	৪	৮	—	৮৫	—	১	১৬৯	—						
(জ. জানুয়ারি ২৬/১৯১৯)														
কৃপাল সিং	১৪	২০	৫	১০০*	১	২	৪২১	৪	১৪৫৮	৪৮৩	১০	৩/৪৩		
(জ. অগস্ট ৬/১৯৩৩)														
গুণ্ডাপ্পা রঙ্গনাথ বিশ্বনাথ	১০	১৯	২	১৩৭	১	৪	৫৯৭	৫	১২	৮	০			
(জ. ফেব্রুয়ারি ১২/১৯৪৯)														
গুল মহম্মদ	৮	১৫	—	৩৪	—	—	১৬৩	৩	৭৭	২৬	২	২/২১		
(জ. অক্টোবর ১৫/১৯২১)														
গুলাম আমেদ	২২	৩১	৯	৫০	—	১	১৯২	১১	৫৬৫০	১০৫২	৬৮	৭/৪৯	৪	১
(জ. জুলাই ৪/১৯২২)														

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
গুলাম গার্ড (জ. ডিসেম্বর ১২/১৯২৫)	২	২	—	৭	—	—	১১	১	৩৯৬	১৮২	৩	২/৬৯		
চন্দ্রকান্ত বোরদে (জ. জুলাই ২১/১৯৩৪)	৫৫	৯৭	১০	১৭৭*	৫	১৮	৩০৬৪	৩৯	৫৭০৭	২৪১৬	৫২	৫/৮৮	১	
চেতন চৌহান (জ. জুলাই ২১ / ১৯৪৭)	৩	৬	—	৩৪	—	—	১০৫	৬						
জয়সিংহরাও ঘোরপাড়ে (জ. অক্টোবর ২/১৯৩০)	৮	১৫	—	৪১	—	—	২২৯	৪	১৪৪	১১৪	০			
জাশু প্যাটেল (জ. নভেম্বর ২৬/১৯২৪)	৭	১০	১	১২	—	—	২৫	২	১৭২৫	৬৩৬	২৯	৯/৬৯	২	১
জাহাঙ্গির খান (জ. ফেব্রুয়ারি ১/১৯১০)	৪	৭	—	১৩	—	—	৩৯	৪	৬০৬	২৫৫	৪	৪/৬০		
জি. এস. রামচাঁদ (জ. জুলাই ২৬/১৯২৭)	৩৩	৫৩	৫	১০৯	২	৫	১১৮০	২১	৪৯৭৬	১৮৯৪	৪১	৬/৪৯	১	
জি. কিষেনচাঁদ (জ. এপ্রিল ১৪/১৯২৫)	৫	১০	—	৪৪	—	১০৩	১							

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
জে. কে. ইরানি (জ. অগস্ট ১৮/১৯২৩)	২	৩	২	২*	—	—	৩	১+১						
জে. জি. নাভলে (জ. ডিসেম্বর ৭/১৯০২)	২	৪	—	১৩	—	—	৪২	১						
জি. আর. সুন্দরম (জ. মার্চ ২৯/১৯৩০)	২	১	১	৩*	—	—	৩	—	৩৯৬	১৬৪	৩	২/৪৬		
ডি. ডি. হিণ্ডেলকার (জানুয়ারি ১/১৯০৯-মার্চ ৩০/১৯৪৯)	৪	৭	২	২৬	—	—	৭১	৩						
দাত্তু গায়কোয়াড় (জ. অক্টোবর ২৭/১৯২৮)	১১	২০	১	৫২	—	১	৩৫০	৫	১২	১২	০			
দাত্তু ফাড়কার (জ. ডিসেম্বর ১২/১৯২৫)	৩১	৪৫	৭	১২৩	২	৭	১২২৯	২০	৫৯৭৪	২২৮৫	৬২	৭/১৫৯	৩	
দিলাওয়ার হুসেন (মার্চ ১৯/১৯০৭—অগস্ট ২৮/১৯৬৭)	৩	৬	—	৫৯	—	৩	২৫৪	৬+১						
দিলীপ সরদেশাই (জ. অগস্ট ৮/১৯৪০)	২৯	৫৩	৩	২১২	৫	৯	১৯৭৮	৪	৪৮	৩৩	০			

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
দীপক শোধন (জ. অক্টোবর ১৮/১৯২৮)	৩	৪	১	১১০	১	—	১৮১	১	৬০	২৬	০			
নরিম্যান কনট্র্যাকটর (জ. মার্চ ৭/১৯৩৪)	৩১	৫২	১	১০৮	১	১১	১৬১১	১৮	১৫৬	৭৬	১	১/৯		
নরেন তামানে (জ. অগস্ট ৪/১৯৩১)	২১	২৭	৫	৫৪*	—	১	২২২	৩৫+১৬						
নাওমল জিউমল (জ. এপ্রিল ১৭/১৯০৪)	৩	৫	১	৪৩	—	—	১০৮	—	১০৮	৬৮	২	১/৪		
নাজির আলি (জ. জুন ৮/১৯০৬)	২	৪	—	১৩	—	—	৩০	—	১৩৮	৮৩	৪	৪/৮৩		
পঙ্কজ রায় (জ. মে ৩১/১৯২৮)	৪৩	৭৯	৪	১৭৩	৫	৯	২৪৪১	১৬	৭২	৫৭	১	১/৬		
পলি উমরিগড় (জ. মার্চ ২৮/১৯২৬)	৫৯	৯৪	৮	২২৩	১২	১৪	৩৬৩১	৩৪	৪৭৩৮	১৪৮৩	৩৫	৬/৭৪	২	
পাতিয়ালার যুবরাজ (জ. জানুয়ারি ১৭/১৯১৩—জুন১৬/১৯৭৪)	১	২	—	৬০	—	১	৮৪	২						

৮

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
পাতৌদির নবাব (বড়ো) (মার্চ ১৬/১৯১০—জানুয়ারি ৫/১৯৫২)	৩	৫	—	২২	—	—	৫৫	—						
পাতৌদির নবাব (ছোটো) (জ. জানুয়ারি ৫/১৯৪১)	৩৯	৭১	২	২০৩*	৬	১৪	২৫৫২	২৪	১২০	৮৪	১	১/১০		
পি. ই. পালিয়া (জ. সেপ্টেম্বর ৫/১৯১০)	২	৪	১	১৬	—	—	২৯	—	৪২	১৩	০			
পি. এল. পাঞ্জাবি (জ. সেপ্টেম্বর ২০/১৯২১)	৫	১০	—	৩৩	—	—	১৬৪	৫						
পি. জি. জোশি (জে. অক্টোবর ২৭/১৯২৬)	১২	১৮	১	৫২*	—	১	২০৭	১৮+৯						
পোচিয়া কৃষ্ণমূর্তি (জ. জুলাই ১২/১৯৪৭)	৫	৬	—	২০	—	—	৩৩	৭+১						
প্রকাশ ভাণ্ডারী (জ. নভেম্বর ২৭/১৯৩৫)	৩	৪	—	৩৯	—	—	৭৭	১	৭৮	৩৯	০			
প্রবীর সেন (মে ৩১/১৯২৬—জানুয়ারি ২৭/১৯৭০)	১৪	১৮	৪	২৫	—	—	১৬৫	১৯+১১						

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
ফারুক ইনজিনিয়ার (জ. ফেব্রুয়ারি ২৫/১৯৩৮)	৩৩	৬২	২	১০৯	১	১০	১৭৮৪	৫০+১৩						
নীরদ চৌধুরী (জ. মে ২৩/১৯২৩)	২	২	১	৩*	—	—	৩	—	৫১৬	২০৫	১	১/১৩০		
বসন্ত রঞ্জানে (জ. জুলাই ২২/১৯৩৭	৭	৯	৩	১৬	—	—	৪০	১	১২৬৭	৬৪৯	১৯	৪/৭২		
বাকা জিলানি (জ. জুলাই ২০/১৯১১—জুলাই ২/১৯৪১)	১	২	১	১২	—	—	১৬	১	৯০	৫৫	০			
'বাপু' নাদকারনি (জ. এপ্রিল ৪/১৯৩২)	৪১	৬৭	১২	১২২*	১	৭	১৪১৪	২২	৯১৭৫	২৫৫৯	৮৮	৬/৪৩	৪	১
বালু গুপ্তে (জ. অগস্ট ৩০/১৯৩৪)	৩	৩	২	১৭*	—	—	২৮	—	৬৭৮	৩৪৯	৩	১/৫৪		
বিজয় মঞ্জরেকার (জ. সেপ্টেম্বর ২৬/১৯৩১)	৫৫	৯২	১০	১৮৯*	৭	১৫	৩২০৯	১৯+২	১৮০	৩৭	১	১/১৫		
বিজয় মার্চেন্ট (জ. অক্টোবর ১২/১৯১১)	১০	১৮	—	১৫৪	৩	৩	৮৫৯	৮	৫৪	৪০	০			

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
বিজয় মেহরা (জ. মার্চ ১২/১৯৩৮)	৮	১৪	১	৬২	—	২	৩২৯	১	১৮	৩	০			
বিজয় হাজারে (জ. মার্চ ১১/১৯১৫)	৩০	৫২	৬	১৬৪*	৭	৯	২১৯২	১১	২৮৪০	১২২০	২০	৪/২৯		
বিজয়নগরের মহারাজকুমার (ডিসেম্বর ২৮/১৯০৫—ডিসেম্বর ২/১৯৬৫)	৩	৬	২	১৯*	—	—	৩৩	১						
বিনু মানকড় (জ. এপ্রিল ১২/১৯১৭)	৪৪	৭২	৫	২৩১	৫	৬	২১০৯	৩৩	১৪৬৮৬	৫২৩৫	১৬২	৮/৫২	৮	২
বিষেন সিং বেদি (জ. সেপ্টেম্বর ২৫/১৯৪৬)	২১	৪২	১২	২২	—	—	২৫২	১৪	৮২৯১	২৭৮২	৯৬	৭/৯৪	৪	
বুধি কুন্দেরান (জ. অক্টোবর ২/১৯৩৯)	১৮	৩৪	৪	১৯২	২	৩	৯৮১	২৭+৭	১৬	১৩	০			
বেঙ্কটরমণ সুব্রহ্মণ্যম (জ. জুলাই ১৬/১৯৪৬)	৯	১৫	১	৭৫	—	২	২৬৩	১৪	৪১৪	২০১	৩	২/৩২		
ভগবৎ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর (জ. মে ১৭/১৯৪৫)	১৯	২৬	১৫	২২	—	—	৭৭	৮	৫৫৭৪	২২০১	৭৫	৭/১৫৭	৩	১

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
ভি. এন. স্বামী (জ. মে ২৩/১৯২৪)	১	—	—	—	—	—	—	—	১০৮	৪৫	০			
ভি. এম. মুদিয়া (জ. জুন ৮/১৯২৯)	২	৩	১	১১	—	—	১১	—	৩১২	১৩৪	৩	২/৪০		
ভি. ভি কুমার (জ. জুন ২৬/১৯৩৫)	২	২	—	৬	—	—	৬	২	৬০৫	২০২	৭	৫/৬৪	১	
মন্মোহন স্থদ (জ. জুলাই ৬/১৯৩৯)	১	২	—	৩	—	—	৩	—						
মনোহর হার্দিকার (জ. ফেব্রুয়ারি ৮/১৯৩৬)	২	৪	১	৩২*	—	—	৫৬	৩	১০৮	৫৫	১	১/৯		
মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. নভেম্বর১/১৯১৯)	১	১	—	০	—	—	০	৩	৩০৬	১৮১	৫	৪/১২০		
মহম্মদ নিসার (অগস্ট ১/১৯১০—মার্চ ১১/১৯৬৩)	৬	১১	৩	১৪	—	—	৫৫	২	১২১১	৭০৭	২৫	৫/৯০	৩	
মাধব আপ্তে (জ. অক্টোবর ৫/১৯৩২)	৭	১৩	২	১৬৩*	১	৩	৫৪২	২	৬	৩	০			

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
মাধব মন্ত্রী (জ. সেপ্টেম্বর ১/১৯২১)	৪	৮	১	৩৯	—	—	৬৭	৮+১						
মাধব আপ্তে (জ. মার্চ ১৮/১৯২৪)	১	২	—	১৫	—	—	১৫	—						
মিলখা সিং (জ. ডিসেম্বর ২৬/১৯৪১)	৪	৬	—	৩৫	—	—	৯২	২	৬	২	০			
মুস্তাক আলি (জ. ডিসেম্বর ১৭/১৯১৪)	১১	২০	১	১১২	২	৩	৬১২	৭	৩৬৬	১৮৯	৩	১/৪৫		
শুটে বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. অক্টোবর ৩/১৯১৩)	১	২	—	৮	—	—	১৩	—	২৭৩	১২৭	৫	৪/৫৪		
শ্রীনিবাসন বেঙ্কটরাঘবন (জ. এপ্রিল ২১/১৯৪৫)	২২	৩৩	৬	৫১	—	১	৪২৬	২২	৬৩৯৬	২৩৫৭	৮৩	৮/৭২	৩	১
সি. আর. রঙ্গচারী (জ. এপ্রিল ১৪/১৯১৬)	৪	৬	৩	৮*	—	—	৮	—	৮৪৬	৪৯৩	৯	৫/১০৭	১	
সি. এস. নাইডু (জ. এপ্রিল ১৮/১৯১৪)	১১	১৯	৩	৩৬	—	—	১৫০	৩	৫২২	৩৫৯	২	১/১৯		

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
সি. কে. নাইডু (অক্টোবর ৩১/১৮৯৫ — নভেম্বর ১৪/১৯৬৭)	৭	১৪	—	৮১	—	২	৩৫০	৪	৮৫২	৩৮৬	৯	৩/৪০		
সি. টি. পতঙ্কর (জ. নভেম্বর ২৪/১৯৩০)	১	২	১	১৩	—	—	১৪	৩+১						
সি. ডি. গোপিনাথ (জ. মার্চ ১/১৯৩০)	৮	১২	১	৫০*	—	১	২৪২	২	৪৮	১১	১	১/১১		
সি. ভি. গাদকারি (জ. ফেব্রুয়ারি ৩/১৯২৮)	৬	১০	৪	৫০*	—	১	১৩২	৬	১০২	৪৫	০			
সি. রামস্বামী (জ. জুন ১৮/১৮৯৬)	২	৪	১	৬০	—	১	১৭০	—						
সি. টি. সারভাতে (জ. জুন ২২/১৯২০)	৯	১৫	১	৩৭	—	—	২০৮	—	৬৫৮	৩৭৪	৩	১/১৬		
সুনীল মনোহর গাভাসকার (জ. জুন ১০/১৯৪৯)	৭	১৪	৩	২২০	৪	৫	৯১৮	৬	৯৬	৫১	০			
সুব্রত গুহ (জ. জানুয়ারি ৩১/১৯৪৬)	৪	৭	২	৬	—	—	১৭	২	৬৭৪	৩১১	৩	২/৫৫		

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
সুভাষ গুপ্তে (জ. ডিসেম্বর ১১/১৯২৯)	৩৬	৪২	১৩	২১	—	—	১৮২	১৪	১১২৮৪	৪৪০২	১৪৯	৯/১০২	১২	১
সেলিম দুরানি (জ. ডিসেম্বর ১১/১৯৩৪)	২৬	৪৭	১	১০৪	১	৫	৯৫৯	১২	৬৩১২	২৫৮৪	৭৪	৬/৭৩	৩	১
রমাকান্ত দেশাই (জ. জুন ২০/১৯৩৯)	২৮	৪৪	১৩	৮৫	—	১	৪১৮	৯	৫৫৯১	২৭৬৩	৭৪	৬/৫৬	২	
রমেশ দিভেচা (জ. অক্টোবর ১৮/১৯২৭)	৫	৫	—	২৬	—	—	৬০	৫	১০৪৪	৩৬১	১১	৩/১০২		
রমেশ সাকসেনা (জ. সেপ্টেম্বর ২০/১৯৪৪)	১	২	—	১৬	—	—	২০	১	১২	১১	০			
রাজিন্দর পাল (জ. নভেম্বর ১৮/১৯৩৮)	১	২	১	৩	—	—	৬	—	৭৮	২২	০			
রামনাথ কেনি (জ. সেপ্টেম্বর ২৯/১৯৩০)	৫	১০	১	৬২	—	৩	২৪৫	১						
রুসি মোদি (জ. নভেম্বর ১১/১৯২৪)	১০	১৭	১	১১২	১	৬	৭৩৬	৩	৩০	১৪	০			

	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	সেরা	শতরান	পঞ্চাশোর্ধ্ব	মোট	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	সেরা	ইনিংসে ৫ উইকেট	খেলায় ১০ উইকেট
রুসি সুরতি (জ. মে ২৫/১৯৩৬)	২৬	৪৮	৪	৯৯	—	৯	১২৭৩	২৮	৩৮৭৫	২০৬২	৪২	৫/৭৪	১	
লাল সিং (জ. ডিসেম্বর ১৬/১৯০৯—?)	১	২	—	২৯	—	—	৪৪	১						
লালা অমরনাথ (জ. সেপ্টেম্বর ১১/১৯১১)	২৪	৪০	৪	১১৮	১	৪	৮৭৮	১৩	৪১১৬	১৪৮১	৪৫	৫/৯৬	২	
মহিন্দর অমরনাথ (জ. মে ২৪/১৯৫১)	১	২	১	১৬*	—	—	১৬	—	১৮৬	৫২	২	২/৩১		
হনুমন্ত সিং (জ. মার্চ ২৯/১৯৩৯)	১৪	২৪	২	১০৫	১	৫	৬৮৬	১১	৬৬	৫১	০			
হেমু অধিকারী (জ. জুলাই ৩১/১৯১৯)	২১	৩৬	৮	১১৪*	১	৪	৮৭২	৮	১৭০	১৮২	৩	৩/৬৮		

MATCH v. INNINGS OF PLAYED AT ON

ORDER OF GOING IN	TIME IN	TIME OUT	TIME FOR 50 / 100	TIME FOR 150 / 200	BATSMAN'S NAME	RUNS AS SCORED	HOW OUT	BOWLE NAM
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
10								
11								

FALL OF WICKET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EXTRAS:	TOTAL for
RUNS												

BOWLER		BOWLING ANALYSIS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1(	13	14	15	16	17	18	19	20	Overs	Maidens	Runs	Wickets	Wides
	OVER No/RUNS																									
	OVER No/RUNS																									
	OVER No/RUNS																									
	OVER No/RUNS																									
	OVER No/RUNS																									
	OVER No/RUNS																									